



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
August 2024

"মিষ্টি বাম্বারা - পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ফিরে যেতে পারবে না, তাই বাবাকে স্মরণ করে আত্মার ব্যাটারীকে চার্জ করো আর ন্যাচারাল পবিত্র হও"

*প্রশ্নঃ - বাম্বারা, বাবা তোমাদের ঘরে যাওয়ার পূর্বে কোন্ কথা শেখান?

*উত্তরঃ - বাম্বারা, ঘরে ফেরার পূর্বে বেঁচে থেকেও মরতে হবে, সেইজন্য বাবা প্রথম থেকেই তোমাদের দেহ বোধের উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস করান অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করা শেখান। উর্ধ্বে গমন অর্থাৎ মৃত্যুবরণ। যাওয়া আর আসার জ্ঞান তোমরা এখনই পাও। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা উপর থেকে আসি। এই শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে করি। বাস্তবে আমরা ওখানকার (পরমধাম) বাসিন্দা, এখন ওখানেই ফিরে যেতে হবে।

ওম্ শান্তি । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে কোনো কষ্ট নেই, এতে দমে যাওয়া উচিত নয়। একেই বলা হয় সহজ-স্মরণ। সবার আগে নিজেকে আত্মাই মনে করতে হবে। আত্মাই শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে। সব সংস্কারও আত্মাতেই থাকে। আত্মা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট (স্বাধীন) । বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এই নলেজ এইসময়েই তোমরা পাও, পরে আর পাবে না। তোমাদের এই শান্তিতে বসার কথা দুনিয়া জানে না, একে বলা হয় ন্যাচারাল শান্তি। আমরা আত্মারা উপর থেকে এসেছি, এই শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে করতে। বাস্তবে আমরা আত্মারা ওখানকার নিবাসী। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রয়েছে। এছাড়া এর মধ্যে কোনো হঠমোগের ব্যাপার নেই, খুবই সহজ। এখন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে কিন্তু পবিত্র না হলে যেতে পারবে না। পবিত্র হওয়ার জন্য পরমাত্মা পিতাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে-করতেই পাপ খন্ডিত হয়ে যাবে। এতে কষ্টের কোনো কথাই নেই। যখন তোমরা হাঁটতে যাও তখনও বাবার স্মরণে থাকো। এখনই তোমরা স্মরণের দ্বারা পবিত্র হতে পারবে। ওখানে ওটা হলো পবিত্র দুনিয়া। ওখানে ওই পবিত্র দুনিয়ায় এই জ্ঞানের কোন প্রয়োজনই থাকে না কারণ ওখানে কোন বিকর্ম হয় না। এখানে স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। যেমন এখানে চলো, ওখানেও তো তোমাদের আচার-আচরণ তেমনই ন্যাচারাল হবে। পুনরায় একটু-একটু করে নীচে নামতে থাকো। এমনও নয় যে, ওখানেও তোমাদের এই অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাস এখনই করতে হবে, ব্যাটারি এখনই চার্জ করে নিতে হবে, পুনরায় ধীরে-ধীরে ব্যাটারী ডিস-চার্জ হয়েই যাবে। ব্যাটারী চার্জ করার জ্ঞান এখন এই একবারই পাওয়া যায়। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতে তোমাদের কতখানি সময় লেগে যায়। শুরু থেকে একটু-একটু করে ব্যাটারী কম হতে থাকে, মূললোকে (পরমধাম) তো থাকেই আত্মারাই। শরীর তো থাকে না। তাই ন্যাচারালি অধঃপতন অর্থাৎ ব্যাটারী (চার্জ) কম হওয়ার কোনো কথাই নেই। মোটর(গাড়ি) যখন চলবে তখনই তো তার ব্যাটারী কম হতে থাকবে। মোটর যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে কি তার ব্যাটারী চলবে, না চলবে না। মোটর যখন চলবে তখনই ব্যাটারী চালু হবে। যদিও মোটরে ব্যাটারী চার্জ হতে থাকে কিন্তু তোমাদের ব্যাটারী এখন একবারই এইসময়েই চার্জ হয়। যখন তোমরা এখানে পুনরায় শরীরের দ্বারা কর্ম করো তখন একটু-একটু করে ব্যাটারী কম হয়ে যায়। প্রথমে বোঝাতে হবে যে, তিনি হলেন সুপ্রীম ফাদার, যাকে সর্ব আত্মারাই স্মরণ করে। হে ভগবান বলে। তিনি হলেন বাবা, আমরা তাঁর সন্তান। বাম্বারা, এখানে তোমাদের বোঝানো হয় যে, ব্যাটারী কিভাবে চার্জ করতে হয়। ঘুরতে-ফিরতেও বাবাকে স্মরণ করো তবেই সতোপ্রধান হয়ে যাবে। কোন কথা না বুঝলে জিজ্ঞাসা করতে পারো। যদিও খুবই সহজ। ৫ হাজার বছর পর আমাদের ব্যাটারী ডিস-চার্জ হয়ে যায়। বাবা এসে সকলের ব্যাটারী চার্জ করে দেন। বিনাশের সময় সকলেই ঈশ্বরকে স্মরণ করে। মনে করো বন্যা হয়েছে, তখনও যারা ভক্ত হবে তারা ভগবানকে স্মরণ করবে কিন্তু সেইসময় ভগবানের কথা স্মরণে আসতে পারে না। আত্মীয়-পরিজন, ধন-দৌলতই স্মরণে আসে। যদিও 'হে ভগবান'- বলে কিন্তু সেও বলতে হয় তাই বলে। ভগবান হলেন বাবা, আমরা ওঁনার সন্তান। এ তো জানেই না। তারা সর্বব্যাপীর উল্টো জ্ঞান পায়। বাবা এসে সঠিক জ্ঞান প্রদান করেন। ভক্তির ডিপার্টমেন্টই আলাদা। ভক্তিতে ঠোঁকর খেতে হয়। ব্রহ্মার রাত তথা ব্রাহ্মণদের রাত। ব্রহ্মার দিন তথা ব্রাহ্মণদের দিন। এইরকম তো বলা হয় না যে, শূদ্রদের দিন, শূদ্রদের রাত। এই রহস্য বাবা বসে বোঝান। এ হলো অসীম জগতের রাত বা দিন। এখন তোমরা দিনের (প্রকাশের দিকে) দিকে যাত্রা করেছে, রাত সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কথা শাস্ত্রতে রয়েছে। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত বলে কিন্তু জানে না। তোমাদের বুদ্ধি এখন অসীম জগতে চলে গেছে। এমন তো দেবতাদেরও বলা যেতে পারে - বিষ্ণুর দিন, বিষ্ণুর রাত কারণ বিষ্ণু আর ব্রহ্মার সম্পর্কও বোঝানো হয়। ত্রিমূর্তির অক্যুপেশন কি - তা আর তো কেউ-ই

বুঝতে পারে না। ভক্তরা তো ভগবানকে কূর্ম-মৎস্য (অবতার) বা জন্ম-মৃত্যুর চক্রতে নিয়ে গেছে। রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদিরাও মানুষ। কিন্তু দৈবী-গুণসম্পন্ন। এখন তোমাদের এমন হতে হবে। পরের(দ্বিতীয়) জন্মে দেবতা হয়ে যাবে। ৮৪ জন্মের যে হিসেব-নিকেশ ছিল তা এখন পূর্ণ হয়েছে। পুনরায় রিপীট হবে। এখনই তোমরা এই শিক্ষা প্রাপ্ত করছ।

বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো। মানুষ বলেও যে, আমরা পার্টধারী। কিন্তু আমরা আত্মারা উপর থেকে কিভাবে আসি - এটা জানে না। নিজেকে দেহধারীই মনে করে নেয়। আমরা আত্মারা উপর থেকে আসি, পুনরায় কবে যাবো? উপরে যাওয়া অর্থাৎ মারা যাওয়া, শরীর পরিত্যাগ করা। মৃত্যু কে চায়? এখানে তো বাবা বলেছেন - তোমরা এই শরীরকে ভুলতে থাকো। তোমাদের জীবন্মৃত অবস্থা (বাবা-ই) শেখান, যা আর কেউ শেখাতে পারে না। তোমরা এসেছেই নিজেদের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য। ঘরে কিভাবে যাবে - সেই জ্ঞান এখনই পাওয়া যায়। মৃত্যুলোকে এ তোমাদের অন্তিম জন্ম। অমরলোক সত্যযুগকে বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন রয়েছে - আমরা অতি শীঘ্র ফিরে যাবো। সর্বপ্রথমে তো মুক্তিধামে যেতে হবে। এই শরীর-রূপী বস্ত্র এখানেই ছাড়তে হবে। তবেই আত্মা ঘরে ফিরে যাবে। যেমন, পার্থিব জগতের অ্যাক্টররা নাটক সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বস্ত্রাদি সেখানেই ছেড়ে ঘরের পোশাক পরে ঘরে ফিরে যায়। তোমাদের এখন এই বস্ত্র পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। সত্যযুগে তো অল্পসংখ্যক দেবতা থাকে। এখানে তো অগণিত মানুষ। ওখানে তো হবেই এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। এখন নিজেদের হিন্দু বলে। নিজেদের শ্রেষ্ঠ ধর্মকে ভুলে গেছে তবেই তো দুঃখী হয়ে পড়েছে। সত্যযুগে তোমাদের কর্ম, ধর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল, এখন কলিযুগে ধর্ম ভ্রষ্ট। বুদ্ধিতে কি আসে যে, আমরা কিভাবে অধঃপতনে গেছি? এখন তোমরা অসীম জগতের বাবার পরিচয় দাও। অসীম জগতের বাবা এসে নতুন দুনিয়া স্বর্গ রচনা করেন। বলেন, 'মনমনাভব'। এ হহো গীতারই শব্দ। সহজ রাজযোগের জ্ঞানের নাম দেওয়া হয়েছে 'গীতা'। এ হলো তোমাদের পার্টশালা। বাচ্চারা এসে পড়া পড়ে, তাই বলা হবে যে, এ হলো আমাদের বাবার পার্টশালা। যেমন কোন বাচ্চার বাবা যদি প্রিন্সিপাল হয়, তখন সে বলবে যে, আমি আমার বাবার কলেজে পড়ি। তার মাও যদি প্রিন্সিপাল হয় তখন বলবে যে, আমার মা-বাবা দুজনেই প্রিন্সিপাল। দুজনেই পড়ায়। আমার মাম্মা-বাবার কলেজ। তোমরা বলবে, আমাদের মাম্মা-বাবার পার্টশালা। দুজনেই পড়ায়। দুজনেই এই আধ্যাত্মিক কলেজ বা ইউনিভার্সিটি খুলেছে। দুজনেই একত্রে পড়ায়। বাবা বাচ্চাদেরকে দত্তক করেছেন। এ হলো অতি গূহ্য (রহস্যময়) জ্ঞানের কথা। বাবা কোনো নতুন কথা বোঝান না। কল্প-পূর্বেও একথা বুঝিয়েছিলেন। হ্যাঁ, এত এত নলেজ যে, প্রতিদিন আরও আরও গূহ্য হতে থাকে। দেখো, আত্মার কথা এখন তোমাদের কিভাবে বোঝানো হয়। এত ছোট আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা থাকে। তা কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। আত্মা অবিনাশী তাই তার পার্ট অবিনাশী। আত্মা কান দিয়ে শুনলো। শরীর আছে তাই তার পার্টও রয়েছে। শরীর থেকে আত্মা পৃথক হয়ে গেলে তখন আর জবাব পাওয়া যায় না। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন আসে তখনই ফিরে যেতে হয়, এর মুখ্যতঃ চাই পবিত্রতা। শান্তিধামে পবিত্র আত্মারাই থাকে। শান্তিধাম আর সুখধাম দুই-ই হলো পবিত্রধাম। ওখানে শরীর নেই। আত্মা পবিত্র, ওখানে ব্যাটারী ডিসচার্জ হয় না। এখানে শরীর ধারণ করলে (আত্মা-রূপী) মোটর চালু হয়। মোটর দাঁড়িয়ে থাকলে পেট্রোল কি কম হয়ে যায়, না হয় না। এখন তোমাদের আত্মাদের জ্যোতি অনেক কম হয় গেছে। সম্পূর্ণ নিভে যায় না। যখন কেউ মারা যায় তখন প্রদীপ জ্বালানো হয়। তারপরে তাকে অতি সন্তর্পণে রাখা হয় যেন নিভে না যায়। আত্ম-জ্যোতি কখনো নিভে যায় না, এ তো অবিনাশী। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। বাবা জানেন যে, এরা অতি মিষ্টি বাচ্চা, এরা সকলেই কামচিভায় বসে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। পুনরায় এদের জাগরিত করে। সম্পূর্ণ তমোপ্রধান মৃতবৎ হয়ে পড়েছে। বাবাকে চেনেই না। মানুষ এখন আর কোনো কর্মের নয়। মানুষের মাটি (শরীরের ভস্ম) কোনো কাজে লাগে না। এমন নয় যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভস্ম কোনো কাজে লাগে, গরীবদেরটা লাগে না। মাটি তো মাটিতেই বিলীন হয়ে যায়, তা সে যেই হোক না কেন। কেউ জ্বালিয়ে দেয়, কেউ কবর দেয়। পার্সিরা কুয়ার উপর রেখে দেয়, আর পাথিরা এসে মাংস খেয়ে নেয়। তারপর হাড়-গোড় সব নীচে গিয়ে পড়ে। এগুলো তবুও কোনো কাজে লাগে। দুনিয়ায় তো অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে। এখন তোমাদের নিজে থেকেই শরীর ত্যাগ করতে হবে। তোমরা এখানে এসেছই শরীর পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে যেতে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করতে। তোমরা আনন্দের সাথে ঘরে ফিরে যাও কারণ জানো যে, আমরাই জীবনমুক্তিতে যাবো।

যারা যেমন পার্ট প্লে করেছিল, শেষ পর্যন্ত সেটাই পালন করবে। বাবা পুরুষার্থ করাতে থাকবে, সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে। এ তো বুঝবার মতো বিষয়, এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য নিজেরাই পুরুষার্থ করে শরীর ত্যাগ করি। বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই অন্তিম সময়ে সঙ্গতি হয়ে যাবে (অন্ত মতি সো গতি), এতে পরিশ্রম রয়েছে। প্রত্যেক পড়াতেই পরিশ্রম আছে। ভগবানকে এসে পড়াতে হয়। অবশ্যই এই পড়াশোনা হলো অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের, এতে আবার

দৈবী-গুণও চাই। লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো এমন হতে হবে, তাই না। ঐনারা সত্যযুগে ছিলেন। এখন আবার তোমরা সত্যযুগী দেবতা হতে এসেছ। এইম অবজেক্ট কত সহজ। ত্রিমূর্তিতেও এ পরিষ্কার। এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর ইত্যাদির চিত্র যদি না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে বোঝাব। ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু, বিষ্ণু তথা ব্রহ্মা। ব্রহ্মার অষ্টভুজা, শতভুজা দেখান হয় কারণ ব্রহ্মার কত-কত সংখ্যক বাচ্চা রয়েছে। তাই ওরা এমন চিত্র তৈরী করে দিয়েছে। তা নাহলে এত ভুজা বিশিষ্ট মানুষ হয় কি? না হয় না। রাবণের ১০ মাথারও অর্থ রয়েছে, এমন মানুষ কখনো হয় না। একথা বাবা-ই এসে বোঝান, মানুষ তো কিছুই জানে না। এও এক খেলা, এও কেউ-ই জানে না যে, এই খেলা কবে থেকে শুরু হয়েছে। বলে দেয় পরম্পরা (বংশানুক্রমে) থেকে। আরে, সেও কবে থেকে? মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা পড়ান, তিনি টিচারও, আবার গুরুও। তাহলে বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত।

এই মিউজিয়াম ইত্যাদি কার ডায়রেকশনে খোলে? এখানে রয়েছেই তো মা, বাবা আর বাচ্চারা। অসংখ্য বাচ্চা রয়েছে। ডায়রেকশন অনুসারে খুলতে থাকে। লোকেরা বলে, তোমরা বল যে ভগবানুবাচ তাহলে রথের দ্বারা আমাদের সাক্ষাৎকার করাও। আরে, তোমরা আত্মার সাক্ষাৎকার করেছ কি? এত ছোট বিন্দুর সাক্ষাৎকার তোমরা কিভাবে করবে! (সাক্ষাৎকারের) প্রয়োজনই নেই। এখানে আত্মাকে জানতে হবে। আত্মা ব্রুকুটির মধ্যভাগে থাকে, যার আধারেই এতবড় শরীর চলে। এখন তোমাদের কাছে না রয়েছে লাইটের, না রয়েছে রক্তজড়িত মুকুট। দ্বিমুকুট পাওয়ার লক্ষ্যেই তোমরা পুনরায় পুরুষার্থ করছ। প্রতি কল্পে তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত কর। বাবা প্রশ্ন করেন, পূর্বে কবে মিলিত হয়েছে? তখন বলে - হ্যাঁ বাবা, প্রতি কল্পেই মিলিত হয়েছে, কেন? এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য। এরা সকলেই একই কথা বলবে। বাবা বলেন - আচ্ছা, ভালো বলেছো, এখন পুরুষার্থ করো। সকলেই তো আর নর থেকে নারায়ণ হবে না, প্রজাও তো চাই। সত্যনারায়ণের কথাও পাঠ হয়। ওরা (লোকেরা) কথা পাঠ করে (শোনায়), কিন্তু বুদ্ধিতে কিছুই থাকে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো, ওটা হলো শান্তিধাম, নিরাকারী দুনিয়া। তারপর সেখান থেকে যাবে সুখধাম। একমাত্র সেই বাবাই সুখধামে নিয়ে যাবেন। তোমরা যখন কাউকে বোঝাবে, তখন বল এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। অশরীরী বাবাই তো আত্মাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। এখন বাবা এসেছেন, ওঁনাকে কেউ জানে না। বাবা বলেন, আমি যে শরীরে আসি, সেও জানে না। রথও তো তিনি (ব্রহ্মা), তাই না। প্রত্যেকটি রথেই আত্মা প্রবেশ করে। সকলের আত্মাই ব্রুকুটির মধ্যস্থলে থাকে। বাবাও এসে ব্রুকুটির মধ্যস্থলে বসবে। তিনি অতি সহজভাবে বোঝান। একমাত্র পিতাই হলেন পতিত-পাবন। বাবার সব বাচ্চারাই এক সমান। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের পার্ট রয়েছে, এতে কেউ ইন্টারফেয়ার করতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই শরীর-রূপী বস্ত্র থেকে মোহ কাটিয়ে জীবিত অবস্থাতেই মরতে (মরজীবা) হবে অর্থাৎ নিজের সমস্ত পুরানো হিসেব-নিকাশ চুকিয়ে ফেলতে হবে।

২) দ্বিমুকুটধারী হওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় পড়াশোনায় আরও অধিক পরিশ্রম করতে হবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। যেমন লক্ষ্য, তেমনই শুভ বাণী, পুরুষার্থও তেমনই করতে হবে।

বরদানঃ:- অকল্যাণের সংকল্পকে সমাপ্ত করে অপকারীদেরকে উপকার করা স্ত্রানী তু আত্মা ভব কেউ যদি প্রতিদিন তোমাদের নিন্দা করে, অকল্যাণ করে, গালি দেয় - তথাপি তাদের প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণা ভাব যেন না আসে, অপকারীকেও উপকার করা - এটাই হলো স্ত্রানী তু আত্মার কর্তব্য। যেসকল তোমরা বাচ্চারা বাবাকে ৬৩ জন্ম গালি দিয়েছো তথাপি বাবা কল্যাণকারী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, সুতরাং ফলো ফাদার। স্ত্রানী তু আত্মার অর্থই হলো সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা থাকবে। অকল্যাণ সংকল্প মাত্রও যেন না হয়।

স্নোগানঃ:- মন্মনা ভব-র স্থিতিতে স্থিত থাকো তাহলে অন্যদের মনের ভাবনাকে জানতে পারবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নিজস্ব সংস্কার হলো পবিত্রতার, তোমরা রাবণের সঙ্গে থেকে পতিত হয়েছো, এখন আবার পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - অশান্তির কারণ ও নিবারণ কি?

*উত্তরঃ - অশান্তির কারণ হলো অপবিত্রতা। এখন ভগবান বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া নির্মাণ করবো, নিজের দৃষ্টি সিম্ভিল রাখবো, ক্রিমিনাল হবো না। তাহলেই অশান্তি দূর হতে পারে। তোমরা বাচ্চারা হলে শান্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে নিমিত্ত। তোমরা কখনও অশান্তি সৃষ্টি করতে পারো না। তোমাদের শান্ত থাকতে হবে, মায়ার দাস (গোলাম) হবে না।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, গীতার ভগবান গীতা শুনিতে ছিলেন। একবার শুনিতে তারপরে তো চলে যাবেন। এখন তোমরা বাচ্চারা গীতার ভগবানের কাছে সেই গীতা জ্ঞান শুনছো এবং রাজযোগও শিখছো। তারা তো লিখিত গীতা পড়ে মুখস্থ করে নেয় তারপরে মানুষদের শোনায়। তারা শরীর ত্যাগ করে পরের জন্মে শিশু রূপে জন্ম নিয়ে তো আর শোনাতে পারে না। এখন বাবা তোমাদের গীতা শোনাতে থাকেন, যতক্ষণ না তোমরা রাজস্ব প্রাপ্ত করছো। লৌকিক টিচাররাও পাঠ পড়াতেই থাকে। যতক্ষণ না পাঠ সম্পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শেখাতে থাকে। পড়াশোনা সম্পূর্ণ হলে জীবিকা উপার্জনের কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। টিচারের কাছে পড়ে, উপার্জন করে, বৃদ্ধ হলে শরীর ত্যাগ করে, আবার নতুন শরীরে প্রবেশ করে। তারা গীতা শোনায়, তাতে কি প্রাপ্তি হয়? এই কথা তো কেউ জানে না। গীতা শুনিতে পর জন্মে আবার শিশু রূপে জন্ম নিলে কিছুই শোনাতে পারে না। যখন বড় হয়, বয়স বাড়ে, গীতা পাঠী হয় তাহলে আবার শোনাতে। এখানে বাবা তো একবার শান্তিধাম থেকে এসে পড়ান তারপরে ফিরে চলে যান। বাবা বলেন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে আমি নিজের ঘরে পরমধাম ফিরে যাই। যাদের পড়াই তারা আবার এসে নিজের প্রালব্ধ ভোগ করে। নিজের ধন উপার্জন করে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে ধারণ করে চলে যায়। কোথায়? নতুন দুনিয়ায়। এই পড়াশোনা হল নতুন দুনিয়ার জন্য। মানুষ তো এই কথা জানে না, পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে আবার নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে। তোমরা জানো, আমরা রাজযোগ শিখছি নতুন দুনিয়ার জন্য। তখন এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর থাকবে না। আত্মা তো হল অবিনাশী। আত্মারা পবিত্র হয়ে তারপরে পবিত্র দুনিয়ায় আসে। নতুন দুনিয়া ছিল, যেখানে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, যাকে স্বর্গ বলা হয়। সেই নতুন দুনিয়া একমাত্র ভগবান-ই রচনা করেন। তিনি এক ধর্মের স্থাপনা করেন। কোনও দেবতার দ্বারা করান না। দেবতা তো এখানে নেই। তাহলে নিশ্চয়ই কোনো মানুষের দ্বারা-ই এই জ্ঞান প্রদান করবেন যাতে আবার দেবতা রচনা হবে। তারপর সেই দেবতার পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে। এই রহস্য তোমরা বাচ্চারাই জানো - ভগবান হলেন নিরাকার যিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন। এখন তো হল রাবণ রাজ্য। তোমরা জিজ্ঞাসা করো কলিযুগী পতিত নাকি সত্যযুগী পবিত্র হয়েছো? কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন - আমি ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমাদের বুঝিয়ে ছিলাম। বাচ্চারা, আমি আসি-ই তোমাদের অর্ধকল্প সুখী করতে। তারপরে রাবণ এসে তোমাদের দুঃখী বানায়। এ হলো সুখ-দুঃখের খেলা। কল্পের আয়ু হলো ৫ হাজার বছর, অতএব অর্ধক করতে হয় তাইনা। রাবণ রাজ্যে সবাই দেহ-অভিমাত্রী বিকার গ্রস্ত হয়ে যায়। এইসব কথাও তোমরা এখন বুঝেছ, আগে বুঝতে না। কল্প-কল্প যারা বুঝেছে তারাই বুঝে নেয়। যারা দেবতা হবে না, তারা আসবেই না। তোমরা দেবতা ধর্মের চারা রোপণ করছো। যখন তা আসুরী তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন তাকে দৈবী বৃক্ষ বলা যাবে না। বৃক্ষ যখন নতুন ছিল তখন সতোপ্রধান ছিল। আমরা সেই কল্পবৃক্ষের পাতা - দেবী-দেবতা ছিলাম, তারপরে রজো, তমো-তে এসে পুরানো পতিত শূদ্র হয়েছি। পুরানো দুনিয়ায় পুরানো মানুষরাই থাকবে। পুরানোকে আবার নতুন করতে হয়। এখন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়েছে। বাবাও বলেন - যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় - তখন জিজ্ঞাসা করা হবে কোন্ ধর্মের গ্লানি হয়? অবশ্যই বলা হবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, যা আমি স্থাপন করেছিলাম। সেই ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সেই ধর্মের পরিবর্তে অধর্ম হয়েছে। সুতরাং যখন ধর্ম থেকে অধর্মের বৃদ্ধি হয়ে যায়, তখন বাবা আসেন। এমন বলা হবে না ধর্মের বৃদ্ধি, ধর্ম তো প্রায় লুপ্ত হয়েছে। অধর্মের বৃদ্ধি হয়েছে। বৃদ্ধি তো সব ধর্মের হয়। একজন খ্রীষ্টের দ্বারা খ্রীষ্টান ধর্মের কতখানি বৃদ্ধি হয়। যদিও দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়েছে। পতিত হওয়ার দরুন নিজেরাই নিজের গ্লানি করেছে। ধর্ম থেকে অধর্ম একটাই হয়। অন্য সবই ঠিক চলছে। সবাই নিজের নিজের ধর্মে স্থির আছে। যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম পবিত্র (ভাইসলেস) ছিল, সেই ধর্ম-ই অপবিত্র হয়ে পড়েছে। আমি পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করি যা পতিত, শূদ্র

হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ধর্মের গ্লানি হয়ে যায়। অপবিত্র হয়ে নিজেরই গ্লানি করায়। বিকার গ্রস্ত হয়ে পতিতে পরিণত হয়, ফলে নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। স্বর্গ বদলে নরকে পরিণত হল। সুতরাং কেউ আর বাঃ-বাঃ অর্থাৎ পবিত্র নেই। তোমরা কতখানি ছিঃ ছিঃ অর্থাৎ পতিত হয়েছ। বাবা বলেন তোমাদের বাঃ-বাঃ ফুলে পরিণত করি, রাবণ তোমাদের কাঁটায় পরিণত করে। পবিত্র থেকে পতিত হয়েছ। নিজের ধর্মের অবস্থা দেখতে হবে। আহ্বান করে যে এসে আমাদের অবস্থা দেখো, আমরা কতখানি পতিত হয়েছি। আবার আমাদের পবিত্র করো। পতিত থেকে পবিত্র করতে বাবা আসেন অতএব পবিত্র হওয়া উচিত। অন্যদেরও পবিত্র করা উচিত।

তোমরা বাচ্চারা নিজেকে দেখতে থাকো যে আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন হয়েছি? আমাদের আচার ব্যবহার কি দেবতাদের মতন হয়েছে? দেবতাদের রাজ্যে তো বিশ্বে শান্তি ছিল। এখন আবার তোমাদের শেখাতে এসেছি - বিশ্বে শান্তি কিভাবে স্থাপন হবে। তাই তোমাদেরও শান্তিতে থাকতে হবে। শান্ত হওয়ার যুক্তি বলেছি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা শান্ত হয়ে, শান্তিধাম চলে যাবে। অনেক বাচ্চারা নিজেরা শান্ত থেকে অন্যদেরও শান্তিতে থাকা শিখিয়ে দেয়। কেউ অশান্তি সৃষ্টি করে। নিজেরা অশান্ত থেকে অন্যদেরও অশান্ত করে দেয়। শান্তির অর্থ বোঝে না। এখানে আসে শান্তি শিখতে এবং এখান থেকে ফিরে গিয়ে অশান্ত হয়ে যায়। অশান্তি হয় অপবিত্রতা থেকে। এখানে এসে প্রতিজ্ঞা করে - বাবা, আমি তোমার। তোমার কাছ থেকে বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে। আমরা পবিত্র থেকে বিশ্বের মালিক হব নিশ্চয়ই। যেই ঘরে ফিরে যায়, মায়া ঝড় তুলে দেয়। এ যেন যুদ্ধ, তাইনা। তখন মায়ার দাস হয়ে পতিত হতে চায়। অবলা নারীদের উপরে অত্যাচার তারাও করে যারা প্রতিজ্ঞা করে আমরা পবিত্র থাকব। কিন্তু মায়ার আক্রমণ হলে প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়। ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার নেবো, আমরা নিজের দৃষ্টি সিঁড়ি রাখবো, কু দৃষ্টি রাখবো না, বিকার গ্রস্ত হবো না, ক্রিমিনাল দৃষ্টি ত্যাগ করবো। তা সত্ত্বেও মায়া রাবণের কাছে হার স্বীকার করে। তখন যে নির্বিকারী হতে চায় তাকে বিরক্ত করে। তাই বলা হয় অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়। পুরুষ হয় বলশালী, স্ত্রী হয় দুর্বল। যুদ্ধ ইত্যাদিতে পুরুষরা যায়, কারণ তারা বলশালী। স্ত্রী হয় কোমল। তাদের কর্তব্য হলো আলাদা, তারা ঘর সংসার সামলায়, সন্তানের জন্ম দিয়ে তাদের লালন পালন করে। এই কথাও বাবা-ই বোঝান, সেখানে একটি সন্তান হয় তাও আবার বিকারের কথা নেই। এখানে তো সন্ন্যাসীরাও কখনও বলে যে একটি সন্তান তো অবশ্যই হওয়া উচিত - ক্রিমিনাল দৃষ্টি যুক্ত ঠগ এমন শিক্ষাই দিয়ে থাকে। এখন বাবা বলেন এই সময়ের বাচ্চারা কি কাজে লাগবে, যখন বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সবই তো শেষ হয়ে যাবে। আমি এসেছি পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করতে। সেসব হল সন্ন্যাসীদের কথা, তারা তো বিনাশের কথা জানে না। তোমাদের অসীম জগতের পিতা বোঝাচ্ছেন এখন বিনাশ হবে। তোমাদের সন্তান উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। তোমরা ভাবো আমাদের বংশের উত্তরাধিকারী থাকবে, কিন্তু পতিত দুনিয়ার কোনও চিহ্ন থাকবে না। তোমরা বোঝো যে আমরা পবিত্র দুনিয়ার ছিলাম, মানুষও স্মরণ করে, কারণ পবিত্র দুনিয়া পার হয়েছে, যাকেই স্বর্গ বলা হয়। কিন্তু এখন তমোপ্রধান হওয়ার জন্য বুঝতে পারে না। তাদের দৃষ্টি হয়েছে ক্রিমিনাল। একেই বলা হয় ধর্মের গ্লানি। আদি সনাতন ধর্মে এমন কথা হয় না। আহ্বান করে পতিত-পাবন এসো, আমরা পতিত দুঃখী হয়েছি। বাবা বোঝান, আমি তোমাদের পবিত্র বানাই, কিন্তু মায়া রাবণের প্রভাবে তোমরা পতিত হয়েছ। এখন আবার পবিত্র হও। পবিত্র হও কিন্তু মায়ার যুদ্ধ চলতে থাকে। বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করছিলে কিন্তু যদি আবার মুখ কালো কর অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত হও তাহলে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাবে কিভাবে। বাবা আসেন সুন্দর বানানোর জন্য। দেবতারা যাঁরা সুন্দর ছিলেন, তাঁরাই শ্যাম হয়েছেন। দেবতাদেরই শ্যাম বর্ণের শরীর দেখানো হয়, ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদিকে কখনও কালো দেখেছ ? দেবী-দেবতাদের চিত্র কালো বানানো হয়। যিনি সকলের সদগতি দাতা পরমপিতা পরমাত্মা সর্ব জনের পিতা, যাঁকে বলা হয় - পরমপিতা পরমাত্মা এসে লিবারেট করো। তিনি কালো হতে পারেন না, তিনি তো হলেন সদা সুন্দর, এভার পিওর। কৃষ্ণ তো অন্য দেহ ধারণ করেন তবুও তিনি পবিত্র, তাইনা। মহান আত্মা দেবতাদেরই বলা হয়। কৃষ্ণ তো হলেন দেবতা। এখন কলিযুগ, কলিযুগে মহান আত্মা কোথা থেকে আসবে। শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন। তাঁর দিব্য গুণ ছিল। এখন তো দেবতা ইত্যাদি কেউ নেই। সাধু সন্ন্যাসী পবিত্র হয় কিন্তু পুনর্জন্ম হয় বিকার দ্বারা। তারপর সন্ন্যাস ধারণ করতে হয়। দেবতারা সর্বদা পবিত্র থাকেন। এখানে রাবণের রাজ্য। রাবণের দশটি মাথা দেখানো হয় - ৫-টি স্ত্রীর, ৫-টি পুরুষের। তোমরা এই কথাও বুঝেছ ৫ বিকার প্রত্যেকের মধ্যে আছে, দেবতাদের মধ্যে আছে এমন বলা হবে না। ওটা হল সুখধাম। সেখানেও যদি রাবণ থাকতো তাহলে দুঃখধাম হয়ে যেতো। মানুষ ভাবে দেবতাদেরও সন্তান জন্ম হয়, তাঁরাও হলেন বিকারী। তারা এই কথা জানে না যে দেবতাদের জন্যে গাওয়া হয় - সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তাই তো তাঁদের পূজা করা হয়। সন্ন্যাসীদেরও মিশন হয়। শুধুমাত্র পুরুষদের সন্ন্যাস ধারণ করিয়ে মিশন বাড়ানো হয়। বাবা যদিও প্রবৃত্তি মার্গের নতুন মিশন তৈরি করেন। যুগলকে পবিত্র করেন। তারপরে তোমরা গিয়ে দেবতা হবে। তোমরা এখানে সন্ন্যাসী হতে আসনি। তোমরা এসেছ বিশ্বের মালিক হতে। তারা তো আবার গৃহস্থে জন্ম নেয়। তারপরে সংসার

থেকে বেরিয়ে যায়। তোমাদের সংস্কার হল-ই পবিত্রতার। এখন অপবিত্র হয়েছ আবার পবিত্র হতে হবে। বাবা পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম তৈরি করেন। পবিত্র দুনিয়াকে সত্যযুগ, পতিত দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। এখানে অসংখ্য পাপাত্মা আছে। সত্যযুগে এমন কথা হয় না। বাবা বলেন যখন যখন ভারতে ধর্মের গ্লানি হয় অর্থাৎ দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা পতিত হয়ে নিজেদের গ্লানি করায়। বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র করি তারপরে তোমরা পতিত হও, অকাজের হয়ে যাও। যখন এমন পতিত হও তখন আবার পবিত্র করার জন্যে আমাকে আসতে হয়। এই ড্রামার চক্র ঘুরতেই থাকে। স্বর্গে যাওয়ার জন্য দিব্য গুণ থাকা উচিত। ক্রোধ থাকা উচিত নয়। ক্রোধ আছে অর্থাৎ তাকে অসুর বলা হবে। খুবই শান্ত চিত্ত অবস্থা হওয়া উচিত। ক্রোধ থাকলে বলা হবে এর ভিতরে ক্রোধ রূপী ভূত আছে। যার মধ্যে কোনো রকম ভূত রয়েছে সে দেবতা হতে পারবে না। নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে না। দেবতারা হলেন নির্বিকারী, যথা রাজা-রানী তথা প্রজা সবাই নির্বিকারী। ভগবান বাবা এসে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানান। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার কাছে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছো, তাই নিজেকে মায়ার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হবে। কখনও মায়ার দাস হবে না। এই প্রতিজ্ঞা ভুলবে না, কারণ এখন পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে।

২) দেবতা হওয়ার জন্য আন্তরিক অবস্থা খুবই শান্ত বানাতে হবে। কোনো রকম ভূতকে প্রবিষ্ট হতে দেবে না। দিব্য গুণ ধারণ করতে হবে।

বরদানঃ:- ফরিস্তা স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা বাবার ছত্রছায়ায় অনুভবকারী বিঘ্নজীৎ ভব অমৃতবেলায় ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথেই স্মরণ করো যে আমি হলাম ফরিস্তা। ব্রহ্মাবাবাকে এই আন্তরিক পছন্দের গিস্ট দাও, তবে প্রতিদিন অমৃতবেলায় বাপদাদা তোমাদেরকে নিজের বাহুপাশে সমাহিত করে নেবেন। অনুভব করবে যে বাবার বাহুর মধ্যে অতীন্দ্রিয় সুখে দুলাচ্ছি। যে ফরিস্তা স্বরূপের স্মৃতিতে থাকবে তার সামনে কোনও পরিস্থিতি বা বিঘ্ন এলেও বাবা তার সামনে ছত্রছায়া হয়ে যাবেন। তাই বাবার ছত্রছায়া বা ভালোবাসার অনুভব করার জন্য বিঘ্নজীৎ হও।

স্নোগানঃ:- সুখ স্বরূপ আত্মা স্ব-স্থিতির দ্বারা পরিস্থিতির উপরে সহজেই বিজয় প্রাপ্ত করে নেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো অসীম জাগতিক আনলিমিটেড স্টেজ, যাতে তোমরা আত্মারা পার্ট প্লে করার জন্য বেধে রয়েছে,
এতে প্রত্যেকের পার্ট ফিক্সড"

*প্রশ্নঃ - কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ কি?

*উত্তরঃ - কর্মাতীত হতে হলে সম্পূর্ণ স্যারেন্ডার হতে হবে। নিজের কিছুই নেই। সবকিছু ভুলে গেলেই কর্মাতীত হতে পারবে। যার ধন - দৌলত, সন্তান ইত্যাদি স্মরণে আসে, সে কর্মাতীত হতে পারবে না। তাই বাবা বলেন, আমি হলাম গরীবের ভগবান। গরীব বাচ্চারা শীঘ্রই স্যারেন্ডার হয়ে যায়। সহজেই তারা সবকিছু ভুলে এক বাবার স্মরণে থাকতে পারে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের (রুহানী) বাবা বসে নিজের আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। ভক্তদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকে না। তোমরা জানো যে, এখন ৮৪-র চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। এ হলো অনেক বড় অসীম মণ্ডপ বা স্টেজ। আনলিমিটেড স্টেজ। এই পুরানো মণ্ডপ ত্যাগ করে ঘরে যেতে হবে। অপবিত্র আত্মারা তো যেতে পারবে না। তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। এখন হলো এই খেলার অন্তিম মুহূর্ত। এই অন্তিম সময় হলো অপারিসীম দুঃখের। এই সময় সব হলো মায়ার পম্প (জোলুস, যাকে মানুষ স্বর্গ বলে মনে করে, কতো মহল, জায়গা জমি, গাড়ি ইত্যাদি আছে, একে বলা হয় মায়ার কম্পিটিশন। নরকের সঙ্গে স্বর্গের কম্পিটিশন। অল্পকালের জন্য সুখ। এ হলো মায়ার লোভ লালসা, সবই ড্রামা অনুসারে। এখানে কতো কতো মানুষ। প্রথমে তো কেবল এক আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মই ছিলো। এখন তো এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ ফুল হয়ে গেছে। এখন এই চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে, এখানে সবই তমোপ্রধান, এই সৃষ্টিও তমোপ্রধান, এরপর আবার তা সতোপ্রধান হতে হবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই তো নতুন হতে হবে, তাই না। নতুন থেকে পুরানো আবার পুরানো থেকে নতুন, এ তো অগুন্টি বার চলে আসছে। এ হলো অনাদি খেলা। এই খেলা কবে শুরু হয়েছে, সে কথা বলা যাবে না। অনাদি কাল ধরে এই খেলা চলে আসছে। এ কথাও তোমরাই জানো আর কেউই জানে না। তোমরাও এই জ্ঞান পাওয়ার পূর্বে কিছুই জানতে না। দেবতারাও এই কথা জানতো না, কেবলমাত্র তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরাই তা জানো, এরপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের সুখধামের মালিক করেছেন, আর কি চাই। বাবার থেকে যা পাওয়ার ছিলো, তা পেয়ে গেছো, আর কিছু পাওয়ার জন্য থাকে না। তাই বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরাই সবথেকে বেশিমাত্রায় পতিত হয়েছো। প্রথম - প্রথম তোমরাই এসেছিলে পার্ট প্লে করতে। তোমাদেরই আবার প্রথমে যেতে হবে। এ তো চক্র, তাই না। সবার প্রথমে তোমরাই মালায় গ্রথিত হবে। এ হলো রুদ্র মালা। এই সুতোয় সম্পূর্ণ দুনিয়ার মানুষ গ্রথিত হয়ে আছে। এই সুতো থেকে বের হয়ে পরমধামে চলে যাবে, তারপর আবার এমনভাবেই সুতোয় গ্রথিত হবে। এ হলো অনেক বড় মালা। শিববাবার কতো সন্তান। প্রথমদিকে তোমরা দেবতারা আসো। এ হলো অসীমের মালা, যেখানে সবাই মণির মতো গ্রথিত হয়ে আছে। রুদ্র মালা আর বিষ্ণুর মালার মহিমা আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কোনো মালা নেই। তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের কোনো মালা নেই কারণ তোমাদের উত্তরণ, অবতরণ হয়, তোমরা হেরেও যাও। মুহূর্তে - মুহূর্তে মায়া তোমাদের ফেলে দেয়, তাই ব্রাহ্মণদের মালা তৈরী হয় না, তোমরা যখন সম্পূর্ণ পাস হয়ে যাও, তখন বিষ্ণুর মালা তৈরী হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও তো বংশকুলজী আছে। যখন তোমরা উত্তীর্ণ হয়ে যাও তখন বলা হবে, ব্রহ্মারও মালা আছে। এই বংশলতিকা তৈরী আছে। এই সময় মালা তৈরী হতে পারে না, কেননা আজ তোমরা পবিত্র হও, কাল আবার মায়া থাপ্পড় মেরে কালো কায়া করে দেয়। তোমরা যা অর্জন করেছো, সব হারিয়ে ফেলো। তখন তোমরা ভেঙ্গে পড়ো। কোথা থেকে পড়ে যায়, তার বিচার করো। বাবা তো তোমাদের বিশ্বের মালিক করেন। তাঁর শ্রীমতে চললে তোমরা উঁচু পদ প্রাপ্তি করতে পারো। হেরে গেলেই সব শেষ। কাম বিকার হলো মহাশত্রু, এর কাছে হেরে যেও না। বাকি সব বিকার হলো বাচ্চা। বড় শত্রুই হলো কাম বিকার। একেই জয় করতে হবে। কামকে জয় করতে পারলেই তোমরা জগৎজিত হতে পারবে। এই পাঁচ বিকার হলো অর্ধেক কল্পের শত্রু, এও সহজে ছাড়ে না। সবাই চিংকার করে যে, ক্রোধ করতে হয়, কিন্তু কিসের দরকার, ভালোবেসেও কাজ হতে পারে। চোরকেও যদি ভালোবেসে বোঝাও, সেও চটে করে সত্য বলে দেবে। বাবা বলেন, আমি তো প্রেমের সাগর, তাই যে কোনো অবস্থাই হোক না কেন, বাচ্চাদেরও ভালোবেসে কাজ করতে হবে। বাবার কাছে মিলিটারীর লোকজন আসে। বাবা তাদেরও বোঝান, তোমরা যদি স্বর্গে যেতে চাও, তাহলে শিববাবাকে স্মরণ করো। তাদের বলা হয় - তোমরা যদি যুদ্ধের ময়দানে দেহত্যাগ করো, তাহলে স্বর্গে যাবে। বাস্তবে যুদ্ধের ময়দান তো এটাই। ওরা তো লড়াই করতে করতে মারা যায়

তারপর ওখানেই আবার জন্মগ্রহণ করে, কারণ সংস্কার তো নিয়ে যায়। স্বর্গে তো যেতে পারে না। তাই বাবা তাদের বোঝাতেন, শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গে যেতে পারো, কেননা এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। শিববাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এই জ্ঞান অল্পও যদি পাও, তাহলে এই অবিনাশী জ্ঞানের কখনোই বিনাশ হয় না। বাচ্চারা, তোমরা যে মেলা ইত্যাদি করো, তোমাদের কতো প্রজা তৈরী হয়। তোমরা তো রুহানী সেনা, এতে কমান্ডার, মেজর আদি অল্পই, প্রজা অনেক হয়। যারা খুব ভালোভাবে বোঝায়, তারা কিছু ভালো পদ পায়। তাদের মধ্যেও প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগের হয়। তোমরা শিক্ষা দিতেই থাকো, কেউ কেউ তো তোমাদের মতোও হয়ে যায়। কেউ - কেউ সবার উপরেও যেতে পারে। এমনও দেখা যায় একে অপরের থেকে উপরে চলে যায়। নতুনরা পুরানোদের থেকেও তীক্ষ্ণগতিতে এগিয়ে যায়। বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত যদি হতে পারে, তাহলে উঁচুতে চলে যাবে। সবকিছুই এই যোগের উপর নির্ভর করে। জ্ঞান তো খুবই সহজ, তোমরা তা অনুভব করো। বাবার স্মরণেই যত বিঘ্ন আসে। বাবা বলেন, ভোজনের সময়ও বাবার স্মরণে তা গ্রহণ করবে কিন্তু কেউ কেউ দুই মিনিট কেউ আবার পাঁচ মিনিট স্মরণে থাকে। সম্পূর্ণ সময় স্মরণে থাকা কঠিন মনে হয়। মায়া কোথায় না কোথায় উড়িয়ে সব ভুলিয়ে দেয়। বাবা ছাড়া যখন কারো স্মরণ থাকবে না, তখনই কর্মাতীত অবস্থা হবে। কিছু যদি তোমাদের আপন মনে হয় তাহলে তার স্মরণ অবশ্যই আসবে। বাবার মতো হলে কিছুই স্মরণে আসবে না, বাবার কি স্মরণে আসে? তাঁর সন্তান - সন্ততি নাকি ধন সম্পদ? কেবল তোমরা বাচ্চারাই তাঁর স্মরণে আসো। বাচ্চারা, তোমাদের তো অবশ্যই বাবা স্মরণ করবে, কেননা বাবা এসেছেনই কল্যাণ করার জন্য। তিনি সকলকেই স্মরণ করেন কিন্তু ফুলের প্রতিই চলে যায়। ফুল আবার অনেক প্রকারের হয়। কোনো কোনো ফুলের গন্ধ থাকে না। এ তো বাগান, তাই না। বাবাকে বাগানের মালিও বলা হয়। তোমরা তো এ কথা জানোই, মানুষ ক্রোধে এসে কতো লড়াই - ঝগড়া করে। অনেক দেহ - অভিমান থাকে। বাবা বোঝান - কখনো কেউ ক্রোধ করলে শান্ত থাকা উচিত। ক্রোধ হলো ভূত। এই ভূতের সামনে শান্তির সঙ্গে উত্তর দিতে হবে।

সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভগবদগীতা হলো ঈশ্বরীয় মত। ঈশ্বরীয় মত, আসুরী মত, দৈবী মতের বিষয়ে একমাত্র ঈশ্বরই এসে বলেন। তিনি রাজযোগের জ্ঞান প্রদান করেন। এরপর এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা রাজার রাজা হয়ে গেলে এই জ্ঞান আর কি হবে? তোমরা ২১ জন্ম তো প্রালম্ব ভোগ করো। ওখানে এইকথা মনে পড়ে না যে, এই পুরুষার্থের জন্য এই ফল পেয়েছি। তোমরা অনেকবার সত্যযুগে গেছো। এই চক্র ঘুরতে থাকে। সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো জ্ঞানের ফল। এমন নয় যে ওখানে জ্ঞান পাওয়া যায়। বাবা এসে এখানে তোমাদের ভক্তির ফল প্রদান করেন। বাবা বলেছেন যে, তোমরা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছিলে। এখন একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এতেই যত পরিশ্রম। তোমরা যদি রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে স্মরণ করো, তাহলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। ভগবান তো বাচ্চাদের ভগবান - ভগবতীই বানাবেন, তাই না, কিন্তু দেহধারীদের ভগবান - ভগবতী বলা রং (ভুল)। ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শিবের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ রয়েছে। এই ব্রহ্মাই পরবর্তীতে বিষ্ণু হবেন, আর এই ব্রহ্মার মধ্যেই শিবের প্রবেশ। সূক্ষ্ম লোকের বাসিন্দাকে ফরিস্তা বলা হয়। তোমাদেরও ফরিস্তা হতে হবে, সাক্ষাৎকারও হয়, বাকি আর কিছুই নয়। সাইলেন্স, মুক্তি আর এখানে হল টকি - এই তিন দুনিয়া। এ হলো ডিটেইল। আর নাটশেলে হলো - 'মনমনাভব', মামেকম স্মরণ করো আর সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করো। এখানে বসে থাকলেও শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। এই পুরানো দুঃখধামকে ভুলে যাও। বেহদের সন্ন্যাস বুদ্ধির দ্বারাই এ সম্ভব হবে। ওদের হলো জাগতিক সন্ন্যাস। এই নিবৃত্তি মার্গের মানুষরা প্রবৃত্তি মার্গের জ্ঞান দিতে পারে না। রাজা - রানী হওয়া হলো প্রবৃত্তি মার্গের। ওখানে সুখই সুখ। সন্ন্যাসীরা তো সুখকে স্বীকারই করে না। কোটির আন্দাজে এখানে সন্ন্যাসী আছে। গৃহস্থীদের কাছ থেকে নিয়ে তারা তাদের দিনাতিপাত করে। এক তো তোমরা দান - পুণ্য অর্থ নিয়োগ করেছে তারপর পাপ কাজ করে পাপ আত্মা হয়ে গেছো। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন অবিনাশী জ্ঞান রত্নের আদান - প্রদান করো। ওরা ধর্মশালা ইত্যাদি বানায়, তাই পরবর্তী জন্মে ভালো ফল পায়। ইনি তো হলেন অসীম জগতের বাবা। ইনি হলেন ডায়রেক্ট আর উনি ইন - ডায়রেক্ট। মানুষ ঈশ্বরকে অর্পণ করে, কিন্তু ঈদের দুজনের তো মুখ নেই। শিব বাবা তো হলেন দাতা, তাঁর কি কখনো ক্ষুধা - তৃষ্ণা হবে? শ্রীকৃষ্ণ দাতা নন। বাবা তো সবাইকেই দেন, তিনি কখনোই নেন না। এক দেবে তো দশ পাবে, গরীব ২ টাকা দেয় তো পদ্মগুণ পেয়ে যায় (সুদামার উদাহরণ রয়েছে)। ভারত তো সোনার চড়ুই পাখির দেশ ছিলো। বাবা তোমাদের কতো ধনবান করেছেন। সোমনাথ মন্দিরে অপরিমিত ধন ছিলো, তার কতো লুট করে নিয়ে গেছে। ওখানে বড় - বড় হীরে - জহরত ছিলো। এখন তো তা দেখাই যায় না, সব কেটে নিয়ে গেছে। এই হিস্ট্রি আবার রিপিট হবে। ওখানকার সব খনি তোমাদের জন্য ভরপুর হয়ে যাবে। হীরে - জহরত তো ওখানে পাথরের মতো পড়ে থাকে। বাবা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করেন, যাতে তোমরা ধনবান হয়ে যাও। তাই মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের কতো খুশী হওয়া উচিত। তোমরা যত এই পাঠ পড়তে থাকবে, ততই তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। বড় পরীক্ষা যখন পাস করে, তখন বুদ্ধিতে

তো এই কথাই থাকে যে - এই পাস করে এই হবো, এই করবো । তোমরা জানো যে, ইনি দেবতা হবেন । এ তো হলো জড় চিত্র । ওখানে আমরা চৈতন্য রূপে থাকবো । এই চিত্রও তোমরা যা বানিয়েছো, তা কোথা থেকে এসেছে? দিব্য দৃষ্টিতে তোমরা দেখে এসেছো । এই চিত্র তো খুবই আশ্চর্যের । কেউ কেউ মনে করবে, এই চিত্র ব্রহ্মা বানিয়েছেন । যদি ইনি কোথাও থেকে শিখতেন, তাহলে কি কেবল একজনই শিখতেন? আরো তো অনেকে শিখতেন । ইনি বলেন, আমি কিছুই শিখে আসিনি । এ তো বাবা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা বানিয়েছেন । শ্রীমতের দ্বারাই এই চিত্র তৈরী হয়েছে । এই চিত্র মনুষ্য মতের নয় । এ সবই শেষ হয়ে যাবে । এর কোনো নাম - নিশানা থাকবে না । এ হলো সৃষ্টির অন্তিম সময় । ভক্তির কতো সামগ্রী রয়েছে । এ সবও থাকবে না । নতুন দুনিয়াতে সবকিছুই নতুন থাকবে । তোমরা অনেকবার স্বর্গের মালিক হয়েছেো । তারপর মায়া তোমাদের হারিয়ে দিয়েছে । ধনকে নয়, মায়া বিকারকে বলা হয় । বাচ্চারা, তোমরা রাবণের শৃঙ্খলে অর্ধেক কল্প আটকে ছিলে । রাবণ হলো তোমাদের সবথেকে পুরানো শত্রু । অর্ধেক কল্প ধরে রাবণের রাজত্ব চলে । লাখ বছর হিসেব দিলে তখন অর্ধেক - অর্ধেক হিসেব তো আসে না । এখানে কতো তফাৎ । বাবা তো তোমাদের বলেছেন, সম্পূর্ণ কল্পের আয়ু হলো পাঁচ হাজার বছরের । ৮৪ লাখ যোনি তো নেইই । এ হলো বিশাল বড় মিথ্যা । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী দেবী - দেবতারা কি এতো লক্ষ বছর রাজত্ব করেছিলেন? এ কোনো কাজের কথাই নয় । সন্ন্যাসীরা মনে করে, এখন যদি আমরা নিজেদের ভুল বলে মেনে নিই, তাহলে সব ফলোয়াররা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে । রিভোলিউশন হয়ে যাবে । তাই এখন তারা তোমাদের মতে চলে নিজেদের রাজত্ব ছাড়বে না । পরের দিকে তারা অল্পকিছু বুঝতে পারবে কিন্তু এখন নয় । বিত্তবানেরা এই জ্ঞান ধারণ করবে না । বাবা বলেন, আমি হলাম গরীবের ভগবান । বিত্তবানেরা কখনোই স্যারেন্ডার হয়ে কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না । বাবা হলেন অনেক বড় শেয়ার ব্রোকার । গরীবদের থেকেই নেন । বিত্তবানের থেকে নিলে অনেক দিতেও হবে । বিত্তবানেরা এখানে সংখ্যায় খুব কমই আসে । কেননা এখানে সবকিছুই ভুলতে হয় । কোনও কিছুই যদি নিজের না থাকে, তখনই বলা হবে কর্মাতীত অবস্থা । বিত্তবানেরা তো ভুলতে পারবে না । যারা পূর্ব কল্পে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছিল, তারাই আবার নেবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা যেমন প্রেমের সাগর, তেমনই মাস্টার প্রেমের সাগর হয়ে ভালোবাসার সাথে যা কিছু করাতে হবে । ক্রোধ করবে না । কেউ যদি ক্রোধ করে, তোমাদের শান্ত থাকতে হবে ।

২) বুদ্ধির দ্বারা এই পুরানো দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে অসীম জগতের সন্ন্যাসী হতে হবে । শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে । অবিনাশী জ্ঞান রত্নের আদান - প্রদান করতে হবে ।

বরদান:- বিকার রূপী বিষধর সাপগুলিকে গলার মালা বানিয়ে শংকর সমান তপস্বীমূর্তি ভব
এই পাঁচ বিকার, যেগুলি সাধারণ লোকেদের জন্য বিষধর সাপ, এই সাপ তোমাদের অর্থাৎ যোগী বা প্রয়োগী আত্মাদের গলার মালা হয়ে যায়। এটা তোমাদের ব্রাহ্মণদের বা ব্রহ্মা বাবার অশরীরী তপস্বী শংকর স্বরূপের স্মরণিক, যা আজও পূজিত হয়ে চলেছে। দ্বিতীয়তঃ - এই সাপ খুশীতে নাচার স্টেজ হয়ে যায় - এই স্থিতি স্টেজের রূপে দেখানো হয়। তো যখন বিকারের উপরে এইরকম বিজয় হবে তখন বলা হবে তপস্বীমূর্তি, প্রয়োগী আত্মা।

স্লোগান:- যাদের স্বভাব মিষ্টি, শান্তচিত্ত তাদের উপরে ক্রোধের ভূত আক্রমণ করতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"যথার্থ স্মৃতির প্রমাণ - সমর্থ স্বরূপ হয়ে শক্তি সমূহের দ্বারা সকলের প্রতিপালন করো"

আজ সকলের হৃদয়ে স্মৃতি উদীয়মান। বাপদাদার কাছেও অমৃতবেলা থেকে চতুর্দিকের বাচ্চাদের স্নেহ এবং স্মরণের ভ্যারাইটি মালা তাঁর গলায় পড়ছিল। সেইসঙ্গে হৃদয়ের স্মরণ আর ভালবাসার গীতও শুনছিলেন। রিটার্নে বাপদাদা উভয়েই বাচ্চাদের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির, ভিন্ন ভিন্ন বরদানে মাল্যভূষিত করছিলেন। এই স্মৃতি দিবস সাকার দুনিয়ার মঞ্চে বাচ্চাদের সমর্থী স্বরূপ হওয়ার বরদান দ্বারা সন শোজ্ ফাদারের বিশেষ দিবস, কারণ সাকার রূপে সেবার নিমিত্ত বানানোর জন্য বাচ্চাদের সেবার মঞ্চরূপী আসনে বসানোর এবং দায়িত্বের মুকুট পরানোর দিন। সাকার রূপে সেবার নিমিত্ত হওয়ার মুকুট ধারণ করার বা তিলক গ্রহণের দিবস। বাচ্চারা সবাই বাবার সহযোগী হয়ে নিমিত্ত হয়েছে আর হতে থাকবে। বাপদাদাও বাচ্চাদেরকে সেবাতে উৎসাহ- উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে যেতে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। প্রত্যেক বাচ্চা নম্বরানুক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে। মেজরিটি বাচ্চারা স্মরণ আর সেবায় নিরন্তর নিয়োজিত থাকে। যেমন আজকের দিনে চারদিকে বাচ্চারা বিশেষভাবে ব্রহ্মা বাবার স্মরণে লভলীন থাকে, তেমনই ব্রহ্মা বাবাও বিশেষভাবে বাচ্চাদের লভে সমাহিত থাকেন।

আজ ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদের বিশেষত্ব দেখছিলেন। যেমন-যেমন প্রত্যেক বাচ্চার বিশেষত্ব তাঁর সামনে আসছিল তেমনই ব্রহ্মা বাবার মুখ থেকে এই বোল বেরোচ্ছিল - বাঃ বাচ্চারা, বাঃ! সাবাশ বাচ্চারা সাবাশ! আর কী হয়েছে? যেইমাত্র ব্রহ্মা বাবা বাঃ বাচ্চারা বাঃ! সাবাশ বাচ্চারা বলছিলেন সেইমাত্র সব বাচ্চারও নয়ন থেকে প্রেমের গঙ্গা-যমুনা নিঃসরণ হচ্ছিল। প্রত্যেক বাচ্চা প্রেমের নদীতে সমাহিত ছিল। এই ছিল বতনের দৃশ্য। সাকার দুনিয়াতেও প্রতিটা স্থানের নিজের নিজের স্মরণ আর স্নেহের দৃশ্য বাপদাদা দেখেছেন। এবারে ভবিষ্যতে কী করতে হবে? স্মৃতি তো থাকে কিন্তু যথার্থ স্মৃতির প্রমাণ হলো স্মৃতি দ্বারা সমর্থ স্বরূপ হওয়া। স্মৃতি অতি শ্রেষ্ঠ, যখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ তখন বাপদাদার দ্বারা যে জন্মসিদ্ধ অধিকার প্রাপ্ত করেছ, তা' সেকেন্ডের স্মৃতি দ্বারাই প্রাপ্ত করেছ। হৃদয় জেনেছে, হৃদয়ে, মনে, বুদ্ধিতে স্মৃতি এসেছে "আমি বাবার আর বাবা আমার", এই স্মৃতির দ্বারাই জন্মসিদ্ধ অধিকারের অধিকারী হয়েছে। এই স্মৃতি সর্বশক্তির চাবি হয়েছে। এই স্মৃতি গোড়েন কি। আমি বাবার অর্থাৎ আমি আত্মা, যখন নিশ্চয় হয়েছে আমি আত্মা বাবার বাচ্চা, তখন নিশ্চয়ে কত টাইম লেগেছে? কোর্স করতে টাইম লেগেছে? কোর্স করতে টাইম লেগেছে কিন্তু যখন নিশ্চয় হয়েছে তো কত টাইম লেগেছে? সেকেন্ডে সওয়া হয়েছে তো না! সেকেন্ডে অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেছ। অধিকারী তো সবাই হয়ে গেছ। সবাই অধিকারী হয়েছ না, নাকি হচ্ছে? অধিকারী হয়ে গেছো, এটা পাক্কা? আচ্ছা।

ডবল ফরেনার্স তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেছো? পান্ডব অধিকারী হয়েছো? পাক্কা? পাক্কা? পাক্কা? খুব ভালো, অভিনন্দন অধিকারীদের। অধিকার হিসেবে বিশেষভাবে বাবার দ্বারা সর্বশক্তি প্রাপ্ত হয়েছে? এক হাত উঠাও, প্রাপ্ত হয়েছে? সর্বশক্তি প্রাপ্ত হয়েছে তো না! নাকি কারও আট প্রাপ্ত হয়েছে, কারও ছয় প্রাপ্ত হয়েছে? নিজেকে তোমরা বলেও থাকো - মাস্টার সর্বশক্তিমান। শক্তিমান বোলো না, সর্বশক্তিমান বলে থাকো। এরা যারা সামনে বসে আছে তারা সর্বশক্তিমান? বাপদাদা সর্ব শব্দের জন্য জিজ্ঞাসা করছেন। সবাই সর্বশক্তিমান নাকি কেউ কেউ শক্তিমানও আছে? আছে কেউ? যে বলে আমি তো সর্বশক্তিমান নই কিন্তু আমি শক্তিমান, এমন কেউ আছে? নেই? কেউ হাত তুলছে না। সকলেই মাস্টার সর্বশক্তিমান, আচ্ছা। তো হে মাস্টার সর্বশক্তিমান, বাপদাদা জিজ্ঞাসা করছেন যে, প্রকৃতির, মায়ার, স্বভাব-সংস্কারের, বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতিতে তোমরা সর্বশক্তিমান তো না? এই প্রকৃতি, মায়া, সংস্কার, বায়ুমন্ডল কিংবা সঙ্গদোষ এই পাঁচকে নিজের শক্তির আধারে অধীন বানিয়েছ? এ' হলো পাঁচ মাথাওয়ালা সাপ, এই সাপের পাঁচ মাথার উপর অধিকারী হয়ে ডান্স করো তোমরা? তোমরা করো নাকি কোনো একটা মাথা বের করে তোমাদের উপরে ডান্স করে? সাপও খুব ভালো ডান্স করতে পারে তো না! তো কোনও এক মাথা তোমাদের ডান্স দেখাতে তো আসে না? কখনো তার খেলা দেখতে ভালো লাগে না তো? খেলা দেখা শুরু করে দাও। পাঁচটা সাপকে গলার মালা বানিয়েছো? শেষ শয্যা বানিয়েছো, ডান্সের মঞ্চ বানিয়েছো? তোমাদের অস্তিম স্থিতি মহাদেব, তপস্বী দেব, অশরীরী স্থিতিতে দেব আত্মা, ফরিস্তা আত্মার স্মারক রূপে এই সব সাপকে গলার মালা হিসেবে দেখানো হয়েছে। যখন এই মালা পরো তখন বাবার মালায় ভালো নম্বরে কাছের দানা হও। বিজয় মালার সমীপ-দানা হও।

বাপদাদা আগেও বলেছেন যে, বর্তমান সময়, সময় অনুসারে বিশেষ সহনশক্তি এবং সমস্যা কিংবা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার শক্তি কর্মে আবশ্যিক। শুধু মন এবং বাণীতে নয়, বরং তোমাদের কর্মেও আবশ্যিক। বাপদাদা রেজাল্টে দেখেছেন যে, তোমাদের শক্তি আছে, শক্তি নেই - সেটা নয়। আছে, কিন্তু ফারাক কী হয়? সময়ে যে শক্তি যে বিধিতে কার্যে প্রয়োগ করা উচিত, সেই সময় এবং বিধিপূর্বক ইউজ করতে, কার্যে প্রয়োগ করতে প্রভেদ হয়ে যায়। স্মৃতি আছে, কিন্তু স্মৃতিকে সমর্থ স্বরূপে তোমরা নিয়ে আসো না। স্মৃতি বেশি আছে, কিন্তু সামর্থ্য কখনো কম, কখনো ঠিক হয়ে যায়। স্মৃতি অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী তো বানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু প্রতিটা স্মৃতির শক্তি বিজয়ী বানিয়ে বিজয় মালার সমীপ-দানা বানায়। দক্ষতাকে স্বরূপে নিয়ে এসো। তোমাদের মনে আছে, বুদ্ধিতে আছে কিন্তু তোমাদের স্বরূপ এবং প্রতিটা শক্তি যেন তোমাদের প্রতিটা কার্যে প্রত্যক্ষ রূপে আসে। তো স্মৃতি দিবস তো খুব ভালো উদযাপন করেছে। এখন সমূহ শক্তিকে স্বরূপে আনো। যদি তোমরা কাউকে দেখ তো তোমাদের নয়ন থেকে তাদের যেন শক্তিস্বরূপের অনুভব হয়। তোমাদের প্রতিটা বোল দ্বারা অন্যরাও যেন সমর্থ হয়ে যায়। শক্তির অনুভব করে। সাধারণ বোল নয়, তোমাদের প্রতিটা বোলে যে শক্তির বরদান প্রাপ্ত হয়েছে তা অনুভব করাও। মন-বুদ্ধি দ্বারা শ্রেষ্ঠ সংকল্প আর যথার্থ নির্ণয় শক্তির বায়ুমন্ডল স্বরূপে আনো। সাধারণ আচার-আচরণেও ফরিস্তা ভাবের শক্তির স্বরূপ যেন প্রতীয়মান হয়। নিজেও এবং অন্যেরও যেন ডবল লাইটের অনুভব হয়। এরকম হয়েছে? সুতরাং ঘুরতে ফিরতে শক্তি স্বরূপ হও আর অন্যদেরও সমর্থ বানাও।

বাবা আজ ব্রহ্মা বাবাকে একটি যাত্রায় নিয়ে গেছিলেন। কোথাকার যাত্রা করালেন? ব্রহ্মা বাবার অব্যক্ত হওয়ার পর দেশে বিদেশে যারাই অব্যক্ত জন্ম নিয়েছে, বাবা ব্রহ্মাবাবাকে সেই সকল ব্রাহ্মণদেরকে দেখালেন। তো তারা সংখ্যায় কত হবে? সাকার রূপ থেকে অব্যক্ত রূপের রচনা অনেক বেশি ছিল। সব জায়গা থেকে অব্যক্ত রচনার আত্মাদের বতনে ইমার্জ করেছেন। শুনলে তোমরা? তার মধ্যে তোমরাও ছিলে তো না! আর প্রত্যেককে বাপদাদা অনেক স্নেহ করেছেন, সমীপ অনুভব হওয়ার দৃষ্টি দিয়েছেন। তাছাড়া, অব্যক্ত রচনাকে এক বিশেষ গিস্টও দিয়েছেন। এখন এখানে যারা বসে আছেন তাদের মধ্যে যে সব ব্রাহ্মণ আত্মারা সাকার ব্রহ্মার পরে রচনায় এসেছে তারা হাত তোলো। মেজরিটি রয়েছে, আচ্ছা হাত নিচে করো। যারা সাকার রূপের রচনা তারা হাত তোলো। খুব অল্প। আজকের সভাতে খুব কম রয়েছে। তো বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে ইমার্জ করেছেন, কেননা সংখ্যা অনেক ছিল। এখানে তো বসতেও পারবে না, বতনে তো সবাই আসতে পারে। ওখানে যত বড় জায়গা চাই তত জায়গা আছে। তাইতো বাপদাদা সবাইকে বতনে ইমার্জ করেছেন অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করে ডেকেছেন। সবাই বড়ই খুশি হচ্ছিল এবং বাপদাদা তাদের থেকে বেশি খুশি হচ্ছিলেন। বাপদাদা সেই রত্নদের উপহার দিয়েছেন, অতি সুন্দর বেদাগ হিরের অতি ঝলমলে কমল পুষ্প ছিল, যে কমলের একেকটা পাতায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ছিল, যা ভিন্ন ভিন্ন রঙে ঝলমল করছিল। সেই দাগহীন হিরের কমল পুষ্প তোমরা ইমার্জ করো, তা' কত উজ্জ্বল হবে! ইমার্জ হয়েছে? ইমার্জ করেছে? ডবল ফরেনার্স ইমার্জ করেছে? টিচার্স ইমার্জ করেছে? পান্ডব ইমার্জ করেছে? আর মিষ্টি মিষ্টি মাতারা ইমার্জ করেছে? মাতারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ। কোন্ ব্যাপারে সকলের আশ্চর্য লাগে? এত এত মাতারা শক্তি স্বরূপ হয়ে গেছে! এত এত মাতা পবিত্রতার ব্রত ধারণ করে দেবীরূপে পরিবর্তন হয়ে গেছে। মাতাদেরই মেজরিটি দেখতে পাওয়া যায়। তো বাপদাদা আজ অব্যক্ত রচনাকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন এবং বতনে বাগিচাও ইমার্জ করেছেন, পাহাড়ও ইমার্জ করেছেন আর সাথে সাগরও ইমার্জ করেছেন। আর সবাইকে খুব ভ্রমণ করিয়েছেন। ফ্রিডম ছিল ভ্রমণের। খেলা করাননি, বল আর ব্যাট বলের খেলা খেলাননি। কেউ সাগর তরঙ্গে তরঙ্গিত হচ্ছিল, কেউ পাহাড়ের উপরে বসে ছিল, কেউ বাগিচায় ঘুরছিল, তো আজ বতনে অব্যক্ত রচনার মজলিস ছিল। বাপদাদা সবাইকে এই বরদান দিয়েছেন, সদা সর্বশক্তিতে জীবিত থাকো, উড়তে থাকো।

তো বাপদাদার আজকের স্মৃতি দিবসের বিশেষ মহামন্ত্র হলো "স্মৃতি স্বরূপ হয়ে সমূহ শক্তি স্বরূপে আনো।" ভাল্ডারকে গুপ্ত রেখে না, সকল কর্মের দ্বারা বাইরে প্রত্যক্ষ করাও। যে কোনো আত্মা তা' সে দৃষ্টির দ্বারাই হোক বা মুখের বোল এর দ্বারা অথবা কর্মের দ্বারা - তোমাদের সাথে সম্পর্কে আসবে, তাদের সমর্থ হওয়ার সহযোগ দাও, সমর্থ স্বরূপ হয়ে স্নেহ দাও। বাপদাদা এটাও দেখেছেন, নতুন নতুন যে বাচ্চারা আসে, তাদের মধ্যে অনেক আত্মা এমনও রয়েছে যাদের বাপদাদার সহযোগের সাথে সাথে তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার দ্বারা সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা, সমাধান প্রাপ্ত হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। তারা ছোট ছোট তো না! যদিও ছোট তবু সাহস রেখে ব্রাহ্মণ তো হয়েছে, তাই না! সুতরাং ছোটদের শক্তির দ্বারা প্রতিপালনের আবশ্যকতা রয়েছে। তাছাড়া, এটা পালনা দেওয়ার প্রশ্ন নয়, পালনা রূপে শক্তি দেওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং, স্থাপনার জন্য তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণ আত্মা যেন তৈরি হয়ে যায়। কারণ অন্ততঃপক্ষে ৯ লক্ষ তো প্রয়োজন, তাই না! অতএব, শক্তির সহযোগ দাও, শক্তির দ্বারা পালনা দাও, শক্তি বাড়ানো। বেশি ডিসকাস করার শিক্ষা দিও না। শক্তি দাও।

তাদের দুর্বলতা দেখো না, বরং তার জায়গায় বিশেষত্ব কিংবা যে শক্তির অভাব রয়েছে তা' নিরন্তর পূরণ করতে থাকো। আজকাল, যারা নিমিত্ত রয়েছে, তাদের এই পালনার নিমিত্ত হওয়ার আবশ্যিকতা রয়েছে। জিজ্ঞাসু বাড়ানো, সেবাকেন্দ্র বাড়ানো এটা তো কম নয়, কিন্তু প্রত্যেক আত্মাকে বাবার সহযোগ দ্বারা শক্তিশালী বানাও, এখন এর আবশ্যিকতা আছে। সেবা তো সবাই করছে, আর সেবা করা ব্যতীত তোমরা থাকতেও পারো না। কিন্তু সেবাতে শক্তি স্বরূপের ভাইব্রেশন যেন আত্মাদের অনুভব হয়, শক্তিশালী সেবা হয়। সাধারণ সেবা তো আজকালকার দুনিয়াতে অনেকে করে, কিন্তু তোমাদের বিশেষত্ব হলো - 'শক্তিশালী সেবা।' ব্রাহ্মণ আত্মাদেরও শক্তির পালনা আবশ্যিক। আত্মা।

বাপদাদার সামনে দেশ- বিদেশের সব তরফের বাচ্চারা দূরে থেকেও বাপদাদার সামনে রয়েছে। বাপদাদা জানেন, সবাই একই কথা বলে - আমারও স্মরণ দিও, আমারও স্মরণ দিও। বাপদাদার কাছে সবার স্মরণ পৌঁছেই যায়। হয় পত্রের দ্বারা, অথবা কার্ডের দ্বারা, নয়তো আজকাল ই-মেল দ্বারা পাঠায়। সায়ম্পের অনেক সুযোগ-সুবিধা হয়ে গেছে। বাপদাদার কাছে সাধনের থেকেও আগে স্মরণ পৌঁছায় এবং হৃদয়ের আওয়াজও পৌঁছায়। সবচাইতে তাড়াতাড়ি হৃদয়ের আওয়াজ পৌঁছায়। তো আজকের দিনে যারাই হৃদয় থেকে, বিভিন্ন সাধনের দ্বারা স্মরণে স্নেহ-সুমন পাঠিয়েছে তাদের সবাইকে বাপদাদা স্মরণে স্নেহ-সুমন দিচ্ছেন। বাচ্চারা একবার স্মরণ দিয়েছে, রিটার্নে বাবা পদম গুণ স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছেন। আত্মা।

চতুর্দিকের, হৃদয়ের সমীপ সমর্থ আত্মাদের, সদা সময়মতো যারা শক্তি স্বরূপ দ্বারা সব প্রত্যক্ষ করায় এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা সমূহ শক্তি দ্বারা আত্মাদের পালনার নিমিত্ত হওয়া বাবার সহযোগী আত্মাদের, যারা সদা প্রত্যেকের মধ্যে সাহস, উৎসাহ, উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে এমন উদ্ভৃতি কলার আত্মাদের, সমস্যাকে সদা সমাধানে পরিবর্তনকারী বিশ্ব-পরিবর্তক আত্মাদের, স্মৃতিস্বরূপ তথা সমর্থ স্বরূপ আত্মাদের, বাপদাদার পদম গুণ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

আত্মা - আজ, বিশেষ যে এই সঙ্গম ভবন আছে না, সেই সঙ্গম ভবন থেকে এসেছে, তাদের সেবাও কম নয়। আজ বিশেষভাবে তাদের স্মরণ বাপদাদা পেয়েছেন। রিসিভ করার সেবাও কম নয়। কার্যতঃ, শান্তিবনের যে সমস্ত সেবাধারী আছে, তাদের সবার সেবা পরস্পরের থেকে এগিয়ে আছে। এটা ভালো। তোমাদের জেগেও থাকতে হয়, চলতেও হয়, ছুটতেও হয়। সবাইকে সন্তুষ্ট করতেও হয়। অভিনন্দন। যারা পান্ডব ভবনের, মধুবনের চার ভূজসমূহ সকলকে অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন।

ডবল ফরেনার্স দেখছে, বাপদাদা আমাদের বলেননি। ডবল ফরেনারদের প্রতি বাপদাদা সহ সব দাদির, সব ব্রাহ্মণের ডবল ট্রিপল ভালোবাসা আছে, কেন? বাপদাদা সদাসর্বদা তোমাদের বিশেষত্ব শুনিয়ে থাকেন, অনেক রকম কালচারের প্রাচীর ভেঙে তোমরা ব্রাহ্মণ জীবনে পৌঁছে গেছো। ব্রাহ্মণ কালচারের হয়ে গেছো এবং মনেও হয় না যে, তোমরা অন্য কোনো দেশের। তোমরা নিজেদের ভারতের আর সদা থাকবে। সেইজন্যে ডবল বিদেশিদেরও অনেক অনেক কোটি কোটি বার অভিনন্দন। খুব ভালো।

বরদানঃ:- দেহ-ভাব থেকে পৃথক হয়ে পরমাত্মা ভালোবাসার অনুভব করে কমল আসনধারী ভব কমল আসনধারী হওয়া হলো ব্রাহ্মণ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতির লক্ষণ। এমন কমল আসনধারী আত্মারা এই দেহবোধ এর থেকে আপনা থেকেই স্বতন্ত্র থাকে। তাদের শরীরের বোধ নিজের দিকে আকর্ষণ করে না। যেমন ঘুরতে ফিরতে ব্রহ্মাবাবার ফরিস্তা রূপ বা দেবতা রূপ সদা স্মৃতিতে ছিল। এমন ন্যাচারাল দেহী-অভিমানী স্থিতি সদা ছিল, একেই বলা হয় দেহ-বোধ থেকে স্বতন্ত্র। এমন দেহভাব থেকে পৃথক হয়েই পরমাত্মা প্রিয় হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- তোমাদের বিশেষত্ব বা গুণ হলো প্রভু প্রসাদ, তাকে 'আমার' মনে করাই হলো দেহ অভিমান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid

2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মধ্যে অনেস্ট হলো সে, যে সমগ্র ইউনিভার্সের সেবা করবে, অনেককে নিজের সমান বানাবে, আরাম পছন্দ হবে না"

*প্রশ্নঃ - তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কোন্ কথাটি কখনো বলতে পারো না?

*উত্তরঃ - তোমরা ব্রাহ্মণরা এ'রকম কখনো বলবে না যে, আমাদের ব্রহ্মার সাথে কোনো কানেকশন নেই, আমরা তো ডায়রেক্ট শিববাবাকে স্মরণ করি। ব্রহ্মাবাবা ব্যতীত ব্রাহ্মণ বলা যায় না, যাদের ব্রহ্মার সাথে কানেকশন নেই অর্থাৎ যারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী নয়, তারা শূদ্র প্রতিপন্ন হবে। শূদ্র কখনো দেবতা হতে পারে না।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে বোঝাচ্ছেন দাদার দ্বারা - বাচ্চারা, মিউজিয়াম অথবা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করাও অথচ উদ্বোধন তো অসীম জগতের পিতা কবেই করে দিয়েছেন। এখন এই শাখা সমূহ অথবা ব্রাঞ্জেস প্রকাশিত হতে থাকে। পার্শালা তো অনেক চাই। এক তো হলো এই পার্শালা যেখানে বাবা থাকেন, এর নাম রাখা হয়েছে মধুবন। বাচ্চারা জানে যে মধুবনে সদা-সর্বদা মুরলী বাজতে থাকে। কার? ভগবানের। এখন ভগবান তো হলেন নিরাকার। মুরলী বাজান সাকার রথের দ্বারা। ওনার নাম রাখা হয়েছে ভাগ্যশালী রথ। এটা তো যে কেউই বুঝতে পারে। এনার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেন, বাচ্চারা, এটা তো তোমরাই বুঝতে পারো। আর কেউই তো না রচনাকে জানে না রচয়িতার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। কেবল বড় মানুষ গভর্নর ইত্যাদি থাকলে তাদের দিয়ে উদ্বোধন করায়। এটাও বাবা প্রায়ই লিখতে থাকেন যে যাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হচ্ছে, প্রথমে তাকে পরিচয় দিতে হবে- বাবা কীভাবে নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন। ওনার এই ব্রাঞ্জেস খোলা হচ্ছে। কারোর না কারোর দ্বারা খোলানো হয় যাতে তার কল্যাণ হয়ে যায়। কেউবা মনে করে বাবা একেবারে এসে গেছেন। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে- বিশ্বের শান্তির রাজ্যের বা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। তার উদ্বোধন তো হয়ে গেছে, এখন এই ব্রাঞ্জেস খুলছে। যেমন ব্যাক্সের ব্রাঞ্জেস খোলা হতে থাকে। বাবাকে এসেই নলেজ দিতে হয়। এই নলেজ পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যেই থাকে। সেইজন্য ওঁনাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আত্মাদের বাবার মধ্যেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান আছে, যা এসে আত্মাদের দেন। বোঝান- হে বাচ্চারা, হে আত্মারা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা নাম তো হলো কমন। মহান আত্মা, পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা বলা হয়ে থাকে। তাই আত্মাকে পরমপিতা পরমাত্মা বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা কেন আসবেন? অবশ্যই বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। তোমাদের আবার সতোপ্রধান নূতন দুনিয়াতে আসতে হবে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট করা হয়। নূতন অথবা পুরানো দুনিয়া হলো মানুষেরই। বাবা বলেন আমি এসেছি নূতন দুনিয়া রচনা করতে। মানুষ ব্যতীত তো দুনিয়া হয় না। নূতন দুনিয়াতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, যার স্থাপনা এখন আবার হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। আবার তোমাদের ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা বানাতে এসেছি। তোমরা এটা শোনাতে পারো যে, বাবা এ'রকম বোঝান। তোমরা নূতন দুনিয়াতে কিভাবে যেতে পারো। এখন তো তোমাদের আত্মা হলো পতিত বিকারী, তাই এখন নির্বিকারী হতে হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপর আছে। পাপ কবে থেকে শুরু হয়? বাবা কত বছরের জন্য পুণ্য আত্মা বানান? তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এখন এটাও জানো। ২১ জন্ম তোমরা পুণ্য আত্মা থাকো, আবার পাপ আত্মা হয়ে যাও। যেখানে পাপ হয় সেখানে দুঃখই হবে। পাপ কোনটা? সেটাও বাবা বলে দেন। এক তো তোমরা ধর্মের গ্লানি করো। তোমরা কতো পতিত হয়ে গেছো। আমাকে ডেকে এসেছো - হে পতিত পাবন এসো, তাই এখন আমি এসেছি। পবিত্র করে তোলেন যে বাবা, তাঁকে তোমরা গালি দাও, গ্লানি করো, সেই জন্য তোমরা পাপ আত্মা হয়ে যাও। বলেও, হে প্রভু জন্ম-জন্মান্তরের পাপী আমরা, এসে পবিত্র করো। তো বাবা বোঝান, যিনি সবচেয়ে বেশী জন্ম নিয়েছে, তাঁরই অনেক জন্মের শেষে আমি প্রবেশ করি। বাবা অনেক জন্ম কাকে বলেন? বাচ্চারা, ৮৪ জন্মকে। যারা সর্ব প্রথম আসে, তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। প্রথমে তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ আসে। এখানে তোমরা আসই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। কথাও সত্যনারায়ণের শোনায। কবে রাম-সীতা হওয়ার কথা কেউ শুনিয়েছে? ওদের গ্লানি করা হয়। বাবা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী করে তোলেন। যাদের কখনো কোনো নিন্দা করা হয় না। বাবা বলেন আমি রাজযোগ শেখাই। বিষ্ণুর এই দুই রূপ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। বাল্যকালে এরা হলো রাধা-কৃষ্ণ। এরা কোনো ভাই-বোন নয়, আলাদা-আলাদা রাজাদের বাচ্চা ছিল। উনি মহারাজকুমার আর তিনি মহারাজকুমারী, যাদের স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ বলা হয়। এই সব কথা কোনো মানুষ জানে না। পূর্ব কল্পে এইসব কথা যাদের বুদ্ধিতে বসেছিল, তাদেরই বসবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ,

রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদি সকলের মন্দির আছে, বিষ্ণুরও মন্দির আছে, যাকে নর-নারায়ণের মন্দির বলে। আর তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণের আলাদা করে মন্দিরও আছে। ব্রহ্মারও মন্দির আছে। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ আবার বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ - সেটা তো আলাদা হয়ে গেলো তাই না! দেবতাদের কি আর ভগবান বলা যায় ! তাই বাবা বোঝান, যাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হবে, তাকে প্রথমে বোঝানোর দরকার, বিশ্বে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনে ভগবান ফাউন্ডেশন করে দিয়েছেন। বিশ্বে শান্তি তো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে ছিল যে। এরা যে সত্যযুগের মালিক ছিল। তাই মানুষকে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী করে তোলার এটা হলো বৃহৎ গডলী ইউনিভার্সিটি বা ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। বিশ্ব বিদ্যালয় তো অনেকে নাম রেখেছে। বাস্তবে সে'সব কোনো ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি হল না। ইউনিভার্স তো সমগ্র বিশ্ব হয়ে গেলো। সমগ্র বিশ্বে অসীম জগতের পিতা একটিই কলেজ খোলেন। তোমরা জানো যে, বিশ্বে পবিত্র হওয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয় কেবল এই একটিই আছে, যা বাবা স্থাপন করেন। আমরা সমগ্র বিশ্বকে শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাই, সেই জন্য একে বলা হয় ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। ঈশ্বর এসে সমগ্র বিশ্বকে মুক্তি-জীবন মুক্তির উত্তরাধিকার দেন। কোথায় বাবার কথা, কোথায় এই সব বলতে থাকে ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্স অর্থাৎ সমস্ত দুনিয়াকে চেপ্ত করা, এটা তো বাবারই কাজ। আমাদের এই নাম রাখতে দেয় না আর গভর্নমেন্ট নিজেই রাখে। এটা তো তোমাদের বোঝাতে হবে, তাও প্রথমেই এটা বোঝাবে না। প্রথমে বলো, আমাদের নামই হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। এনার ব্রহ্মা নামও তখন হয়েছে যখন বাবা (শিব) এসে ওনাকে রথ করেছেন। প্রজাপিতা নাম তো প্রখ্যাত। তিনি এলেন কোথা থেকে? ওঁনার বাবার নাম কি? ব্রহ্মাকে দেবতা দেখানো হয়, তাই না! দেবতাদের পিতা তো অবশ্যই পরমাত্মাই হবেন। তিনি হলেন রচয়িতা, ব্রহ্মাকে বলা হবে সর্বপ্রথম রচনা। ওনার বাবা হলেন শিববাবা, তিনি বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনার পরিচয় তোমাদের দিয়ে থাকি। তাই বাচ্চাদের বোঝাতে হবে- এটা হলো ঈশ্বরীয় মিউজিয়াম। বাবা বলেন আমাকে ডাকে - হে পতিত পাবন এসো, এসে পতিত থেকে পবিত্র করো। এখন হে বাচ্চারা, হে আচ্চারা, তোমরা নিজের পিতাকে স্মরণ করলে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। "মন্মনাভব" এই শব্দটি তো গীতারই। ভগবান হলেন এক, জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন, কৃষ্ণ তো পতিত পাবন হতে পারে না। সে পতিত দুনিয়াতে আসতে পারে না। পতিত দুনিয়াতে একমাত্র পতিত পাবন বাবা আসবেন। এখন আমাকে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। কতো সহজ কথা। "ভগবানুবাচ" শব্দটি অবশ্যই বলতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, কাম বিকার হলো মহাশত্রু। প্রথমে নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো, এখন হলো বিকারী দুনিয়া। দুঃখ আর দুঃখ। নির্বিকারী হলে তো আবার সুখ আর সুখ হবে। তাই এটা বুঝতে হবে যে ভগবানুবাচ - কাম হলো মহাশত্রু, এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করলে তোমরা জগৎজীত হবে। এক বাবাকে স্মরণ করো। আমিও ওনাকে স্মরণ করি। যেমন কেউ কলেজ খুললে তো তারও দ্বার উদ্বোধন করানো হয়, তাই না! এটাও হলো কলেজ, অনেক সেন্টার আছে। সেন্টারে টিচার নিযুক্ত করা হয়। টিচারকেও অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। বাবা নূতন নূতন সেন্টারে ভালো ভালো ব্রাহ্মণীদেরকে (টিচার) রাখেন এই জন্য যে, তাড়াতাড়ি নিজের সমান তৈরী করে আবার অন্য সেন্টারে চলে যেতে হবে, সার্ভিসের দায়িত্ব নিয়ে। দেখবে কারা কারা সঠিক রীতিতে মুরলী পড়ে শোনাতে পারে, বোঝাতে পারলে তাকে বলবে এখন তুমি এখানে বসে ক্লাস করাও। এরকম ট্রায়াল করিয়ে, তাকে বসিয়ে চলে যেতে হবে অন্য জায়গায় সেন্টার গড়ে তুলতে। ব্রাহ্মণীদের কাজ হলো এক সেন্টার জমে উঠলে বা বর্ধিষ্ণু হলে আবার গিয়ে অন্য সেন্টার জমানো। একেক টিচারের ১০-২০ সেন্টার স্থাপন করা চাই। অনেক সার্ভিস করা চাই। দোকান খুলতে থাকো, নিজের সমান করে কাউকে ছাড়তে থাকো। মন থেকে আসা চাই-কাউকে নিজের সমান তৈরী করলে অন্য সেন্টার খুলবে। কিন্তু এমন অনেক বিরলই কেউ হয়। অনেক তাকে বলা হয়, যে সমগ্র ইউনিভার্সের বা ব্রহ্মাণ্ডের সেবা করবে। একটা সেন্টার খুলল, নিজের সমান তৈরী করলো, আবার দ্বিতীয় জায়গায় সেবা করলো। একই জায়গায় আটকে যেতে নেই। আচ্ছা, কাউকে বোঝাতে না পারো তো অন্য কাজ করো। তাতে দেহ-অভিমান আসতে দিতে নেই। আমি তো বড় ঘরের, এই কাজ কি ভাবে করবো....আমার ব্যাথা হবে। সামান্য কাজ করলেই হাড়ে ব্যাথা বোধ হবে, একে দেহ-অভিমান বলা হয়ে থাকে। কিছুই বোঝে না, সবার আরো সার্ভিস করা দরকার। তারা আবার ওটাও লেখে যে বাবা অমুকে আমাকে বুঝিয়েছে, আমার জীবন গড়ে দিয়েছে। সার্ভিসের প্রমাণ পাওয়া চাই। একেক জনের টিচার হয়ে ওঠা চাই। আবার নিজেই লেখে- বাবা, আমার পিছনে অনেক সম্মেলনের লোক আছে, আমি অনেক নিজের সমান তৈরী করেছি, আমি সেন্টার খুলতে থাকবো। এই রকম বাচ্চাদের বলা হবে ফুল। সার্ভিস যদি না করো তো ফুল কিভাবে হবে। ফুলেরও তো বাগিচা থাকে। তাই যে উদ্বোধন করবে তাকেও বোঝানো দরকার। আমরা ব্রহ্মকুমার-কুমারী। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতা হই। বাবা এই ব্রাহ্মণ কুল আর সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী কুলের স্থাপনা করেন। এই সময় তো সকলে শূদ্র বর্ণের। সত্যযুগে দেবতা বর্ণের ছিল, আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণের হয়। বাবা জানেন কতো পয়েন্টস বাচ্চারা ভুলে যায়। সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ বর্ণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান...ব্রহ্মা কোথা থেকে এলো। এই ব্রহ্মা বসে আছে না! ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, কাদের ? ব্রাহ্মণদের। তাদের আবার শিক্ষা দিয়ে দেবতায় পরিণত করেন। আমরা বাবার কাছে পড়াশুনা করছি। তারা তো ভগবানুবাচ তো অর্জুনের প্রতি লিখে

দিয়েছে। এখন অর্জুন কে ছিল, কারও জানা নেই। তোমরা জানো যে, আমরা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ। যদি কেউ বলে, আমি তো হলাম শিববাবার বাচ্চা, ব্রহ্মার সাথে আমার কানেকশন নেই, তো কী করে আবার দেবতা হবে? ব্রহ্মার ঋ তো হবে। শিববাবা তোমাদের কীভাবে, কিসের দ্বারা বলেছেন আমাকে স্মরণ করো? ব্রহ্মার দ্বারা বলেছেন যে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো বাচ্চা হও। নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার- কুমারী বলে থাকো। আমরা হলাম ব্রহ্মার বাচ্চা। অবশ্যই তাই ব্রহ্মা স্মরণে আসবে। শিববাবা ব্রহ্মা তনের দ্বারা পড়ান। ব্রহ্মাবাবা আছেন মধ্যখানে। ব্রাহ্মণ না হয়ে দেবতা কীভাবে হতে পারবে? আমি যে রথে আসি, ওনারও জানা দরকার। ব্রহ্মাকে বাবা না বললে বাচ্চা কি ভাবে প্রতিপন্ন হবে? নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে না করলে তো তবে শূদ্র হলে। শূদ্র থেকে শীঘ্র ভাবে দেবতা হওয়া মুশকিল। ব্রাহ্মণ হয়ে শিববাবাকে স্মরণ ব্যতীত দেবতা কি করে হতে পারবে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই। তো উদ্বোধন যারা করবে তাদেরও বোঝাতে হবে যে বাবার দ্বারা উদ্বোধন হয়ে গেছে। তোমাদেরও বলা হয় যে শুধুই বাবাকে স্মরণ করলে পাপ খন্ডন হবে। ওই বাবা হলেন পতিত-পাবন, তোমরা আবার পবিত্র হয়ে দেবতা হয়ে যাবে। বাচ্চার অনেক সার্ভিস করতে পারে। বলা, আমরা প্রভু বার্তা বা বাবার পৈগাম দিয়ে থাকি। এখন করো, না করো তোমাদের মর্জি। আমরা প্রভুর বার্তা দিয়ে যাই। আর কোনো পদ্ধতিতে পবিত্র হওয়া যায়ই না। যখন সময় পাবে, সার্ভিস করো। সময় তো অনেক পাওয়া যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নতুন নতুন সেন্টার বৃদ্ধি করানোর জন্য নিজের সমান তৈরী করার সেবা করতে হবে। সেন্টার খুলতে থাকতে হবে। এক জায়গায় বসে যেতে নেই।

২) ফুলের বাগান তৈরী করতে হবে। প্রত্যেককে ফুলে পরিণত হয়ে অন্যদের নিজের সমান ফুলে পরিণত করতে হবে। কোনো সেবাতেই যেন দেহ-অভিমান না আসে।

বরদানঃ:- সকল পদার্থ গুলির আসক্তিগুলির থেকে ডিট্যাচ অনাসক্ত, প্রকৃতিজীত ভব
যদি কোনও পদার্থ কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে বিচলিত করে অর্থাৎ আসক্তির ভাব উৎপন্ন হয়, তাহলে ডিট্যাচ থাকতে পারবে না। ইচ্ছাগুলিই হলো আসক্তির রূপ। কেউ কেউ বলে ইচ্ছা নেই কিন্তু ভালো লাগে। তো এটাও হলো সূক্ষ্ম আসক্তি - একে সূক্ষ্ম রূপে চেকিং করো যে এই পদার্থ অর্থাৎ অল্পকালের সুখের সাধন আকৃষ্ট করে না তো? এই পদার্থ হলো প্রকৃতির সাধন, যখন এর থেকে অনাসক্ত অর্থাৎ ডিট্যাচ হতে পারবে তখন প্রকৃতিজীৎ হতে পারবে।

স্লোগানঃ:- আমার-আমার এর ঝামেলাকে ত্যাগ করে অসীম জগতে থাকো তখন বলা হবে বিশ্ব কল্যাণকারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন বিকর্ম করা বন্ধ করো, কারণ এখন তোমাদের বিকর্মাজীত সম্বৎ (অব্দ) শুরু করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ এমন এক কথায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার অবশ্যই বাবাকে ফলো করা উচিত?

*উত্তরঃ - যেমন স্বয়ং বাবা টিচার হয়ে তোমাদের পড়ান, তেমনই প্রত্যেকেই বাবার সমান টিচার হতে হবে। যা পড়ছো তা অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। তোমরা হলে টিচারের সন্তান টিচার, সদ্ধুরুর সন্তান সদ্ধুরুও। তোমাদের সত্যখন্ড স্থাপন করতে হবে। তোমরা সত্যের তরীতে বসে রয়েছ তাই তোমাদের তরী হেলতে-দুলতে পারে কিন্তু ডুবতে পারে না।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের বাবা বসে তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদের সাথে আত্মিক বার্তালাপ করেন। (তিনি) আত্মাদের জিজ্ঞাসা করেন। কারণ এ তো নতুন নলেজ, তাই না। মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার এ হলো নতুন নলেজ বা পড়াশোনা। এই পাঠ তোমাদের কে পড়ান? বাচ্চারা জানে, আত্মাদের পিতা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান। এ'কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি বাবা আবার তিনি পড়ানও, তাই টিচারও হয়ে গেলেন। এও তোমরাই জানো যে, আমরা নতুন দুনিয়ার জন্যই পড়ি। প্রত্যেকটি কথায় নিশ্চয় হওয়া উচিত। নতুন দুনিয়ার জন্য যিনি পড়ান, তিনি হলেন বাবা। মুখ্য কথাই হলো বাবার। বাবা, ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের এই শিক্ষা দেন। কারোর দ্বারা তো দেবেন, তাই না। গাওয়াও হয়ে থাকে, ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখান। ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন, যে দেবী-দেবতা ধর্ম এখন নেই। এখন এ হলো কলিযুগ। তাহলে এ'কথা প্রমাণিত যে, স্বর্গ স্থাপিত হচ্ছে। স্বর্গে শুধুমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই থাকে, বাকি সব ধর্ম থাকবেই না অর্থাৎ বিনাশ হয়ে যাবে। কারণ সত্যযুগে আর কোনো ধর্ম ছিলই না। বাচ্চারা, একথা তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে, এখন তো অনেক ধর্ম রয়েছে। পুনরায় বাবা আমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা বানান, কারণ এখন এ হলো সঙ্গমযুগ। এ তো অতি সহজ কথা যা বোঝাতে হবে। ত্রিমূর্তিতেও দেখান হয় - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। কিসের? স্থাপনা তো নতুন দুনিয়ারই হবে, পুরানো তো হবে না। বাচ্চাদের এই নিশ্চয় রয়েছে যে, নতুন দুনিয়ায় থাকেই দৈবী-গুণ সম্পন্ন দেবতারা। তাই এখন আমাদেরও গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। সর্বপ্রথমে কাম-বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে নির্বিকারী হতে হবে। কাল পর্যন্ত দেবী-দেবতাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে যে, আপনারা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর আমরা বিকারী। নিজেদের বিকারী মনে করতো কারণ বিকারে যেত। এখন বাবা বলেন, তোমাকেও এমন নির্বিকারী হতে হবে, দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কাম-ক্রোধাদির এই বিকার যদি থাকে তবে একে দৈবী-গুণ বলা যাবে না। বিকারে পতিত হওয়া, ক্রোধ করা - এসব হলো আসুরী-গুণ। দেবতাদের কি লোভ-লালসা থাকবে? ওখানে বিকার থাকে না। এটাই হলো রাবণের দুনিয়া। রাবণের জন্ম হয় ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গমে। যেমন, এই পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার সঙ্গম হয়, তাই না! তেমনই সেটাও সঙ্গম। এখন রাবণ-রাজ্যে অতিমাত্রায় দুঃখ, রোগ রয়েছে, তাই একেই বলা হয় রাবণ-রাজ্য। রাবণ-কে প্রতি বছর দহন করা হয়। বাম-মার্গে গমনের ফলেই বিকারী হয়ে যায়। এখন তোমাদের নির্বিকারী হতে হবে। এখানেই দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। যে যেমন কর্ম করে তেমনই ফল পাবে। বাচ্চাদের দ্বারা এখন কোন বিকর্ম হওয়া উচিত নয়।

এক হলো রাজা বিকর্মাজীৎ, দ্বিতীয় হলো রাজা বিক্রম। এটাই হলো বিক্রম সম্বৎ অর্থাৎ রাবণ-রূপী বিকারীদের যুগ। এ কেউ বোঝে না। কল্পের আয়ুই কারোর জানা নেই। বাস্তবে বিকর্মাজীত হয় দেবতারা। ৫ হাজার বছরে ২৫০০ বর্ষ হয় রাজা বিক্রমের, ২৫০০ বর্ষ রাজা বিকর্মাজীতের। অর্ধেক হলো বিক্রমের। যদিও ওইসব লোকেরা বলে কিন্তু কিছুই জানে না। তোমরা বলবে বিকর্মাজীতের আমল এক বর্ষ থেকে শুরু হয়। পুনরায় ২৫০০ বছর পরে বিক্রমের আমল শুরু হয়। এখন বিক্রমযুগ সম্পূর্ণ হবে, পুনরায় তোমরা বিকর্মাজীত মহারাজা-মহারানী হচ্ছে, যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন বিকর্মাজীত যুগ শুরু হয়ে যাবে। এসব কথা তোমরাই জানো। তোমাদেরকে বলে যে, ব্রহ্মাকে কেন বসানো হয়েছে? আরে, তোমরা কেন ঐনার ব্যাপারে চিন্তিত? আমাদের পড়ান যিনি সেই কি ইনি? না ইনি নন। আমরা তো শিববাবার কাছে পড়ি। ইনিও ঐনার কাছেই পড়েন। যিনি পড়ান, তিনি তো জ্ঞানের সাগর, তিনি তো বিচিত্র, ঐনার চিত্র অর্থাৎ শরীর থাকে না। ঐনাকেই বলা হয় নিরাকার। ওখানে সব নিরাকারী আত্মারা থাকে। পুনরায় এখানে এসে সাকারী হয়। পরমপিতা পরমাত্মাকে সকলেই স্মরণ করে, তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। লৌকিক পিতার উদ্দেশ্যে 'পরম'- শব্দটি বলা হয় না। এ তো বুঝবার মতো বিষয়, তাই না। স্কুলের স্টুডেন্ট পড়ার প্রতি অ্যাটেনশন দেয়। যখন কেউ পদপ্রাপ্ত করে

নেয়, ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়ে যায় তখন পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়। ব্যারিস্টার হয়েও কি আবার পড়াশোনা করবে, না তা করবে না। না, তখন পড়াশোনা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তোমরাও দেবতা হয়ে গেলে তখন আর তোমাদের এই পড়াশোনার প্রয়োজন পড়ে না। ২৫০০ বছর দেবতাদের রাজত্ব চলে। একথা তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো আবার তোমাদেরই অন্যান্যদের বোঝাতে হবে। এও মনে রাখা উচিত। যদি না পড়াও তাহলে কি টিচার হলে? তোমরা সকলেই হলে টিচার, টিচারের সন্তান, তাই না! তাহলে তোমাদেরও টিচারই হতে হবে। কত টিচার চাই পড়ানোর জন্য? যেমন বাবা, টিচার, সতগুরু, তেমন তোমরাও হলে টিচার। সদ্ধুর সন্তান সদ্ধুর। ওরা সদ্ধুর নয়। ওরা গুরুর সন্তান গুরু। সত্য অর্থাৎ সত্য, সত্যখন্ডও ভারতকেই বলা হতো, এ হলো মিথ্যাখন্ড। সত্যখন্ড বাবা-ই স্থাপন করেন, তিনি হলেন সত্য সাঁইবাবা। যখন রিয়্যাল পিতা আসেন তখন মিথ্যাও অনেক বেরিয়ে পড়ে। গায়নও রয়েছে, তাই না - তরী দুলবে, তুফান আসবে, কিন্তু ডুববে না। বাচ্চাদের বোঝানো হয়, অনেক মায়া-রুপী তুফান আসবে। তাকে ভয় পেয়ো না। সন্ন্যাসীরা তোমাদের এমনভাবে কখনো বলবে না যে, মায়ার তুফান আসবে। ওরা জানেই না, তাহলে তরীকে পার করে কোথায় নিয়ে যাবে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো ভক্তির দ্বারা সন্নতি হয় না। নীচেই নামতে থাকে। যদিও বলে ভগবান এসে ভক্তদের ভক্তির ফল দেন। ভক্তি তো অবশ্যই করা উচিত। আচ্ছা, ভগবান এসে ভক্তির কি ফল দেন? অবশ্যই সন্নতি দেবেন। তারা বলেও, কিন্তু কখন আর কিভাবে দেবেন - তা জানে না। তোমরা কারোর কাছে জিজ্ঞাসা করো তাহলে বলে দেবে যে, এ তো অনাদিকাল ধরে চলে আসছে। পরম্পরা অনুসারে চলে আসছে। রাবণকে কবে থেকে দহন করা শুরু করেছে? তারা বলবে, পরম্পরা অনুযায়ী। তোমরা বোঝালে তখন বলে, এদের জ্ঞান তো কোনো নতুন জ্ঞান। যারা কল্প-পূর্বে বুঝেছিল, তারা শীঘ্রই বুঝে যায়। ব্রহ্মার কথা তো ছেড়েই দাও। শিববাবার জন্মও তো হয়েছে, তাই না, যাকে শিবরাত্রি বলা হয়। বাবা বোঝান, আমার জন্ম দিব্য আর অলৌকিক। সাধারণ মানুষের মতো (আমার) জন্ম হয় না। কারণ তারা সকলে মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, শরীরধারী হয়। আমি তো গর্ভে প্রবেশ করি না। এই নলেজও পরমপিতা পরমাত্মা, জ্ঞান-সাগর ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। জ্ঞানসাগর কোনো মানুষকে বলা হয় না। এই উপমা দেওয়া হয় নিরাকারকে। নিরাকার পিতা আত্মাদের পড়ান, বোঝান। বাচ্চারা, তোমরা এই রাবণরাজ্যে নিজ ভূমিকা পালন করতে-করতে দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছ। আত্মাই সবকিছু করে থাকে। এই জ্ঞানই ভুলে গেছে। এ হলো অরগ্যান্স (কর্মেন্ড্রিয়), তাই না! আমি আত্মা চাইলে এদের দিয়ে কর্ম করার অথবা করার না। নিরাকারী দুনিয়ায় তো বিনা শরীরেই বসে থাকে। এখন তোমরা নিজেদের ঘরকে জেনে গেছো। ওইসব মানুষেরা (সন্ন্যাসী) তো আবার ঘরকেই ঈশ্বর-রূপে মেনে নিয়েছে। ওরা তো ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী, তাই না। তারা বলে যে, ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যাবে। যদি বলে যে, ব্রহ্মতে বাস করবে, তাহলেই তো ঈশ্বর পৃথক হয়ে যাবে। এরা তো ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলে। এও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবাকেও ভুলে যায়। যে বাবা বিশ্বের মালিক বানায়, তাঁকে তো স্মরণ করা উচিত, তাই না; কারণ তিনিই স্বর্গ স্থাপন করেন। এখন তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। তোমরা উত্তম পুরুষ হয়ে যাও। কনিষ্ঠ পুরুষ, উত্তমের সামনে মাথা নত করে। দেবতাদের মন্দিরে গিয়ে কত মহিমা-কীর্তন করে। এখন তোমরা জানো যে, আমরাই দেবতা হই। এ তো অতি সাধারণ কথা। বিরাট-রূপের বিষয়েও বলা হয়েছে। এ হলো বিরাট চক্র, তাই না! ওরা তো শুধু গায়ন করে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋগ্বেদ...। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির চিত্র তো রয়েছে, তাই না। বাবা এসে সকলকে কারেক্ট করছেন। কারণ ভক্তিমাগে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা যা কিছু করে এসেছ, তা ভুল। তাই তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন এ হলোই আনরাইটিয়াস দুনিয়া। এখানে দুঃখই-দুঃখ রয়েছে। কারণ এ হলো রাবণের রাজ্য, সকলেই বিকারী। রাবণের রাজ্য হলো অধার্মিক, রামের রাজ্য ন্যায়নিষ্ঠ (ধার্মিক)। এটা হলো কলিযুগ, ওটা হলো সত্যযুগ। এ তো বোঝার মতো বিষয়, তাই না। এঁনাকে শাস্ত্র পড়তে কখনো দেখেছ কি? নিজের সম্পর্কেও নলেজ দিয়েছেন, রচনার কথাও বুঝিয়েছেন। বুদ্ধিতে শাস্ত্র (কথা) তাদেরই থাকে যারা পড়ে আবার অন্যদেরও শোনায়। তাহলে সকলের সুখদাতা একমাত্র শিববাবাই। তিনিই সর্বোচ্চ পিতা, ওঁনাকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। অসীম জগতের পিতা অবশ্যই অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেয়। ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে, এখন নরকবাসী। রাম বলা হয় বাবাকে। সেই রাম নয়, যার সীতা চুরি হয়ে গিয়েছিল। তিনি কি সন্নতি দাতা? না, তা নন, ওই রাম রাজা ছিলেন। মহারাজাও ছিলেন না। মহারাজা আর রাজার রহস্যও বাবা বুঝিয়েছেন - ইনি হলেন ১৬ কলা-সম্পন্ন, ইনি (রাম) হলেন ১৪ কলা-সম্পন্ন। রাবণ-রাজ্যতেও রাজা-মহারাজা থাকে। ইনি অত্যন্ত ধনশালী, ইনি একটু কম ধনশালী। ওদের কেউ সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় বলবে না। এরমধ্যে আবার ধনী ব্যক্তির মহারাজার খেতাব পায়। আর কম ধনশালীরা রাজার। এখন তো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। প্রভু বা মালিক কেউ-ই নেই। পূর্বে প্রজা, রাজাকে অন্নদাতা মনে করত। এখন তো সেও গেছে, তাছাড়া এখন প্রজাদের অবস্থা দেখ! কত লড়াই-ঝগড়া ইত্যাদি করে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আদি থেকে অন্তের সব জ্ঞানই রয়েছে। রচয়িতা বাবা এখন প্রাক্টিক্যালি রয়েছে, ভক্তিমাগে যার আবার গল্প তৈরী হবে। এখন তোমরাও প্রাক্টিক্যালি রয়েছে।

আধাকল্প তোমরা রাজ্য করবে পরে আবার এর গল্প তৈরী হবে।। চিত্র তো থাকে। কাউকে জিজ্ঞাসা কর যে, ঐনারা কবে রাজত্ব করে গেছেন? তখন লক্ষ বর্ষ পূর্বে বলে দেবে। সন্ন্যাসীরা হলেন নিবৃত্তি-মার্গের, তোমরা হলে পবিত্র গৃহস্থ- আশ্রম মার্গের। পুনরায় অপবিত্র গৃহস্থ আশ্রমে যেতে হবে। স্বর্গের সুখকে কেউ জানে না। নিবৃত্তি-মার্গীরা তো কখনো প্রবৃত্তিমার্গ শেখাতে পারবে না। পূর্বে তো জঙ্গলে বাস করতো, তখন তাদের শক্তি ছিল। জঙ্গলেই তাদের ভোজন পৌঁছানো হত, এখন সেই শক্তিই থাকে না। যেমন তোমাদের মধ্যেও ওখানে রাজত্ব করার শক্তি ছিল, এখন কোথায়(সেই শক্তি)। হও তো সেই একই, তাই না। কিন্তু সেই শক্তি এখন আর নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীদের যে ধর্ম ছিল এখন আর তা নেই। অধর্ম হয়ে গেছে। আমি এসে ধর্মের স্থাপনা, অধর্মের বিনাশ করি। অধর্মিকদের ধর্মের পথে নিয়ে আসি। বাকি যারা বেঁচে যায় তারা বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তথাপি বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, সকলকে বাবার পরিচয় দাও। বাবাকেই দুঃখহরণকারী আর সুখপ্রদানকারী বলা হয়। যখন অত্যন্ত দুঃখী হয়ে যায় তখনই বাবা এসে সকলকে সুখী করেন। এও অনাদি পূর্ব-নির্ধারিত খেলা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য আত্ম-অভিমानी হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। সত্য বাবাকে পেয়েছো, তাই কোনও অসত্য, অসাধু কর্ম করবে না।

২) মায়া-রূপী তুফানকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। সর্বদা যেন স্মরণে থাকে যে, সত্যের তরী হেলবে-দুলবে কিন্তু ডুববে না। সঙ্গুর সন্তান তাই সঙ্গুর হয়ে সকলের তরী পার করতে হবে।

বরদানঃ:- সহজ যোগের সাধনার দ্বারা সাধনগুলির উপর বিজয় প্রাপ্তকারী প্রয়োগী আত্মা ভব

সাধনের উপস্থিতি বা সাধনগুলিকে প্রয়োগ করার সময় যোগের স্থিতি যেন চঞ্চল না হয়। যোগী হয়ে প্রয়োগ করা, একেই বলা হয় পৃথক। নিমিত্ত হয়ে অনাসক্ত রূপে প্রয়োগ করো। যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে সেই ইচ্ছা ভালো (আচ্ছা) হতে দেবে না। পরিশ্রম করতে করতেই সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। সেই সময় তোমরা সাধনা-তে থাকার প্রয়াস করবে আর সাধন নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। সেইজন্য প্রয়োগী আত্মা হয়ে সহজযোগের সাধনার দ্বারা সাধনগুলির উপরে অর্থাৎ প্রকৃতির উপর বিজয়ী হও।

স্লোগানঃ:- নিজে সন্তুষ্ট থেকে সবাইকে সন্তুষ্ট করাই হলো সন্তুষ্টমণি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যাত্রার দ্বারা-ই তোমাদের উপার্জন সঞ্চিত হয়, ক্ষতির পরিবর্তে লাভ হয় এবং তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও"

*প্রশ্নঃ - সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ - এই কথাটির প্রকৃত অর্থ কি?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা তোমাদের যখন সত্যের সঙ্গে অর্থাৎ বাবার সঙ্গে প্রাপ্ত হয়, তখন তোমাদের উত্তরণ (চড়তি) কলা শুরু হয়। রাবণের সঙ্গে হলো অসৎ সঙ্গে, এই সঙ্গে দ্বারা তোমাদের অধঃপতন হয় অর্থাৎ রাবণ তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। বাবা তোমাদেরকে উদ্ধার করে পারে নিয়ে যান। বাবারও চমৎকারিষ্য যে তিনি মুহূর্তের মধ্যে এমন সঙ্গে প্রদান করেন, যার দ্বারা তোমাদের গতি-সদগতি হয়ে যায়। সেইজন্য বাবাকে জাদুকরও বলা হয়।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা স্মরণে বসেছিল। একেই স্মরণের যাত্রা বলা হয়। বাবা বলেন, যোগ শব্দটাকে ব্যবহার করো না। বাবাকে স্মরণ করো। তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা, পরমপিতা, পতিত-পাবন। এই পতিত-পাবনকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন - সকল দৈহিক সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে কেবল বাবাকে স্মরণ করো। বলা হয় - আমি মরলে আমার কাছে এই দুনিয়াও মৃত । দেহ সহ দৈহিক দুনিয়ার সকল সম্বন্ধ - যা কিছুই দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলোকে স্মরণ করা উচিত নয়। কেবল বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। তোমরা আত্মারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে পাপ করে এসেছ। এই দুনিয়াটাই হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। সত্যযুগ হলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। কিন্তু সকল পাপ নাশ হয়ে কীভাবে পুণ্য সঞ্চিত হবে? নিশ্চয়ই বাবাকে স্মরণ করলেই জমা হবে। আত্মার মধ্যে তো মন-বুদ্ধি রয়েছে। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা-ই আত্মাদের স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন - তোমাদের যত আত্মীয় পরিজন রয়েছে, তাদের সবাইকে ভালো। তারা সকলেই একে অপরকে দুঃখ দেয়। প্রথম পাপ হলো কাম কাটারী চালানো, দুই নম্বরে মানুষ কোন্ পাপ করে? যে বাবা হলেন সকলের সদগতি-দাতা, যিনি সন্তানদেরকে অসীম সুখ প্রদান করেন অর্থাৎ স্বর্গের মালিক বানান, তাঁকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। এটা হলো পাঠশালা। তোমরা এখানে পড়তে এসেছো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো তোমাদের এইম-অবজেক্ট। অন্য কেউই এইরকম বলতে পারবে না। তোমরা জানো যে এখন আমাদেরকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। পুরো ৫ হাজার বছর অতিক্রান্ত। দেবী-দেবতারাই তো বিশ্বের মালিক - তাই না? কত শ্রেষ্ঠ পদ এটা। নিশ্চয়ই বাবা-ই এইরকম বানাবেন। বাবাকেই পরমাত্মা বলা হয়। তাঁর আসল নাম হলো শিব। কিন্তু তাঁর অনেক নাম রেখে দিয়েছে। যেমন বশ্বেতে বাবুলনাথের মন্দির রয়েছে। অর্থাৎ যিনি কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগানে পরিণত করেন। নয়তো তাঁর আসল নাম একটাই - সেটা হলো শিব। এনার মধ্যে প্রবেশ করার পরেও তাঁর নাম শিব-ই থাকে। তোমাদের এই ব্রহ্মাকে স্মরণ করার দরকার নেই। ইনি তো একজন দেহধারী। তোমাদেরকে বিদেহীকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা আত্মারা এখন পতিত হয়ে গেছে। একে পবিত্র বানাতে হবে। মহান আত্মা, পাপ আত্মা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মহান পরমাত্মা কখনো বলা হয় না। কেউ কখনো নিজেকে ঈশ্বর কিংবা পরমাত্মা বলতে পারে না। মহাত্মা কিংবা পবিত্র আত্মা বলা হয়। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস করে। তাই ওরা হলো পবিত্র আত্মা। বাবা বুঝিয়েছেন যে ওরাও সকলে পুনর্জন্ম নেয়। সকল দেহধারীকেই অবশ্যই পুনর্জন্ম নিতে হয়। বিকারের দ্বারা জন্ম নেওয়ার পরে যখন ওরা বয়স্ক হয়ে যায় তখন সন্ন্যাস নিয়ে নেয়। দেবতারা এইরকম করে না। ওরা সর্বদাই পবিত্র থাকে। বাবা এখন তোমাদেরকে অসুর থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। দিব্যগুণ ধারণ করলে তোমরা দৈবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। দৈব সম্প্রদায়ের মানুষেরা সত্যযুগে থাকে। আসুরিক সম্প্রদায়ের মানুষেরা কলিযুগে থাকে। এখন এটা হলো সঙ্গমযুগ। এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছো। তিনি বলছেন, এখন তোমাদেরকে অবশ্যই দৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। তোমরা তো দৈবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যেই এখানে এসেছো। যারা দৈবী সম্প্রদায়ের, তারা অসীম সুখ ভোগ করে। এই দুনিয়াটাকে বলা হয় হিংস্র দুনিয়া। দেবতারা হলো অহিংস।

বাবা বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের যত গুরু রয়েছে, ওরা সকলেই দেহধারী। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে পরমাত্মা পিতাকে স্মরণ করতে হবে। পুণ্য আত্মা হয়ে গেলেই তোমরা সুখ ভোগ করবে। ৮৪ জন্ম পরে তোমরা আবার পাপ আত্মা হয়ে যাবে। এখন তোমরা পুণ্য সঞ্চয় করছ। যোগবলের দ্বারা পাপ নাশ করছো। এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা-ই তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে - তাই

তো? ওরা তারপরে কোথায় গেল? বাবা এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছো, তোমরাই সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ছিলে। বলা হয় - ভগবান এসে ভক্তির ফল দেন। কোনো দেহধারীকে ভগবান বলা হয় না। তিনি হলেন নিরাকার শিব। যেহেতু শিবরাত্রি পালন করা হয়, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই আসেন। কিন্তু তিনি বলছেন, আমি তোমাদের মতো জন্মগ্রহণ করি না। আমাকে একটা শরীর লোন নিতে হয়। আমার নিজের কোনো শরীর নেই। যদি থাকতো, তাহলে তো সেই শরীরের একটা নামও থাকত। ব্রহ্মা তো এনার নাম। ইনি সন্ধ্যাস করেছেন। তাই এনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়েছে। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। নয়তো ব্রহ্মা এলো কোথা থেকে? ব্রহ্মা হলেন শিবের সন্তান। শিববাবা তাঁর সন্তান ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে জ্ঞান দেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর হলো এনার সন্তান। নিরাকার পিতার সকল সন্তানরাও নিরাকার। আত্মারা এখানে এসে শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। বাবা বলেন, আমি পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্যই আসি। আমি এই শরীরটাকে লোন নিই। এগুলো হলো শিব ভগবানুবাচ। কৃষ্ণকে তো ভগবান বলা যাবে না। ভগবান তো অদ্বিতীয়। কৃষ্ণের মহিমা সম্পূর্ণ পৃথক। রাধা-কৃষ্ণ হলো প্রথম দেবতা। ওরাই স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যায়। কিন্তু এই কথাটা কেউই জানে না। রাধা-কৃষ্ণের ব্যাপারে কেউই কিছু জানে না। ওরা পরবর্তীকালে কোথায় গেল? রাধা-কৃষ্ণই স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যায়। ওরা দুজন আলাদা মহারাজার সন্তান। ওখানে অপবিত্রতার চিহ্ন মাত্র থাকবে না। কারন ওখানে ৫ বিকার রূপী রাবণ নেই। ওটা হলো রাম রাজ্য। বাবা এখন আত্মাদেরকে বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ নাশ হবে। তোমরাই সত্যপ্রধান ছিলে। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছো। ঋতি হয়ে গেছে, এখন পুনরায় সঞ্চয় করতে হবে। ভগবানকে সওদাগরও বলা হয়। খুব কমজন-ই তাঁর সাথে সওদা করে। তাঁকে আবার জাদুগরও বলা হয়। সমগ্র দুনিয়ার সদগতি করে দিয়ে তিনি কামাল করে দেন। সকলকে মুক্তি এবং জীবন-মুক্তি প্রদান করেন। যেন জাদুর খেলা। কোনো মানুষ কখনো মানুষকে এইসব দিতে পারবে না। তোমরা ৬৩ জন্ম ধরে ভক্তি করে এসেছো। কেউ কি এইরকম ভক্তি করে সদগতি প্রাপ্ত করেছে? কেউ কি সদগতি দিতে পেরেছে? হতেই পারে না। একজনও ফেরত যেতে পারে না। অসীম জগতের পিতা এসেই সবাইকে ফেরত নিয়ে যান। কলিযুগে অনেক রাজা রয়েছে। ওখানে তোমরা খুব কমজন রাজত্ব করবে। বাকি আত্মারা মুক্তিতে চলে যাবে। তোমরা ভায়া মুক্তিধাম হয়ে জীবনমুক্তিতে যাও। এই চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হয়। এখন তোমরা আত্মারা এই চক্র দর্শন করেছে। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান পেয়েছ। তোমরাই এই জ্ঞানের দ্বারা নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাও। দেবতাদের রাজধানী স্থাপন হয়ে গেলে আর তোমাদের জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন হবে না। ভক্তদেরকে ভগবান অর্ধেক কল্পের জন্য সুখের ফল দেন। তারপর রাবণ রাজ্যে দুঃখ শুরু হয়। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকে। তোমরা যখন সত্যযুগেও থাকো, তখনও প্রত্যেক দিন একটু একটু করে নীচে নামতে থাকো। তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাও এবং তারপর অধঃপতন শুরু হয়। প্রতি সেকেন্ডে একটু একটু করে অবনতি হতেই থাকে। অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছো। ওখানেও তো এইরকম ভাবেই সময় অতিবাহিত হবে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাই। তারপর উকূনের মতো ধীরে ধীরে নীচে নামতে হবে।

বাবা বলছেন, আমি সকলকে সদগতি প্রদান করি। কোনো মানুষ কখনো মানুষের সদগতি করতে পারবে না। কারণ তাদের নিজেদের জন্মই তো বিকারের দ্বারা হয়। তাই ওরা নিজেরাই পতিত। বাস্তবে কৃষ্ণকেই প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা বলা সম্ভব। দুনিয়ায় যাদেরকে মহাত্মা বলা হয়, তারা তো বিকারের দ্বারা জন্ম নেওয়ার পরে সন্ধ্যাস গ্রহণ করে। কিন্তু ওরা হলো দেবতা। দেবতারা সর্বদাই পবিত্র থাকে। ওদের মধ্যে কোনোরূপ বিকার থাকে না। ওই দুনিয়াটাকেই নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। এই দুনিয়াটাকে বলা হয় বিকারী দুনিয়া। নো পিওরিটি। এদের আচার-আচরণ খুবই খারাপ। দেবতাদের আচার-আচরণ খুব সুন্দর হয়। সবাই তাদেরকে নমস্কার করে। তাদের ক্যারেক্টার ভালো বলেই তো অপবিত্র মানুষ সেই পবিত্র দেবতাদের সামনে মাথা ঠোকে। আজকাল তো লড়াই ঝগড়া কত কিছুই না হচ্ছে। চারিদিকে শুধুই ঝামেলা। এখন থাকার মতো জায়গাটুকুও পাওয়া যায় না। সবাই চায় যে জনসংখ্যা কম হোক। কিন্তু এটা তো বাবার কর্তব্য। সত্যযুগে খুব কম সংখ্যক মানুষ থাকবে। এত শরীর সব আগুনে পুড়ে যাবে এবং বাকি সব আত্মারা নিজের সুইট হোমে ফিরে যাবে। ক্রমানুসারে শাস্তি তো পেতেই হবে। যে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে বিজয় মালার দানা হয়ে যায়, সে শাস্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। মালা তো কেবল একজনকে নিয়ে হবে না। যিনি ওদেরকে এইরকম বানিয়েছেন, তিনি হলেন মালার ফুল। তারপরে রয়েছে যুগল দানা - এটা প্রবৃত্তি মার্গের নিদর্শন। তাই যুগল দানার মালা বানানো হয়। সিঙ্গল দানার মালা হয় না। সন্ধ্যাসীদের কোনো মালা হয় না। ওরা নিবৃত্তি মার্গের পথিক। ওরা কখনো প্রবৃত্তি মার্গের কাউকে জ্ঞান দিতে পারবে না। ওরা পবিত্র হওয়ার জন্য সীমিত কিছু বিষয়ের থেকে সন্ধ্যাস গ্রহণ করে। ওরা হলো হঠযোগী। এটা হলো রাজযোগ। রাজত্ব প্রাপ্ত করানোর জন্য বাবা তোমাদেরকে এই রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর অন্তর আসেন। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা সুখের দুনিয়ায় রাজত্ব করো। তারপরে রাবণ রাজ্যে তোমরা ধীরে ধীরে দুঃখী

হয়ে যাও। এটাকেই সুখ-দুঃখের খেলা বলা হয়। তোমরা পাণ্ডবরা বিজয়ী হও। এখন তোমরা হলে পান্ডা। ঘরে যাওয়ার যাত্রা করাচ্ছে। জাগতিক তীর্থযাত্রা তো মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ধরে করছে। এখন তোমরা ঘরে ফেরার যাত্রা করছে। বাবা এসে সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলছেন। তোমরা জীবনমুক্তিতে যাবে এবং বাকি সবাই মুক্তিতে চলে যাবে। হাহাকারের পরে জয়জয়কার হবে। এখন এটা হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। অনেক বিপদ-আপদ আসবে, চারিদিকে অনেক হাস্যমহা হবে। সেইরকম সময়ে তোমরা স্মরণের যাত্রাতে থাকতে পারবে না। তাই বাবা বলছেন, এখন বেশি করে স্মরণের যাত্রাতে থাকো যাতে পাপ নাশ হয়ে যায় এবং সঞ্চয়ও হয়। সত্যপ্রধান তো হয়ে যাও। বাবা বলছেন, আমি প্রত্যেক কল্পের পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আসি। এটা অতি অল্প সময় ব্যাপী ব্রাহ্মণদের যুগ। টিকি হলো ব্রাহ্মণদের চিহ্ন। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র - এই চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণদের বংশ খুব ছোট হয়। বাবা এই ছোট যুগে এসে তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। তোমরা হলে সন্তান, স্টুডেন্ট এবং ফলোয়ার্স। সবই একজনের। এইরকম কোনো মানুষ নেই যিনি একাধারে পিতা, আবার শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষক অর্থাৎ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান দেন, আবার সাথে করে নিয়েও যান। কোনো মানুষই এইরকম হতে পারবে না। তোমরাই এখন এইসব কথা বুঝতে পারছ। সত্যযুগেও প্রথমে খুবই ছোট বংশ থাকবে। বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। বাবাকে বলা হয় সকলের সদগতি দাতা। হে পতিত-পাবন পিতা, তুমি এসো - এইরকম ভাবে বাবাকে আহ্বান করা হয়। আবার অপরদিকে বলে দেয় যে কুকুর-বিড়াল, নুড়ি-পাথর সবকিছুতেই পরমাত্মা রয়েছেন। অসীম জগতের পিতার নিন্দা করে। যে পিতা স্বর্গের মালিক বানান, তাঁর নিন্দা করে। এটাকেই রাবণের সঙ্গদোষ বলা হয়। সংসঙ্গে স্বর্গবাস আর অসংসঙ্গে সর্বনাশ। রাবণ রাজ্য শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়। বাবা এসে তোমাদের অবস্থার উন্নতি করেন। বাবা এসে যখন মানুষ থেকে দেবতা বানান, তখন সকলের কল্যাণ হয়ে যায়। এখন প্রায় সকলেই এখানে আছে। যে কয়েকজন এখনো অবশিষ্ট আছে, তারাও চলে আসবে। যতদিনে নিরাকারী দুনিয়া থেকে সকল আত্মা চলে আসবে, ততদিনে তোমরাও পরীক্ষায় ক্রমানুসারে উত্তীর্ণ হতে থাকবে। এটা হল আধ্যাত্মিক কলেজ। আত্মিক পিতা তাঁর আত্মিক সন্তানদেরকে পড়ানোর জন্য আসেন। রাবণ রাজ্য শুরু হওয়ার পর শরীর ত্যাগ করে অপবিত্র রাজা হয়েছ এবং পবিত্র দেবতাদের কাছে মাথা ঠুকতে শুরু করেছো। আত্মা-ই পতিত অথবা পবিত্র হয়। আত্মা পতিত হয়ে গেলে শরীরটাও পতিত পাওয়া যায়। নিখাদ সোনাতে যদি খাদ মেশানো হয় তবে অলংকারটাও খাদ মিশ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু আত্মার মধ্যে থেকে খাদ কিভাবে বেরোবে? এর জন্য যোগ অগ্নি প্রয়োজন। এর দ্বারা-ই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মার মধ্যে রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি মিশে গেছে। এগুলো হলো খাদ। আত্মা হলো সত্যিকারের সোনা। এখন অশুদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এই খাদ বের হবে কিভাবে? এর জন্য যোগ অগ্নি প্রয়োজন। তোমরা এখন জ্ঞানচিন্তাতে বসে আছ। আগে কামচিন্তাতে বসে ছিলে। বাবা এসে জ্ঞান চিন্তার ওপরে বসান। কেবল জ্ঞানের সাগর অর্থাৎ বাবা ছাড়া অন্য কেউ জ্ঞান চিন্তায় বসাতে পারবে না। মানুষ ভক্তিমার্গে কত পূজাপাঠ করে কিন্তু কাউকেই জানে না। এখন তোমরা সবাইকে জেনেছ। যখন তোমরা সবাই দেবতা হয়ে যাও তখন আর কোন পূজা-অর্চনার ব্যাপার থাকবে না। যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখনই ভক্তিও শুরু হয়। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শাস্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিজয় মালার দানা হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়ে সবাইকে শান্তিধাম অর্থাৎ ঘরে যাওয়ার যাত্রা করাতে হবে।

২) স্মরণের যাত্রাকে বাড়াতে বাড়াতে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। যোগ অগ্নির দ্বারা আত্মাকে সত্যিকারের সোনা হতে হবে, সত্যপ্রধান হতে হবে।

বরদানঃ:- প্রতিটি মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে সদা এভারেডি থাকা তীব্র পুরুষার্থী ভব
নিজের অন্তিম মুহূর্তের কোনও ভরসা নেই, সেইজন্য প্রত্যেক মুহূর্তকে অন্তিম মুহূর্ত মনে করে এভারেডি থাকো। এভারেডি অর্থাৎ তীব্র পুরুষার্থী। এটা ভেবো না যে এখন বিনাশ হতে কিছু টাইম লাগবে, ততক্ষণে তৈরী হয়ে যাবো। না। প্রত্যেক মুহূর্ত হলো অন্তিম মুহূর্ত, সেইজন্য সদা নির্মোহী, নির্বিকল্প, নির-ব্যর্থ...
ব্যর্থও নয়, তখনই বলা হবে এভারেডী। যেকোনও কাজই হোক না কেন, কিন্তু নিজের স্থিতি সদা উপরাম

থাকবে, যেটা হবে সেটা ভালোই হবে।

স্লোগান:- নিজের হাতে ল' তুলে নেওয়াও হলো ক্রোধের অংশ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা, টিচার এবং সদগুরু এই তিনটি শব্দ স্মরণ করো তবে অনেক বিশেষত্ব এসে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্ম গুণ আয় জমা হতে থাকে?

*উত্তরঃ - যারা নিজেদের প্রতিটি পদক্ষেপ (কদম) সার্ভিসের পথে নিজেকে এগিয়ে যায়, তারা-ই পদ্ম গুণ আয় জমা করে। যদি বাবার সার্ভিসে এগিয়ে যাবে না, তাহলে পদ্ম গুণ প্রাপ্তি কিভাবে করবে। একমাত্র সার্ভিসই প্রতি কদমে পদম (লক্ষ কোটি গুণ) প্রাপ্তি করায়, এর দ্বারা-ই পদ্মাপদমপতি হয়ে যাও তোমরা।

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী (রুহানী) বাবার আত্মারূপী বাচ্চারা এই কথা তো প্রত্যেকে হয়তো জেনে থাকবে যে, বাবা হলেন আমাদের বাবাও, টিচারও এবং সঙ্গুরুও। বাচ্চারা জানে, জেনেও ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। এখানে যারা বসে আছে, তারা তো জানবে তাইনা ! কিন্তু ভুলে যায়। দুনিয়ার লোকেরা তো একেবারেই জানে না। বাবা বলেন শুধুমাত্র এই তিনটি শব্দও স্মরণে থাকলে অনেক সার্ভিস করতে পারবে। প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে তোমাদের কাছে অনেকেই আসে, ঘরেও মিত্র আত্মীয়স্বজন অনেকে আসে। যেই আসুক তাকেই বোঝানো উচিত যে, যাকে ভগবান বলা হয় তিনি হলেন বাবা, টিচার এবং সদগুরুও। এই কথাটি স্মরণে থাকলেও ঠিক, অন্য কারো কথা স্মরণে আসবে না। আর কেউ তো এমন কথা বলতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের বাবা হলেন পিতাও, শিক্ষকও, সঙ্গুরুও। কতখানি সহজ। কিন্তু কেউ কেউ এমন পাথরবুদ্ধি যে এই তিনটি শব্দও বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারে না, ভুলে যায়। বাবা আমাদের মানুষ থেকে দেবতা করেন, কারণ অসীম জগতের বাবা তিনি, তাইনা। অসীম জগতের পিতা অবশ্যই অসীম জাগতিক উত্তরাধিকার দেবেন। অসীম জাগতিক উত্তরাধিকার থাকে দেবতাদের কাছে। শুধু এইটুকু স্মরণ করলে ঘরেও অনেক সার্ভিস করতে পারবে। কিন্তু এই কথাও ভুলে যাওয়ার দরুন কাউকে বলতে পারো না। ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও তোমরা। কারণ সম্পূর্ণ কল্পে ভুলে থেকেছো। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বাস্তবে এই জ্ঞান হলো খুবই সিম্পল, যদিও স্মরণের যাত্রা দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। বাবা হলেন আমাদের বাবাও, শিক্ষাও প্রদান করেন, উত্তরাধিকারও দেন, পবিত্রও করেন। কারণ তিনি হলেন পতিত-পাবন বাবা। শুধুমাত্র বলেন যে সবাইকে এই কথা-ই বলো যে আমাকে স্মরণ করো। বাবার সার্ভিসে একটুও না এগোলে পদ্মগুণ প্রাপ্তি হবে কিভাবে ! পদ্মপতি তো সার্ভিসের দ্বারা-ই হতে পারবে। প্রতি পদে পদম একমাত্র সার্ভিস নিয়ে আসে। সার্ভিসের জন্য বাচ্চারা কোথা থেকে কোথা থেকেই না ছুটতে থাকে। কত রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পদম তো তারা-ই পাবে, তাইনা। এই কথাও বুদ্ধি বলে প্রথমে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ করতে হবে। ব্রাহ্মণ না করলে কি পদ প্রাপ্ত করবে! সার্ভিস তো চাই, তাইনা। বাচ্চাদেরকে সার্ভিসের খবর এইজন্য শোনানো হয় যাতে তাদেরও সেবা করতে ইচ্ছে হয়। সার্ভিসের দ্বারাই পদম প্রাপ্তি হয়। শুধু একটি কথা শোনাও যা দুনিয়ায় কেউ জানে না। অসীম জগতের বাবা হলেন প্রকৃত পিতা। কিন্তু তাঁর কথা কারো জানা নেই। গড ফাদার এমনই বলে দেয়। তিনি হলেন টিচার - এই কথা তো কারো বুদ্ধিতে থাকবে না। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে সর্বদা টিচার স্মরণে থাকে, যারা পূর্ণ রীতি পড়ে না তাদের অশিক্ষিত বলা হয়। বাবা বলেন কোনো সমস্যা নেই। তোমরা কিছু না পড়লেও এই কথা তো বুঝতে পারো যে আমরা হলাম ভাই-ভাই। আমাদের পিতা হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবা আসেন-ই এক ধর্মের স্থাপনা করতে, ব্রহ্মা দ্বারা করেন। কিন্তু লোকেরা কিছুই বোঝে না। যদি কখনও ঈশ্বরের আগমন না হত তো তাঁকে আহ্বান করা হয় কেন যে হে লিবারেটর এসো, হে পতিত-পাবন এসো। যখন পতিত-পাবনকে স্মরণ করে তাহলে শাস্ত্র পাঠ কেন করা হয় ? তীর্থ যাত্রা কেন করা হয়? সেখানে কি তিনি বসে আছেন? কেউ জানেই না যখন পতিত-পাবন হলেন ঈশ্বর, তখন গঙ্গা স্নান ইত্যাদি দ্বারা কেউ কিভাবে পবিত্র হতে পারে। স্বর্গে কেউ কিভাবে যাবে, জন্ম তো এখানেই হবে। নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়ায় তফাৎ তো আছে, তাইনা। এই যুগকে সত্যযুগ খোঁড়াই বলা হবে। এখন তো হল কলিযুগ। মানুষের বুদ্ধি তো একেবারে পাথর বুদ্ধি হয়েছে। যেখানে একটুও সুখ দেখে স্বর্গ ভেবে নেয়। এই কথা বাবা-ই বোঝান, বাবা কটু কথা বলেন না। বাবা শিক্ষাও দেন, সবাইকে সদগতিও দেন। ভগবান হলেন পিতা, তাহলে পিতার কাছে অবশ্যই কিছু প্রাপ্ত হওয়া উচিত। বাবা শব্দটি এমন যে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সুগন্ধ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। অন্য মামা, কাকা যতই থাক, কিন্তু তাদের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সুগন্ধ পাওয়া যায় না। অন্তর্মুখী হয়ে বিচার করা উচিত যে, বাবা তো কথাটা ঠিকই বলেন। গুরুর কাছে কোনও সম্পত্তি থাকে না। গুরু তো নিজেই ঘর সংসার ত্যাগ করেন। তোমরা সন্ধ্যাস করেছ বিকারের। তারা তো বলে আমরা ঘরসংসার ত্যাগ করি, তোমরা বল আমরা সম্পূর্ণ দুনিয়ার বিকারের সন্ধ্যাস করি। নতুন দুনিয়ায় যাওয়া কত সহজ। আমরা সন্ধ্যাস করি সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টি, তমোপ্রধান দুনিয়ার। সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। এই কথাও জানো

যে নতুন দুনিয়া নিশ্চয়ই ছিল। সবাই গান গায়। স্বর্গ বলা হয় নতুন দুনিয়াকে। কিন্তু তারা শুধু বলার জন্যে বলে দেয়, কিছু বোঝে না। অতএব বাবা বলেন শুধু এটাই ভাবো - বাবা, তিনি হলেন আমাদের বাবা, টিচার এবং সঙ্গী। তিনি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। শব্দ হলো দুটি - মন্মথ ভব, এতেই সব এসে যায়, কিন্তু এই শব্দটাও ভুলে যায়। না জানি বুদ্ধিতে কত কথা স্মরণ থাকে। নাহলে রোজ লিখে দাও যে, এত সময় আমরা কোন্ অবস্থায় বসে ছিলাম? তোমরা বসে আছো বাবা, টিচার, সঙ্গীর সামনে, তাই ওঁনার কথাই স্মরণে থাকা উচিত, তাইনা। স্টুডেন্টদের টিচারের কথাই মনে থাকবে, তাইনা কিন্তু এখানে মায়া আছে যে। একদম মাথা হেঁট করে দেয়। সম্পূর্ণ রাজ্য - ভাগ্য নিয়ে নেয়। তোমরা জানতে পার না। এসেছিলাম উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে, কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই হয় না। এমনই বলবে, তাইনা। যদিও স্বর্গে তো যাবে, কিন্তু তা বড় কথা নয়। এখানে এসেছ কিন্তু পড়া করোনি, তবুও স্বর্গে তো যাবেই, তাইনা। এখানে তো বসেই আছে। ভাবে স্বর্গে তো যাব, সে যেরকম পদ প্রাপ্ত হোক। সেটা তো পড়া হল না। একটু শুনলেও তার ফল তো প্রাপ্ত হবেই। পড়াশোনা করলে তো বড় স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়। বাবার কাছে সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করতে হয়। পড়াশোনা স্মরণে থাকলে তো ৮৪-র চক্রও স্মরণে থাকবে। এখানে বসলে সবকিছু স্মরণে আসা উচিত। কিন্তু সে কথাও স্মরণে আসে না। যদি স্মরণে থাকে তাহলে তো কাউকে শোনাবে। চিত্র তো সবার কাছে আছে। শিবের চিত্র দেখিয়ে তোমরা কাউকে শোনাতে কেউ রাগারাগি করবে না। বলা, এসো আমরা তোমাদের বলে দিই যে এই শিব হলেন অসীম জগতের পিতা, তাইনা। তাঁর সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক আছে? চিত্র তো বেকার নয়। শিবের উদ্দেশ্যে অবশ্যই বলা হবে ইনি হলেন ভগবান, ভগবান তো হলেন নিরাকার। তাঁকেই পিতা বলা হয়। তিনি শিক্ষাও দেন। তোমাদের আত্মা শিক্ষা লাভ করে। আত্মা-ই সবকিছু করে। টিচারও আত্মা-ই হয়। বাবাও এই রথে এসে পড়ান। সত্যযুগের স্থাপনা করেন। সেখানে কলিযুগের নাম গন্ধ নেই। মানুষ কোথা থেকে আসবে। সার্বিসেবল বাচ্চাদের সারা দিন এই চিন্তা চলতে থাকে। সার্বিস না করলে ধরে নেওয়া হয় বুদ্ধি চলে না। যেন বোকা বুদ্ধি বসে আছে। বাবাকে বুঝতে পারে না। পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। স্মরণ করতে করতে মৃত্যু হলে বাবার সম্পূর্ণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে। অসীম জগতের পিতার সম্পত্তি হল স্বর্গ।

বাচ্চাদের কাছে ব্যাজও আছে, ঘরে আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি অনেকে আসে। কারো মৃত্যু হলে অনেকে আসে। তাদের সেবাও তোমরা ভালো ভাবে করতে পারো। শিববাবার চিত্র তো খুব ভালো। যতই বড় সাইজের চিত্র রেখে দাও, তাতে কেউ কিছু বলবে না। তারা কেউই বলতে পারবে না যে ইনি হলেন ব্রহ্মা। তিনি হলেন গুপ্ত। তোমরা গুপ্তও বোঝাতে পারো। শুধু শিবের চিত্র রাখো এবং সব চিত্র তুলে দাও। শিববাবা হলেন পিতা, শিক্ষক, সদগুরু। তিনি আসেন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে এবং সঙ্গমেই আসেন। এই জ্ঞান তো বুদ্ধিতে আছে, তাইনা। বলা, শিববাবাকে স্মরণ করো এবং অন্য কাউকে স্মরণ করো না। শিববাবা হলেন পতিত-পাবন, তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তোমরা গুপ্ত সার্বিস করতে পারো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এই জ্ঞানের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বলবে শিববাবা হলেন নিরাকার, তাহলে তিনি কিভাবে আসেন? আরে, তোমাদের আত্মাও তো হল নিরাকার, সে কিভাবে আসে? সেও তো উপর থেকেই আসে, তাইনা! পাট প্লে করতে। এইসবই বাবা এসে বোঝান। বলদের উপর বসে তো আসবেন না। তাহলে বলবেন কিভাবে? সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে আসেন। বোঝানোর জন্যে যুক্তি চাই। কেউ বলে তোমরা ভক্তি করো না? বলা, আমরা তো সবকিছু করি। যুক্তি দিয়ে চলতে হয়। কাউকে উপরে তোলার জন্যে চিন্তা করা উচিত - কি যুক্তি রচনা করা যায়? কাউকে অসন্তুষ্ট করবে না। গৃহস্থ থেকে শুধু পবিত্র থাকতে হবে। তোমরা বলা - বাবা, সার্বিস পাওয়া যায় না। আরে, সার্বিস তো অনেক করতে পারো। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে যাও। বলা, এই গঙ্গা জলে স্নান করলে কি হবে? তোমরা কি পবিত্র হয়ে যাবে? তোমরা তো ভগবানকে বলা - হে পতিত-পাবন এসো, এসে পবিত্র করো। তাহলে তিনি পতিত-পাবন? নাকি এই নদী? এমন নদী তো অনেক আছে। বাবা পতিত-পাবন তো হলেন একজন-ই। এই নদী তো সর্বদা আছে। বাবাকে তো পবিত্র করতে আসতে হয়। আসেনও পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে, এসে পবিত্র করেন। সেখানে কেউ পতিত থাকে না। নাম-ই হল স্বর্গ, নতুন দুনিয়া। এখন তো হল পুরানো দুনিয়া। এই সঙ্গমযুগের কথা তোমরাই জানো আর কেউ বুঝতে পারে না। বাবা তো অনেক প্রকারের সার্বিসের যুক্তি বুঝিয়ে দেন। বোকা হয়ে যেও না। বলা হয় অমরনাথও পায়রা থাকে। পায়রা সংবাদ পৌঁছে দেয়। এমন নয়, পরমাত্মার সংবাদ উপর থেকে পায়রা আনবে। এই কথাও শেখানো হয়। পত্র লিখে পাখির পায়ে বেঁধে দিলে নিয়ে যাবে। তাদের সহজ উপায়ে দানা প্রাপ্ত হলে অন্য দিকে ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন হয় না। তোমরাও এখানে দানা প্রাপ্ত কর, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে বিশ্বের বাদশাহী, যা এখানেই প্রাপ্ত হয়। তারা ভাবে দানা এখানে পাওয়া যায় তো সেখানেই ভিড় জমায়। তোমরা তো হলে চৈতন্য, তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন রূপী দানা প্রাপ্ত কর। শাস্ত্রেও লেখা আছে পাখিরা সাগর শুকিয়েছে। অনেক কাহিনী লিখে দিয়েছে। মানুষ বলবে সত্য। তারপরে বলে সাগর থেকে দেবতার উঠে এসেছেন। রত্নের থালা সাজিয়ে নিয়ে

আসেন। বলবে সত্য। এবারে সমুদ্র থেকে দেবতারা কিভাবে আসবেন? সমুদ্রে মানুষ বা দেবতা বাস করে কি? কিছুই বোঝে না। জন্ম জন্মান্তর মিথ্যা পড়েছে-শুনেছে তাই বলা হয় মিথ্যা মায়া...। প্রকৃত সত্য ও মিথ্যা সংসারের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ রয়েছে! মিথ্যা বলতে বলতে ইনসলভেন্ট (অন্তঃসার শূন্য/কাঙাল) হয়ে গেছে। তোমরা কত যুক্তি দিয়ে বোঝাও, তবুও কোটিতে একজনের বুদ্ধিতেই বসে। এ হল খুব সহজ জ্ঞান এবং সহজ যোগ। বাবা, টিচার, সঙ্গুরুকে স্মরণ করলে অনেক বিশেষত্ব বুদ্ধিতে এসে যাবে। নিজের চেকিং করা উচিত। আমরা সবাই বাবাকে স্মরণ করি নাকি অন্য দিকে বুদ্ধি বিচরণ করে? তোমাদের বুদ্ধিতে এই বোধ আছে এখন। কত মিষ্টি কথা বাবা বোঝান। বাবা যুক্তি বলে দেন। তোমরা বসে কাউকে বোঝালে তখন তোমাদের শত্রু থাকবে না। শিববাবা হলেন তোমাদের বাবা, টিচার, সদগুরু, তাঁকে স্মরণ করো। বোঝাবার যুক্তি রচনা করা উচিত। ব্রহ্মার চিত্র নিয়ে অনেকে পিছনে পড়ে যায়। শিবের চিত্র দেখে কখনও উড়িয়ে দেবে না। আরে, উনি তো হলেন আত্মাদের পিতা, তাইনা। অতএব পিতাকে স্মরণ করো, এর দ্বারা অনেকের লাভ হতে পারে। তাঁকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। তিনি হলেন সকলের পিতা। একমাত্র বাবার স্মরণ ছাড়া অন্য কারো স্মৃতি থাকা উচিত নয়, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এই হল কারো কল্যাণ করার যুক্তি। বাবাকে স্মরণ না করতে পারলে পবিত্র হবে কিভাবে। ঘরে থেকেও তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো। অনেক আত্মীয় পরিজন ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হবে। বিভিন্ন রকমের যুক্তি রচনা করো। অনেকের কল্যাণ করতে পারো। গন্তব্য তো একটাই। অন্য দ্বিতীয় কোনো গন্তব্য নেই, তো যাবে কোথায়? আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) গৃহস্থে থেকে অনেক যুক্তির সাহায্যে চলতে হবে, কাউকে অসন্তুষ্টও করবে না, পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে।

২) একমাত্র বাবার কাছ থেকে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দানা নিয়ে নিজের বুদ্ধি রূপী ঝুলি ভরপুর রাখতে হবে, বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করবে না, পয়গম্বর (বার্তাবাহক) হয়ে সবাইকে বাবার পয়গম দিতে হবে।

বরদানঃ:- অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা সকল প্রকারের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা সত্যিকারের রাজশ্বশি ভব রাজশ্বশি অর্থাৎ একদিকে রাজস্ব অন্যদিকে শ্বশি অর্থাৎ অসীম জগতের বৈরাগী। যদি কোথাও বন্ধন থাকে, তা নিজের সাথেই হোক বা ব্যক্তির সাথে অথবা কোনও বস্তুতে, তাহলে সে রাজশ্বশি নয়। যার সংকল্পতেও যদি কিছু মাত্র বন্ধন থাকে তারমানে তার পা দুটি নৌকাতে রয়েছে। না এদিকে আছে আর না ওইদিকে। সেইজন্য রাজশ্বশি হও, অসীম জগতের বৈরাগী হও অর্থাৎ এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এই পাঠ পাক্ষা করো।

স্নোগানঃ:- ক্রোধ হলো অগ্নির রূপ, যা নিজেকেও দহন করে আর অন্যকেও দহন করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ব্রহ্মা হলেন সদ্ধুর দরবার, এনার ভ্রুকুটিতে সদ্ধুর বিরাজমান, বাচ্চারা, তিনিই তোমাদের সঙ্গতি করেন"

*প্রশ্নঃ - বাবা তাঁর বাচ্চাদের কোন্ গোলামীর থেকে মুক্ত করতে এসেছেন?

*উত্তরঃ - এই সময় সমস্ত বাচ্চারা প্রকৃতি এবং মায়ার গোলাম হয়ে গেছে। বাবা এখন এই গোলামীর থেকে মুক্ত করেন। এখন মায়া এবং প্রকৃতি দুইই অস্থির করায়। কখনো তুফান, কখনো আবার দুর্ভিক্ষ। এরপর তোমরা এমন মালিক হয়ে যাও যেখানে সম্পূর্ণ প্রকৃতি তোমাদের গোলাম হয়ে যায়। তখন আর মায়ার আঘাত হয় না।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা বোঝে যে, ইনি সুপ্রীম বাবাও, আবার সুপ্রীম শিক্ষকও। তিনি এই বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন, আবার তিনি সুপ্রীম গুরুও। তাহলে এ তো হয়ে গেলো সদ্ধুর দরবার। দরবার তো হয়, তাই না। গুরুর দরবার। সে হলো শুধু গুরু, সদ্ধুর তো সেখানে নেই। শ্রী শ্রী ১০৮ বলা হবে, সদ্ধুর লেখা থাকবে না। ওরা তো গুরুই বলে। ইনি হলেন সদ্ধুর। প্রথমে বাবা, তারপর টিচার, তারপর সদ্ধুর। সদ্ধুরই সঙ্গতি দান করেন। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে তো গুরুই থাকে না, কেননা সবাই সঙ্গতিতে থাকে। এক সদ্ধুর প্রাপ্ত হলে তখন বাকি সব গুরুদের নাম শেষ হয়ে যায়। সুপ্রীম হলেন সব গুরুদের গুরু। যেমন পতিদেরও পতি বলা হয়, তাই না। সবথেকে উঁচু হওয়ার কারণে এমন বলে থাকে। তোমরা সুপ্রীম বাবার কাছে বসে আছো - কেন? অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে। এ হলো অসীম জগতের উত্তরাধিকার। তিনি যেমন বাবাও, শিক্ষকও। আর এই উত্তরাধিকার হলো নতুন দুনিয়া অমরলোকের জন্য, ভাইসলেস ওয়ার্ল্ডের জন্য। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড নতুন দুনিয়াকে আর ভিশস ওয়ার্ল্ড পুরানো দুনিয়াকে বলা হয়। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয় কারণ সেটা শিব বাবার স্থাপন করা। বিকারী দুনিয়া হলো রাবণের স্থাপনা। তোমরা এখন সদ্ধুর দরবারে বসে আছো। এ কেবল তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারাই জানো। বাবাই হলেন শান্তির সাগর। সেই বাবা যখন আসবেন, তখনই তো তিনি শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করবেন, পথ বলে দেবেন। বাকি এই জঙ্গলে শান্তি কোথা থেকে প্রাপ্ত হবে, তাই হারের (মালা) উদাহরণ দেন। শান্তি তো আত্মার গলার হার। তারপর যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন অশান্তি শুরু হয়। ওই দুনিয়াকে তো সুখদাম - শান্তিদাম বলা হয়। সেখানে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না। মহিমাও সদাই সদ্ধুরই করা হয়। গুরুও মহিমা কখনো শোনানি। জ্ঞানের সাগর, সে তো এক বাবাই। এইভাবে কখনো কি গুরুর মহিমা শুনেছো? না। ওই গুরুরা তো জগতের পতিত পাবন হতে পারে না। এ তো একই নিরাকার অসীম জগতের বড় বাবাকে বলা হয়।

তোমরা এখন সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো। তোমাদের একদিকে হলো পতিত পুরানো দুনিয়া, অন্যদিকে হলো পাবন নতুন দুনিয়া। পতিত দুনিয়াতে গুরু তো অনেকই আছে। পূর্বে তোমরা এই সঙ্গম যুগের কথা জানতে না। বাবা এখন বুঝিয়েছেন যে - এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এরপরে আবার সত্যযুগ আসবে, এই চক্র ঘুরতেই থাকে। এই কথা বুদ্ধিতে স্মরণে থাকা দরকার। আমরা সবাই হলাম ভাই - ভাই, তাই অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। এ কথা কেউই জানে না। কতো বড় বড় পজিশনের মানুষ আছে, কিন্তু তারাও কিছুই জানে না। বাবা বলেন যে, আমি তো তোমাদের সকলের সঙ্গতি করি। তোমরা এখন সেন্সেবল হয়েছো। পূর্বে তো কিছুই জানতে না। এই দেবতাদের সামনে গিয়ে তোমরা বলতে - আমরা সেন্সেবল, আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই, তুমি আমাদের দয়া করো। এখন এই দেবতাদের চিত্র দয়া করবে কি? একথা জানেই না। দয়ালুকে? এমন বলেও থাকে - ও গড ফাদার! দয়া করো। কোনো দুঃখের বিষয় এলে তখন অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করে। তোমরা এখন এমন কথা বলবে না। বাবা তো হলেন বিচিত্র। তিনি সামনে বসে আছেন, তাই তো তিনি তোমাদেরকে নমস্কার করেন। তোমরা সবাই হলে চিত্রধারী। আমি হলাম বিচিত্র। আমি কখনোই চিত্র ধারণ করি না। আমার চিত্রের কোনো নাম বলা। ব্যস্, তোমরা শিব বাবাই বলবে। আমি এই শরীর লোন নিয়েছি। সেও পুরানোর থেকেও পুরানো জুতো। আমি এনার মধ্যে এসেই প্রবেশ করি। এই শরীরের মহিমা কোথায় করা হয়। এ তো পুরানো শরীর। অ্যাডপ্ট করেছি কিন্তু মহিমা করা হয় কি? না। সে তো এটা বোঝানোর জন্য যে - এমন ছিল, আবার আমার দ্বারা গৌর (সুন্দর) হয়ে যাবে। বাবা এখন বলেন - আমি যা শোনাই, তা জাজ করো, আমি যদি রাইট হই, তাহলে সেই রাইটকে স্মরণ করো। তাঁর কথাই শোনো, আনরাইটস্ কিছুই শুনো না।

সেসবকে ইভিল বলা হয়। টক নো ইভিল (মন্দ কথা বলা না), সী নো ইভিল (মন্দ জিনিস দেখো না)...., এই চোখ দিয়ে যা কিছুই দেখো, সেই সবকিছুই ভুলে যাও। এখন তো তোমাদের নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপর আবার তোমাদের নিজের সুখধামে আসবে। বাকি এসব যা কিছুই আছে, সবই যেন মৃত, টেম্পোরারি। না এই পুরানো শরীর থাকবে, না এই দুনিয়া থাকবে। আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি আবারও রিপিট হয়। তোমরা এখন নিজেদের রাজ্য - ভাগ্য গ্রহণ করছো। তোমরা জানো য

যে, কল্প - কল্পে বাবা আসেন রাজ্য - ভাগ্য দান করতে। তোমরাও বলো - বাবা, পূর্ব কল্পেও মিলিত হয়েছিলাম, উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলাম, নর থেকে নারায়ণ হয়েছিলাম। বাকি সবাই তো আর একরকম পদ প্রাপ্ত করবে না। নশ্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই। এ হলো স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি। এখানে স্পিরিচুয়াল ফাদার পড়ান, বাচ্চারাও পড়ায়। কেউ যদি প্রিন্সিপালের সম্মান হয়, সেও সার্ভিসে লেগে যায়। তার স্ত্রীও পড়াতে শুরু করে। তাদের কন্যারা যদি খুব ভালোভাবে পড়ে, তাহলে তারাও পড়াতে পারে, কিন্তু তারা তো অন্য পরিবারে চলে যায়। এখানে তো কন্যাদের চাকরী করার সাধারণতঃ নিয়ম নেই। নতুন দুনিয়াতে পদ প্রাপ্ত করার সবকিছুই এই পড়ার উপর নির্ভর করে। এইসব কথা এই দুনিয়া জানে না। লেখা থাকে - ভগবানুবাচঃ, হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই। আমি তোমাদের খোড়াই এমন কোনো মডেল বানাই যেমন দেব - দেবীদের চিত্র বানানো হয়। তোমরা তো এই ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করে সেই পদ প্রাপ্ত করো। ওরা তো মাটির চিত্র তৈরী করে পূজা করার জন্য। এখানে তো আত্মা পড়াশোনা করে। এরপর তোমরা সংস্কার নিয়ে যাবে, গিয়ে নতুন দুনিয়াতে শরীর ধারণ করবে। এই দুনিয়া তো শেষ হয় না। কেবল এজ বা যুগ পরিবর্তন হয় - গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ, কপার এজ, আয়রন এজ। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা। ওই দুনিয়াই তো চলতে থাকে, কেবল নতুন থেকে পুরানো হয়। বাবা তোমাদের এই পড়ার দ্বারা রাজার রাজা তৈরী করেন। এমন পড়ানোর শক্তি আর কারোরই নেই। বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। এরপর পড়তে পড়তে মায়া তোমাদের নিজের বানিয়ে নেয়। তবুও যে যতটা পড়বে, সেই অনুসারে তারা অবশ্যই স্বর্গে আসবে। এই উপার্জন কখনোই নষ্ট হবে না। অবিনাশী জ্ঞানের কখনোই বিনাশ সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে আরো আসতে থাকবে, কোথায় আর যাবে? দোকান তো একটাই। আসতেই থাকবে। শ্মশানে যখন মানুষ যায় তখন খুব বৈরাগ্য আসে। ব্যস, এই শরীর এইভাবেই ত্যাগ হবে, তাহলে আমরা কেন পাপ করবো? পাপ করতে করতে আমরা এভাবেই মারা যাবো! এমন সব খেয়াল আসে। একে বলা হয় শ্মশানের বৈরাগ্য। তখন বুঝতেও পারে যে, মৃত্যুর পর আমরা অন্য শরীর ধারণ করবো, কিন্তু জ্ঞান তো নেই, তাই না। বাচ্চারা, এখানে তো তোমাদের বোঝানো হয় যে, এই সময় তোমরা এখানে বিশেষ করে মৃত্যুর জন্য নিজেকে তৈরী করছো, কেননা এখানে তো তোমরা টেম্পোরারি আছো, এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে তোমরা নতুন দুনিয়াতে যাবে।

বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, তোমরা আমাকে যত স্মরণ করবে, ততই তোমরা পাপ মুক্ত হতে থাকবে। এ সহজের থেকেও সহজ, আবার ডিফিকাল্টও। বাচ্চারা যখন পুরুষার্থ করতে শুরু করে, তখন বুঝতে পারে যে, মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ অনেক বড়। বাবা বলেন সহজ, কিন্তু মায়া তো প্রদীপের প্রকাশই নিভিয়ে দেয়। গুলবকাবলীর কাহিনীও তো আছে তো, তাই না। মায়ার বিড়াল প্রদীপের শিখা নিভিয়ে দেয়। এখানে সবাই মায়ার গোলাম, এরপর তোমরা মায়াকে গোলাম বানিয়ে ফেলো। সমস্ত প্রকৃতি তোমাদের অধিকারে থাকে। তখন কোনো তুফান থাকে না, দুর্ভিক্ষ থাকে না। এই প্রকৃতিকে তোমাদের গোলাম বানাতে হবে। ওখানে কখনোই মায়ার আঘাত আসবে না। এখন তো তোমাদের মায়া কতো বিরক্ত করে। এমন গায়ন তো আছে যে -- আমি তোমার গোলাম.....সে তখন বলে, তুমি আমার গোলাম। বাবা বলেন, আমি এখন তোমাদের গোলামী থেকে মুক্ত করতে এসেছি। তোমরা মালিক হয়ে যাবে আর ও গোলাম হয়ে যাবে। তখন সামান্য চু-চাও করবে না। এও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে। তোমরা বলো যে - বাবা, মায়া খুব বিরক্ত করে। সে কেন করবে না? একে বলা হয় যুদ্ধের ময়দান। মায়াকে গোলাম বানানোর জন্য তোমরা চেষ্টা করো ফলে মায়াও তোমাদের আছাড় মারে। কতো বিরক্ত করে। কতজনকে হারিয়ে দেয়। কতজনকে একেবারে খেয়ে ফেলে, একদম গিলে ফেলে। যদিও তোমরা স্বর্গের মালিক হও, কিন্তু মায়া তো তোমাদের খেতেই থাকে। যেন তার পেটের মধ্যেই ঢুকে আছে। তোমাদের শুধু লেজ যেন বাইরে থাকে, বাকি সবই মায়ার পেটে, একে পাঁকও বলা হয়। কতো বাচ্চা এই পাঁকে পড়ে আছে। কিছুমাত্রও তারা স্মরণ করতে পারে না! যেমন কচ্ছপ, ভ্রমরের উদাহরণ, তেমনই তোমরাও কীটকে ভোঁ - ভোঁ করে কি থেকে কি বানিয়ে দিতে পারো। একদম স্বর্গের পরীজাদা। সল্ল্যাসীরা যদিও নিজেদের ভ্রমরের উদাহরণ দেন, তবুও তারা তো ভোঁ - ভোঁ করে কোনো পরিবর্তনই করতে পারেন না। এই পরিবর্তন হয় সঙ্গম যুগে। এখন এ হলো সঙ্গম যুগ। তোমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো, তাই যে বিকারী মানুষজন রয়েছে, তোমরা তাদের নিয়ে আসো। কীটের মধ্যেও কেউ কেউ ভ্রমর হয়ে যায়, কেউ আবার শেষ হয়ে যায়, কেউ কেউ আবার অপূর্ণ রয়ে যায়। বাবা এইসব অনেক দেখেছেন। এখানেও

কেউ কেউ খুব ভালোভাবে পড়ে, তাদের জ্ঞানের পাখা বিকশিত হয়ে যায়। কাউকে তো অর্ধেক অবস্থায়ই মায়া গ্রাস করে, ফলে তারা দুর্বল থেকে যায়। তাই এই উদাহরণও এখানকারই। এ তো ওয়ান্ডার, তাই না - ভ্রমর কীটকে নিয়ে এসে নিজের সমান বানায়। ইনি একজনই আছেন, যিনি নিজের সমান তৈরী করেন। দ্বিতীয় হলো, সাপের উদাহরণ দেন। সত্যযুগে মানুষ এক খোলস ত্যাগ করে দ্বিতীয় ধারণ করে। চট করে সাক্ষাৎকার হয় যে, এখন এই দেহ ত্যাগ হবে। আত্মা নির্গত হয়ে অন্য গর্ভ মহলে গিয়ে অবস্থান করে। ইনিও এক উদাহরণ দেন যে, গর্ভ মহলে গিয়ে বসেছিলাম, তাঁর বাইরে নির্গত হতে মন চাইতো না। তবুও তো অবশ্যই বাইরে আসতে হবে। তোমরা বাচ্চারা এখন সপ্তম যুগে অবস্থান করছো। তোমরা জ্ঞানের দ্বারা এমন পুরুষোত্তম হও। ভক্তি তো হলো জন্ম - জন্মান্তরের। তাই যে যতো বেশী ভক্তি করেছে, সেই এসে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্ত করবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। বাকি শাস্ত্রের জ্ঞান কোনো জ্ঞান নয়। ও তো হলো ভক্তি, ওর দ্বারা কোনো সঙ্গতি হয় না। সঙ্গতির অর্থ ঘরে ফিরে যাওয়া। ঘরে তো কেউই ফিরে যায় না। বাবা নিজেই বলেন, আমার সাথে কেউই মিলিত হয় না। যিনি পড়াবেন আর সাথে করে নিয়ে যাবেন, এমনও তো কাউকে চাই, তাই না। বাবার কতো খেয়াল থাকে। পাঁচ হাজার বছরে বাবা একবারই এসে পড়ান। তোমরা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও যে, আমরা হলাম আত্মা। একথা একদম দৃঢ় করে নাও - আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এখন বাবা পড়াতে এসেছেন। একে বলা হয় স্পিরিচুয়াল নলেজ। সুপ্রীম আত্মা, আমাদের মতো আত্মাদের নলেজ দান করেন। সংস্কারও আত্মার মধ্যেই থাকে। শরীর তো শেষ হয়ে যায়। আত্মা হলো অবিনাশী।

তাই এই ব্রহ্মার ক্রকুটি হলো সঙ্করুর দরবার। এ এই আত্মারও দরবার। আবার সঙ্করু এসেও এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এনাকে রথও বলা হয়, দরবারও বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমতে চলে স্বর্গের গেট খুলছো। তোমরা যতো ভালোভাবে পড়বে ততই সত্যযুগে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। তাই তোমাদের পড়া উচিত। টিচারের বাচ্চারা তো খুব হুঁশিয়ার হয়, কিন্তু এমন তো বলা হয় যে - ঘরের পাশের গঙ্গার কোনো সম্মান নেই। বাবা দেখেছেন - সমস্ত শহরের আবর্জনা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়, এরপর একে পবিত্র পাবনী বলা হবে? মানুষের বুদ্ধি দেখো কেমন হয়ে গেছে। দেবীদের সাজিয়ে পূজা ইত্যাদি করে আবার জলে ডুবিয়ে দেয়। কেউ কেউ তো আবার মূর্তির উপর পা রেখেও ডুবিয়ে দেয়। বাংলায় এমন রেওয়াজ ছিলো যে, কারোর মৃত্যুর সময় তাকে গঙ্গার ঘাটে রেখে দেওয়া হতো আর হরি বলো ধ্বনি দিয়ে তার মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হতো। এইভাবে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যেতো, এ তো আশ্চর্য, তাই না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এখন পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে চড়াই - উত্তরাইয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা যা শোনান, সেটাই শুনতে হবে, আর জাজ করতে হবে যে, কোনটা রাইট। সেই রাইটকেই স্মরণ করতে হবে। আনরাইটস্ কথাকে শুনবেও না, বলবেও না আর দেখবেও না।

২) ভালোভাবে পড়া পড়ে নিজেকে রাজার রাজা বানাতে হবে। এই পুরানো শরীর আর পুরানো দুনিয়াতে নিজেকে টেম্পোরারি মনে করতে হবে।

বরদান:- একাগ্রতার শক্তির দ্বারা পরবশ স্থিতিকে পরিবর্তন করে অধিকারী আত্মা ভব ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অধিকারী আত্মা কখনোই পরবশ হতে পারে না। নিজের দুর্বল স্বভাব - সংস্কারের বশীভূতও নয়, কেননা স্বভাব অর্থাৎ স্ব এর প্রতি আর সর্বের প্রতি আত্মিক ভাব থাকলে কখনোই দুর্বল স্বভাবের বশীভূত হবে না, আর অনাদি - আদি সংস্কারের স্মৃতিতে দুর্বল সংস্কারও সহজেই পরিবর্তন হয়ে যাবে। একাগ্রতার শক্তি পরবশ স্থিতিকে পরিবর্তন করে মালিকভাবের স্থিতির আসনে সেট করে দেয়।

স্লোগান:- ক্রোধ জ্ঞানী তু আত্মার জন্যে মহাশত্রু।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের সমস্ত আশা পূর্ণ হচ্ছে, পেট ভরে যাচ্ছে, বাবা এসেছেন তোমাদের তৃপ্ত আত্মা করতে"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা এখন ভক্তি তো করো না, কিন্তু অবশ্যই ভক্ত তোমরা - কীভাবে?

*উত্তরঃ - যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ-অভিমান রয়েছে ততক্ষণ তোমরা হলে ভক্ত। তোমরা জ্ঞানী হওয়ার জন্য পড়াশুনা করছো। যখন পরীক্ষায় পাশ করবে, কর্মাতীত হয়ে যাবে তখন সম্পূর্ণ জ্ঞানী বলা হবে। এরপর পড়াশুনা করার দরকার হবে না।

ওম্ শান্তি । ভক্ত আর ভগবান দুটো জিনিস হলো তাই না! বাচ্চারা আর বাবা। ভক্ত তো অনেক অনেক রয়েছে । ভগবান হলেন এক। বাচ্চারা তোমাদের কাছে খুব সহজ ব্যাপার বলে মনে হয়, আত্মারা শরীরের দ্বারা ভক্তি করে, কেন? ভগবান বাবার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। তোমরা ভক্তরা এখন ড্রামাকে বুঝে গেছো। যখন সম্পূর্ণ জ্ঞানীতে পরিণত হবে তো এখানে থাকবে না। স্কুলে পড়ার পরে, পরীক্ষায় পাশ করে গেলে অন্য শ্রেণীতে চলে যাবে। এখন ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন। জ্ঞানীর তো পড়াশুনা করার দরকার থাকে না। ভক্তদের ভগবান পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো আমরা আত্মারা ভক্তি করতাম। এখন ভক্তি থেকে বেরিয়ে জ্ঞানে কি ভাবে যাবে - এটা বাবা শেখাচ্ছেন। এখন তোমরা ভক্তি করো না কিন্তু দেহ-অভিমানে তো এসে যাও তাই না! তোমরা এটাও বোঝো যে, ওই ভক্তরা তো ভগবানকেও জানে না। নিজেরাই বলে আমি জানি না। যে নম্বর ওয়ান ভক্ত, বাবা তাকেও জিজ্ঞাসা করেন তুমি যে ভগবানের ভক্ত ছিলে, তাকে জানতে? বাস্তবে ভগবানও একই হওয়া চাই। এখানে তো অনেক ভগবান হয়ে গেছে। নিজের ভগবান বলতে থাকে। একে বলা হয় অজ্ঞানতা। ভক্তিতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার। সেটা হলই ভক্তি মার্গ। ভক্তরা গায় জ্ঞান অঞ্জন সন্ধুর দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ। গুরু যারা, তারা জ্ঞান-অঞ্জন দিতে পারে না। গুরু তো অনেক রয়েছে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভক্তিতে কি কি করতে, কাকে স্মরণ করতে, কাকে পূজা করতে? সেই ভক্তির অন্ধকার তোমাদের এখন ছেড়ে গেছে, কারণ বাবাকে জেনে নিয়েছো। বাবা পরিচয় দিয়েছেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা হলে আত্মা। তোমরা এই শরীরের দ্বারা তোমাদের পার্ট প্লে করেছো । তোমাদের হলো অসীম জগতের জ্ঞান। অসীম জগতের পার্ট প্লে করে চলেছো । তোমরা স্থূল জগত থেকে এখন অসীম জগতে চলে গেছো। এই দুনিয়াও কতো এগিয়ে গিয়ে অসীম অপার হয়ে গেছে। অবশ্যই আবার স্থূল জগতে আসবে। স্থূল জগৎ থেকে অসীম জগতে, অসীম জগৎ থেকে এই স্থূল জগতে আসে কীভাবে - বাচ্চারা, তোমাদের এখন বোধগম্য হয়েছে। আত্মা ছোট স্টারের মতো, এটা তো বোঝে, তবুও আবার এতো বড় লিঙ্গ তৈরী করে। তারাই বা কি করবে, কারণ ছোট বিন্দুকে তো পূজা করতে পারবে না। বলা হয় ব্রুকুটির মাঝখানে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র। এখন সেই নক্ষত্রের ভক্তি কীভাবে করবে? ভগবানকে তো কারোর জানা নেই। আত্মার জানা আছে। আত্মা ব্রুকুটির মাঝে থাকে। ব্যস্। এটা বুদ্ধিতে আসে না যে আত্মাই শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে । প্রথম দিকে তোমরাই পূজা করতে। বড়-বড় লিঙ্গ তৈরী করো। যত দিন যাচ্ছে রাবণেরও বড় চিত্র তৈরী করে, ছোটো রাবণ তো তৈরী করতে পারে না। মানুষ তো প্রথমে ছোটো হয়, তারপর বড় হয়। রাবণকে কখনো ছোটো দেখানো হয় না, সে তো ছোটো- বড় হয় না। সে তো কোনো স্থূল জিনিস নয়। রাবণ ৫ বিকারকে বলা হয়ে থাকে। ৫ বিকারের বৃদ্ধি হতে থাকে, কারণ তমোপ্রধান হতে থাকে। প্রথমে দেহ-অভিমান এত ছিলো না, বৃদ্ধি পেতেই থেকেছে । এক-কে পূজা করে আবার দ্বিতীয়কে পূজা করে। এইরকম করে বৃদ্ধি হতে থাকে। আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। দুনিয়াতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার এটা বুদ্ধিতে থাকবে যে সতোপ্রধান কখন হয়? আবার তমোপ্রধান কখন হয়ে যায়? এই ব্যাপারে মানুষ একেবারেই অজ্ঞ। নলেজ কিছু ডিফিকাল্ট নয় । বাবা এসে একদমই সহজ নলেজ শোনান, পড়ান। তবুও সমস্ত পড়ার সারমর্ম হয়ে যায়- আমি আত্মা হলাম বাবার বাচ্চা, বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

এটাও প্রসিদ্ধ আছে- কোটির মধ্যে কেউ, কতো সামান্য বের হয়। কোটির মধ্যে কেউ কেউই যথার্থ ভাবে জানে। কাকে? বাবাকে। বলে, বাবা কখনো ওইরকম কি হতে পারে? নিজের বাবাকে তো সকলেই জানে। বাবাকে কেন ভুলে গেছ? এর নামই হলো ভুল- ভুলাইয়ার খেলা। এক হয় স্থূল জগতের পিতা, দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের পিতা। দুজন বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। স্থূল-জগতের পিতার থেকে সামান্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যত দিন যাচ্ছে একদম সামান্য হতে থাকছে। যেন কিছুই নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত অসীম জগতের পিতা না আসেন, তো পেটই যেন ভরে না। পেট একেবারেই খালি হয়ে যায়। বাবা এসে পেট ভরান। প্রত্যেক ব্যাপারে পেট এতো ভরিয়ে দেন যে বাচ্চারা, তোমাদের আর কোনো

জিনিসের দরকারই নেই। সব আশা পূর্ণ করে দেন। তুষ্ট আত্মা হয়ে যায়। যেমন ব্রাহ্মণদের খাওয়ালে আত্মা তুষ্ট হয়ে যায়। আর এ হলো অসীম জগতের তুষ্টি। কতো পার্থক্য দেখো। আত্মার স্থূল জগতের তুষ্টি আর অসীম জগতের তুষ্টির মধ্যে পার্থক্য কত দেখো। বাবাকে জানলেই তুষ্টি হয়ে যায়। কারণ বাবা স্বর্গের মালিক করেন। তোমরা জানো যে আমরা হলাম অসীম জগতের পিতার সন্তান, বাবাকে তো সকলে স্মরণ করে যে, তাই না! যদিও কেউ কেউ বলে- এটা তো হলো নেচার, আমরা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাব। বাবা বলেছেন ব্রহ্মতে কেউই লীন হয় না। এটা তো হলো অনাদি ড্রামা যা আবর্তিত হতেই থাকে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই। ৪ যুগের চক্র আবর্তিত হতে থাকে। হুবহু রিপিট (পুনরাবৃত্তি) হতে থাকে। বাবা এক, দুনিয়াও একই। মানুষ কতো মাথা খাটায়। মনে করে মূনেও (চাঁদে) দুনিয়া আছে, নক্ষত্রতেও দুনিয়া আছে। কতো অনুসন্ধান করে। মূনেও প্লট নেওয়ার কথা ভাবে - এটা কীভাবে হতে পারে। কাকে পয়সা দেবে? একে বলা হয় সায়েন্সের দঙ্ঘ। এছাড়া তো কিছু নয়। ট্রায়াল করতে থাকে। এটা হলো মায়ার পম্প (আড়ম্বর)! স্বর্গের থেকেও বেশী শো' করে দেখায়। স্বর্গকে তো ভুলেই গেছে। স্বর্গে তো অগাধ ধন ছিল। এক মন্দির থেকেই দেখা কতো ধন নিয়ে গেছে। ভারতেই এতো ধন ছিলো, অনেক সম্পদে ভরপুর ছিলো। মহম্মদ গজনী এসে লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে। অর্ধ-কল্প তো তোমরা সমর্থ থাকো, চুরি ইত্যাদির কোনো নাম থাকে না। রাবণ রাজাই থাকে না। রাবণ রাজ্য শুরু হলো আর চুরি- চামাড়ি, ঝগড়া ইত্যাদি শুরু হয়ে গেল। রাবণের নাম নেয়। এছাড়া রাবণ কেউ নয়। বিকারের প্রবেশ হলো। রাবণের জন্য মানুষ কি কি করে। কতো মান্যতা। তোমরাই দশহরা পালন করতে, দেখতে যেতে রাবণকে কীভাবে জ্বালানো হয়। তারপর সোনা লুণ্ঠ করতে যায়। কি জিনিস হলো, ওয়ান্ডার (বিস্ময়) জাগে। কি হয়ে পড়েছিল। কত পূজা ইত্যাদি করতে। বড় বা বিশেষ কোনো দিন হলে কি কি করতে। ভক্তি মার্গ যেন পুতুল খেলা। সেও কতো সময় চলে, তোমরা জানো। শুরুতে এতো করা হত না। তারপর বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন দেখা কি হাল হয়ে গেছে। এতো খরচা করে চিত্র বা মন্দির ইত্যাদি কেন তৈরী করে? এটা হলো ওয়েস্ট অফ মানী (পয়সার অপচয়)। মন্দির ইত্যাদি তৈরী করতে লাখ লাখ টাকা খরচ করে। বাবা বসে কতো ভালোবাসার সাথে বোঝান। বাচ্চারা আমি তোমাদের অগাধ ধন দিয়েছি, সে সমস্ত কোথায় হারিয়েছে? রাবণ রাজ্যে তোমরা কি থেকে কি হয়ে গেছে। এই ভেবে খুশী হয়ে যেও না যে এসবই হলো ঈশ্বরের ইচ্ছা। এসব ঈশ্বরের অভিলাষ নয়, এটা তো মায়ার অভিলাষ। এখন তোমাদের ঈশ্বরের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। সেখানে তো দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা আর অসুরের ইচ্ছার মধ্যে কতো পার্থক্য। এটা তোমাদের এখন বোধগম্য হয়। তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। জ্ঞান ইঞ্জেকশন কাদের লাগে, এটা তো বুঝতে পারো। অমুকের জ্ঞানের ইঞ্জেকশন ভালো লাগে, অমুকের কম লেগেছে, এর একদম লাগেইনি। এটা তো বাবা-ই জানেন যে। সার্ভিসের উপর সব নির্ভর করছে। সার্ভিস থেকেই বাবা বলবেন এর ইঞ্জেকশন লাগেই নি, একদম সার্ভিস করতেই জানে না। এরকমও আছে কারোর বেশী ইঞ্জেকশন লেগেছে, কারোর একদম নয়।

বলা হয়ে থাকে - জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দেন, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ। জ্ঞানের, সুখের সাগর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। আবার তাকে নুড়ি পাথরে- ভাঙা কলসীর টুকরোতে রেখে দেয়। বাচ্চাদের কতো সুনিশ্চিত হওয়া চাই। অসীম জগতের পিতা আমাদের অসীম জগতের সুখ দেন। গায়ও অসীম জগতের পিতা আপনি যখন আসবেন তো আমি আপনারই হবো। আপনার মতেই চলব। ভক্তিতে তো বাবাকে জানেই না, এই পার্ট এখনই চলে। এখনই বাবা পড়ান। তোমরা জানো যে এই পড়াশুনার পার্ট আবার ৫ হাজার বছর পরে ঘটবে। বাবা আবার ৫ হাজার বছর পরে আসবেন। আত্মারা হল সকলে ভাই-ভাই আবার শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করে। মনুষ্য সৃষ্টিরও বৃদ্ধি হতে থাকে। আত্মাদেরও তো স্টক আছে যে (পরমধামে)। যত মানুষের স্টক সম্পূর্ণ হবে ততোই সেখানে আত্মাদের স্টক হবে। অ্যাক্টস একটাও কম বা বেশী হবে না। এ সব হল অসীম জগতের অ্যাক্টস। এদের অনাদি পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এটা বিস্ময়কর। বাচ্চারা, তোমরা এখন কতো বুঝদার হয়েছে। এই পঠন-পাঠন কতো উচ্চ পর্যায়ের। তোমাদের পড়ানোর জন্য হলেন স্বয়ং জ্ঞানের সাগর বাবা, এছাড়া সব হলো ভক্তির সাগর। যেরকম ভক্তির মান্যতা আছে, সেরকম জ্ঞানেরও মান্যতা আছে। ভক্তিতে কতো মানুষ দান-পুণ্য করে ঈশ্বরের নামে, কারণ বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি কতো বড়-বড় তৈরী হয়।

এখন বাচ্চারা তোমাদের ভক্তি আর জ্ঞানের পার্থক্য জ্ঞাত হয়েছে। কতো বিশাল বুদ্ধি দরকার। কখনো কোনো কিছুতে তোমাদের চোখ যাবে না। তোমরা বলবে - আমরা কি এই কিং-কুইন ইত্যাদিকে দেখবো! ওদের দেখার কি আছে। তোমাদের মনে এ সব নিয়ে কোনো প্রত্যাশা থাকে না। এই সব তো নিঃশেষ হওয়ার। যার কাছে যা আছে সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পেট তো সেই দুটো রুটি চায়, কিন্তু এর জন্য কতো পাপ করে। এই সময় দুনিয়াতে আছে পাপ আর পাপ। পেট অনেক পাপ করায়। একে অপরের উপর মিথ্যে কলঙ্ক লাগায়। পয়সাও প্রচুর উপার্জন করে। কতো পয়সা গোপন করে রাখে। গভর্ণমেন্ট কি করতে পারে। কিন্তু কেউ যতই গোপন করুক, গোপন থাকে না। এখন তো ন্যাচারাল

ক্যালামেটিজও (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) আসে। যদিও অল্প সময় আর আছে। বাবা বলেন, শরীর নির্বাহের জন্য যা কিছু করো তার জন্য বাবা নিষেধ করেন না। বাচ্চাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব মুখী থাকা চাই। বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ থাকে। বাবা তো সমগ্র বিশ্বের মালিক তোমাদের করে দেন। ধরিত্রী, আকাশ সব নিজের হয়ে যাবে। কোনো সীমা থাকে না। বাচ্চারা জানে আমরা মালিক ছিলাম। ভারত অবিনাশী ভূমি বলা হয়েছে, তাই তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রচুর খুশী হওয়া উচিত। এই স্থূল জাগতিক পড়াশুনাতেও খুশী আছে যে না। এটা তো অসীম জগতের পড়াশুনা। অসীম জগতের বাবা পড়ান। এইরকম পিতাকে স্মরণ করা উচিত। বাচ্চারা তো বুঝতে পারবে- ওই জড়বাদী ধাক্কা ইত্যাদি কি, কিছুই না। আমরা বাবার থেকে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি? কতো রাত-দিনের পার্থক্য। আমরা তো জড় বস্তু নিয়ে কারবার ইত্যাদি করেও সত্যযুগে গিয়ে মুকুটধারী হবো। বাবা এসেছেন পড়াতে, তো বাচ্চাদের খুশী হওয়া উচিত। সে-সব কাজ-কর্মও করতে থাকো। এটা তো বুঝতে পারো, এটা হলো পুরানো দুনিয়া, এর বিনাশের জন্য সব প্রস্তুতি চলছে। এমন-এমন কাজ করে যে ভয় লাগে- কোথাও না বড় লড়াই লেগে যায়। এই সব ড্রামা অনুযায়ী হওয়ারই। এরকম নয় যে ঈশ্বর করান। ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত। আজ নয়তো কাল বিনাশ অবশ্যই হবেই। এখন তোমরা পড়াশুনা করছো। তোমাদের জন্য অবশ্যই নূতন দুনিয়া চাই। এই সব কথা মনে করে খুশী হওয়া উচিত। বাবা এই রথও নিয়ে নিয়েছেন, এনার (ব্রহ্মা বাবার) তো কিছুই নেই। সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। অসীম জগতের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে তো এসব কি করবে। বাবার গানও তৈরী হয়েছে - অল্ল এর আল্লাহ প্রাপ্তি হয়েছে তো গদাই (গদিতে বসে) কি করবে। কম বেশী দিয়ে একদম নিঃশেষ করে দিয়েছেন। শরীরও (শিব) বাবাকে দিয়ে দিয়েছেন। আহো! আমি তো বিশ্বের মালিক হতে চলেছি, অনেকবার মালিক হয়েছি। কতো সহজ। যদি তোমরা নিজের ঘরেও থাকো, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এমনই তুষ্ট আর বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে যে কোনো কিছুতেই যেন দৃষ্টি-পাত না হয়। মনে যেন কোনো প্রত্যাশাই না থাকে, কারণ এই সব কিছুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

২) শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করেও খুশীর পারদ সর্বদা উর্ধ্ব থাকবে। বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণে থাকবে। বুদ্ধি এই স্থূল জগৎ থেকে বের করে সর্বদা অসীম জগতে থাকবে।

বরদানঃ:- তীব্র পুরুষার্থের দ্বারা সকল বন্ধনগুলিকে ক্রস করে মনোরঞ্জনের অনুভব-কারী ডবল লাইট ভব কোনও কোনও বাচ্চা বলে যে এমনিতে তো আমি ঠিক আছি কিন্তু এই যে সকল কারণ রয়েছে, যেমন - সংস্কারের, ব্যক্তিদের, বায়ুমন্ডলের বন্ধন... তবে যেইরকম কারণই থাকুক না কেন, তীব্র পুরুষার্থী সকল বিষয়কে এমন ভাবে ক্রস করে যেন কিছুই নেই। তারা সদা মনোরঞ্জনের অনুভব করে। এইরকম স্থিতিতে বলা হয় উড়ন্ত কলা আর উড়ন্ত কলার লক্ষণ হলো ডবল লাইট। তাদেরকে কোনও প্রকারের বোঝা দোলাচলে আনতে পারে না।

স্লোগানঃ:- প্রতিটি গুণ বা জ্ঞানের কথাগুলিকে নিজের সংস্কার বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সময় অনুসারে স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধন তীব্রগতিতে কার্যে প্রয়োগ করো"

আজ বাপদাদা স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের রাজ্যসভা দেখছেন। প্রত্যেক স্বরাজ্য অধিকারী, পবিত্রতার লাইটের মুকুটধারী, অধিকারের স্মৃতির তিলকধারী, নিজের নিজের ক্রকুটির অকাল সিংহাসনে আসীন প্রতীয়মান হচ্ছে। এই সময় যত স্বরাজ্য অধিকার তোমরা অনুভব করো ততই ভবিষ্যৎ বিশ্ব রাজত্বের অধিকারী হও। "আমি কে" বা "আমার ভবিষ্যৎ কী?" সেটা এখনই স্বরাজ্যের স্থিতি দ্বারা তোমরা নিজেরাই দেখতে পারো।

বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার সদা স্বরাজ্যের স্থিতি দেখছিলেন। নিরন্তর সব কর্ম করতে করতে, লৌকিক অলৌকিক কার্য করতে করতে স্বরাজ্য অধিকারীর নেশা কত সময় আর কত পার্সেন্টেজে থাকে। কারণ অনেক বাচ্চা নিজের স্বরাজ্যের স্মৃতি সংকল্প রূপে স্মরণ করে - আমি আত্মা অধিকারী, এক হলো সংকল্পে ভাবা। বারবার স্মৃতিকে রিফ্রেশ করা - আমি এটা। আরেক হলো - অধিকারের স্বরূপে নিজেকে অনুভব করা আর এই কর্মেন্দ্রিয় রূপী কর্মচারী তথা মন-বুদ্ধি-সংস্কার রূপী সহযোগী সাথীদের উপরে রাজত্ব করা, অধিকারের সাথে চালনা করা। যেরকম তোমরা সব বাচ্চা সব সময় অনুভব করো যে, বাপদাদা শ্রীমতে চালাচ্ছেন আর তোমরা সবাই শ্রীমৎ অনুসারে চলছো। চালানোর মালিক চালাচ্ছেন, তোমরা তাঁর নির্দেশিত পথে চলছো। ঠিক সেইরকমই, হে স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা! তোমাদের স্বরাজ্যে তোমাদের সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্মচারী মন বুদ্ধি সংস্কার সব সহযোগী সাথী কী তোমাদের অর্ডারে চলছে? দু- একটা কর্মেন্দ্রিয় অল্পস্বল্প চঞ্চলতা দেখায় না তো? তোমার রাজ্য ল' এবং অর্ডারের পরিবর্তে লভ আর ল' এর যথার্থ রীতিতে চলছে? কী বুঝছো? চলছে নাকি একটু টালবাহানা করে? যখন বলছো যে, আমার হাত, আমার সংস্কার, আমার বুদ্ধি, আমার মন, তো আমার উপরে আমি-র অধিকার আছে? নাকি কখনো 'আমার' অধিকারী হয়ে যায়, কখনো 'আমি' অধিকারী হয়ে যায়? হে স্বরাজ্য অধিকারী! সময় অনুসারে, এখন সদা আর সহজভাবে অকাল তথতাসীন হও, তবেই অন্য আত্মাদের বাবার দ্বারা জীবনমুক্তি আর মুক্তির অধিকার তীব্রগতিতে দেওয়াতে পারবে।

সময়ের ডাক এখন তীব্রগতি এবং অন্তহীন। তোমরা শুধু ছোট একটা রিহার্সাল দেখেছো, শুনেছো। একই সঙ্গে অসীম নকশা দেখেছো তো না! চিংকারও অসীম, মৃত্যুও অন্তহীন, যাদের মরণ হবে তাদের সাথে সাথে জীবিতরাও নিজেদের জীবনে মানসিক যন্ত্রণায় মরছে। এমন সময় তোমরা স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের কার্য কী? চেক করো, যেমন স্থূল সাধনের জন্য বলা হয়ে থাকে ভূমিকম্প এলে এটা করতে হবে, যদি তুফান আসে তবে এটা করতে হবে, আগুন লাগলে তবে এটা করতে হবে, কার্যতঃ তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার কাছে যে সাধন আছে - সর্বশক্তি, যোগের বল, স্নেহের চুম্বক এই সব সাধন সময়ের জন্য প্রস্তুত আছে? সর্ব শক্তি রয়েছে? কারও শক্তির শক্তি প্রয়োজন কিন্তু তুমি যদি আর কোনো শক্তি দিয়ে দাও তবে সে সন্তুষ্ট হবে? যেমন কারও জল চাই আর তুমি তাকে ৩৬ রকমের ভোজন দিয়ে দাও তবে কি সে সন্তুষ্ট হবে? সুতরাং এভাররেডি হওয়া শুধু অশরীরী হওয়ার জন্য নয়। সে তো হতেই হবে। কিন্তু যে সাধন স্বরাজ্য অধিকারের অধিকারী দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে, পরমাত্ম উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছে সেসব অধিকার এভাররেডি আছে? এমন তো নয় যেমন সমাচারে শোনো, যে মেশিনারি এই সময় প্রয়োজন, অথচ ফরেন থেকে আসার পর তা' কার্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাহলে সাধন তো এভাররেডি থাকল না, তাই না! সব সাধন সময়মতো কার্যে প্রয়োগ করতে পারেনি। কত লোকসান হয়ে গেছে!

তো হে বিশ্বকল্যাণী, বিশ্বপরিবর্তক আত্মারা সমূহ সাধন এভাররেডি আছে? সর্বশক্তি তোমাদের অর্ডারে চলছে? অর্ডার করলে অর্থাৎ সংকল্প করলে - নির্ণয় শক্তির, আর সাথে সাথে সেকেন্ডেরও কম সময়ে নির্ণয় শক্তি হাজির হয়ে বললো স্বরাজ্য অধিকারী - 'হাজির'। এইরকম অর্ডারে রয়েছে? নাকি নিজের মধ্যে আনতে এক মিনিট লাগবে, তার পরে অন্যকে দিতে পারবে? কারও যা চাই তা' যদি সময়মতো দিতে না পারো তাহলে কী হবে? তো সব বাচ্চার হৃদয়ে এই সংকল্প তো চলছেই - ভবিষ্যতে কী হওয়ার আছে আর কী করতে হবে? হওয়ার জন্য তো অনেক কিছু আছে। তোমাদের বলা হয়েছিল তো না যে এটা তো রিহার্সাল। এই ৬ মাসের প্রস্তুতির ছোট ঘন্টা বেজেছে, বড় ঘন্টা বাজেনি। প্রথমে ঘন্টা বাজবে, পরে কাড়ানাকাড়া বাজবে। ভয় পাবে? একটু একটু ভয় পাবে? শক্তিস্বরূপ আত্মাদের কী স্বরূপ দেখানো হয়েছে? সমূহ শক্তি (শক্তি স্বরূপে পান্ডবও এসে গেছে তো শক্তিও এসে গেছে) শক্তির কাউকে সদা চার ভুজ, কাউকে ৬ ভুজ, কাউকে ৮ ভুজ,

কাউকে ১৬ ভুজ দেখায়, সাধারণ দেখায় না। এই সমূহ ভুজ সর্বশক্তির সূচক। সেইজন্য সর্বশক্তিমান দ্বারা প্রাপ্ত নিজের শক্তিসমূহ ইমার্জ করো। তার জন্য এটা ভেবো না যে সময় হ'লে ইমার্জ হয়ে যাবে, বরং সারা দিনে নিজের জন্য বিভিন্ন শক্তি ইউজ করে দেখ। সবচাইতে প্রথম অভ্যাস স্বরাজ্য অধিকার সারাদিনে কতদূর পর্যন্ত কার্যে প্রয়োগ হয়। আমি তো আত্মা মালিক, এটা নয়। মালিক হয়ে অর্ডার করো আর চেক করো, সব কর্মেন্দ্রিয় আমি রাজার ল'ভ আর ল' অনুসারে চলে? অর্ডার করলে 'মন্মানাভব' আর মন চলে গেল নেগেটিভ আর ওয়েস্ট থটসে, তাহলে কী লাভ আর ল'তে ছিল? অর্ডার করলে মধুরতা স্বরূপ হতে হবে আর সমস্যা অনুসারে, পরিস্থিতি অনুসারে ক্রোধের মহারূপ না হোক, কিন্তু সূক্ষ্ম রূপে রোষ অথবা বিরক্তি উদ্বেক হচ্ছে, তাহলে কী সেটা অর্ডার? অর্ডারে হয়েছে?

তুমি অর্ডার দিলে আমাকে নির্মান (নিরহংকারী) হতে হবে, কিন্তু বায়ুমন্ডল অনুসারে তোমরা ভাবো কত সময় ধরে নিজেকে দমন করে চলবো, কিছু তো দেখানো দরকার। আমাকেই দমে থাকতে হবে? আমাকেই মরতে হবে! আমাকেই বদলাতে হবে? এটা কি ল'ভ আর অর্ডার? সেইজন্য বিশ্বের প্রতি, আত্মনাদকারী দুঃখী আত্মাদের প্রতি কৃপা করার আগে নিজের প্রতি কৃপা করো। নিজের অধিকার সামলাও। পরে গিয়ে তোমাদের চতুর্দিকে সকাশ দেওয়ার, ভাইব্রেশন দেওয়ার, মন্মা দ্বারা বায়ুমন্ডল বানানোর অনেক কার্য করতে হবে। আগেও তোমাদের বলা হয়েছিল এখনো পর্যন্ত যারা যারা যে সেবার নিমিত্ত হয়েছে, খুব ভালো করেছে আর করবেও, কিন্তু এখন সময় অনুসারে তীব্রগতিতে আরও অসীম সেবার আবশ্যকতা আছে। তো এখন আগে প্রতিটা দিন চেক করো 'স্বরাজ্য অধিকার' কতটা থেকেছে? আত্মা মালিক হয়ে যেন কর্মেন্দ্রিয়কে চালনা করে। যেন স্মৃতি স্বরূপ থাকে যে আমি মালিক এই সাথীদের দ্বারা, সহযোগীদের দ্বারা কার্য করছি। স্বরূপে যদি নেশা থাকে তবে এই সব কর্মেন্দ্রিয় আপনা থেকেই তোমাদের সামনে জী হাজির, জী হজুর করবে। পরিশ্রম করতে হবে না। আজ ব্যর্থ সংকল্প মুছে ফেলো, আজ সংস্কারকে একেবারে নষ্ট করে দাও, আজ নির্ণয় শক্তিকে সুস্পষ্ট করো। এক মুহূর্তে সব কর্মেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি সংস্কার যা তোমরা চাও সেটাই করবে। এখন বলা বাবা চাই তো এটাই, কিন্তু এখনো এতটা হয়নি... তারপরেই আবার বলবে যা চাই তা হয়ে গেছে, সহজ। সুতরাং বুঝেছি কি করতে হবে? নিজের অধিকারের সফলতা কার্যে প্রয়োগ করো। অর্ডার করো সংস্কারকে। সংস্কার কেন তোমাকে অর্ডার করে? সংস্কার সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না কেন? বেঁধে আছে সংস্কার তোমার অর্ডারে। মালিকভাব আনো। অন্যদের সেবা করার অনেক অনেক অনেক আবশ্যকতা আছে। এ' তো কিছুই না, খুবই সংকটময় সময় আসার আছে। এমন সময় তোমরা উড়তি কলার দ্বারা পরিভ্রমণ করে থাকো। যারা শান্তি চায়, যারা খুশি চায়, যারা সন্তুষ্টতা চায়, ফরিস্তা রূপে সকাশ দেওয়ার জন্য পরিক্রমণ করবে আর তারা তা' অনুভব করবে। যেমন এখন অনুভব করে, তাই না! জল পেয়েছে আর তাদের তেষ্টা অনেক মিটে গেছে। খাবার পেয়েছে, টেন্ট পেয়েছে, সহায়তা পেয়েছে। তারা এমন অনুভব করবে ফরিস্তাদের থেকে শান্তি পেয়েছে, শক্তি পেয়েছে, খুশি পেয়েছে। এভাবে অন্তঃবাহক অর্থাৎ তোমাদের অস্তিম স্থিতি, পাওয়ারফুল স্থিতি তোমাদের অস্তিম বাহন হবে। আর চক্রভ্রমণ করতে করতে সবাইকে শক্তি দেবে, স্বাচ্ছন্দ্য দেবে। তোমাদের এই রূপ তোমাদের সামনে আসে? ইমার্জ করো। কত ফরিস্তা চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে! তারা সকাশ দিচ্ছে, তখন বলবে - তোমরা যে একটা গীত বাজাও না শক্তি এসে গেছে... শক্তির দ্বারাই সর্বশক্তিমান আপনা থেকেই প্রত্যক্ষ হয়ে যাবেন। শুনলে!

যা এখনও পর্যন্ত করেছো এবং যা কিছু হয়েছে তা' সময় অনুসারে সবচাইতে ভালো হয়েছে। এর পরেও আরও ভালো থেকে ভালো হওয়ার আছে। আত্মা। ঘাবড়ে যাওনি তো না! সমাচার শুনে, দেখে ঘাবড়ে গেছ? এটা তো কিছু না। তোমাদের কাছে সবকিছু আছে আর এটা কিছুই না। কিন্তু তবুও তারা তোমাদের ভাইবোন, সেইজন্য তাদের সেবা করাও ভালো। এখন রাজ্য অধিকার, তোমাদের অকাল তথ্যে বসে থাকো, ওঠানামা করো না। তারপরে দেখো গভর্নমেন্টেরও সাক্ষাৎকার হবে - এরাই, এরাই, এরাই! সিংহাসন থেকে নেমে যেও না, অধিকার ছেড়ো না, সবসময় অধিকার চালাও, স্ব-এর উপরে, অন্যের উপর নয়। অন্যের উপর চালিও না। আত্মা।

অনেক নতুন নতুন বাচ্চারাও এসেছে। বুদ্ধি তো হওয়ারই আছে। যারা এই কল্পে এই বারে প্রথম এসেছে তারা হাত উঠাও। ভালো করেছে। তোমরা সাহস রেখে পৌঁছে গেছ, পৌঁছে গেছ তো না! যারা বসে গেছে, তারা বসেই গেছে আর হয়নি কিছুই। সাহস অতি আবশ্যিক। যে কোনো কার্যে যদি তোমাদের সাহস থাকে তবে বুঝে নিও যে তোমরা সফল হবে। সাহস কম সফলতা কম। সেইজন্য সাহস রাখো আর নিভীক হও। ভয় পেয়ো না যে এটা কী হচ্ছে। কেউ মরে যাচ্ছে, তাহলে সে মরে যাচ্ছে আর ভয় হচ্ছে তোমার। নিভীক থাকো। তাকে শান্তির সহযোগ দেওয়া সেটা ভালো, সেই আত্মাকে সহৃদয় ভাবনা দ্বারা সহযোগ দাও, ভয় পেও না। ভয় সবচাইতে বড়র মধ্যে বড় ভূত। অন্যান্য ভূত সরানো যেতে পারে, কিন্তু ভয়ের ভূত সরানো খুব কঠিন। যে কোনও বিষয়ের ভয় হতে পরে, শুধু কারও মৃত্যুর ভয় নয়, অনেক বিষয়ের ভয় হয়।

অনেক ধরনের ভয় আছে, এমনকি তোমাদের দুর্বলতার কারণেও ভয় হয়। সেসব থেকে নির্ভীক হওয়ার যে সাধন আছে, তা হলো - 'সদা নির্মল হৃদয়, অকপট হৃদয় থাকা।' তাহলে ভয় কখনো আসবে না। অবশ্যই মনে কোনো বিষয় সমাহিত থাকে যা থেকে ভয় হয়। নির্মল হৃদয়, অকপট হৃদয় আছে তো প্রভু প্রসন্ন এবং সকলেই প্রসন্ন হয়। আচ্ছা।

আগত নতুন নতুন বাচ্চাদের, নব জীবনে পরমাত্ম-ভাগ্য প্রাপ্ত করার অভিনন্দন। আচ্ছা। ফরেনের থেকেও অনেক এসেছে। ফরেন গ্রুপ হাত তোলো। (৭০০ র কাছাকাছি এসেছে) স্বাগত। ওয়েলকাম।

মহারাত্রি, অন্ধ্রপ্রদেশের সেবা : - যারা মহারাত্রি থেকে এসেছে তারা হাত তোলো। (৪ হাজার এসেছে) তো ৪ হাজারকে ৪ পদম বার অভিনন্দন। ভালো করেছে, সব গ্রুপের নিজের নিজের সেবার শোভা রয়েছে। কেননা, সেবার আগে তো পরিবারের কাছাকাছি আসার চান্স প্রাপ্ত হয় তোমাদের। চান্স প্রাপ্ত হয় তো না? নয়তো কে জিজ্ঞাসা করবে এরা মহারাত্রি নাকি অন্ধ্র? কিন্তু বিশেষ সেবার চান্স প্রাপ্ত করায় পরিবারের, দাদিদের, দাদাদের সামনে আসো। আর খুশিও হয়, কেন খুশি হয়? কারণ? দেখো, সেন্টারে সেবা করো কতজনের? ঠিক আছে, বড়জোর ৫০/১০০ জনের। আর এখানে যখন সেবা করো তো হাজার হাজারের সেবা করো এবং হাজার হাজারের সেবার রিটার্নে সবার আশীর্বাদ

যে প্রাপ্ত হয়, তাই না! খুব ভালো সেবা করেছে, খুব ভালো সেবা করেছে। এই আশীর্বাদ নির্গত হয়। সেই আশীর্বাদ এক তো বর্তমান সময়ে খুশি প্রাপ্ত করায় আর আরেক হলো জমাও হয়। ডবল লাভ। সেইজন্য যারা সেবা করেছে তারা সেবার মেওয়া খুশিও লাভ করেছে এবং সঞ্চয়ের খাতাও জমা হয়েছে। ডবল লাভ হয়ে গেল তো না! এখন সব জোন এর মেজরিটরই ভালো শিখেও গেছে, অভ্যাস হয়ে গেছে। ভালো করেছে, অভিনন্দন। (১০০ কুমারীর সমর্পণ) ভালো - ১০০ কুমারী ওঠো। সবাই দেখো। যেখানেই টি. ভি. আছে সেখানেই দেখাও। এটা ভালো, কার্যতঃ, তোমরা সমর্পণ তো করেছই। কিন্তু সমর্পণের পাক্ষা স্ট্যাম্প লাগতে হবে। এটা অলমাইটি গভর্নমেন্টের স্ট্যাম্প, মুছতে পারা যাবে না। পাক্ষা তো না! পাক্ষা! পাক্ষা? যারা মনে করে খুব খুব খুব পাক্ষা তারা এভাবে হাত নাড়ো। খুব পাক্ষা? মহারাত্রি আছে। কোনো মহত্ব দেখাবে তো না! খুব ভালো, বাপদাদার তরফে অনেক অনেক কোটি কোটি বার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আচ্ছা।

এখন এক সেকেন্ডে বিশেষতঃ যেখানে আর্থ কোয়েক হয়েছে, তার চারদিকে ফরিস্তা হয়ে উড়তি কলার দ্বারা শান্তি, শক্তি আর সন্তুষ্টতার সকাশ ছড়িয়ে দিয়ে এসো। পরিক্রমা করে এসো এক সেকেন্ডে। সবাই চক্রব্রমণ করে এসো। আচ্ছা। (ড্রিল)

চতুর্দিকের দেশ আর বিদেশের ফরিস্তা রূপে বিরাজমান, স্ব-অধিকারী বাচ্চাদের, যারা সদা লভ আর ল' এর দ্বারা নিজের সহযোগী, সূক্ষ্ম বা স্থূল সহযোগী সাথীদের চালনা করে, যারা সদা বাপদাদা দ্বারা প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সাধনসমূহকে এভাররেডি বানায়, আমি আত্মা রাজা হয়ে রাজ্য অধিকারের অনুভব করে, সদা উড়তি কলার দ্বারা ফরিস্তা রূপে চতুর্দিকে সকাশ দেয় এমন শক্তি স্বরূপ আত্মাদের সদা নির্মল হৃদয়, অকপট হৃদয় দ্বারা নির্ভীক, নিরাকারী স্থিতিতে অনুভবকারী বিশ্ব-কল্যাণী, বিশ্ব-পরিবর্তক আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদিদের সাথে - তোমাদের সকলের খুশি হচ্ছে তো না, তোমাদের নিমিত্ত দাদিরা, দাদারা সামনে এসেছেন খুশি রয়েছে, তাই না! নাকি তোমরাও আসতে চাও? আরও সামনে হওয়া ভালো। যারা বাবার সামনে আছে বাবা তাদের বেশি দেখেন। এখানে তো তাঁকে এভাবে (মুখ ঘোরাতে) করতে হবে। আর যারা তাঁর সামনে তাঁদেরকে তো বারবার দেখছেন।

আচ্ছা - (জগদীশ ভাইয়ের সাথে) সবকিছু ঠিক আছে। সর্বাপেক্ষা ভালো ব্যাপার হলো নিজেকে শরীর সমেত অর্পণ করে দিয়েছে। বাস্তবে তো বাবাকে নিজের সব দিয়ে দিয়েছে। দিয়ে দিয়েছে তো না, নাকি দিতে হবে? তোমরা, নিমিত্ত আত্মারা তো দিয়েছে, তবেই তো সাকার রূপে তোমাদের ফলো করছে। সাকার রূপে মহারথীদের দেখে সকলের শক্তি লাভ হয়। তো এই সমগ্র গ্রুপ কী? শক্তির স্তুতি-গীত। তাই না! (দাদি জানকি বলছেন যিনি চালাচ্ছেন তিনি অত্যন্ত রমজবাজ) (রমজ = যুক্তি, যুক্তি সহ আনন্দদাতা) যদি না হতেন তাহলে এত বুদ্ধি কীভাবে হতো! বাবা বলেন যারা চলছে তারাও বাবার থেকে বেশি চতুর-বুদ্ধিমান।

আচ্ছা - সবাই সদা একটি শব্দ হৃদয় দিয়ে গেয়ে থাকে - "আমার বাবা।" এই গীত সবাই গাইতে জানো তো না! আমার বাবা, এই গীত কীভাবে গাইতে হয় জানো তোমরা? সহজ তো না! আমার বলার সাথে সাথে তিনি তোমাদের আপন করে

নিয়েছেন। বাবা বলেন, বাচ্চারা বাবার থেকেও সমঝদার। কেন? ভগবানকে বেঁধে ফেলেছে। (দাদি জানকির প্রতি) বেঁধে নিয়েছো তো না! তাহলে, যারা বাঁধলো তারা শক্তিশালী হলো, নাকি যাঁকে বাঁধা হলো? কে শক্তিশালী হলো? যাঁকে বাঁধা হলো তিনি শুধু তোমাদের উপায় বলে দিয়েছেন যে এভাবে বাঁধো তো বেঁধে যাবো। আচ্ছা, ওম্ শান্তি।

বরদান:- নিজেকে নিমিত্ত বুনো ব্যর্থ সংকল্প এবং ব্যর্থ বৃত্তির থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব আমি বিশ্ব কল্যাণের কার্যার্থে নিমিত্ত - এই দায়িত্বের স্মৃতি বজায় রাখো, তবে কারও প্রতি বা নিজের প্রতি ব্যর্থ সংকল্প বা ব্যর্থ বৃত্তি হতে পারে না। দায়িত্ববান আত্মারা একটিও অকল্যাণকর সংকল্প করতে পারে না, কারও প্রতি ব্যর্থ বৃত্তি বানাতে পারে না। কেননা তাদের বৃত্তির দ্বারা বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন হওয়ার আছে। সেইজন্য সকলের প্রতি তাদের শুভ ভাবনা, শুভ কামনা আপনা থেকেই থাকে।

স্লোগান:- অস্ত্রানতার শক্তি ক্রোধ আর জ্ঞানের শক্তি শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য বাবাকে স্মরণ করে নিজের চরিত্র সংশোধনের জন্য পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করো"

*প্রশ্নঃ - কোন বিষয় তোমাদের অঙ্গুতার পথে ঘুম পাড়িয়ে রাখে? এর ফলে কি ক্ষতি হয়?

*উত্তরঃ - কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলা, এটাই অঙ্গুতার পথে ঘুম পাড়িয়ে রাখার বিষয়। এর ফলেই জ্ঞান চক্ষুহীন হয়ে পড়েছে। ওরা ভেবেছে আত্মাদের ঘর অনেক দূরে। বুদ্ধিতেও আছে এখনও লক্ষ বছর রয়েছে, এখানেই সুখ-দুঃখের পার্ট প্লে করতে হবে। সেইজন্যই পবিত্র হওয়ার জন্য পরিশ্রম করে না। তোমরা বাচ্চারা জানো ঘর এখন খুব নিকটে। এখন আমাদের পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করে কর্মাতীত হতে হবে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা এখন ঘরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যদিও ভক্তি মার্গেও ঘরকে স্মরণ করে কিন্তু ওখানে কবে যেতে হবে, কিভাবে যেতে হবে, কিছুই জানে না। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলার কারণে ঘরও ভুলে গেছে। ওরা ভেবেছে লক্ষ বছর ধরে এখানেই পার্ট প্লে করতে হয়, ফলে ঘরকে ভুলে যায়। এখন বাবা এসে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন - বাচ্চারা, ঘর তো খুব কাছেই, এখন যাবে নিজেদের গৃহে! বাচ্চারা আমি তো তোমাদের আহ্বান শুনে এসেছি। যাবে আমার সাথে? কত সহজ বিষয়, ভক্তি মার্গে ওরা তো জানেই না কবে মুক্তিধামে যাবে। মুক্তিকেই ঘর বলা হয়। লক্ষ বছর বলে দেওয়ার কারণে সব ভুলে যায়। বাবাকেও ভুলে যায় ঘরকেও ভুলে যায়। লক্ষ বছর বলার জন্য অনেক পার্থক্য হয়ে যায়। এ যেন অঙ্গুতার অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা। কারো বুদ্ধিতেই আসে না। ভক্তি মার্গেও ঘরকে কতদূর বলে থাকে। বাবা বলেন বাঃ মুক্তিধামে তো এখন যেতে হবে। লক্ষ বছর ধরে তোমরা ভক্তি করবে এমনটা তো হতে পারে না। তোমরা তো জানেই না ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে। লক্ষ বছরের হিসেব করার তো দরকার-ই নেই। বাবাকে আর ঘরকে ভুলে যাওয়া এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। কিন্তু ওরা নাটককে অযথা অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমাদের ঘর খুব কাছেই, এখন আমি এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য তো পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। গঙ্গা স্নান ইত্যাদি অনেক করেছে কিন্তু পবিত্র হতে পারনি, যদি পবিত্র হতে তবে ঘরে চলে যেতে। কিন্তু নিজ গৃহ কোথায় তা জানা ছিল না, পবিত্রতা - তাও জানা ছিল না। অর্ধ কল্প ধরে সবাই ভক্তি করে আসছে সেইজন্য ভক্তিকে ছাড়তেই চায় না। এখন বাবা বলছেন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। ভক্তিতে অপার দুঃখ। এমনটা নয় যে তোমরা বাচ্চারা লক্ষ বছর ধরে দুঃখ দেখে এসেছ, লক্ষ বছরের কোনও প্রশ্নই নেই। প্রকৃত দুঃখ তো তোমরা কলিযুগেই ভুগেছো। যেহেতু অত্যধিক বিকারে পুঁতিগন্ধময় হয়ে গেছে। প্রথমে যখন রজঃতে ছিলে, তখনও কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন তো সম্পূর্ণ নির্বোধ হয়ে গেছে। এখন বাচ্চাদেরকে বাবা বলছেন, সুখধামে যেতে চাও তো পবিত্র হও। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে পাপ মাথায় জমা হয়ে আছে, তাকে স্মরণের দ্বারাই দূর করতে হবে। স্মরণে অগাধ খুশির অনুভব হবে। যে বাবা তোমাদের অর্ধকল্পের জন্য সুখধামে নিয়ে যান, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হতে গেলে প্রথমে পবিত্র হতে হবে আর চরিত্র সংশোধন করতে হবে। বিকারকে বলা হয় ভূত, লোভও কিছু কম বিকার নয়। এই বিকার বড় অশুদ্ধ। মানুষকে সম্পূর্ণ মলিন করে তোলে। লোভও অনেক পাপ করিয়ে থাকে। ৫ বিকার খুব শক্তিশালী ভূত, এইসব কিছু ছাড়তে হবে। লোভকে ত্যাগ করা যেমন কঠিন, তেমনি কাম বিকার ত্যাগ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। মোহ ত্যাগ করাও যতটা কঠিন হয়ে যায় তেমনি কাম বাসনা ত্যাগ করাও কঠিন হয়ে যায়। ছাড়তেই চায় না। বাবা তোমাদের সমস্ত জীবন ব্যাখ্যা করেছেন তারপরও মোহের তার জুড়ে থাকে। ক্রোধ ত্যাগ করতেও মুশকিল হয়, বলে থাকে বাচ্চাদের প্রতি ক্রোধ হয়। শব্দও ক্রোধেরই বলে থাকে, তাইনা! কিন্তু কোনও রকমের বিকার যেন না থাকে, এর উপরেই বিজয়ী হতে হবে।

বাবা বলেন যতদিন আমি থাকবো, ততদিন তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো। বাবা কত বছর থাকবেন? বাবা অনেক বছর ধরে বসে বোঝাচ্ছেন, অনেক সময় দিয়েছেন। সৃষ্টি চক্রকে জানা অনেক সহজ। ৭ দিনে সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণা হয়ে যায়। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নাশ করতেই সময় লেগে যায়। এটাই কঠিন। সেইজন্যই বাবা সময় দেন। মায়ার খুব বেশী বিরোধিতা হতে থাকে, সব ভুল করিয়ে দেয়। এখানে যখন বসো, সম্পূর্ণ স্মরণে থাকো না, চতুর্দিকে বুদ্ধি ছুটে বেড়ায়, সেইজন্যই সময় দেওয়া হয়, পুরুষার্থ করে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। পড়াশোনা অনেক সহজ। বিচক্ষণ বাচ্চারা ৭ দিনে সম্পূর্ণ জ্ঞান রপ্ত করে বুঝতে পারে ৮৪ চক্র কিভাবে ঘোরে। পবিত্র হওয়াই পরিশ্রমের। এর জন্য কত

হাস্যামা হয়, মানুষ বুঝেছে এটাই সঠিক এবং আমরাই গ্লানি করে বলেছি ব্রহ্মাকুমারীরা ভাই-বোন বানিয়ে দেয়। কিন্তু বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে সঠিক। যতক্ষণ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান না হ'ল পবিত্র কিভাবে থাকবে, বিকারী দৃষ্টি থেকে সাম্য দৃষ্টি কিভাবে হবে। এই যুক্তি যথার্থ- আমরা ব্রহ্মা কুমার-কুমারীরা তো ভাই-বোন হয়ে গেছি। এর মাধ্যমে অনেক সহযোগ পাওয়া যায়, সিভিল আই তৈরি করতে। ব্রহ্মারও কর্তব্য রয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারাই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা বা মানব থেকে দেবতা তৈরি করা।

বাবা আসেন-ই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। সুতরাং বোঝানোর জন্য বাবাকে কত পরিশ্রম করতে হয়, বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্যই সেন্টার খোলা হয়। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীমিত ঈশ্বরীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। ভগবান তো নিরাকার। কৃষ্ণ দেহধারী, তাকে ভগবান বলা যায় না। বলাও হয় ভগবান এসে ভক্তির ফল প্রদান করবেন, কিন্তু ভগবানের পরিচয় নেই। তোমরা কত বোঝাও তারপরও বুঝতে চায় না। দেহধারী পুনর্জন্মে তো অবশ্যই আসবে। ওনার কাছ থেকে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে না, আত্মারা একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে। মানুষ মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না। এই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ করছো। বাবাকে পাওয়ার জন্য তোমরা কত ছুটে বেড়িয়েছো। সবার প্রথমে তো শুধুমাত্র শিবের পূজা করতে, অন্যদিকে যেতে না। সেটা ছিল অব্যভিচারী ভক্তি, অন্য কোনও দেবতার মন্দির ইত্যাদি ছিল না। এখন তো অসংখ্য চিত্র, মন্দির ইত্যাদি তৈরি করে চলেছে। ভক্তি মার্গে তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা জান শাস্ত্রে গতি-সঙ্গতির পথ বলে দেওয়া হয়নি, সে তো একমাত্র বাবাই এসে বলে থাকেন। ভক্তি মার্গে কত মন্দির তৈরি করে, বাস্তবে মন্দির শুধুমাত্র দেবী-দেবতাদের জন্য, অন্য কোনো মানবের জন্য মন্দির নির্মাণ হয় না। কেননা মানব হল পতিত। পতিত মানব পবিত্র দেবতাদের পূজা করে থাকে। যদিও সে মানুষ কিন্তু তার মধ্যে দৈবীগুণ আছে, যাদের মধ্যে দৈবীগুণ নেই তারাই পূজা করে। তোমরা স্বয়ং-ই পূজ্য ছিলে, তারপর পূজারি হয়ে গেছ। মানবকে ভক্তি (পূজা) করা অর্থাৎ ৫ তন্ত্রকে ভক্তি করা, শরীর তো ৫ তন্ত্র দিয়েই তৈরি। বাচ্চাদের এখন মুক্তিধামে যেতে হবে, যার জন্য এতো ভক্তি করেছে। এখন আমি নিজে সঙ্গে করে তোমাদের নিয়ে যাব। তোমরা সত্যযুগে চলে যাবে। বাবা এসেছেন পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে যেতে, পবিত্র দুনিয়া হল দুটি- মুক্তি আর জীবনমুক্তি। বাবা বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি কল্পে কল্পে সঙ্গম যুগে আসি। তোমরা ভক্তি মার্গে কত দুঃখ ভোগ কর। গীতও আছে না -- চারদিক ঘুরেও হয়েছি অনেক দূরে.... কার কাছ থেকে দূরে সরে গেছ? বাবার কাছ থেকে। বাবাকে পাওয়ার জন্য জন্ম-জন্মান্তর ধরে ছুটে বেড়িয়েছ, তবুও বাবার কাছ থেকে দূরে সরে গেছো। সেইজন্যই আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করে তোলা। বাবা ছাড়া আর কেউ পবিত্র করে তুলতে পারে না। ৫ হাজার বছরের এই খেলা। ড্রামানুসারে প্রত্যেকে পুরুষার্থ করছে ঠিক যেমন কল্প পূর্বে করেছিল, সেই অনুযায়ী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সবাই তো একইরকম ভাবে পড়াশোনা করবে না। এ হলো পাঠশালা, তাইনা! রাজযোগ পঠন-পাঠন হয়। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, তারাই আসবে। মূলবতনে যত সংখ্যক আত্মা ছিল, হুবহু তাই হবে। কম বা বেশি হবে না। নাটকে ভূমিকা পালনকারী কুশীলবরা সঠিক সংখ্যায়, কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না। যত সংখ্যক ছিল তারাই এসে হুবহু তাদের পাট প্লে করবে। তারপর তোমরা চলে যাবে নব নির্মিত দুনিয়ায়। অবশিষ্ট আত্মারা চলে যাবে তাদের ঘরে (পরমধাম)। এখন কেউ যদি গণনা করতে পারে তো করুক, বাবা তোমাদের এখন গভীর অন্তর্নিহিত পয়েন্টস বুঝিয়ে দিচ্ছেন। শুরুতে যেভাবে বুঝিয়েছিলেন আর এখন যেভাবে বোঝাচ্ছেন দুটোর মধ্যে কত পার্থক্য। পড়াশোনা করতে সময় দরকার। রাতারাতি কেউ আই.সি.এস হতে পারে না। নম্বরানুসারে পড়াশোনাকে রপ্ত করে থাকে। বাবা কত সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন যাতে মানুষের বুদ্ধিতে সহজেই ধারণা হয়। প্রতিদিন নতুন নতুন পয়েন্টস ব্যাখ্যা করে থাকেন। এখন বাবা বলেন, আমি পতিত-পাবন বাবাকে তোমরা আহ্বান করেছো, আমি এসেছি সুতরাং তোমরা এখন পবিত্র হয়ে ওঠো না! নিজেকে আত্মা মনে করে "মামেকম্ স্মরণ" করলে তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে। তারপর এখানে আসতে হবে ভূমিকা পালন করার জন্য। বাবা বলেন, আত্মা পতিত হয়ে গেছে, সেইজন্যই পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হওয়ার জন্য। চমকপ্রদ বিষয় এই যে এত ছোট আত্মা কতো কতো পাট প্লে করে, একেই বলে অলৌকিকতা, যা চোখে দেখা যায় না। কেউ বলে, আমি পরমাত্মার সাক্ষাৎ পেতে চাই। বাবা বলেন এত ছোট বিন্দুকে তুমি সাক্ষাৎ কিভাবে করবে। আমাকে জানা যায়, কিন্তু দেখা মুশকিল। আত্মা কর্মেন্দ্রিয় ধারণ করে পাট প্লে করার জন্য। কতো ভূমিকা পালন করে, এটাই ওয়ান্ডারফুল। আত্মা কখনোই এই অবিনাশী ড্রামার থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। তা কবে সৃষ্টি হয়েছিল - এ'কথা জিজ্ঞাসা করতে পারো না। একে অনাদি বলা হয়। মানুষকে জিজ্ঞাসা কর রাবণকে কবে থেকে জ্বালিয়ে আসছো? শাস্ত্র কবে থেকে পড়ছো? ওরা বলবে এ হলো অনাদি। কারণ ওরা জানেই না, বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, তাই না! বাবা বসে বোঝান, ঠিক যেভাবে বাচ্চাদের পড়াতে হয়। তোমরা জানো আমরা সম্পূর্ণ অবুঝ ছিলাম, এখন তোমরা সীমাহীনকে

জেনেছো । ওটা হলো সীমিত জাগতিক অধ্যয়ন, আর এ হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন, যা অসীমিত । অর্ধকল্প হলো দিন, অর্ধকল্প হলো রাত । ২১ জন্ম তোমাদের কিঞ্চিত দুঃখও অনুভব হবে না । বলাও হয় - এক চুলও তোমাদের ফাঁদে ফেলতে পারবে না । কেউ তোমাদের দুঃখের কারণ হবে না । নাম-ই তার সুখধাম । এখানে তো সুখ-ই নেই । প্রধান বিষয়-ই হলো পবিত্রতা । ভালো চরিত্রবান বাচ্চাদের প্রতিটি বিষয় পরিষ্কার করে বোঝান হয় । লাভ - লোকসানের ব্যাপার আছে, তাইনা ! বাবা বলেন, এখন তো লাভের কোনও প্রশ্নই নেই । এখন তো শুধু ক্ষতি আর ক্ষতিই হবে । বিনাশের সময় এগিয়ে আসছে । ঐ সময় প্রত্যক্ষ হবে যে কি কি ঘটছে । অনাবৃষ্টিতে আনাজের মূল্য কত বৃদ্ধি পায়, যদিও বলে থাকে ৩ বছর পরে অনেক আনাজ (শস্য) চাষ হবে, তারপরও বাইরে থেকে আনাজ আমদানি করা হয়ে থাকে । এমন সময় আসবে যখন একটা দানাশস্যও জুটবে না । এমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে, একেই বলে ঈশ্বরীয় দুর্যোগ । বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ অবশ্যই হবে । সমস্ত তত্ত্ব দূষিত হয়ে গেছে । অনেক জায়গায় বৃষ্টি-ই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে ।

তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপনা করছেন । তোমাদের লক্ষ্যই হল নর থেকে নারায়ণ হওয়া । বাবা সেটাই করছেন । এই অনন্ত ঈশ্বরীয় পাঠ বাবাই এসে পড়ান । যে যেমন পড়াশোনা করবে, তেমনই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । বাবা তো পুরুষার্থ করান । পুরুষার্থ কম করলে পদও কম হয়ে যাবে । টিচার-ই তো স্টুডেন্টদের বোঝাবেন, তাইনা । অন্য কাউকে যখন তোমাদের মতো তৈরি করবে, তখনই বোঝা যাবে ভালো করে পড়াশোনা করে অন্যদেরও পড়াশোনা করাচ্ছে । প্রধান বিষয়ই হলো স্মরণ, মাথায় অনেক পাপের বোঝা সঞ্চিত হয়ে আছে । আমাকে স্মরণ করলেই পাপ ভস্ম হবে । এ হলো আধ্যাত্মিক যাত্রা । ছোট বাচ্চাদেরও বলা - শিববাবাকে স্মরণ করো । ওদেরও অধিকার আছে, ওরা এটা বুঝতে পারবে না যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । তা নয়, শুধুমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ কর । পরিশ্রম (প্রচেষ্টা) করলে ওদেরও কল্যাণ হতে পারে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নর থেকে নারায়ণ পদ প্রাপ্ত করার জন্য অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জাগতিক ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে, অন্যদেরও পড়াতে হবে । নিজ সম গড়ে তোলার সেবা করতে হবে ।

২) লোভ, মোহের যে তার জুড়ে আছে তাকে অপসারণ করার জন্য পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে হবে । নিজের চরিত্র এমন ভাবেই সংশোধন করতে হবে যাতে কোনও রকম বিকার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে ।

বরদান:- ভগবান আর ভাগ্যের স্মৃতির দ্বারা অন্যদেরও ভাগ্য নির্মাণকারী সদা খুশীতে থাকা সৌভাগ্যবান ভব অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত নিজের ভিন্ন-ভিন্ন ভাগ্যকে স্মৃতিতে নিয়ে আসো আর এই গীত গাইতে থাকো বাঃ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য । যারা ভগবান আর ভাগ্যের স্মৃতিতে থাকে তারাই অন্যদেরকে ভাগ্যবান বানাতে পারে । ব্রাহ্মণ মানেই সদা ভাগ্যবান, সদা খুশীতে থাকার ভাগ্য । কারোর সাহস নেই যে ব্রাহ্মণ আত্মার খুশী কম করতে পারে । প্রত্যেকেই খুশীতে পরিপূর্ণ, খুশীতে থাকা ভাগ্যবান আত্মা । ব্রাহ্মণ জীবনে খুশী কম হয়ে যাওয়া অসম্ভব, যদি শরীর ত্যাগ-ও হয়ে যায়, কিন্তু খুশী ছেড়ে যাবে না ।

স্নোগান:- মায়ার দোলনা পরিত্যাগ করে অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনায় সদা দুলতে থাকো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগের দ্বারা তত্ত্ব গুলিকে পবিত্র করার সেবা করো, কারণ যখন তত্ত্ব গুলি পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই সৃষ্টিতে দেবতারা পা রাখবেন"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের নতুন রাজধানীতে কোনো রকমেরই অশান্তি হওয়া সম্ভব নয় - কেন?

*উত্তরঃ - ১. কারণ সেই রাজত্ব তোমরা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্ত করো, ২. বরদাতা বাবা বাচ্চাদের এখনই বরদান অর্থাৎ উত্তরাধিকার (বর্স) প্রদান করেন, ফলে সেখানে অশান্তি হতে পারে না। তোমরা বাবার আপন হয়ে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নাও।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা তো জানে যে, আমরা আত্মারা যাঁর সন্তান, তাঁকে সত্য সাহেবও (সোচ্চ সাহেব) বলা হয়। তাই আজকাল বাচ্চারা, তোমাদের সাহেবজাদাও (সাহেব পুত্র) বলা হয়। 'সত্যের' বিষয়েও একটি কথা প্রচলিত আছে যে - সত্য অর্থাৎ খাঁটি খাবার খাও, সত্য পরিধান করো। যদিও এই কথা গুলো মানুষের তৈরি কিন্তু বাবা বসে এর অর্থ বোঝান। বাচ্চারা জানে যে, সর্বোচ্চ হলেন বাবা, যাঁর অনেক মহিমা, তাঁকে রচয়িতাও বলা হয়। সর্ব প্রথমে হয় বাচ্চাদের রচনা। বাবার বাচ্চারা রয়েছে না! সব আত্মারাই বাবার সঙ্গে বাস করে। সেই স্থানকে বলা হয় বাবার বাড়ি, সুইট হোম। এটা কোনও হোম নয়। বাচ্চারা জানে তিনি হলেন আমাদের মিষ্টি বাবা। সুইট হোম হলো শান্তি ধাম। তারপর সত্যযুগও হলো সুইট হোম, কারণ সেখানেও প্রতিটি ঘরে ঘরে শান্তি থাকে। এখানে ঘরে লৌকিক মা-বাবার কাছেও অশান্তি রয়েছে, তো দুনিয়াতেও অশান্তি রয়েছে। সেখানে তো প্রতিটি ঘরে ঘরে শান্তি থাকে, তো দুনিয়াতেও শান্তি থাকে। সত্যযুগকে নতুন ছোট দুনিয়া বলা হবে। এই পুরানো দুনিয়া কত বিশাল। সত্যযুগে সুখ-শান্তি আছে। কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের কথা নেই। কারণ অসীম জগতের পিতার কাছে শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। গুরু অথবা সন্ন্যাসীরা আশীর্বাদ দেন - পুত্রবান ভব, আয়ুষ্স্বান ভব। তারা কোনও নতুন আশীর্বাদ দেন না। বাবার কাছে তো অটোমেটিক্যালি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের মনে করচ্ছেন। যে পারলৌকিক পিতাকে ভক্তিমাগে সকলেই স্মরণ করে, যখন দুঃখের দুনিয়া থাকে। এইটি হলো-ই পতিত পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়ায় সুখ থাকে, অশান্তির কোনও কথা নেই। এখন বাচ্চারা তোমাদের পবিত্র গুণবান হতে হবে। তা নাহলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। বাবার সঙ্গে ধর্মরাজও আছেন, হিসেব নিকেশ মিটিয়ে দেন যিনি। ট্রাইবুনাল বসে, তাইনা। পাপের দন্ড তো ভোগ করতেই হবে। যারা ভালো ভাবে পরিশ্রম করে, তারা কম দন্ড ভোগ করবে। পাপের দন্ড প্রাপ্ত হয়, যাকে কর্মভোগ বলা হয়। এ হল রাবণের রাজ্য, আপন রাজ্য নয়, এতে অসীম দুঃখ আছে। রাম রাজ্যে অসীম সুখ থাকে। তোমরা অনেককেই বোঝাও তারমধ্যে কেউ তাড়াতাড়ি বোঝে কেউ দেরিতে। কম বুঝলে বুঝবে সে দেরিতে ভক্তি আরম্ভ করেছে। যারা শুরু থেকে ভক্তি করেছে, তারা জ্ঞানও তাড়াতাড়ি বুঝবে কারণ ফার্স্ট নম্বরে যেতে হবে।

তোমরা জানো আমরা আত্মারা সুইট হোম থেকে এখানে এসেছি। সাইলেন্স, মুন্নি, টকি আছে তাই না। বাচ্চারা ধ্যানে গেলে (ট্রান্সে গেলে) এসে শোনায় যে সেখানে মুন্নি চলে। সেসবের জ্ঞান মার্গের সঙ্গে কোনও কানেকশন নেই। মুখ্য কথা হলো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, আর কোনও কথা নেই। বাবা নিরাকার, বাচ্চারাও অর্থাৎ আত্মাও এই শরীরে নিরাকার রয়েছে, আর কোনো কথাও ওঠে না। আত্মার ভালোবাসা তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গেই আছে। শরীর তো সবই পতিত। অতএব পতিত শরীরের সঙ্গে ভালোবাসা হতে পারে না। আত্মা যদিও পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু শরীর তো পতিত। পতিত দুনিয়ায় শরীর পবিত্র হয়ই না। আত্মাকে তো এইখানে পবিত্র হতে হবে, তবে এই পুরানো শরীরের বিনাশ হবে। আত্মা তো হল অবিনাশী। আত্মার কাজ হল অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে পবিত্র হওয়া। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র চাই। সেই শরীর প্রাপ্ত হবে নতুন দুনিয়ায়। আত্মাকে পবিত্র হতে গেলে, আত্মাকে একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হবে। এই পতিত শরীরকে স্পর্শও করবে না। আত্মাদের সঙ্গে বাবা এই কথা বলেন। বুঝবার বিষয়, তাইনা। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত শরীরের সঙ্গে জড়িত আছে। যদিও স্বর্গে আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র, সেখানে বিকারগ্রস্ত হয় না, যার দ্বারা শরীর বা আত্মা বিকারী হবে। বল্লভাচার্যরাও আছেন, স্পর্শ করতে দেন না। তোমরা জানো তাদের আত্মা নির্বিকারী পবিত্র নয়। বল্লভাচার্য মঠপন্থী যারা, তারা নিজেদেরকে উচ্চ কুলের মানুষ ভাবে, দেহ স্পর্শ পর্যন্ত করতে দেয় না। এই কথা বোঝে না যে আমরা বিকারী, অপবিত্র, শরীর তো ব্রষ্টাচার দ্বারা জন্ম হয়েছে। এইসব কথা বাবা এসে বোঝান। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পরিবর্তন করতে হয়। পবিত্র শরীর তো তখন

হবে যখন পাঁচটি তত্ত্ব পবিত্র হবে। সত্যযুগে তত্ত্ব গুলিও পবিত্র থাকে, তাই শরীরও পবিত্র হয়। দেবতাদের পতিত শরীরে, পতিত ধরায় আগমন হয় না। দেবতাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র থাকে। তাই সত্যযুগে তাঁদের পদার্পণ হয়। এ হল পতিত দুনিয়া। আত্মা নিজের পারলৌকিক পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। এক হল দৈহিক পিতা, আরেক হল অশরীরী পিতা। অশরীরী পিতাকে স্মরণ করে, কারণ তাঁর কাছে এমন সুখের নিশ্চিত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে যে, স্মরণ না করে থাকা যায় না। যদিও এই সময় তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তবুও সেই পিতাকে অবশ্যই স্মরণ করে। কিন্তু তারপর যখন উল্টো কথা শোনে যে, ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, তখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তারপরে এই কথাতেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, মানুষ, মানুষ-ই হয় (মানুষ পবিত্র হয়ে দেবতা হয়, সে ধারণা কারোরই নেই)। এই সব ভুল গুলি বাবা এসে বুঝিয়ে দেন। বাবা একটি মাত্র মন্মনাভবের মন্ত্র দেন, তার অর্থও বুঝতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। শুধু এই একটি বিষয়ে ঝোঁক থাকলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে। দেবতারা হলেন পবিত্র, এখন বাবা এসে এমন পবিত্র স্বরূপে পরিণত করেন। সামনে মুখ্য উদ্দেশ্যটিকে রাখা হয়। যারা মূর্তি তৈরি করতে পারে, তারা মানুষের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ তার মূর্তি তৈরি করে দেয়। এমন যেন সেই মানুষটি জীবিত সামনে বসে আছে। কিন্তু সেটি তো হল জড় মূর্তি। এখানে বাবা তোমাদের বলেন - তোমাদের এমন চৈতন্য লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। কীভাবে? তোমরা এই পড়াশোনা ও পবিত্রতার আধারে মানব থেকে দেবতায় পরিণত হবে। এই স্কুলটি হলো-ই মানব থেকে দেবতায় পরিণত হওয়ার। তারা যে মূর্তি ইত্যাদি তৈরি করে, তাকে আর্ট বলা হয়। হুবহু এক চেহারা তৈরি করে, এতে হুবহু স্বরূপের কোনো ব্যাপার নেই। এই গুলি তো হল জড় চিত্র, সেখানে তো তোমরা ন্যাচারাল চৈতন্য হবে, তাইনা। ৫-টি তত্ত্বের চৈতন্য শরীর হবে। এইসব জড় চিত্র তো মানুষের তৈরি করা। হুবহু সমান তো হতে পারে না কারণ দেবতাদের ফটো তোলা যায় না। ধ্যানে যদিও সাফাৎকার করে, কিন্তু ফটো বের করা যায় না। বলা হয় আমরা দর্শন করেছি। না নিজে চিত্র তৈরি করতে পারে আর না অন্যকে দিয়ে করাতে পারে। নিজেরা এমন স্বরূপ তখনই পাবে যখন বাবার থেকে জ্ঞান অর্জন করে পূর্ণ হবে, তখন হুবহু কল্প পূর্বের স্বরূপে পরিণত হবে। এ হল এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। বাবা বসে এই প্রাকৃতিক বিষয় গুলি বোঝান। মানুষের তো এইসব কথা স্মরণেও থাকে না। দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে মাথা ঠেকায়। ভাবে, এনারা রাজত্ব করে গেছেন। কিন্তু কবে? তা জানে না। পুনরায় কবে আসবেন বা কি করবেন, সেসব জানা নেই। তোমরা জানো সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী যারা রাজত্ব করে গেছেন, তারা হুবহু সমান স্বরূপে পুনরায় পরিণত হবেন এই জ্ঞানের দ্বারা। অবাধ করার মতো কথা তাই না ! অতএব বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - এমন পুরুষার্থ করলে তোমরা সেই দেবতা স্বরূপে পরিণত হবে। অ্যাক্টিভিটি সব ঐরকমই থাকবে যা সত্যযুগ-এতায় চলে। কত ওয়ান্ডারফুল এই জ্ঞান। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে বসবে তখনই, যখন অন্তর পরিষ্কার থাকবে। সবার বুদ্ধিতে এই জ্ঞান টিকবে না। পরিশ্রম চাই। পরিশ্রম না করলে ফল কি পাওয়া যায়। বাবা তো পুরুষার্থ করাতেই থাকেন। যদিও ড্রামা অনুসারে হয় কিন্তু পুরুষার্থ তো করতে হয়। এমন তো নয় এসে বসে যাবে - ড্রামায় থাকলে পুরুষার্থ চলবে। এমন জংলী চিন্তা অনেকের থাকে যারা ভাবে - আমাদের ভাগ্যে থাকলে পুরুষার্থ চলবে। আরে, পুরুষার্থ তো তোমাদের করতে হবে। পুরুষার্থ ও প্রালঙ্ক রয়েছে। মানুষ জিজ্ঞাসা করে পুরুষার্থ বড় নাকি প্রালঙ্ক বড়? তা বড় তো হলো প্রালঙ্ক। কিন্তু পুরুষার্থকে উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ এর দ্বারাই প্রালঙ্ক নির্মাণ হয়। প্রত্যেকটি মানুষেরই পুরুষার্থের দ্বারা সবকিছু প্রাপ্ত হয়। কেউ এমনও পাথর বুদ্ধি আছে যারা উল্টো বুঝে নেয়। তখন বুঝে নেওয়া হয় যে তাদের ভাগ্যে নেই। তখন ভেঙে পড়ে। এখানে আত্মারূপী বাচ্চাদের কত পুরুষার্থ করানো হয়। রাত-দিন বোঝানো হয়। নিজেদের ক্যারেক্টার অবশ্যই শোধরাতে হবে।

নম্বর ওয়ান ক্যারেক্টার হলো পবিত্র হওয়া। দেবতারা তো হলেনই পবিত্র। তারপরে যখন পতন হয়, ক্যারেক্টার খারাপ হয় তখন একেবারে পতিত হয়ে যায়। এখন তোমরা জানো আমাদের তো এক নম্বর ক্যারেক্টার ছিল। তারপরে পতন হয়েছে। সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে পবিত্রতার উপরে। এতেই খুব কষ্ট হয়। মানুষের দৃষ্টি খুব ধোকা দেয়। কারণ এ হল রাবণের রাজ্য। সেখানে (স্বর্গে) তো দৃষ্টি ধোঁকা দেয় না। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়, তাই রিলিজন ইজ মাইট বলা হয়। সর্বশক্তিমান পিতা এসে এই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। যদিও সব কিছু আত্মা-ই করে, কিন্তু মানুষ রূপে করবে। উনি হলেন পিতা - জ্ঞানের সাগর। দেবতাদের তুলনায় ঐনার (বাবার) মহিমা একেবারেই আলাদা। তাহলে এমন বাবাকে কেনই বা স্মরণ করবে না। তাঁকেই নলেজফুল, বীজ রূপ বলা হয়। তাঁকে সত্য, চিং (চৈতন্য), আনন্দ কেন বলা হয়? যে বৃক্ষের বীজ তিনি, সেই বৃক্ষের বিষয়ে তাঁরও জানা আছে, তাইনা। যেটা আমরা জগতে দেখি, তা হল জড় বীজ। তার মধ্যে আত্মা জড় হয়, মানুষের হয় চৈতন্য আত্মা। চৈতন্য আত্মাকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। বৃক্ষ ছোট থেকে বড় হয়। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আত্মা আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না। পরমাত্মার মহিমা অনেক, জ্ঞানের সাগর তিনি। এই মহিমা বর্ণনা আত্মার নয়, পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মার উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। তারপর ওঁনাকে ঈশ্বর ইত্যাদি বলা হয়। আসল নাম হল পরমপিতা পরমাত্মা। পরম অর্থাৎ সুপ্রীম। বিশাল মহিমা বর্ণনাও করা হয়। এখন দিনদিন মহিমাও কম করে

থাকে, কারণ প্রথমে বুদ্ধি ছিল সত্য, তারপরে রজঃ, তমোপ্রধান হয়ে যায়। এই সব কথা বাবা এসে বোঝান। আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করি। বলাও হয়েছে না যে, সত্যযুগ আদি সময় কাল হলো সত্য সময়কাল, সেই সময়কার সবই হলো সত্য... (শিখ ধর্ম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কিছু পংক্তি) তারা এমন কিছু কিছু পংক্তি লিখেছিল যেগুলো খুব ভালো, কারণ তারা তখন অত অপবিত্র ছিল না। আদি কালের পরবর্তীকালে যারা আসতে থাকে তারা এত পতিত হয় না। ভারতবাসীই অনেক সত্যোপ্রধান ছিল, তারা-ই আবার অনেক জন্মের শেষে তমোপ্রধান হয়েছে, অন্য ধর্ম স্থাপকদের জন্যে এমন বলা হবে না। তারা না এত সত্যোপ্রধান হয়, না এত তমোপ্রধান হতে হয়। না তো খুব সুখের দেখেছে, না খুব দুঃখ দেখবে। সবচেয়ে বেশি তমোপ্রধান বুদ্ধি কার? যারা সর্ব প্রথমে দেবতা ছিল, তারা-ই সব ধর্ম থেকে বেশি নীচে নেমেছে। যদিও ভারতের মহিমা বর্ণনা করে কারণ অনেক পুরানো বলে। বিচার করলে দেখা যাবে এই সময় ভারত সবচেয়ে পতিত অবস্থায় আছে। উত্থান ও পতন ভারতেরই হয় অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের হয়। এইভাবে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। আমরা অনেক সুখ দেখেছি যখন সত্যোপ্রধান ছিলাম, তারপরে অনেক দুঃখও দেখি, কারণ তমোপ্রধান হই। মুখ্য হল-ই ৪ টি - দেবতা ধর্ম (Deityism), ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম (Buddhism) এবং খ্রীষ্টান ধর্ম (Christianity)। বাদবাকি এদের থেকেই বুদ্ধি হয়েছে। এই ভারতবাসীরা জানে না তারা কোন ধর্মের। ধর্মকে না জানার দরুন ধর্ম ত্যাগ করেছে। বাস্তবে সবচেয়ে মুখ্য ধর্ম হল এই ধর্ম, কিন্তু নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে। যারা বুদ্ধিমান, বোধ যুক্ত তারা বোঝে, এদের নিজের ধর্মে ঈমান বা বিশ্বাস নেই। তা নাহলে ভারত কি ছিল, এখন কি হয়েছে! বাবা বসে বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা কি ছিলে! সম্পূর্ণ হিন্দি বসে বোঝান। তোমরা দেবতা ছিলে, অর্ধকল্প রাজত্ব করেছে, তারপর অর্ধকল্প বাদে রাবণ রাজ্যে এসে তোমরা ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়েছে। এখন আবার তোমরা দৈব সম্প্রদায়ের হতে চলেছ। ভগবানুবাচ, বাবা এসে কল্প-কল্প বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধিতে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের বানান। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের হৃদয়ের স্বচ্ছতার দ্বারা বাবার ওয়ান্ডারফুল জ্ঞানকে জীবনে ধারণ করতে হবে, পুরুষার্থের দ্বারা উচ্চ প্রালঙ্ক বানাতে হবে। ড্রামার অজুহাত দিয়ে থেমে থাকবে না।

২) রাবণ রাজ্যে ক্রিমিনাল দৃষ্টির ধোঁকা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা দেখার অভ্যাস করতে হবে। পবিত্রতা হলো নম্বর ওয়ান ক্যারেক্টার, সেই গুণই ধারণ করতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জন্মের জন্মকুষ্ঠীকে জেনে সদা খুশীতে থাকা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব
ব্রাহ্মণ জীবন হলো নতুন জীবন, ব্রাহ্মণ আদিতো হলো দেবী-দেবতা আর এখন হলো বি.কে। ব্রাহ্মণদের জন্মকুষ্ঠীতে তিনটি কালই হলো ভালোর থেকেও ভালো। যেটা হচ্ছে সেটা ভালোই হচ্ছে আর যেটা হবে সেটা খুব-খুব ভালো হবে। ব্রাহ্মণ জীবনের জন্মকুষ্ঠী সর্বদাই ভালো, গ্যারান্টি রয়েছে। তো সদা এই খুশীতে থাকো যে স্বয়ং ভাগ্য বিধাতা বাবা ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা অঙ্কন করে দিয়েছেন, নিজের বানিয়ে নিয়েছেন।

স্লোগানঃ:- একরস স্থিতির অনুভব করতে হলে এক বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধের রস আশ্বাদন করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অনাদি সম্বন্ধ হলো ভাই - ভাইয়ের, তোমরা সাকারে হলে ভাই - বোন, তাই তোমাদের কখনো ক্রিমিনাল দৃষ্টি যেতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - বিজয়ী অষ্ট রত্ন কারা হয়? তাদের ভ্যালু কি?

*উত্তরঃ - যাদের মনেও কোনো ক্রিমিনাল খেয়াল থাকে না, সম্পূর্ণ সিভিল আই, তারাই অষ্ট রত্ন হয় অর্থাৎ কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাদের ভ্যালু এতো অধিক হয় যে, কারোর উপর যদি গ্রহের দোষ আসে, তাহলে তাদের অষ্ট রত্নের আংটি ধারণ করানো হয়। মনে করা হয় যে, এতে গ্রহের দোষ মুক্ত হবে। অষ্ট রত্ন যারা হয়, তারা দূরদর্শী বুদ্ধি হওয়ার কারণে নিরন্তর ভাই - ভাইয়ের স্মৃতিতে থাকে।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চারা জানে। ওদের নাম কি? ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী অনেকই আছে। এতে সিদ্ধ হয় যে, এরা অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন, কেননা এরা একই বাবার বাচ্চা। তাহলে অবশ্যই এরা অ্যাডপ্টেড। তোমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরাই হলে অ্যাডপ্টেড চিল্ড্রেন। অনেক চিল্ড্রেন আছে। এক হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মার, আর এক হয় পরমপিতা পরমাত্মা শিবের। তাই অবশ্যই তাঁদের মধ্যে কানেকশন আছে, কেননা ওনার হলো আত্মা রূপী বাচ্চা, আর এনার হলো দেহধারী বাচ্চা। যদি সবাই ওই একের সন্তান হয়, তাহলে সকলেই যেন ভাই - ভাই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা সাকার ভাই - বোন হয়ে যায়। ভাই - বোনের ক্রিমিনাল সম্বন্ধ কখনোই হয় না। তোমাদের জন্যও তো এমন আওয়াজ ওঠে যে, এরা সবাইকে ভাই - বোন বানিয়ে দেয়, কারণ, যাতে শুদ্ধ সম্বন্ধ থাকে। ক্রিমিনাল দৃষ্টি না হয়। কেবল এই জন্মের জন্য এমন দৃষ্টি তৈরী হলে তখন ভবিষ্যতে কখনোই ক্রিমিনাল দৃষ্টি তৈরী পড়বে না। এমন নয় যে ওখানে ভাই - বোন মনে করে। ওখানে তো যেমন মহারাজা - মহারানী হয়, তেমনই থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি, আর আমরা সবাই ভাই - বোন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা নাম তো আছে, তাই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কবে ছিলেন - একথা দুনিয়ার কেউ জানে না। তোমরা এখানে বসে আছো, তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী বি.কে। এখন একে ধর্ম বলা হবে না, এখন এ কুলের স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলের। তোমরা বলতে পারো যে, আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। এ তো নতুন কথা, তাই না। তোমরা বলতে পারো যে, আমরা হলাম বি.কে। এমনিতে তো বাস্তবে আমরা সবাই ব্রাদার্স। এক বাবার বাচ্চা। তাঁর জন্য অ্যাডপ্টেড বলা হবে না। আমরা আত্মারা তাঁর সন্তান, তাই অনাদি। ওই পরমপিতা পরমাত্মা সুপ্রীম সোল। আর কাউকেই 'সুপ্রীম' অক্ষর বলা যাবে না। সুপ্রীম বলা হয় সম্পূর্ণ পবিত্রকে। এমন বলা যাবে না যে, সকলের মধ্যেই পিওরিটি আছে। পিওরিটি মানুষ শেখে এই সঙ্গম যুগে। তোমরা তো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের নিবাসী। যেমন কলিযুগের নিবাসী, সত্যযুগের নিবাসী বলা হয়। সত্যযুগ - কলিযুগকে তো অনেকই জানে। যদি বুদ্ধি দূরদর্শী হয় তাহলে বুঝতে পারবে। কলিযুগ আর সত্যযুগের মাঝের সময়কে বলা হয় সঙ্গম যুগ। শাস্ত্রে তাকে যুগে - যুগে বলে দিয়েছে। বাবা বলেন, আমি যুগে - যুগে আসি না। তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকা উচিত যে, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী। আমরা না সত্যযুগে আছি, আর না কলিযুগে রয়েছি। সঙ্গমের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসবে।

তোমরা এখন সত্যযুগে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। ওখানে পবিত্রতা ব্যতীত কেউ যেতে পারে না। এই সময় তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থী হয়েছো। সবাই তো আর পবিত্র নয়। কেউ কেউ আবার পতিতও হয়। চলতে - চলতে পড়ে যায়, তারপর লুকিয়ে এসে অমৃত পান করে। বাস্তবে যারা অমৃত ত্যাগ করে বিষ পান করে, তাদের কিছু সময় আসতে দেওয়া হতো না। কিন্তু এমন গায়নও আছে - যখন অমৃত ভাগ করে দেওয়া হয়েছিলো, তখন বিকারী অসুর লুকিয়ে এসে বসে পড়তো। বলা হয় যে, ইন্দ্র সভাতে এমন অপবিত্র এসে বসলে অভিশাপ লেগে যায়। একটি কাহিনীও বলা হয় যে, এক পরী এক বিকারীকে নিয়ে এসেছিলো, তারপর তার কি অবস্থা হয়েছিলো? বিকারী তো অবশ্যই পতিত হবে। এ হলো বোঝার মতো কথা। বিকারী উপরে উঠতে পারবে না। বলা হয়, সে পাথর হয়ে গিয়েছিলো। এখন এমন নয় যে, মানুষ পাথর বা ঝাড় হয়ে যায়। পাথরের মতো বুদ্ধির হয়ে যায়। এখানে আসে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির হওয়ার জন্য কিন্তু লুকিয়ে বিষ পান করে, ফলে সিদ্ধ হয় যে, পাথর বুদ্ধিরই থাকবে। একথা এখানে সামনে বসে বোঝানো হয়, শাস্ত্রে তো এমনিতেই বসে লিখে দিয়েছে। নাম রেখে দিয়েছে - ইন্দ্রসভা। যেখানে পোখরাজ পরী, আরো নানা ধরনের পরীদের দেখানো হয়। রত্নের মধ্যেও তো নম্বরের ক্রমানুসার থাকে, তাই না। কোনোটা খুব ভালো রত্ন, আবার কোনোটা

কম। কোনোটার ভ্যালু কম, আবার কোনোটার অনেক বেশী। নবরত্নের আংটিও অনেকেই তৈরী করে। অ্যাডভাটাইজ করে। নাম তো রত্নই। এখানেই তো বসে আছে, তাই না। কিন্তু এদের মধ্যেও তো বলা হবে, এ হলো হীরা, এ পান্না, এ মাণিক, পোখরাজও বসে আছে। এ রাত - দিনের তফাৎ। এদের ভ্যালুর মধ্যেও অনেক তফাৎ হয়ে যায়। এভাবেই আবার ফুলের তুলনাও করা হয়। ফুলের মধ্যেও ভ্যারাইটি আছে। বাচ্চারা জানে যে, কোন্ - কোন্ ফুল আছে। ব্রাহ্মণীরা পাণ্ডা হয়ে নিয়ে আসে, তারা খুব ভালো ফুল হয়। কোনো কোনো স্টুডেন্ট তো বোঝানোর জন্য খুব ভালো তীক্ষ্ণ হয়। বাবা ব্রাহ্মণীদের ফুল না দিয়ে ওদের দেবেন। যারা শেখায় তাদের থেকে এদের মধ্যে খুব সুন্দর গুণ থাকে। কোনো বিকার থাকে না। কারোর মধ্যে অবগুণ থাকে - ক্রোধের ভূত, লোভের ভূত...। তাই বাবা জানেন যে, এ হলো ফেভারিট (মনপছন্দ) পাণ্ডা, এ হলো সেকেন্ড নম্বরে। কোনো কোনো পাণ্ডা এতো ফেভারিট হয় না, যতো জিজ্ঞাসু যাদের নিয়ে আসে, তারা ফেভারিট হয়। এমনও হয় যে - যে শেখায় সে মায়ার ফেরে এসে বিকারে চলে যায়। এ যেন এমন যে, অনেককে পাঁক থেকে বের করে, আবার নিজেই পাঁকে আটকে মরে যায়। মায়া খুবই জোরদার। বাচ্চারাও বোঝে যে, ক্রিমিনাল আই খুব বড় ধোকা দেয়। যতক্ষণ ক্রিমিনাল আই আছে, ভাই - বোনের ডায়রেকশান পেয়েছো তাও চলতে পারবে না। সিভিল আই পরিবর্তন হয়ে ক্রিমিনাল আই হয়ে যায়। ক্রিমিনাল আই যখন ভেঙ্গে সম্পূর্ণ সিভিল আই হয়ে যায়, তখন তাকে বলা হয় কর্মতীত অবস্থা। নিজের এতটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একত্রে থাকাকালীন বিকারের দৃষ্টি যেন না আসে। এখানে তোমরা ভাই - বোন হয়ে থাকো, তোমাদের মাঝে জ্ঞানের তলোয়ার থাকে। আমাদের তো পবিত্র থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। কিন্তু তাও অনেকে লিখে থাকে, বাবা আকর্ষণ এসে যায়, প্রকৃতপক্ষে সেই অবস্থা এখনো দৃঢ় হয়নি। পুরুষার্থ করতে থাকে - যাতে এমন আর না হয়। যখন একদম সিভিল আই হয়ে যাবে, তখনই বিজয় লাভ করতে পারো। অবস্থা এমন হওয়া চাই যে, কোনো বিকারী সঙ্কল্পও উৎপন্ন হবে না, একেই কর্মতীত অবস্থা বলা হয়। এই হলো লক্ষ্য।

মালা কতো ওয়ান্ডারফুল তৈরী হয়। ৮ রত্নেরও মালা তৈরী হয়। বাচ্চারা তো অনেকই আছে। সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী ঘরানা এখানেই স্থাপিত হয়। এদের সবাইকে নিয়ে ফুল পাস, স্কলারশিপ প্রাপ্তকারী ৮ রত্ন বেড়িয়ে আসে। মাঝে তাদের যিনি রত্ন তৈরী করেন, সেই হীরা শিব বাবাকে দেওয়া হয়, যিনি এমন রত্ন বানান। গ্রহের দোষ হলেও ৮ রত্নের আংটি ধারণ করানো হয়। এই সময় সমস্ত ভারতে রাহুর দশা চলছে। পূর্বে ছিলো বৃহস্পতির দশা। তোমরা সত্যযুগী দেবতা ছিলে, এই বিশ্বে রাজত্ব করতে। তারপর রাহুর দশা বসে গেছে। তোমরা এখন জানো যে, আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা ছিলো, আসল নাম হলো বৃষ্ণপতি। শর্টে বৃহস্পতি বলা হয়। আমাদের উপর বরাবর বৃহস্পতির দশা ছিলো, যেহেতু আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, এখন রাহুর দশা বসে আছে, যাতে আমরা কড়ির তুল্য হয়ে গেছি। এ তো প্রত্যেকেই বুঝতে পারে। জিজ্ঞাস করার কোনো কথাই নেই। মানুষ গুরুদের কাছে জিজ্ঞাসা করে - এই পরীক্ষায় পাস করবো কি? এখানেও বাবাকে জিজ্ঞাসা করে - আমরা পাস করবো কি? আমি বলি, যদি এমন পুরুষার্থ করে চলতে থাকো তাহলে কেন পাস করবে না? মায়াও কিন্তু খুব প্রবল। তোমাদের ঝড়ের মধ্যে এনে ফেলবে। এই সময় তো ঠিক আছে, ভবিষ্যতে যদি অনেক ঝড় আসে, তখন? তোমরা এখন যুদ্ধের ময়দানে আছো, তাহলে আমি কিভাবে গ্যারেন্টি দেবো? আগে মালা বানাতাম, যাদের ২ - ৩ নম্বরে রাখতাম, তারা এখন আর নেই। একদম কাঁটা হয়ে গেছে। তাই বাবা বলেছেন - ব্রাহ্মণদের মালা তৈরী হতে পারে না। যুদ্ধের ময়দানে আছে তো, তাই না। আজ ব্রাহ্মণ, কাল আবার শূদ্র হয়ে যাবে, বিকারে গেলেই শূদ্র হয়ে যাবে। রাহুর দশা বসে আছে। বৃহস্পতির দশার জন্য পুরুষার্থ করছিলো, বৃষ্ণপতি পড়াচ্ছিলেন। চলতে - চলতে মায়ার থাপ্পড় লাগলো, তারপর রাহুর দশা বসে গেলো। একদম ট্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে যায়। এমন সব জায়গায় হয়। এক রাজত্ব থেকে গিয়ে অন্য রাজত্বে শরণ নেয়। তখন তারাও দেখে যে, এ তাদের কাজের কিনা, তখন শরণ দেয়। এমন অনেকেই ট্রেটর হয়ে যায়, এরোপ্লেন সহিত অন্য রাজত্বে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন ওরা এরোপ্লেনে ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু তাকে আশ্রয় দেয়। এরোপ্লেনকে তো আর শরণ দেয় না, সে তো তাদের প্রপার্টি, তাই না। তাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দেয়। বাকি মানুষ, মানুষকে শরণ দেয়।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার কাছে তাঁর শরণে এসেছো। তোমরা বলো, আমাদের মান রাখো। দ্রৌপদী ডেকেছিলো, আমাকে এ নগ্ন করছে, পতিত হওয়ার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করো। সত্যযুগে তোমাদের কখনো সম্ভ্রমহানি হয় না। সেই যুগকে তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। ছোটো বাচ্চারা তো নির্বিকারীই হয়। ইনি গৃহস্থ জীবনে থেকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী থাকেন। যদিও স্ত্রী - পুরুষ একই সাথে থাকেন, তবুও নির্বিকারী থাকেন। তাই তো বলা হয়, আমরা নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মী তৈরী হচ্ছি। সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া। ওখানে রাবণ থাকে না। সেই দুনিয়াকে রামরাজ্য বলা হয়। রাম শিব বাবাকে বলা হয়। রাম নাম জপ করার অর্থই হলো বাবাকে স্মরণ করা। রাম - রাম যখন

বলে, তখন বুদ্ধিতে নিরাকারই থাকে। মানুষ রাম - রাম বলে, সীতার নাম করে না। তেমনই শ্রীকৃষ্ণের নাম নেয় কিন্তু রাধার নাম বলে না। এখানে তো বাবা হলেনই এক, তিনি বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। শ্রীকৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হবে না। ছোটবেলায় রাধা - কৃষ্ণ তো ভাই - বোনও ছিলেন না। তাঁরা পৃথক রাজস্বে বাস করতেন। বাচ্চারা তো শুদ্ধই হয়। বাবাও বলেন - বাচ্চারা তো ফুল, ওদের মধ্যে বিকারের দৃষ্টি থাকে না। যখন বড় হয়, তখন দৃষ্টি অশুদ্ধ হয়, তাই বালক আর মহাত্মাকে সমান বলা হয়। বরং বাচ্চা মহাত্মার থেকেও উচ্চ। মহাত্মা তবুও তো জানে যে, আমি ব্রহ্মচারীর দ্বারা জন্ম নিয়েছি। ছোটো বাচ্চাদের এই কথা জানা থাকে না। বাচ্চারা বাবার হয়ে গেলো আর উত্তরাধিকার তো আছেই। তোমরা বিশ্বের রাজধানীর মালিক হও। এ কালকের কথা - তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে। তোমরা এখন আবার তেমন তৈরী হচ্ছে। তোমাদের এতো প্রাপ্তি হয়। তাই স্ত্রী - পুরুষ ভাই - বোন হয়ে যদি পবিত্র থাকে, এ আর কি বড় কথা। কিছু তো পরিশ্রমও করা চাই, তাই না। হ্যাঁ, পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তোমরা এখন বৃহস্পতির দশাতে যাও। স্বর্গে তো যায়ই কিন্তু পড়ার দ্বারা কেউ উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে, কেউ মাধ্যম, কেউ ফুল তৈরী হয়, কেউ আবার অন্য কিছু তৈরী হয়। এ তো বাগিচা, তাই না। তখন পদও তেমনই প্রাপ্ত করবে। এমন ফুল হওয়ার জন্য তোমাদের খুব পুরুষার্থ করতে হবে, তাই বাবা ফুল নিয়ে আসেন বাচ্চাদের দেখানোর জন্য। বাগিচাতে তো অনেক প্রকারের ফুল হয়। সত্যযুগ হলো ফুলের বাগিচা, আর এ হলো কাঁটার জঙ্গল। তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুল তৈরী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। একে অপরকে কাঁটার আঘাত করার থেকে বাঁচার পুরুষার্থ করছো, যে যতো পুরুষার্থ করবে, ততো জিততে পারবে। মূল বিষয় হলো কামকে জয় করা, কামকে জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে। এ তো বাচ্চাদের উপর নির্ভর করছে। জোয়ানদের খুব পরিশ্রম করতে হয়, বৃদ্ধদের কম। বাণপ্রস্তু যারা, তাদের আরো কম। বাচ্চাদের অনেক কম।

তোমরা জানো যে, আমরা এই বিশ্বের বাদশাহীর প্রপাতি প্রাপ্ত করি, তারজন্য এক জন্ম যদি পবিত্র থাকি তাহলে কি ক্ষতি। ওদের বলা হয় বাল ব্রহ্মচারী। তারা অন্ত পর্যন্ত পবিত্র থাকে। যারা পবিত্র হয়েছে, বাবার প্রতি তাদের আকর্ষণ থাকে, বাচ্চারা যদি ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে তাহলে তারা রক্ষা পেতে পারে। ছোটো বাচ্চারা অবোধ হয়, কিন্তু বাইরে গেলে স্কুল ইত্যাদিতে সঙ্গের রং লেগে যায়। সুসঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে। বাবা বলেন, আমি তোমাদের পারে নিয়ে যাই, শিবালয়ে। সত্যযুগ হলো সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়া। সেখানে খুব অল্প মনুষ্য থাকে, তারপর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওখানে তো খুব অল্পসংখ্যক দেবতারা থাকে। তাই তোমাদের নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ, সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার মন পছন্দ হওয়ার জন্য গুণবান হতে হবে। ভালো - ভালো গুণ ধারণ করে ফুল হতে হবে। অপগুণ দূর করতে হবে। কাউকেও কাঁটাবিদ্ধ করো না।

২) ফুল পাস করার জন্য বা স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য এমন অবস্থা তৈরী করতে হবে যাতে অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে, সম্পূর্ণ সিম্ভিল আই যেন হয়ে যায়। সদা বৃহস্পতির দশা যেন থাকে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্ব সম্পদকে সফল করে সদা প্রাপ্তি সম্পন্ন হয়ে সন্তুষ্টমণি ভব ব্রাহ্মণ জীবনে সবথেকে বড় সম্পদ হলো সন্তুষ্ট থাকা। যেখানে সর্ব প্রাপ্তি থাকে, সেখানে সন্তুষ্টতা থাকে আর যেখানে সন্তুষ্টতা থাকে, সেখানে সবকিছুই থাকে। যে সন্তুষ্টতার রত্ন, সে সব প্রাপ্তি স্বরূপ, তার গীত হলো... যা পাওয়ার ছিলো, তা পেয়ে গেছি। এমন সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়ার বিধি হলো - প্রাপ্ত সর্ব সম্পদকে ইউজ করা, কেননা যত সফল করবে, ততই সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

শ্লোগানঃ:- হোলিহংস তাকেই বলা হয়, যে সদা সৎ গুণ রূপী মুক্তো চয়ন করে, অপগুণ রূপী কাঁকড় নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রদান করতে, মৃত্যুঘাটের সাজা ভোগ থেকে মুক্ত করতে, রাবণের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে"

*প্রশ্নঃ - বাবা এবং বাচ্চারা তোমাদের বোঝানোর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

*উত্তরঃ - বাবা যখন বোঝান, তখন 'মিষ্টি বাচ্চারা' বলে সম্বোধন করেন, ফলে বাবার কথাটি বুদ্ধিতে বসে। তোমরা বাচ্চারা নিজেদের আত্মা রূপী ভাইদের বোঝাও, তাই 'মিষ্টি বাচ্চারা' বলতে পারো না। বাবা হলেন বড় তাই তাঁর কথার প্রভাব পড়ে। তিনি বাচ্চাদের রিয়েলাইজ করান - বাচ্চারা, তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না যে, তোমরা পতিত হয়ে গেছো ! এখন পবিত্র হও ।

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের আত্মাদের পিতা বসে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, এখন এটা অসীম জগতের বাবা এবং অসীম জগতের বাচ্চারা-ই জানে। অন্য কেউ অসীম জগতের বাবাকে জানে না, নিজেদেরকে অসীম জাগতিক বাবার সন্তান রূপেও স্বীকার করে না। ব্রহ্মা মুখবংশী আত্মারা-ই কেবল জানে ও মানে। অন্য কেউ তো এই কথা মানতেও পারবে না। ব্রহ্মাও অবশ্যই চাই, যাকে আদি দেব বলা হয়, যার মধ্যে শিব বাবার প্রবেশ ঘটে। বাবা এসে কি করেন? বলেন পবিত্র হতে হবে। বাবার শ্রীমং হলো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাচ্চাদের আত্মার পরিচয়ও দিয়েছেন। আত্মা ব্রুকুটি দ্বয়ের মাঝখানে বাস করে। বাবা বুঝিয়েছেন, আত্মা হলো অবিনাশী, তার বসার আসন হলো এই বিনাশী দেহ। এই কথা তোমরা জানো যে, আমরা সবাই হলাম আত্মা, আমরা আত্মারা পরস্পরের ভাই-ভাই, এক পিতার সন্তান। ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী এই রূপ বলাটা ভুল। তোমরা ভালো ভাবে বোঝাও, প্রত্যেক আত্মার মধ্যে ৫ টি বিকারের প্রবেশ রয়েছে অতএব অনেকে বোঝে এরা সঠিক বলছে। আমরা হলাম ভাই-ভাই তো বাবার কাছে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু এই খান থেকে বাইরে গেলে মায়ার ঝড়ে হারিয়ে যায়। খুব সামান্য সংখ্যক মানুষ থেকে যায়। সব জায়গায় এই হাল-ই হয়। কেউ একটু ভালো করে বুঝলে আরও বেশি বুঝবার চেষ্টা করে। এখন তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। যদি কেউ বেশি মনোযোগ না দেয় তাহলে বলা হবে তারা পুরানো ভক্ত নয়। এইসব কথা যার বুঝবার বোধ শক্তি থাকবে সে-ই বুঝবে। কেউ যদি না বোঝে তাহলে বোঝাতেও পারবে না। তোমাদের কাছেও নম্বর অনুযায়ী আছে, কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝাতে এমন শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের পাঠানো হয়। যদি কিছু বুঝতে পারে। এই কথা তো জানো যে বড় বড় মানুষরা সহজে বুঝবে না। হ্যাঁ, যদিও অপিনিয়ন দেয় - এনার বোঝানোর পদ্ধতি খুব ভালো। বাবার পরিচয় পুরো দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের নিজের কাছে সময় কোথায়। তোমরা বলো অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে।

এখন তোমরা বুঝেছো বাবা ডাইরেক্ট আত্মাদের অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। ডাইরেক্ট শুনলে জ্ঞান-বাণ লক্ষ্য ভেদ করে। তারা বি.কে.দের দ্বারা জ্ঞান শোনে। এখানে পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা ডাইরেক্ট বোঝাচ্ছেন - হে বাচ্চারা, তোমরা বাবার কথা অমান্য করো। তোমরা সবাই কাউকে এমন করে বলতে পারবে না, তাইনা। সেখানে তো বাবা নেই। এখানে বাবা বসে আছেন, বাবা কথা বলছেন। বাচ্চারা, তোমরা বাবার কথাও মানবে না ! অজ্ঞানকালেও সময়েও পিতার বোঝানো কথায় এবং ভাইয়ের বোঝানো কথায় তফাৎ থাকে। ভাইয়ের কথায় এতখানি প্রভাব পড়বে না যত বাবার কথায় প্রভাব পড়বে। বাবা যদিও বড়, গুরুজন, তাই ভয় থাকবে। তোমাদেরও বাবা বোঝান - নিজের বাবাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না! তোমরা ক্ষণে ক্ষণে আমায় ভুলে যাও। বাবা ডাইরেক্ট বলেন তাই সহজে প্রভাব পড়ে। আরে, বাবার কথা অমান্য করো! অসীম জগতের বাবা বলেন, এই জন্ম নির্বিকারী হও তাহলে ২১ জন্ম নির্বিকারী হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। এই কথা অমান্য করো কেন! বাবা বললে বুদ্ধিতে জ্ঞান বাণ সঠিকভাবে লাগে। তফাৎ তো থাকে, তাইনা। এমনও নয় যে সর্বদা নতুনদের সঙ্গে বাবা দেখা করবেন। তারা উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করে। তাদের বুদ্ধিতে বসে না, কারণ এই কথা গুলি হল একেবারে নতুন কথা। গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। তা তো হতে পারে না। এখন ড্রামা অনুযায়ী জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা বাচ্চারা ছুটে ছুটে আসো বাবার কাছে, ডাইরেক্ট মুরলি শুনতে। সেখানে তো ভাইদের কাছে শুনতে, এখন বাবার কাছে শুনছ। বাবার কথায় প্রভাব পড়ে। বাচ্চা সম্বোধন করে বাবা কথা বলেন। বাচ্চারা, তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না! বাবাকে স্মরণ করো না! বাবার সঙ্গে তোমাদের ভালোবাসা নেই কি! কতটুকু স্মরণ করো? বাবা এক ঘন্টা। আরে, নিরন্তর স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে। জন্ম জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথায় আছে। বাবা সম্মুখে বোঝান - তোমরা বাবার কতখানি গ্লানি বা

নিন্দা করেছ। তোমাদের উপরে তো কেস চলা উচিত। খবরের কাগজে কারো নামে নিন্দা লিখলে তার উপরে কেস করা হয়। এখন বাবা স্মরণ করাচ্ছেন - তোমরা কি কি করতে। বাবা বোঝান ড্রামা অনুযায়ী রাবণের সঙ্গে পেয়ে এই রূপ অবস্থা হয়েছে। এখন ভক্তি মার্গ পূর্ণ হয়েছে, অতীত হয়েছে, মাঝখানে থামাবার জন্য কেউ তো থাকে না। দিন দিন নীচে নামতে নামতে তমোপ্রধান, বোধ-বুদ্ধিহীন হয়ে যায়। যাঁর পূজা করে তাঁর অবস্থান নুড়ি কাঁকড় পাথরে বলে দেয়। একেই বলে অসীমের বোধ জ্ঞান হীন। অসীম জগতের বাচ্চাদের অসীমের জ্ঞান নেই। একদিকে শিব বাবার পূজা করে, অন্যদিকে সেই পিতাকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে এতখানি বোধহীন অবস্থা ছিল যে বাবার গ্লানি বা নিন্দা করেছি। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, তাই এখন পুরুষার্থ করছ বেগার টু প্রিন্স হওয়ার। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স, তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় তাঁর ১৬ হাজার ১০৮ রানী ছিল, সন্তান ছিল! এখন তোমাদের তো লজ্জা বোধ হবেই। কেউ পাপ করলে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে কান ধরে বলে - হে ভগবান, খুব বড় ভুল হয়েছে, দয়া করো, ক্ষমা করো। তোমরা কত বড় ভুল করেছো। বাবা বোঝান - ড্রামাতে এমনই আছে। যখন এমন অবস্থা হবে, তখনই তো আমি আসব।

এখন বাবা বলেন - তোমাদের সব ধর্মের মানুষের কল্যাণ করতে হবে। বাবা, যিনি সকলের সদগতি করেন, তাঁর জন্যে সকল ধর্মের লোক বলে দেয় তিনি হলেন সর্বব্যাপী। এই কথাটি কোথা থেকে শিখেছে। ভগবানুবাচ, আমি সর্বব্যাপী নই। তোমাদের জন্য অন্যদেরও এমন অবস্থা হয়েছে। আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন.... কিন্তু বোঝে না। আমরা যখন প্রথমে পরমধাম থেকে আসি তখন পতিত ছিলাম নাকি? দেহ অভিমানী হওয়ার দরুন পতিত হয়েছে। যে ধর্মের মানুষই আসুক, তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে পরম পিতা পরমাত্মার পরিচয় তোমরা জানো কি? তিনি কে? কোথায় বাস করেন? তখন বলবে উপরে বা বলবে সর্বব্যাপী। বাবা বলেন, তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই নষ্টের খাতায় এসে পড়েছে। নিমিত্ত হলে তোমরা। সবাইকে বোঝাতে হয়। যদিও ড্রামা অনুযায়ী হয়, কিন্তু তোমরা পতিত তো হয়েছে, তাইনা। সবাই হলো পাপ আত্মা। এখন পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য আহ্বান করে। সব ধর্মের মানুষকেই মুক্তিধাম ঘরে ফিরতে হবে। সেখানে হলো পবিত্র। এও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে, যা বাবা এসেই বোঝান। এই জ্ঞান হল সব ধর্মের জন্য। বাবার কাছে খবর এসেছিল, কোনও আচার্য বলেছিলেন আপনাদের সবাইকে আত্মার রূপে পরমাত্মা ভেবে প্রণাম করি। এবারে এতজন আত্মারা পরমাত্মা নাকি? কিছুই বোধ নেই। যারা বেশি ভক্তি করেনি, তারা টিকতে পারে না। সেন্টারেও বিভিন্ন আত্মারা ভিন্ন ভিন্ন সময় পর্যন্ত টিকে থাকে। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে ভক্তি কম করেছে, তাই টিকতে পারে না। তবুও যাবে কোথায়। দ্বিতীয় কোনো হাট তো নেই। এমন কি যুক্তি রচনা করলে মানুষ তাড়াতাড়ি বুঝবে। এখন তো সবাইকে সংবাদ দিতে হবে। এই কথাটি বলতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা-ই পুরোপুরি স্মরণ করতে না পারলে তোমাদের জ্ঞান বাণ লক্ষ্য ভেদ (মানুষের বুদ্ধি রূপী লক্ষ্য) করবে কিভাবে? তাই বাবা বলেন, চাট রাখো। মুখ্য কথা হল পবিত্র হওয়ার। যত পবিত্র হবে, ততই নলেজ ধারণ হবে। খুশীও থাকবে। বাচ্চাদের তো অনেক খুশী হওয়া উচিত - আমরা সবার উদ্ধার করি। বাবা-ই এসে সদগতি প্রদান করেন। বাবার তো সুখ ও দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই। এই কথাও এখনই বোঝানো হয়, সত্যযুগে নয়। সেখানে তো জ্ঞানের কথা-ই নেই। এখানে তোমরা অসীমের পিতাকে পেয়েছ তাই তোমাদের স্বর্গ প্রাপ্তির চেয়েও বেশি খুশী হওয়া উচিত।

বাবা বলেন, বিদেশে গিয়েও তোমাদের এই কথা বোঝাতে হবে। সব ধর্মের মানুষদের প্রতি তোমাদের দয়া হয়। সবাই বলে - হে ভগবান দয়া করো, ব্লিস করো, দুঃখ থেকে মুক্ত করো। কিন্তু কিছুই বোঝে না। বাবা অনেক রকমের যুক্তি বলে দেন। সবাইকে এই কথা বলতে হবে যে তোমরা রাবণের কারাগারে বন্দী আছো। বলা হয় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হোক, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলা হয়, সে কথা কেউ জানে না। রাবণের কারাগারে তো সবাই ফেঁসে আছে। এখন প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করতে বাবা এসেছেন। তবুও রাবণের জেলে পরাধীন অবস্থায় থেকে পাপ কর্ম করতেই থাকে। প্রকৃত স্বাধীনতা কি? এই কথা মানুষদের বলতে হবে। তোমরা খবরের কাগজেও লিখতে পারো - এখানে রাবণের রাজ্যে স্বাধীনতা আছে কী? খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখা উচিত। বেশি কথা লিখলে কেউ বুঝবে না। বলা, কোথায় তোমাদের স্বাধীনতা, তোমরা তো রাবণের কারাগারে বন্দী আছো। বিদেশে তোমাদের নাম ডাক হলে এখানেও সবাই চট করে বুঝবে। একে অপরকে আক্রমণ করে। তাহলে এটাই কি স্বাধীনতা? স্বাধীনতা তো তোমাদের বাবা দিচ্ছেন। রাবণের জেল থেকে মুক্ত করেছেন। তোমরা জানো স্বর্গে আমরা শ্রেষ্ঠ ভাবে স্বাধীন, শ্রেষ্ঠ বিত্তবান রূপে থাকি। কারো দৃষ্টি পড়ে না। পরের দিকে যখন দুর্বল হই তখন সবার দৃষ্টি যায় তোমাদের ধনের দিকে। মহম্মদ গজনী এসে মন্দির লুট করলে তোমাদের স্বাধীনতার ইতি ঘটে। রাবণের রাজ্যে পরাধীন অবস্থায় বাস কর। এখন তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। এখন প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্ত করছ। তারা তো স্বাধীনতার অর্থ বোঝে না। অতএব এই কথাও যুক্তি সহকারে বোঝাতে

হবে। যারা কল্প পূর্বে স্বাধীনতা প্রাপ্ত করেছিল, তারা-ই কথাটি মানবে। তোমরা বোঝাও তবু তর্ক বিতর্ক করে, এমন যেন বুদ্ধিহীন। সময় নষ্ট করলে কথা বলার ইচ্ছে হয় না।

বাবা এসে স্বাধীনতা প্রদান করেন। রাবণের পরাধীনতায় অনেক দুঃখ আছে। অপরিসীম দুঃখ আছে। বাবার রাজ্যে আমরা কতখানি স্বাধীন থাকি। স্বাধীনতা তাকে বলে - যখন আমরা পবিত্র দেবতায় পরিণত হই, রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত হই। প্রকৃত স্বাধীনতা কেবল বাবা এসে প্রদান করেন। এখন তো পরের রাজ্যে সবাই দুঃখে আছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় হল এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। তারা তো বলে ইংরেজি সরকার চলে গিয়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি। এখন তোমরা জানো যতক্ষণ পবিত্র না হয়েছি ততক্ষণ স্বাধীন বলা যাবে না। তারপরে কর্মের সাজা ভোগ করতে হবে। পদ মর্যাদাও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাবা আসেন আত্মাদের ঘরে অর্থাৎ পরম ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সেখানে সবাই থাকে স্বাধীন। তোমরা সব ধর্মের মানুষদের বোঝাতে পারো - তোমরা হলে আত্মা, মুক্তিধাম থেকে এসেছ পাঠ প্লে করতে। সুখধাম থেকে দুঃখ ধামে তমোপ্রধান দুনিয়ায় এসে গেছ। বাবা বলেন তোমরা হলে আমার সন্তান, রাবণের নয়। আমি তোমাদের রাজত্ব ভাগ্য দিয়ে গেছিলাম। তোমরা নিজের রাজ্যে কতখানি স্বাধীন ছিলে। এখন আবার সেখানে যাওয়ার জন্যে পবিত্র হতে হবে। তোমরা অনেক বিত্তবান হও। সেখানে তো অর্থের চিন্তা থাকে না। যতই গরিব হোক কিন্তু ধনের চিন্তা থাকে না। সুখে থাকে। চিন্তা হয় এখানে। যদিও রাজধানীতে নম্বর অনুযায়ী পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। সূর্যবংশী রাজাদের মতন সবাই কি আর হবে। যতখানি পরিশ্রম ততখানি পদ মর্যাদা। তোমরা সব ধর্মের মানুষদের সার্ভিস কর। বিদেশিদেরও বোঝাতে হবে - তোমরা সবাই আত্মা রূপে ভাই ভাই হলে কিনা। সবাই শান্তিধামে বাস করে। এখন আছে রাবণের রাজ্যে। এখন ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যাওয়ার পথ তোমাদের বলে দিচ্ছি, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমায় স্মরণ করো। বলাও হয় ভগবান সবার উদ্ধার করেন। কিন্তু কিভাবে করেন তা জানে না। বাচ্চারা কখনও কনফিউজড হয়ে পড়লে বলবে, বাবা, আমাদের লিবারেট করে ঘরে নিয়ে চলো। যেন তোমরা ঝড়ের কবলে পড়ে জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিলে। পথের সন্ধান পাচ্ছিলে না। তখন লিবারেটর এসে পথ বলে দিলেন। অসীম জগতের বাবাকেও বলা হয় - বাবা আমাদের উদ্ধার করো। তুমি আগে চলো, আমরাও তোমার পিছনে চলবো। বাবা ব্যতীত কেউ পথ বলে দেয় না। কত শাস্ত্র পাঠ করেছ, তীর্থে গিয়ে কত ধাক্কা খেয়েছো কিন্তু ভগবানকে না জানার দরুন তাকে কোথায় খুঁজে পাবে। সর্বব্যাপী বলাতে আরও খুঁজে পাবে কিভাবে। কতখানি অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই এসে বাচ্চারা তোমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বাইরে নিয়ে আসেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এক বাবাকে পেয়েছো, সেইজন্য কোনো বিষয়েই দুঃখ (চিন্তা) করবে না। তাঁর মত অনুসারে চলে, অসীম জাগতিক বুদ্ধিমান রূপে খুশী মনে সকলের উদ্ধার করার নিমিত্ত হতে হবে।

২) যমরাজপুরীর সাজা থেকে বাঁচতে এবং সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম, যা ধারণ করে বিত্তবান হতে হবে।

বরদান:- নলেজের লাইট মাইটের দ্বারা রং (ভুল) কে রাইট-এ পরিবর্তনকারী জ্ঞানী তু আত্মা ভব বলা হয়ে থাকে নলেজ ইজ্ লাইট, মাইট (শক্তি)। যেখানে লাইট অর্থাৎ প্রকাশ রয়েছে যে, এটা রং (ভুল), এটা রাইট, এটা অন্ধকার, এটা প্রকাশ, এটা ব্যর্থ, এটা সমর্থ - তখন রং (ভুল) বোঝা আত্মার রং কর্মগুলি বা সংকল্পগুলির বশীভূত হতে পারবে না। জ্ঞানী তু আত্মা অর্থাৎ সুবুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞান স্বরূপ, কখনও এটা বলবে না যে এইরকম হওয়া তো উচিত...বরং তাদের কাছে রং-কে রাইটে পরিবর্তন করার শক্তি থাকে।

স্লোগান:- যে সদা শুভ-চিন্তক আর শুভ-চিন্তনে থাকে সে ব্যর্থ চিন্তন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আমি বিদেহী পিতা, তোমাদের অর্থাৎ দেহধারীদেরকে বিদেহী বানানোর জন্য পড়াই, এ হলো নতুন কথা
যা বাচ্চারা-ই বোঝে"

*প্রশ্নঃ - বাবাকে একই কথা বার-বার বোঝানোর দরকার পড়ে কেন?

*উত্তরঃ - কারণ বাচ্চারা ঝুগে ঝুগে ভুলে যায়। অনেক বাচ্চারা বলে - বাবা তো একই কথা বার বার বোঝান। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমাকে সেই এক কথাই অবশ্যই বলতে হয়, কারণ তোমরা ভুলে যাও। মায়ার ঝড় তোমাদের বিভ্রান্ত করে, যদি আমি তোমাদের রোজ সতর্ক না করি তাহলে তোমরা মায়ার ঝড়ে ভেঙে পড়বে। এখনও তোমরা সতোগ্রহণ কোথায় হয়েছে? যখন হয়ে যাবে তখন বলা বন্ধ করে দেবো।

ওম্ শান্তি । একে বিচিত্র আধ্যাত্মিক (রুহানী) পড়াশোনা বলা হয়। নতুন দুনিয়া সত্যযুগে দেহধারীরাই একে অপরকে পড়ায়। নলেজ তো সবাই পড়ায়। এখানেও পড়ানো হয়। তারা সবাই দেহধারী, একে-অপরকে পড়ায়, এমন কখনও হবে না যে, বিদেহী বাবা পড়ান। শাস্ত্রেও কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। সেটা হয়ে গেলো দৈহিক। এই নতুন কথা শুনে কনফিউজড হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে বুঝতে পারে যে, আত্মিক পিতা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়ান। এ হলো নতুন কথা। শুধুমাত্র এই সঙ্গমে বাবা নিজে এসে বলেন, এনার (ব্রহ্মাবাবার) দ্বারা আমি তোমাদের পড়াই। জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, সব আত্মাদের পিতাও হলেন তিনি। এই কথাটি বুঝতে হবে, তাইনা। দেখতে কিছুই পাওয়া যায় না। আত্মা-ই হলো মুখ্য এবং অবিনাশী। শরীর তো বিনাশী। এখন সেই অবিনাশী আত্মা বসে পড়াচ্ছেন। যদিও তোমরা সামনে দেখছো সাকারে এই শরীরটি বিরাজিত কিন্তু এই কথা তোমরা জানো যে, এই জ্ঞান দেহধারী প্রদান করে না। জ্ঞান প্রদান করেন বিদেহী নিরাকার বাবা। কিভাবে দেন? সে কথাও তোমরা বোঝো। মানুষ তো খুব সহজে বুঝতে পারে না। তোমাদের কত মাথা ঘামাতে হয় এই কথাটি নিশ্চয় করাতে। তারা তো বলে দেয় নিরাকারের কোনও নাম, রূপ, দেশ, কাল হয় না। তিনি হলেন বাবা, তিনি নিজে বসে পড়ান। বলেন, আমি সব আত্মাদের পিতা, যাঁকে তোমরা চোখে দেখতে পাও না। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারো তিনি হলেন বিদেহী। জ্ঞান, আনন্দ, প্রেমের সাগর হলেন তিনি। তিনি কিভাবে পড়াবেন। বাবা নিজেই বোঝান - আমি কিভাবে আসি, কার আধার নিয়ে থাকি? আমি কোনও গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করি না। আমি কখনও মানুষ বা দেবতা হই না। দেবতারাও শরীর ধারণ করেন। আমি তো সর্বদা অশরীরী থাকি। ড্রামাতে আমার এই পার্ট আছে, যে আমি কখনো পুনর্জন্মে আসি না। সুতরাং এ হল বোঝার মতো বিষয়, তাইনা। দেখতে পাওয়া যায় না। তারা তো ভাবে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। ভক্তি মার্গে বসে কেমন রথের চিত্র বানিয়েছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা কনফিউসড হও না তো? যদি কিছু বুঝতে না পারো, তো বাবার কাছে এসে বোঝো। এমনিতে তো তোমাদের জিজ্ঞেস করা ছাড়াই বাবা তোমাদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে দেন। তোমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। আমি এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই অবতরিত হই। আমার জন্মও হল ওয়ান্ডারফুল। বাচ্চারা, তোমাদেরও বিস্ময় অনুভব হয় যে, তিনি কত বিরাট পরীক্ষা পাস করিয়ে দেন। সবচেয়ে বড় বিশ্বের মালিক করার জন্য পার্ট পড়ান। ওয়ান্ডারফুল কথা, তাইনা। হে আত্মারা, প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি তোমাদের সার্ভিস করতে আসি। তিনি আত্মাদের পড়ান তাইনা। প্রত্যেক কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে তোমাদের সেবায় আসি। অর্ধকল্প তোমরা আহ্বান করেছে - হে বাবা, হে পতিত-পাবন এসো। কৃষ্ণকে কেউ পতিত-পাবন বলে না। পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। অতএব বাবাকেও আসতে হবে পতিতদের পবিত্র করতে। তাই বলা হয় - অকাল মূর্ত, সত্য বাবা, অকাল-মূর্ত-সত্য টিচার, অকালমূর্ত - সদগুরু। শিখদেরও খুব ভালো ভালো স্লোগান আছে। কিন্তু তারা এই কথা জানে না যে অকাল মূর্ত কখন আসেন। এই রূপ গায়নও আছে - মানুষ থেকে দেবতা করতে বেশি সময় লাগে না...। তিনি কবে এসে মানুষকে দেবতা করেন? তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা, এই কথা তো পাক্কা নিশ্চয় থাকা উচিত। তিনি এসে কি বলেন? শুধু বলেন "মন্মনাভব"। তার অর্থও বোঝান, অন্য কেউ অর্থ বোঝান না। তোমাদের সদগুরু অকাল মূর্ত বসে বোঝাচ্ছেন ব্রহ্মার শরীর দ্বারা যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। অতএব এই কথা বোঝা উচিত। বিশ্বের মালিক করতে বাবাকে আসতে হয় - বাচ্চারা তোমাদের সেবায়। তিনি বোঝান - হে আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চারা, তোমরা সতোগ্রহণ ছিলে, তারপরে তমোগ্রহণ হয়েছে। এই সৃষ্টি চক্রটি পরিক্রমা করে, তাইনা। পবিত্র দুনিয়া এই দেবতাদের ছিল। তাঁরা কোথায়? এই কথা কারো জানা নেই। সবাই কনফিউজড। বাবা এসে তোমাদের বুদ্ধিমান করেন। বাচ্চারা, আমি একবার-ই আসি, পবিত্র দুনিয়ায় আমি কেনই বা আসব! সেখানে তো কাল আসতে পারবে না। বাবা তো হলেন কালের

কাল মহাকাল। সত্যযুগে আসার দরকার নেই। সেখানে কালও আসেনা তো মহাকালও আসেনা। তিনি এসে সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। খুশী মনে ফিরে যাও তো, তাইনা ! হ্যাঁ বাবা, আমরা খুশী মনে ফিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি। তাই তো আপনাকে আহ্বান করা হয়েছে এই পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো ভায়া শান্তিধাম। এই সব কথা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যেও না। কিন্তু মায়া শত্রু দাঁড়িয়ে আছে, ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়ে দেয়। আমি মাস্টার সর্ব শক্তিমান, তো মায়াও হল শক্তিমান। মায়াও অর্ধকল্প তোমাদের উপরে রাজস্ব করে, ভুলিয়ে দেয় তাই রোজ-রোজ বাবাকে বোঝাতে হয়, রোজ সজাগ না করলে মায়া খুব ক্ষতি করে দেবে। খেলা হল পবিত্র ও অপবিত্রতার। এখন বাবা বলেন, নিজের আচার আচরণ সঠিক করতে হলে পবিত্র হও। কাম বিকার নিয়ে কত ঝগড়া হয়।

বাবা বলেন এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো, তাই আত্মাকেই দেখো। এই দৈহিক নেত্র দ্বারা দেখো না। আমরা সব আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। বিকার গ্রস্ত হবো কিভাবে। আমরা অশরীরী এসেছিলাম, আবার অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। আত্মা সতোপ্রধান এসেছিল, সতোপ্রধান হয়ে ফিরে যেতে হবে সুইট হোম। মুখ্য হল-ই পবিত্রতার কথা। মানুষ বলে রোজ একই কথা বোঝান, এই কথা তো ঠিকই আছে। কিন্তু যা কিছু বোঝানো হয়, সেই মতন চলতেও তো হবে, তাইনা। সেই মতো চলার জন্যই বোঝানো হয়। কিন্তু কেউ কি আর চলে ! তাই রোজ রোজ বোঝাতে হয়। এমন কি আর বলে - বাবা তুমি রোজ যে কথা বোঝাও সেসব আমরা ভালো ভাবে বুঝে নিয়েছি, এবারে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবো। তুমি মুক্ত। এমন কি কেউ বলেছে? এইজন্য বাবাকে প্রতিদিন বোঝাতে হয়। কা তো একটাই। কিন্তু করে না, তাই না! বাবাকে স্মরণই করে না। তারা বলে - বাবা, ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাই। বাবাকে ক্ষণে ক্ষণে বলতে হয় স্মরণ করার কথা। তোমরাও একে অপরকে এই কথাই বোঝাও - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে, আর কোনও উপায় নেই। শুরু এবং শেষে এই কথাই বলেন। স্মরণের দ্বারা-ই সতোপ্রধান হবে। নিজেই লেখেন - বাবা, মায়ার ঝড় ভুলিয়ে দেয়। তাহলে বাবা কি সতর্ক করা ছেড়ে দেবেন? বাবা জানেন নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে রয়েছে। যতক্ষণ সতোপ্রধান হবে না ফিরে যেতে পারবে না। যুদ্ধেরও কানেকশনও রয়েছে, তাইনা। যুদ্ধ লাগবে তখনই, যখন তোমরা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে সতোপ্রধান হবে। জ্ঞান তো হলো এক সেকেন্ডের। অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো, এখন তাঁর কাছে অসীমের সুখ তখন প্রাপ্ত হবে যখন পবিত্র হবে। পুরুষার্থ ভালো ভাবে করতে হবে। অনেকে তো কিছুই বোঝে না। বাবাকে স্মরণ করার বুদ্ধিটুকু নেই। এই পড়াশোনা কখনও পড়েনি। সম্পূর্ণ চক্রে নিরাকার বাবার কাছে কেউ পড়াশোনা করেনি। সুতরাং এ হলো নতুন কথা, তাইনা। বাবা বলেন, আমি তো প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি - তোমাদের সতোপ্রধান করতে। যতক্ষণ সতোপ্রধান না হবে ততক্ষণ এই পদ এর অধিকারী হতে পারবে না। যেমন অন্য পড়াশোনায় ফেল হয় তেমনই এতেও ফেল হয়। শিববাবাকে স্মরণ করলে কি হবে, তাও বোঝে না। পিতা হলেন তিনি, তো অবশ্যই পিতার কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা একবার-ই বোঝান, যার দ্বারা তোমরা দেবতায় পরিণত হও। তোমরা দেবতা হবে তারপরে নম্বর অনুসারে সবাই আসবে পার্ট করতে। এত সব কথা বৃদ্ধাদের বুদ্ধিতে থাকে না। তাই বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। শুধুমাত্র, শিববাবা-ই হলেন সকল আত্মাদের পিতা। শরীরের পিতা তো সবার নিজস্ব আছে। শিববাবা তো হলেন নিরাকার, তাঁকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে শরীর ত্যাগ করে পুনরায় বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। বাবা অনেক বোঝান, কিন্তু সবাই একরস বা একরকম বুঝতে পারে না। মায়া ভুলিয়ে দেয়। একেই যুদ্ধ বলা হয়। বাবা কত ভালো ভাবে বসে বোঝান। কত কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মুখ্য যা যা ভুল হয়েছে সেসবের লিস্ট বানাও। যেমন তার মধ্যে একটা হলো বাবাকে সর্বব্যাপী বলা। ভগবানুবাচ - আমি সর্বব্যাপী নই। সর্বব্যাপী হল ৫টি বিকার, এ হল সবচেয়ে বড় ভুল। গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, পরমপিতা পরমাত্মা শিব। এই ভুলগুলি ঠিক করে নিলে দেবতায় পরিণত হবে। কিন্তু এমন করে কোনও বাচ্চা লেখেনি যে, এমন করে আমরা বুঝিয়েছি যে এই ভুল গুলির জন্যেই ভারত পবিত্র থেকে পতিত হয়েছে। সেসবও বলতে হবে। ভগবান সর্বব্যাপী কিভাবে হবেন। ভগবান তো হলেন এক, তিনি হলেন সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম সদগুরু। কোনও দেহধারীকে সুপ্রিম ফাদার, টিচার, সঙ্গুরু বলা যাবে না। কৃষ্ণ হলেন সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ। যখন সৃষ্টি সতোপ্রধান হয়, তখন তিনি আসেন তারপর সতঃ স্থিতিতে রাম, তারপরে নম্বর অনুসারে নিজ সময়ে আসবে। শাস্ত্রে দেখানো হয়, সকলের বিকার গ্রহণ করে কন্ঠ কালো (নীল) হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বোঝাতে - বোঝাতে গলা শুকিয়ে যায়। কথাটা কত ছোট্ট, কিন্তু মায়া খুবই সাংঘাতিক। প্রত্যেকের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমরা এমন গুণবান সতোপ্রধান হয়েছি?

বাবা বোঝান, যতক্ষণ বিনাশ হবে না ততক্ষণ তোমরা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে না। যতই মাথা মারতে থাকো। সারা সময় শিববাবাকে বসে স্মরণ করো আর কোনও কথা বোলো না। শুধু এই যে বাবা আমি যুদ্ধের আগে কর্মাতীত

অবস্থাটি প্রাপ্ত করে দেখাব, এমন যদি কেউ থাকে - এমন ড্রামায় হতে পারে না। প্রথম নম্বরে তো একজন-ই যাবে। ইনিও বলেন আমাকে কতো মাথা ঘামাতে হয়। মায়া তো আরও শক্তিশালী হয়ে আসে। বাবা নিজে বলেন আমার পাশে তো শিববাবা বসে আছেন, তবুও আমি স্মরণ করতে পারি না, ভুলে যাই। বুঝতে পারি শিববাবা আমার সঙ্গে আছেন। তারপরে আমাকেও তো স্মরণ করতে হয়, যেমন তোমরা করো। এমন নয়, আমি তো সঙ্গে আছি, এই কথায় খুশী হবো। না, আমাকেও বলেন - নিরন্তর স্মরণ করো। সঙ্গী আমার, তুমি তো শক্তিশালী! তোমার সামনে মায়ার ঝড় আরও বেশি আসবে। তা নাহলে বাচ্চাদের বোঝাবে কি ভাবে। এইসব ঝড় তোমার কাছে তো আসবেই। আমি শিববাবার এত কাছে বসেও কর্মাকীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করতে না পারলে অন্য আর কে করবে। এই লক্ষ্য খুব উচ্চ। ড্রামা অনুযায়ী সবাই পুরুষার্থ করে। যদি কেউ এমন চেষ্টা করে দেখায় - বাবা, আমরা আপনার আগে কর্মাকীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত করে দেখাব। এমন হতে পারে না। এই ড্রামা তো হলো পূর্ব নির্মিত।

তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। মুখ্য কথা হলো ক্যারেক্টার এর। দেবতাদের ক্যারেক্টার আর পতিত মানুষের ক্যারেক্টারে মধ্যে অনেক তফাৎ। শিববাবা তোমাদের বিকারী থেকে নির্বিকারী করেন। অতএব এখন পুরুষার্থ করে বাবাকে স্মরণ করতে হয়। ভুলে যেও না। যদিও অবলা নারীরা পরের বশে অর্থাৎ রাবণের বশে রয়েছে, তো তারা কি আর করবে। তোমরা হলে রাম ঈশ্বরের বশে। তারা হলো রাবণের বশে। সুতরাং যুদ্ধ চলতেই থাকে। যদিও রাম ও রাবণের যুদ্ধ হয় না। বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বোঝান - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে সংশোধন করতে থাকো। রোজ রাতে কর্মের চার্ট দেখো, সারা দিন কোনোরকম আসুরী ব্যবহার করেছি কি? বাগানে ফুল তো নম্বর অনুসারেই হয়। দুটি একই রকম হতে পারে না। সব আত্মারা নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। প্রত্যেক আত্মা রূপী অ্যাক্টর পার্ট প্লে করতে থাকে। বাবাও এসে স্থাপনার কার্য সম্পন্ন করেই ছাড়েন। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে বিশ্বের মালিক করেন। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, তো অবশ্যই নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার দেবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা আত্মাকেই দেখতে হবে। দৈহিক চোখ দিয়ে দেখবেই না। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) বাবার স্মরণের দ্বারা নিজের দৈবী ক্যারেক্টার বানাতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমি কতখানি গুণবান হয়েছি? আমি সারা দিনে আসুরী আচরণ করিনি তো?

বরদানঃ:- সदा কেয়ারফুল থেকে মায়ার রয়্যাল রূপের ছায়া থেকে সেফ থাকা মায়াপ্রফু ভব বর্তমান সময়ে মায়া রিয়েল বোধ-কে, অনুভবের শক্তিকে অদৃশ্য করে দিয়ে রং-কে রাইট অনুভব করায়। যেসকল কেউ যাদুমন্ত্র করে তো পরবশ হয়ে যায়, সেইসকল রয়্যাল মায়া রিয়েলকে বুঝতে দেয় না। সেইজন্য বাপদাদা অ্যাটেনশনকে ডবল আন্ডারলাইন করাচ্ছেন। এমন কেয়ারফুল থাকো যে মায়ার ছায়া থেকে সেফ থেকে মায়াপ্রফু হয়ে যাও। বিশেষ মন-বুদ্ধিকে বাবার ছত্রছায়ায় নিয়ে এসো।

স্লোগানঃ:- যারা সহযোগী তাদের দেখে অন্যদেরও যোগ সহজেই লেগে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিনাশী শরীরকে ভালো না বেসে অবিনাশী বাবাকে ভালোবাসো, তাহলে কাল্লাকাটির থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - আনরাইটিয়াস (অসংগত) প্রেম কি আর তার পরিণাম কি হয়?

*উত্তরঃ - বিনাশী শরীরের প্রতি মোহ রাখা হলো আনরাইটিয়াস প্রেম। যে বিনাশী শরীরের প্রতি মোহ রাখে, তাকে কাঁদতে হয়। দেহ-অভিমানের কারণে এই কাল্লা আসে। সত্যযুগে সকলেই আত্ম-অভিমानी, তাই সেখানে কাল্লাকাটি থাকে না। যারা কাঁদে, তারা হারিয়ে ফেলে। অবিনাশী বাবার অবিনাশী বাচ্চারা এখন এই শিক্ষা পাচ্ছে যে, দেহী-অভিমानी হও, তাহলে এই কাল্লাকাটির থেকে মুক্তি পাবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা তো এই কথা জানে যে, আত্মা অবিনাশী এবং বাবাও অবিনাশী, তাই কাকে ভালোবাসা উচিত? অবিনাশী আত্মাকে। অবিনাশীকেই ভালোবাসতে হবে, বিনাশী শরীরকে কখনোই ভালোবাসা উচিত নয়। সম্পূর্ণ দুনিয়াই বিনাশী, প্রতিটা জিনিসই বিনাশী, এই শরীরও বিনাশী, আত্মা হলো অবিনাশী। আত্মার প্রেমই অবিনাশী হয়। আত্মার কখনোই মৃত্যু হয় না, একেই বলা হয় রাইটিয়াস (ন্যায্য)। বাবা বলেন, তোমরা অন্যায় হয়ে গেছো। বাস্তবে অবিনাশীর, অবিনাশীর সাথেই প্রেম হওয়া উচিত। তোমাদের প্রেম বিনাশী শরীরের প্রতি হয়ে গেছে, তাই তোমাদের কাঁদতে হয়। তোমাদের অবিনাশীর সাথে প্রেম নেই। বিনাশী শরীরের প্রতি প্রেম থাকলে কাঁদতে হয়। এখন তোমরা নিজেদের অবিনাশী আত্মা মনে করো, তাই কাল্লার কোনো ব্যাপার নেই। কেননা তোমরা আত্ম-অভিমानी। বাচ্চারা, তাই বাবা এখন তোমাদের আত্ম-অভিমानी বানাচ্ছেন। দেহ-অভিমानी হওয়ার কারণে তোমাদের কাঁদতে হয়। বিনাশী শরীরের জন্য তোমরা কাঁদতে থাকো। তোমরা বুঝতে পারো যে, আত্মার মৃত্যু নেই। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। তোমরা অবিনাশী বাবার সন্তান, অবিনাশী আত্মা, তোমাদের কাল্লার কোনো প্রয়োজন নেই। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে পাট প্লে করে। এ তো হলো এক খেলা। তোমরা শরীরের প্রতি আকর্ষণ কেন রাখো? দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো। নিজেকে অবিনাশী আত্মা মনে করো। আত্মার কখনোই মৃত্যু হয় না। কথাতেও আছে - যে কাঁদে, সে সব হারিয়ে ফেলে। আত্ম-অভিমानी হলেই উপযুক্ত হয়ে যাবে। তাই বাবা এসে দেহ - অভিমानी থেকে আত্ম - অভিমानी করেন। তিনি বলেন, তোমরা কিভাবে সব ভুলে গেছো। জন্ম - জন্মান্তর ধরে তোমাদের কাঁদতে হয়েছে। এখন আবার নতুন করে তোমরা আত্ম - অভিমानी হওয়ার শিক্ষা পাও। এরপর তোমরা কখনোই আর কাঁদবে না। এ হলো ক্রন্দনের দুনিয়া, ওই দুনিয়া হলো হাসির। এ হলো দুঃখের দুনিয়া আর ওই দুনিয়া হলো সুখের। বাবা খুব সুন্দর রীতিতে শিক্ষা দেন। অবিনাশী বাবার থেকে তাঁর অবিনাশী বাচ্চারা শিক্ষা পায়। ওরা দেহ-অভিমानी, তাই দেহ দেখেই শিক্ষা দেয়। তাই দেহের স্মরণ আসার কারণে ওরা কাঁদতে থাকে। দেখতেই পায় মৃত্যুতে শরীর শেষ হয়ে গেলো, তাহলে সেই শরীর স্মরণ করে কি লাভ? ছাইকে কি স্মরণ করা হয়? অবিনাশী জিনিস আত্মা গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে।

বাবা তো জানেন - যে ভালো কর্ম করে, সে ভালো শরীরই প্রাপ্ত করে। কেউ কেউ খারাপ রুগ্ন শরীর পায়, সেও কর্ম অনুসারে। এমন নয় যে, ভালো কর্ম করলেই উপরে চলে যাবে। তা নয়, উপরে তো কেউই যেতে পারে না। ভালো কর্ম করলে ভালো বলা হবে। তখন ভালো জন্ম মিলবে, তারপর আবার নিচে নামতেই হবে। তোমরা জানো যে, আমরা কিভাবে উত্তরণে যাই। যদিও ভালো কর্ম করলে কেউ কেউ মহাত্মা হন, তবুও কলা তো কম হতেই থাকবে। বাবা বলেন, তবুও যদি ঈশ্বরের স্মরণে কিছু ভালো কাজও করে, আমি তাদেরও ক্ষণকালের সুখ প্রদান করি। এরপরও তো সিঁড়িতে নীচে নামতেই হবে। নাম যদি কারোর ভালোও হয়, তবুও এখানে তো মানুষ ভালো বা খারাপ কর্মকেও ঠিকভাবে জানে না। ঋদ্ধি - সিদ্ধি যারা করে তাদের কতো সম্মান দেয়। তাদের পিছনে মানুষ হয়রান হয়েও যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ তো অস্তানতা। মনে করো কেউ ইনডাইরেস্ট (পরোক্ষভাবে) দান - পুণ্য করে, ধর্মশালা, হাসপাতাল ইত্যাদি বানায়, তো পরবর্তী জন্মে তারা অবশ্যই এর প্রতিদান পায়। বাবাকে স্মরণ করে, যদি গালিও দেয়, তবুও মুখে ভগবানের নাম বলতে থাকে। বাকি অস্তানতা থাকার কারণে কিছুই জানে না। ভগবানকে স্মরণ করে রুদ্র পূজা করে, রুদ্রকে ভগবান মনে করে। রুদ্র যন্ত্রের রচনা করে। তারা শিব বা রুদ্রের পূজা করে। বাবা বলেন, আমার পূজা করে, কিন্তু না বোঝার কারণে কি - কি বানায়, কি - কি করতে থাকে। যত মানুষ, ততই তাদের গুরু। বৃক্ষে নতুন - নতুন পাতা, ডালপালা

ইত্যাদি বের হয়, তখন কতো শোভা দেয়। সত্যোত্তরী হওয়ার কারণে তাদের মহিমা হয়। বাবা বলেন যে, এই দুনিয়াই হলো বিনাশী জিনিসকে ভালোবাসার দুনিয়া। কারোর খুব প্রেম উৎপন্ন হয়, তো মোহতে যেন পাগল হয়ে যায়। বড় বড় শেঠেরা মোহের বশে পাগল হয়ে যায়। মাতা-দের জ্ঞান না থাকার কারণে বিনাশী শরীরের বিধবা হয়ে কতো কান্নাকাটি করে, সেই শরীরকে স্মরণ করতে থাকে। এখন তোমরা নিজেদের আত্মা জ্ঞান করে, অন্যদেরও আত্মা জ্ঞান করো, তাই সামান্যতম দুঃখও হয় না। অধ্যয়নকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়। অধ্যয়নে এইম অবজেক্টও থাকে কিন্তু তা হলো এক জন্মের জন্য। সরকার থেকেও পারিশ্রমিক মেলে। পড়া সম্পূর্ণ করে কাজ - কারবার করে, তখন অর্থ প্রাপ্ত করে। এখানে তো সব নতুন কথা। তোমরা কিভাবে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা ঝুলি পূর্ণ করো। আত্মা মনে করে যে, বাবা আমাদের অবিনাশী জ্ঞান সম্পদ দান করেন। ভগবান যখন পড়ান, তখন অবশ্যই ভগবান - ভগবতীই বানাবেন। কিন্তু বাস্তবে এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে ভগবান - ভগবতী মনে করা ভুল। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো - অহো, যখন আমরা দেহ-অভিমাত্রী হয়ে যাই, তখন আমাদের বুদ্ধি কতো নেমে যায়। যেন পশুতুল্য বুদ্ধি হয়ে যায়। পশুদের সেবা তো খুব ভালোভাবে হয়। মানুষের তো সেখানে কিছুই হয় না। রেসের ঘোড়া ইত্যাদির কতো যত্ন করা হয়। এখানকার মানুষদের দেখো, কি অবস্থা। কুকুরকেও কিভাবে ভালোবেসে যত্ন করে। তারা তাদের আদরও করে, আবার একসাথে নিয়ে ঘুমায়। দেখো, দুনিয়ার কি অবস্থা হয়ে গেছে। ওখানে সত্যযুগে এইসব কাজ হয় না।

বাবা তাই বলেন - বাচ্চারা, মায়া রাবণ তোমাদের আনরাইটিয়াস বানিয়ে দিয়েছে। এ তো আনরাইটিয়াস রাজ্য, তাই না। মানুষ আনরাইটিয়াস, তাই সম্পূর্ণ দুনিয়াও আনরাইটিয়াস হয়ে যায়। রাইটিয়াস আর আনরাইটিয়াস দুনিয়ার মধ্যে দেখো কতো তফাৎ। কলিযুগের অবস্থা দেখো, কেমন! আমি স্বর্গ স্থাপন করছি, মায়াও তার স্বর্গ দেখায়, টেম্পটেশন দেয় (বাসনা উৎপন্ন করায়)। কতো কতো আর্টিফিশিয়াল ধন রয়েছে, তাই মনে করে আমরা এখানে স্বর্গে বসে আছি। স্বর্গে ১০০ তলার বাড়ি ইত্যাদি হয়ই না। কিভাবে কিভাবে এখানে বাড়িঘর সাজায়, ওখানে তো ডবল স্টোরিড (দোতলা) কোনো বাড়িই হয় না। মানুষও তো ওখানে খুব অল্প থাকে। এতো জমি, যে তোমরা কি করবে। এখানে জমির জন্য মানুষ কত লড়াই - ঝগড়া করে। ওখানে সমস্ত জমি তোমাদেরই থাকে। কতো রাত - দিনের তফাৎ। ইনি তোমাদের লৌকিক বাবা আর উনি পারলৌকিক বাবা। পারলৌকিক বাবা বাচ্চাদের কি না দেন। অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করো। বাবা পরিষ্কার ভাবে বলে দেন - এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না অর্থাৎ আমার থেকে পাওয়া যায় না। তোমরা তমোপ্রধান অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হও। আমিও মুক্তিধামে থাকি। তোমরাও মুক্তিধামে থাকো, তারপর ওখান থেকে তোমরা স্বর্গে যাও। ওখানে স্বর্গে আমি থাকি না। এও হলো ড্রামা। এরপর হুবহু আবার এমন রিপটি হবে এবং আবার এই জ্ঞান ভুলে যাবে। এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে। যতক্ষণ সঙ্গমযুগ না আসবে, ততক্ষণ এই গীতা জ্ঞান কিভাবে হতে পারবে। বাকি যে সব শাস্ত্র ইত্যাদি আছে, সে হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র।

এখন তোমরা নলেজ শুনছো। আমি হলাম বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর। তোমাদের আমি কিছুই করতে দিই না, পায়ে পড়তেও দিই না। তোমরা কার পায়ে পড়বে? শিববাবার তো পা নেই? এ তো ব্রহ্মার পায়ে পড়া হয়ে যাবে। আমি তো তোমাদের গোলাম। তাঁকে বলা হয় নিরাকারী, নিরহংকারী, তাও যখন তিনি অ্যাক্ট এ আসেন, তখনই নিরহংকারী বলা যাবে। বাবা তোমাদের অগাধ জ্ঞান দেন। এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান। এরপর যে যতটা নিতে পারে। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন নিয়ে এরপর তা অন্যকে দান করতে থাকো। এই রত্নের জন্যই বলা হয়, এক একটি রত্ন লাখ টাকার। প্রতি পদে পদ্ম তো একমাত্র বাবাই দেন। তোমাদের সেবাতে অনেক মনোযোগ দেওয়া উচিত। তোমাদের পদক্ষেপ হলো স্মরণের যাত্রা, এতে তোমরা অমর হয়ে যাও। ওখানে কোনো মৃত্যুভয় থাকে না। তোমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে। তোমরা মোহজিত রাজার কাহিনীও শুনেছো। এ তো বাবা বসেই বোঝান। এখন বাবা তোমাদের এমনই বানান, এ এখনকারই কথা।

রাখী বন্ধনের পর্বও পালন করা হয়। এ কবেকার নিদর্শন? ভগবান কখন বলেছিলেন যে, পবিত্র হও? এই দুনিয়ার মানুষ কি জানে যে, নতুন দুনিয়া কবে এবং পুরানো দুনিয়া কবে হয়? এও কেউ জানে না। কেবল এইটুকুই বলে যে, এ হলো কলিযুগ। সত্যযুগ ছিলো, এখন আর তা নেই। মানুষ পুনর্জন্মকেও মানে। ৮৪ লাখ বলে দেয়, তাহলে তো পুনর্জন্মই হলো। নিরাকার বাবাকে সকলেই স্মরণ করে। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা, তিনি এসেই আমাদের বোঝান। দেহধারী বাপু তো অনেকই আছে। পশুরাও তাদের বাচ্চাদের বাবা। তাদের জন্য তো এমন বলা হবে না যে, পশুর বাবা। সত্যযুগে কোনো আবর্জনা বা বাজে জিনিস থাকে না। সেখানে মানুষ যেমন, আসবাবও তেমন। ওখানে পাখিরাও খুব সুন্দর হয়। সেখানে সব সুন্দর জিনিস থাকবে। সেখানে ফল কত সুস্বাদু এবং বড় হয়। তারপর এইসব কোথায় চলে যায়

! মিষ্টি, সুস্বাদু থেকে তেতো হয়ে যায়। মানুষ যখন থার্ড ক্লাস হয়ে যায় তখন জিনিসও থার্ড ক্লাস হয়ে যায়। সত্যযুগে সবাই ফার্স্ট ক্লাস, তাই জিনিসও ফার্স্ট ক্লাস হয়। কলিযুগে সবাই থার্ড ক্লাস। সমস্ত জিনিসই সতো, রজঃ এবং তমঃ অবস্থা দিয়ে পার হয়। এখানে তো কোনো আনন্দই নেই। আত্মাও তমোপ্রধান তাই শরীরও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাম্বারা, এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, কোথায় ওরা, কোথায় তোমরা, রাতদিনের তফাৎ। বাবা তোমাদের কত উঁচু বানান। তোমরা যত স্মরণ করবে ততই হেল্‌থ, ওয়েল্‌থ দুইই পাবে। বাকি আর কি চাই। এই দুটির মধ্যে একটি যদি না থাকে তাহলে হ্যাপিনেস থাকবে না। মনে করো হেল্‌থ রয়েছে কিন্তু ওয়েল্‌থ নেই, তাহলে কোন্ কাজের? কথায় বলে - "অর্থ থাকে তো চারিদিকে ঘুরে বেড়াও।" বাম্বারা মনে করে - ভারত সোনার চড়ুই পাখি ছিল, এখন সেই সোনা কোথায়। সোনা - রূপা - তামা সব চলে গেছে, এখন সব কাগজই কাগজ। কাগজ যদি জলে বয়ে যায় তাহলে অর্থ কোথা থেকে পাবে। সোনা তো অনেক ভারী হয়, সোনা সেখানেই পড়ে থাকে। আগুনও সোনাকে জ্বালাতে পারে না। তো এখানে সবই দুঃখের কথা। ওখানে এইসব কথাই নেই। এখানে এইসময় অপার দুঃখ। বাবা তখনই আসেন যখন অপার দুঃখ থাকে, কাল আবার অপার সুখ হবে। বাবা তো কল্প - কল্প এসে পড়ান, এ কোনো নতুন কথাই নয়। তোমাদের খুশীতে থাকা উচিত। কেবল খুশীই খুশী, এ হলো অস্তিম সময়ের কথা। অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপ - গোপীদের জিপ্তেস করো। পরের দিকে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝে যাও।

রিয়েল শান্তি কাকে বলা হয়, এ একমাত্র বাবাই বলে দেন। তোমরা বাবার থেকে শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। তাঁকে সবাই স্মরণ করে। বাবা হলেন শান্তির সাগর। বাবা বোঝান, কে আমার কাছে আসতে পারে। অমুক - অমুক ধর্ম, অমুক - অমুক সময়ে আসে। তারা স্বর্গে তো আর আসতে পারে না। এখন অনেক সাধু - সন্ত হয়েছে, তাই তাদের মহিমা হয়। পবিত্র হলে অবশ্যই তাদের মহিমা হওয়া উচিত। এখন তো অনেক নতুন এসেছেন। পুরানোদের তো এতো মহিমা হতে পারে না। ওরা তো সুখ ভোগ করে তমোপ্রধান অবস্থায় চলে গেছে। কতো বিভিন্ন ধরনের গুরু আছে, কিন্তু এই অসীম জাগতিক (কল্প) বৃক্ষকে কেউই জানে না। বাবা বোঝান যে, ভক্তির সমগ্রী এতোটাই, যতটা এই বৃক্ষ ছড়িয়ে রয়েছে। জ্ঞান বীজ কতো ছোটো। ভক্তি অর্ধেক কল্প ধরে চলে। এই জ্ঞান তো কেবল এই এক জন্মের জন্য। জ্ঞান প্রাপ্ত করে তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য মালিক হয়ে যাও। ভক্তি বন্ধ হয়ে যায় তখন দিন শুরু হয়। এখন তোমরা সদাকালের জন্য প্রফুল্ল হয়ে যাও, একে বলা হয় ঈশ্বরের অবিনাশী লটারী। এরজন্য পুরুষার্থ করতে হয়। ঈশ্বরীয় লটারী আর আসুরিক লটারীর মধ্যে কতো তফাৎ হয়ে থাকে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মারূপী পিতা তাঁর আত্মারূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) তোমাদের, স্মরণের প্রতিটি কদমে পদম রয়েছে, এর দ্বারাই অমর পদ প্রাপ্ত করতে হবে। বাবার থেকে তোমরা যে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পাও, তা দান করতে হবে।

২) আত্ম-অভিমানী হয়ে অপার খুশীর অনুভব করতে হবে। শরীর থেকে মোহ মুক্ত করে সদা উৎফুল্ল থাকতে হবে, মোহজিত হতে হবে।

বরদানঃ:- প্রতিটি মুহূর্তকে অস্তিম মুহূর্ত মনে করে সদা আধ্যাত্মিক আমোদে থাকা বিশেষ আত্মা ভব সঙ্গম যুগ হলো আনন্দে থাকার যুগ, এইজন্য প্রতিটি মুহূর্তে আনন্দের অনুভব করতে থাকো। কখনও কোনও পরিস্থিতিতে বা পরীক্ষাতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। কেননা এই সময় হলো অকালে মৃত্যু হওয়ার সময়। অল্প কিছুক্ষণও যদি আনন্দের পরিবর্তে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাও আর সেই সময় যদি অস্তিম মুহূর্ত এসে যায়, তাহলে অস্তিক কালে যেমন মতি তথা গতি কি হবে? এইজন্য এভারেডি-র পাঠ পড়ানো হয়। এক সেকেন্ডও ধোঁকা দেওয়ার মতো হতে পারে। সেইজন্য নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে প্রতিটি সংকল্প, বাণী আর কর্ম করো আর সদা আধ্যাত্মিক আনন্দে থাকো।

স্নোগানঃ:- অচল হতে হলে ব্যর্থ আর অশুভকে সমাপ্ত করো।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"শিব জয়ন্তী - ব্রত নেওয়ার এবং সর্ব সমর্পণ হওয়ার স্মারক"

আজ ত্রিমূর্তি রচয়িতা শিববাবা তাঁর নিজের পূজ্য শালগ্রামদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন। আজ মিলন হবে আজ উদযাপনও হবে। বিশ্বের চতুর্দিক থেকে বাপদাদার জয়ন্তী উদযাপন করার জন্য তোমরা সবাই বড়ই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এখানে এসে পৌঁছেছো। বাচ্চারা বলে, বাবার জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছি আর বাবা বলেন, বাচ্চাদের জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছি। তোমরা সবাইও নিজেদের জয়ন্তী অলৌকিক বার্থ ডে উদযাপন করতে এসেছ। সারা কল্পে এমন অভিনব এবং মনোরম বার্থ ডে কখনো হয় না। সমগ্র কল্পে দেখেছ, এমন বার্থ ডে পালন করা হয়েছে, যা বাবারও হয় আর সাথে বাচ্চাদেরও হয়? কেননা, বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে শিববাবা ও ব্রহ্মা দাদার সাথে সাথে ব্রাহ্মণও অবশ্যই চাই। ব্রাহ্মণ ব্যতীত যন্তু সফল হয় না। সেইজন্য বাবা আর বাচ্চাদের সম্মিলিত জন্মদিন অর্থাৎ জয়ন্তী। তো বাচ্চারা অন্তঃকরণে বাবাকে অভিবাদন করছে আর বাবা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাকে অলৌকিক জন্মের কোটি কোটির থেকেও বেশি হৃদয়ের শুভাশিসের সাথে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন! (সবাই হাত নাড়িয়েছে) খুব ভালো - এক হাতের তালি ভালো লাগে, দুই হাতের নয়। খুব খুশি তো না, তাইতো হাত থামে না, চলতে থাকে।

দুনিয়াতে ভক্তরাও শিব জয়ন্তী প্রচুর আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে পালন করে। কিন্তু তারা পালন করে এক দিনের জাগরণ বা একদিনের ব্রত। তোমরা বাচ্চারা অস্ত্রান নিদ্রা থেকে জাগরণের সংকল্প একদিনের জন্য করনি, জাগরণ তারাও করে কিন্তু তোমরা এক সঙ্গম যুগের হিরে তুল্য জন্মের জাগরণ করেছ আর করছ। জেগে উঠেছ তো না! এখন আবার ঘুমিয়ে যাবে না তো! নাকি অল্পস্বপ্ন ঘুমিয়ে যাবে! আচ্ছা, ঘুমাবে না তো একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে! এই জাগরণ এমন জাগরণ যে স্বয়ং তো জেগে যায় এবং অন্যকেও জাগায়। জ্ঞানের জীবনে জাগরণ মানে অন্ধকার থেকে আলোয় আসা। এই অলৌকিক জাগরণ সবার ভালো লাগে তো না! যখন থেকে জন্ম নিয়েছ, জয়ন্তী উদযাপন করেছ তখন থেকে কী কী ব্রত নিয়েছো? স্মরণে আছে তো না! বাচ্চারা বলে, স্মরণ কি, আমাদের ন্যাচারাল জীবনই 'ব্রত' হয়ে গেছে। পবিত্র আহার, পবিত্র ব্যবহার এবং পবিত্র বিচার হয়ে গেছে এই জীবন। এক মাসের জন্য, দু' মাসের জন্য নয়, জীবনই ব্রত ধারণ করার হয়ে গেছে। ন্যাচারাল নেচার হয়ে গেছে। পবিত্রতার নেচার হয়ে গেছে, তাই না! নেচার তৈরি হয়ে গেছে, নাকি তৈরি করতে হবে? তৈরি হয়ে গেছে তো না? শুধু কাঁধ নাড়াও ব্যস! তৈরি হয়েছে? অপবিত্রতা নেচার থেকে সমাপ্ত হয়ে গেছে আর পবিত্রতা জীবনে সমাহিত হয়েছে। এমন হিরেতুল্য শিব জয়ন্তী বা শালগ্রাম জয়ন্তী উদযাপন করেছ। চতুর্দিকের দেশ বিদেশের বাচ্চারাও সাথে সাথে উদযাপন করেছ। বাপদাদা দেখছেন যে বাবার সাথে আর তোমাদের সাথে চতুর্দিকে তারাও কত খুশি হচ্ছে!

আজকের দিনে বিশেষভাবে ভক্তরা তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বলিও দেয়। তোমরা সবাই মন-বচন-কর্ম দ্বারা বাবার সামনে সমর্পণ হও, তারই স্মারক রূপে ভক্তরা নিজেকে বলি দেয় না, ছাগ বলি দেয়। আর কাউকে পায়নি, ছাগলই কেন তারা পেয়েছে? এরও রহস্য তোমরা জানো, কেননা, সবচেয়ে বড় থেকে বড় দেহ-অভিমানের কারণ হলো, "আমি স্ব (ম্যাঁয়) ভাব।" এই "আমি স্বভাব" যখন সমর্পণ করে দাও তখনই তোমরা ব্রাহ্মণ হও। তো ছাগল কী করে? ম্যাঁ, ম্যাঁ ... এটা দেহ অভিমানের আমি ভাবের লক্ষণ আর দেহ অভিমানের আমি ভাব খুব সূক্ষ্মও এবং বিভিন্ন রকমেরও। সর্বাপেক্ষা প্রথম আমি ভাব - আমি শরীর, আমি অমুক। এর পরে গিয়ে তো সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ারও বিভিন্ন আমি ভাব আছে। আরও পরে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পজিশনেরও আমি ভাব আছে। তার থেকেও সূক্ষ্ম নিজের বিশেষত্বের আমি ভাব উপর থেকে নিচে নামিয়ে আনে। বিশেষত্ব প্রত্যেকের মধ্যে আছে, এমন কোনও মনুষ্য আত্মা নেই যার মধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনও বিশেষত্ব থাকবে না, এটা নয়। জ্ঞানী জীবনেও সব ব্রাহ্মণের ভিতরে ন্যূনতম একটা বিশেষত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু জ্ঞানী জীবনে বিশেষত্ব পরমাত্ম প্রদত্ত পরমাত্ম উপহার। যখন পরমাত্মার দানকে দেহ অভিমান বশে আমি স্বভাবে নিয়ে আসে, আমি এরকম, সেটা রয়্যাল অভিমান - সবচাইতে বড় 'আমি ভাব।' সুতরাং সমর্পণ তো হয়েই আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাদের আরও কী বিবেচনা করতে হবে?

টিচাররা সবাই তোমরা নিজেদেরকে কী বলো? সমর্পণ তো হয়েছে না! টিচার্স সবাই সমর্পিত? আচ্ছা - যারা প্রবৃত্তিতে থাকে তারা সমর্পিত হয়েছে? হ্যাঁ কি না? পান্ডব সমর্পিত? খুব ভালো, অভিনন্দন। ভবিষ্যতে কী করতে হবে? সমর্পণ তো

হয়ে গেছে, খুব ভালো। এবার ভবিষ্যতে এটা চেক করতে হবে, বলবো কি? তোমরা বলবে সমর্পিত হয়েছি তো না, আর কী করতে হবে? এক হলো সমর্পণ আর পরে হলো 'সর্ব সমর্পণ'। 'সর্ব' তে বিশেষ আন্ডারলাইন রয়েছে, নিজের মন-বুদ্ধি-সংস্কার সহ সমর্পণ কেননা তোমরা যত এগিয়ে যাও, পুরুষার্থে ততো তীব্রগতিতে কদম উঠাও আর উঠাচ্ছও। কিন্তু বর্তমান বায়ুমন্ডল অনুসারে তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনেও মন আর বুদ্ধির উপরে ব্যর্থের ফলাফল খারাপ কিছু না, কেননা সব খারাপ শেষ হয়ে গেছে। যতই হোক, কিন্তু ব্যর্থ আর নেগেটিভের প্রভাব বেশি থাকার কারণে তোমাদের যথার্থ আর সত্য নির্ণয়ের অনুভব শক্তি কম হয়ে যায়। বোধের দ্বারা অনুভব হয় - হ্যাঁ এটা রং, এটা ঠিক নয়। কিন্তু এক হলো বিবেক দ্বারা অনুভব, আরেক হলো হৃদয়ের অনুভব। যদি হৃদয় থেকে কোনও বিষয়কে অনুভব করে নিয়েছ তবে দুনিয়া বদলে গেলেও কিন্তু নিজে বদলাবে না। তাছাড়া সংস্কার, ৬৩ জন্মের পুরানো হওয়ার কারণে ন্যাচারাল হয়ে গেছে, যা অন্য ভাবে বলে থাকে 'এটা ভুল নয়, কিন্তু এটা আমার নেচার।' তো পুরানো সংস্কার কিছু মুছে যায়, কিছু চাপা পড়ে যায়, আবার বেরিয়ে আসে। কিন্তু সর্ব সমর্পণের অর্থ হলো - মনের ভাব আর ভাবনা প্রত্যেক আত্মার প্রতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, যাকে বাপদাদা বলে থাকেন যেমনই আত্মা হোক, ভিন্ন ভিন্ন তো হবেই, এটা কল্প বৃক্ষ, যদি ভ্যারাইটি না হয় তবে শোভা থাকবে না, কিন্তু প্রত্যেক আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা থাকে। এমনকি তোমরা অশুভ ভাবনাকেও পরিবর্তন করে শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা বজায় রাখো, প্রত্যেক আত্মার জন্য এই মঙ্গল কামনা অবশ্য তাদের বদলাবে। এমন নয় যে এর তো কখনো পরিবর্তন হবেই না, তার প্রতি জজ হয়ে জাজমেন্ট দিও না যে এ' পরিবর্তন হবেই না। তোমরা যখন চ্যালেঞ্জ করেছই যে প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করে সতঃ গুণী বানাতেই হবে, তখন তো হবে কি হবে না এই প্রশ্নই নেই, বানাতেই হবে। 'ই' শব্দকে তোমরা আন্ডারলাইন করেছো। তাহলে কি প্রকৃতি পরিবর্তন হতে পারে, আত্মা পরিবর্তন হতে পারে না? আত্মা তো প্রকৃতির পুরুষ। তো প্রকৃতি বদলাবে, পুরুষ বদলাবে না কেন? সুতরাং, বর্তমান সময়ে মন-বুদ্ধি-সংস্কার, স্ব-এর পরিবর্তন এবং সকলের পরিবর্তন - এটাই সেবা।

সবাই জিজ্ঞাসা করে - এই বছরে কী করতে হবে? ডবল সেবা করতে হবে। এক তো স্ব-এর সর্ব সমর্পণ, আরেক, স্ব-কে এত সমর্পণ করো যাতে তোমাদের বায়ুমন্ডল, তোমাদের ভাইব্রেশন, তোমাদের সঙ্গ, তোমাদের হৃদয়ের সহযোগ, তোমাদের হৃদয়ের শুভেচ্ছা সহজভাবে পরিবর্তন করতে অন্যদেরও যেন সহযোগ দেয়। এতটাই স্ব পরিবর্তন করতে হবে। সর্ব সমর্পণ করতে হবে। এক, এই সেবা আর দুই, লোক সেবা, রেজাল্ট বাবা দেখেছেন যে, চারদিকে, দেশে বিদেশে, গ্রামে সব ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যে সেবা করেছে, বাবার প্রতি ভালবাসাতে করেছে, তার জন্য তো বাপদাদা অনেক অনেক অনেক অভিনন্দন জানান। ভবিষ্যতে তোমাদের কী করতে হবে? বাপদাদা দেখেছেন যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে, তা' ব্রাহ্মণদেরই বৃদ্ধি হয়েছে, আরও তীব্রগতিতে বৃদ্ধি হওয়ার আছে। সেই সঙ্গে যারা লোকপ্রিয় সেবা করেছে, বিভিন্ন প্রজেক্ট দ্বারা যে সেবা হচ্ছে, তা' খুব ভালো। এখন বিভিন্ন জায়গায় সহযোগী আত্মারা দক্ষ নিমিত্ত হয়েছে। তারা সহযোগী তো খুব ভালো, সহযোগের এক কদম উঠিয়েছে। এক পা তো বাড়িয়েছে কিন্তু অন্য পা সহজযোগী, কর্মযোগী হওয়ার। কর্মযোগী এবং সহজযোগী কিছুটা হলেও হয়েছে, এটা দ্বিতীয় স্টেজ। এখন এমন আত্মারা প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ দ্বারা যেন স্টেজে পার্ট প্লে করে। মাইক সর্বদা স্টেজের উপরে থাকে তো না! সুতরাং তারা মাইক হয়ে সেবার স্টেজে প্রত্যক্ষ স্বরূপে অবশ্যই আসবে। তোমরা মাইট, তারা মাইক। যেমন ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত রূপে মাইট, আর তোমরা সব বাচ্চাকে মাইক বানিয়েছেন, তেমনই তোমরা মাইট হও আর এমন মাইক প্রস্তুত করো। তারা আছে খুব ভালো ভালো, তাদের জন্য আশা রয়েছে তারা ফাস্ট যাবে। এখন শুধু এমন আরও আত্মাদের সাথে কানেকশন বাড়ানোর আবশ্যকতা আছে। তারা জানতে চায় কী করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে। মাইট হয়ে তাদেরকে বিধি এমনভাবে শোনাও যাতে লৌকিক অক্যুপেশন এবং অলৌকিক সেবা দুইয়ের ব্যালেন্স রেখে লাস্ট সো ফাস্ট, ফাস্ট সো ফাস্ট হওয়ার লাইনে যেন তারা এসে যায়। এমন আত্মারা আছে, শুধু প্রত্যক্ষ হতে হবে। তাদের সাথে শুধু কানেকশন বজায় রাখো আর তাদেরকে কারেন্ট দাও। অধ্যাত্মবাদের কারেন্ট, ভাইব্রেশন, বায়ুমণ্ডলের কারেন্ট এবং বিধি দেখাও যাতে তারা এটা প্রত্যক্ষ করানোর নিমিত্ত হয় যে ব্যালেন্সড রেখে চলা জীবন খুব ভালো আর সহজ। ঠিক আছে তো না! কী করতে হবে তা' তোমরা শুনে নিয়েছো, তাই না!

ছোট ছোট পুষ্পস্তবক তো তৈরি করো। ঠিক আছে বড় পুষ্পস্তবক না হোক, পাঁচ ফুলের, দশ ফুলের তোড়া তো নিয়ে এসো। সর্বত্র তারা বাপদাদার নজরে বিদ্যমান। শুনেছো! পাল্ডব শুনেছো? খুব ভালো। ডবল ফরেনার্স জাম্প করছে না বরং তারা উড়ছে, সুতরাং প্রথম পুষ্পস্তবক বিদেশ আনবে নাকি ভারত আনবে? কে আনবে? নাকি উভয়ে একসাথে আনবে? একদিক থেকে ফরেনার, একদিকে ভারতের, দুই পুষ্পস্তবক স্টেজে আসবে। ঠিক যেমন তোমরা এই সেরিমনি উদযাপন করো, তারাও সেরিমনি পালন করবে, উভয় পুষ্পস্তবকের সাথে, ভারতেরও বিদেশেরও। ঠিক আছে? যারা

বিদেশ থেকে তারা কী ভাবছে? ঠিক আছে? তাহলে, পরের সিজনে তাদের আনবে? আনতে হবে। যারা ভারত থেকে তারা আনবে? যাদের লৌকিক এবং অলৌকিক অক্যুপেশনের ব্যালেন্স আছে তাদের নিয়ে এসো। তোমাদের মতো শুধু যারা ব্রাহ্মণ জীবনে আছে তাদের নয়, বরং লৌকিক অলৌকিক দুইই, তাদের প্রভাব বেশি হবে। লোকে দৃষ্টি নিতে তোমাদের কাছে আসবে। আচ্ছা - কী ভাবছো, জয়ন্তী?

নামের ব্যাপারে ভাবছো কি? নির্মলা, মোহিনী এই নামের ব্যাপারে ভাবছো, তাই না? এখানে পাণ্ডবদের দেখ! ভারতের পান্ডব কিছু কম আছে। তারা ঈশ্বরের মহিমা তথা ঈশ্বরসম। দেখো, কিছু কিছু পান্ডব তো এখানে বসে আছে। এই ব্রায়ান তো সামনে বসে আছে, তাই না! (অস্ট্রেলিয়ার ব্রায়ান ভাইয়ের সাথে) ফুলের তোড়া প্রস্তুত করতে হবে তো না! খুব ভালো ভালো রয়েছে, কী নাম দাও, এন. সি. ও., আচ্ছা। ফরেনের এন. সি. ও. হাত তোলো। এন. সি. ও. হওয়া সহজ নয়! তোমাদের চমৎকার করতে হবে। তোমরা করতে পারো, কোনো বড় ব্যাপার নয় কেননা, ভূমি প্রস্তুত। বীজ বপনও হয়ে আছে, শুধু পালনের জল দিতে হবে। এখন বীজকে প্রতিপালনের জল দেওয়া প্রয়োজন। আচ্ছা।

টিচাররাও অনেকে এসেছে। টিচারদেরও অভিনন্দন। নিজেরই সেবা করেছে তো না! তাইতো সেবার অভিনন্দন। আচ্ছা। গুজরাটের কী অবস্থা? অস্থিরতা গুজরাট থেকে শুরু হয়েছে। বেশি অশান্ত গুজরাট আর বিদেশেও অল্প অল্প শুরু হয়েছে। ভয় পাও না তো, তাই না! ভূমি তো কাঁপে কিন্তু তোমাদের হৃদয় কাঁপে না তো! যেখানে ভূমির কম্পন হয়েছে, লোকসান হয়েছে, ওখান থেকে যারা এসেছে তারা ওঠো। যারা আমেদাবাদ থেকে তারাও ওঠো। আচ্ছা। হৃদয় কেঁপেছে নাকি ভূমি কেঁপেছে? কী হয়েছে? হৃদয়ে একটু এরকম এরকম হয়েছে? হয়নি! বাহাদুর তোমরা। বাপদাদা দেখেছেন যে, বাচ্চারা নিজেদের সাহস আর বাবার ছত্রছায়া দ্বারা তাদের রেকর্ড ভালো রেখেছে। কেউ ফেল হয়নি, সবাই পাস হয়ে গেছে, কেউ কম কেউ বেশি। সব জায়গাতে নম্বরক্রমানুসারে তো সবাই হয়েই থাকে। কিন্তু তোমরা সবাই পাস। অভিনন্দন। সবচাইতে বেশি সংকটপূর্ণ স্থান থেকে কে এসেছে? (একজন ভুজ থেকে এবং এর কাছাকাছি এক শহর ভাট থেকে একজন বোন এসেছে) আচ্ছা, ভুজে তোমরা তো হাজারো ভুজের (হাত) সাথে ছিলে। আচ্ছা, এই পেপারে তোমরা পাস। খুব ভালো করেছে। ভবিষ্যতেও কেঁপে যেও না। এখন তো হতে থাকবে। ঘাবড়ে যেও না। (প্রতিদিন হয়) হতে দাও। দেখ পরিবর্তন হতে হবে তো না! সুতরাং প্রকৃতিও তো নিজের কাজ করবে, তাই না! যখন মনুষ্য আত্মারা প্রকৃতিকে তমোগুণী বানিয়ে দিয়েছে, তাহলে সে নিজের কাজ তো করবে তাই না! কিন্তু ড্রামার খেলাতে এই প্রতিটা খেলাও খেলা। দেখে নিজের অবস্থা উপর নিচে ক'রো না। মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মাদের স্ব-স্থিতিকে পর-স্থিতি যেন প্রভাবিত না করতে পারে। পরিবর্তে অন্য আত্মাদের মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার নিমিত্ত হও কেননা, মানসিক পীড়া তোমরা মেডিটেশন দ্বারাই সমাप्त করতে পারো। ডাক্তাররা নিজেদের কাজ করবে, সায়েন্সের লোকেরা তাদের নিজেদের কাজ করবে, গভর্নমেন্ট নিজের কাজ করবে, তোমাদের কাজ হলো মানসিক পীড়া, টেনশন শেষ করে দেওয়া। টেনশন ফ্রী জীবনের দান দেওয়া। সহযোগ দেওয়া। যেমন, বর্তমান সময়ে দেশ বিদেশের তারা সবাই সহযোগী হয়ে সহযোগ দিচ্ছে, তাই না। এটা খুব ভালো করছে। এতে প্রমাণ হয় যে বিদেশ হোক বা যেকোনো কেউই হোক ভারত দেশের প্রতি ভালবাসা আছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের কার্য তো করছে, তোমরা তোমাদেরটা করছো। যেমন, যদি আগুন লাগে, তাহলে যারা আগুন নেভায় তারা ভয় পায় না, আগুন নেভায়। সুতরাং তোমরা সবাই মনোপীড়ার অগ্নি-নির্বাপক। আচ্ছা।

তাহলে, গুজরাট মজবুত তো না! হাজারো ভুজের ছত্রছায়ায় আছ তোমরা। যেকোনো কোথাও এটা হতে পারে, এখন তো গুজরাটকে দেখে তোমরা অনুভবী হয়ে গেছ তো না! যেখানেই হোক না কেন, দেখ প্রকৃতিকে কেউ মানা করতে পারে না - গুজরাটে এসো, আবুতে এসো না, বোম্বেতে (মুম্বই) এসো না, না! সে স্বাধীন। যতই হোক, সবাইকে নিজের স্ব-স্থিতি অনড় অটল আর নিজের বুদ্ধিকে, মনের লাইনকে ক্রিয়ার রাখতে হবে। লাইন যদি ক্রিয়ার থাকে তবে টাচিং হবে। বাপদাদা আগেই বলেছিলেন ওদের ওয়্যারলেস আছে, তোমাদের ভাইসলেস বুদ্ধি আছে। কী করতে হবে, কী হতে চলেছে, তোমরা তা স্পষ্টভাবে আর তাড়াতাড়ি নির্ণয় করতে পারবে। এমন ভাববার প্রয়োজন হবে না আমরা বাইরে বেরিয়ে যাই! ভিতরে বসি! দরজায় বসি! ছাদে বসি! না! তোমাদের পা সেখানেই নিয়ে যাবে যেখানে সেক্ষি থাকবে। আর যদি তোমরা খুব ঘাবড়ে যাও, ঘাবড়ানো তো উচিত নয়, কিন্তু যদি খুব ঘাবড়ে যাও, খুব ভয় লাগে তাহলে মধুবন অ্যাসাইলাম ঘর তোমাদের। ভয় পেও না। এখনো তো কিছু হয়নি, এখন সব কিছু হওয়ার আছে, ভীত হয়ো না, এটা খেলা। পরিবর্তন তো হতে হবে তাই না! বিনাশ নয়, পরিবর্তন হতে হবে। সবার মধ্যে বৈরাগ্য বৃত্তি উৎপন্ন হতে হবে। সহৃদয় হয়ে সর্বশক্তি দ্বারা সকাশ দিয়ে কৃপা করো। বুঝেছো!

এখন এক সেকেন্ডে মন আর বুদ্ধি একাগ্র করতে পারো? স্টপ, ব্যস্ স্টপ হয়ে যায় যেন। এখন এক সেকেন্ডের জন্য মন

আর বুদ্ধি একেবারে একাগ্র বিন্দু, বিন্দুতে সমাহিত হয়ে যাও। আচ্ছা। (বাপদাদা ড্রিল করিয়েছেন)

চতুর্দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের, চতুর্দিকের যারা সদা দূত সংকল্পের ব্রত রাখে এমন অনড় আত্মাদের, চতুর্দিকের যারা সাহস আর উদ্যমের সাথে স্ব সেবা এবং লোক কল্যাণের সেবা করে এমন সকল মহান সেবাধারী আত্মাদের, আজকের শিব জয়ন্তীর অভিনন্দন আর শুভাশিস সহ স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- বাবার স্নেহ হৃদয়ে ধারণ করে সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত প্রকৃত স্নেহী ভব
বাবা সব বাচ্চাকে একইরকম স্নেহ দেন। কিন্তু বাচ্চারা নিজের শক্তি অনুযায়ী স্নেহ ধারণ করে। যারা
অমৃতবেলার আদি সময়ে বাবার স্নেহ ধারণ করে নেয়, তাদের হৃদয়ে পরমাত্ম স্নেহ সমাহিত হওয়ার
কারণে আর কোনো স্নেহ তাদের আকর্ষণ করে না। যদি হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্নেহ ধারণ না করে তাহলে হৃদয়ে
জায়গা হওয়ার কারণে মায়া ভিন্ন ভিন্ন অনেক রূপে স্নেহে আকর্ষণ করে নেয়। সেইজন্য প্রকৃত স্নেহী হয়ে
পরমাত্ম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকো।

স্নোগান:- দেহ, দেহের পুরানো দুনিয়া এবং সম্বন্ধের উর্ধ্বে যারা ওড়ে তারাই ইন্দ্রপ্রস্থ নিবাসী।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বংশ সংগঠিতভাবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত
বিশেষ করুণাময় বাবার সঙ্গে নিজের সহৃদয় স্বরূপে স্থিত হয়ে সকল আত্মাকে পবিত্রতার বল প্রদান করুন। পবিত্র ভাইব্রেশন বায়ুমণ্ডলে
ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করুন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading
7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light
List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ধারণা করতে থাকো, তাহলে অন্টিমে তোমরা বাবার সমান হয়ে যাবে, বাবার সম্পূর্ণ শক্তি তোমরা হজম করতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ দুটি শব্দের স্মৃতির দ্বারা তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারো?

*উত্তরঃ - খান আর পতন, সতোপ্রধান আর তমোপ্রধান, শিবালয় আর বেশ্যালয় । এই দুটি দুটি কথা স্মৃতিতে থাকলে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে যাবে । বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞানকে যথার্থ রীতিতে জানো । ভক্তিতে কোনো জ্ঞান নেই কেবল মন খুশী করার কথা বলতে থাকে । ভক্তিমার্গ হলোই মনকে খুশী করার মার্গ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মিক বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । এখন বাচ্চারা, বাবা তোমাদের জন্য বলছেন, তোমরা কতো উচ্চ ছিলে । এ হলো উত্থান আর পতনের খেলা । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে, আমরা কতো উত্তম আর পবিত্র ছিলাম । এখন কতো নিচু হয়ে গেছো । তোমরাই দেবী দেবতাদের সামনে গিয়ে বলা - তুমি উঁচু আর আমি নীচ । প্রথম - আগে এই কথা জানা ছিলো না যে, আমরাই উঁচুর থেকে উঁচু হই আবার নিচে নেমে যাই । বাবা এখন তোমাদের বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কতো উচ্চ আর পবিত্র ছিলে, এখন কতো অপবিত্র হয়ে গেছো । পবিত্রকে উঁচু বলা হয়, তাকে বলা হয় ভাইসলেস (নির্বিকারী) দুনিয়া । ওখানে তোমাদের রাজ্য ছিলো যা এখন তোমরা আবার স্থাপন করছো । বাবা কেবল ইঙ্গিত দেন যে, তোমরা অনেক উচ্চ শিবালয় সত্যযুগের নিবাসী ছিলে, এরপর জন্ম নিতে নিতে অর্ধেক পরে তোমরা বিকারে পড়তে শুরু করো এবং পতিত - ভিশস (বিকারী) হয়ে যাও । অর্ধেক কল্প তোমরা ভিশস ছিলে আবার তোমাদের ভাইসলেস, সতোপ্রধান হতে হবে । এই দুটি শব্দ মনে রাখতে হবে । এ হলো এখন তমোপ্রধান দুনিয়া । সতোপ্রধান দুনিয়ার নিদর্শন হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । সতোপ্রধান ভারতে এদের রাজত্ব ছিল । ভারত অনেক উত্তম ছিলো এখন কনিষ্ঠ হয়ে গেছে । ভাইসলেস থেকে ভিশস হতে তোমাদের ৮৪ জন্ম লাগে । যদিও সেখানে অল্প - অল্প করে কলা কম হতে থাকে । তবুও সেখানে তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হবে, তাই না । একদম সম্পূর্ণ নির্বিকারী শ্রীকৃষ্ণকে বলা হবে । তিনি গৌরবর্ণ (সতোপ্রধান) ছিলেন, এখন শ্যামবর্ণ (তমোপ্রধান) হয়ে গেছেন । তোমরা এখন এখানে বসে আছো, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে, আমরা শিবালয়, এই বিশ্বের মালিক ছিলাম । দ্বিতীয় অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না, কেবল আমাদেরই রাজ্য ছিলো তারপর দুই কলা কম হয়ে গিয়েছিলো । অল্প - অল্প করে কলা কম হতে হতে ত্রেতাতে দুই কলা কম হয়ে গিয়েছিলো । পরের দিকে ভিশস হয়ে যায় তারপর নামতে - নামতে ছিঃ - ছিঃ হয়ে যায় । একে বলা হয় বিকারী দুনিয়া । বিষয় বৈতরণী নদীতে ধাক্কা খেতে থাকে । ওখানে সবাই ক্ষীর সাগরে থাকে । তোমরা এই পৃথিবীর সম্পূর্ণ হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে, নিজেদের ৮৪ জন্মের কাহিনীকে বুঝতে পেরে গেছো । আমরা ভাইসলেস ছিলাম, এঁদের রাজত্ব ছিলো, সেই রাজ্য পবিত্র ছিলো, তাকে বলা হবে সম্পূর্ণ স্বর্গ । ত্রেতাকে বলা হবে সেমি স্বর্গ । এ কথা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, তাই না । বাবা এসেই তোমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন । মধ্যের সময় রাবণ আসে, তারপর এই ভিশস দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । তারপর আদিতে যাওয়ার জন্য পবিত্র হতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করে মামেকম্ স্মরণ করো । নিজেকে দেহ মনে করো না । তোমরা ভক্তি মার্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলে - বাবা, তুমি এলে আমি তোমারই হবো । আত্মা বাবার সঙ্গে কথা বলে । কৃষ্ণ তো সর্ব আত্মাদের বাবা ছিলই না । আত্মাদের বাবা নিরাকার শিববাবা একজনই । লৌকিক বাবার থেকে জাগতিক উত্তরাধিকার আর অসীম জগতের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার ভারত পেয়ে থাকে, তাই সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয় । শিববাবা এসে দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন করেছিলেন । একথা সর্বদা মনে রাখা উচিত । এ তো খুশীর কথা, তাই না । এখন আমরা আবার শিবালয়ে যাচ্ছি । কেউ মারা গেলে বলা হয়, স্বর্গে গেছেন, কিন্তু এইভাবে কেউই যায় না । এ সবই ভক্তিমার্গের গালগল্প - মন খুশী করে দেওয়ার জন্য । প্রকৃত স্বর্গে তো তোমরা এখন যাচ্ছো । ওখানে কোনো রোগভোগ থাকে না । ওখানে তোমরা সর্বদা খুশীতে থাকো । তাই বাবা কতো সহজভাবে তোমাদের মতো ছোটো ছোটো বাচ্চাদের বসে বোঝান, যদিও বাইরে যেখানে খুশী থেকেও তোমরা পদপ্রাপ্তি করতে পারো, এখানে পবিত্রতাই মূখ্য । খাওয়া - দাওয়া যেন শুদ্ধ থাকে । দেবতাদের সামনে কখনো সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদির ভোগ দাও কি? গুরু গ্রন্থ সাহেবের সামনে কখনো ডিম বা বিড়ি ইত্যাদির ভোগ দিয়েছো কি? গ্রন্থ সাহেবকে মনে করা হয় - এ যেন গুরু গোবিন্দের শরীর । গ্রন্থকে এতটা মান দেওয়া হয় । এ যেন গুরুর দেহ । শিখরা এমনই মনে করে, কিন্তু গুরু নানক গ্রন্থ

লেখেনইনি। নানক তো অবতার নিয়েছিলেন। শিখদের বৃদ্ধি হয়েছিলো, পরে তারা গ্রন্থ লিখেছিলো। একের পর এক অনেকেই শিখ ধর্মে আসতে শুরু করেছিলো। প্রথমে তো গ্রন্থ খুব ছোটো ছিলো এবং হাতে লেখা ছিলো। গীতার জন্য যেমন মনে করা হয় - এ হলো কৃষ্ণের রূপ। যেমন মানা হয়, নানকের গ্রন্থ, তেমনই কৃষ্ণের জন্য গীতার মহিমা করা হয়। কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃই বলতে থাকে। একে বলা হয় অস্ত্রান্তর। জ্ঞান তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যেই আছে। গীতার দ্বারাই সদগতি হয়। সেই জ্ঞান তো বাবার কাছেই আছে। জ্ঞানের দ্বারা দিন আর ভক্তির দ্বারা রাত হয়। বাবা এখন বলছেন, আত্মাকে পবিত্র হতে হবে, এরজন্য পরিশ্রম করতে হবে। মাযার ঝড় এতো জবরদস্ত ভাবে আসে যে, জ্ঞান একদম উড়ে যায়। কাউকে বলতেও পারে না। প্রথমে কাম বিকারই খুব উৎপাত করে। এতেও অনেক সময় লাগে। এ তো হলো এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তির কথা। বাচ্চার জন্ম হলো আর মালিক হয়ে গেলো। তোমরা চিনতে পেরেছো যে, শিববাবা এসেছে, আর তার অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেছ। গীতাও শিববাবাই বলেছেন, তিনিই বলেছেন - "মামেকম" স্মরণ করো। আমি এই সাধারণ শরীরে আসি। কৃষ্ণ তো সাধারণ নন। তিনি যখন জন্ম নেন, তখন যেন বিদ্যুৎতের চমক লাগে। অনেক প্রভাব পড়ে, তাই তো শ্রীকৃষ্ণের এখন পর্যন্ত এমন মহিমা। বাকি শাস্ত্র ইত্যাদি সবই ভক্তিমাগের। ইংরাজীতে একে ফিলোসফি বলে দেয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান তো একমাত্র আধ্যাত্মিক পিতাই দিতে পারেন। তিনি নিজে বলছেন যে, আমি হলাম তোমাদের আধ্যাত্মিক পিতা। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। বাচ্চারা, তোমরাও বাবার কাছ থেকে শিখছো। তোমরা জ্ঞানও ধারণ করছো। পরের দিকে তোমরাও বাবার মতো হয়ে যাবে। সম্পূর্ণই এই ধারণার উপর নির্ভর করে। তারপর বাবার স্মরণে সেই শক্তি এসে যাবে। এই স্মরণকে শক্তির ধার বা তীক্ষ্ণতা বলা হয়। তবে তলোয়ারের মধ্যেও তো অনেক তফাৎ হয়। কোনো তলোয়ার যেমন ১০০ টাকার হয় আবার কোনোটা তিন - চার হাজার টাকারও হয়। বাবা তো অনুভাবী, তাই না। তলোয়ারের অনেক মান। গুরু গোবিন্দ সিংয়ের তলোয়ারের কতো মান। তাই বাচ্চারা, তোমাদের যোগের শক্তির প্রয়োজন। তাই জ্ঞান তলোয়ারে তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন। এই তীক্ষ্ণতা এলেই শীঘ্র বুঝতে পারবে। নাটকের নিয়ম অনুসারে তোমরা পরিশ্রম করতেই থাকো। তোমরা যতো বাবাকে স্মরণ করবে, ততই তোমাদের পাপ কাটতে থাকবে। পতিত - পাবন বাবাই যুক্তি বলে দিচ্ছেন। এরপর পরের কল্পেও তিনি এমনভাবে এসেই তোমাদের জ্ঞান দেবেন। এনাকেও এইভাবে সব ত্যাগ করিয়ে নিজের রথ বানাবেন। বাচ্চারা, তোমাদের কতো আকর্ষণ থাকে, সবাই কেমন ছুটে আসে। বাবার মধ্যে আকর্ষণ তো আছে। এখন তোমাদেরও এমন সম্পূর্ণ হতে হবে। তবে তা নম্বর অনুসারেই হবে। এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে।

তোমরা সত্যযুগ আদি থেকে কলিযুগ অন্ত পর্যন্ত সৃষ্টিচক্রকে বুঝতে পেরেছো। এখন হলো সঙ্গম যুগ। বাবাকে অবশ্যই পবিত্র বানাতে আসতে হয়। পবিত্র অর্থাৎ সত্যপ্রধান। এরপর খাদ জমা হতে থাকে। এখন এই খাদ কিভাবে বের হবে? আত্মা যত স্বচ্ছ হয়, গয়নাও আসল হয় অর্থাৎ শরীর গৌরবর্ণ হয়। আত্মা যখন অস্বচ্ছ হয়ে যায় তখন শরীরও পতিত হয়ে যায়। জ্ঞানের পূর্বে তো ইনিও নমন - বন্দন করতেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের বড় অয়েল পেইন্টের চিত্র (দোকানে) গদিতে লাগানো থাকতো। তিনি ঐদেরই খুব শ্রদ্ধার বা ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতেন আর কাউকেই নয়। বাইরে অন্য দিকে খেয়াল গেলে নিজেকে চড় মারতেন। মন কেন পালিয়ে যায়, কেন দর্শন হয় না? তিনি তো ভক্তিভেদেই ছিলেন। তারপর যখন বিষ্ণুর দর্শন হয়েছিলো তখন কি তিনি বিষ্ণু হয়ে গিয়েছিলেন? পুরুষার্থ তো অবশ্যই করতে হয়, এইম অবজেক্ট তো সামনে উপস্থিত। ইনি চৈতন্যে ছিলেন, যার জড় চিত্র বানানো হয়েছে। বাবা এসেছেন তোমাদের পবিত্র করতে, তিনি নর থেকে নারায়ণ বানান। তোমরাও তাঁদের রাজধানীতেই ছিলে। এখন আবারও এমন হওয়ার পুরুষার্থ যদি করো, তাহলে খুব ভালোভাবে অনুসরণ করা উচিত। ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হয় না। বিষ্ণু দেবতা - এই কথা ঠিক। মানুষ তো কিছুই জানে না। তারা বলে - গুরু ব্রহ্মা - গুরু বিষ্ণু...। এখন বিষ্ণু কার গুরু হবেন? মানুষ সবাইকে গুরু বলতে থাকে। তারা শিব পরমাত্মা নমঃ বলে, তাঁকেই গুরু এবং পরমাত্মা বলে। সবার উপরে তো বাবাই হলেন, তাই না। তাঁর থেকেই আমরা অন্যদের শেখানোর জন্য নিজেরা শিখছি। সদগুরু তোমাদের যা বোঝান, তা তোমরা অন্যদের বোঝাও। গুরুকে এমন বলা হয় না, যে ইনিই বাবা আবার ইনিই টিচার। এই সমস্ত জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা শিবালয়ে ছিলাম এখন আমরা বৈশ্যালয়ে আছি। আবার আমাদের শিবালয়ে যেতে হবে। যদিও মানুষ বলে থাকে - ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে, জ্যোতি, জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে কিন্তু আত্মা তো অবিনাশী। প্রত্যেকের মধ্যেই নিজের নিজের পার্ট ভরা রয়েছে। সকলেই অ্যাক্টর, তাদের সকলকেই নিজের পার্ট প্লে করতেই হবে। এ কখনোই শেষ হওয়ার নয়। এই সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যতো আত্মা রয়েছে, তাদের সকলকেই পার্ট প্লে করতে হবে। এ যেন নতুন করে স্যুটিং হতে থাকে, কিন্তু এ হলো অনাদি স্যুটিং, যা হয়ে রয়েছে। এই পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হতে থাকে। এ হলো এক ওয়ান্ডারফুল নক্সত্র যা ব্রুকুটির মধ্যে ঝলমল করতে থাকে। এ কখনোই মুছে যায় না। এই জ্ঞান তোমাদের পূর্বে ছিলো না। ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড। হেভেন বা স্বর্গ নাম শুনে মন খুশী হয়ে যায়। এখন তো সত্যযুগ আর নেই। এখন হলো কলিযুগ। তাই

পুনর্জন্মও এই কলিযুগেই নেবে। যেতে তো সকলকেই হবে কিন্তু পতিত আত্মারা সেখানে যেতে পারবে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা যোগবলের দ্বারা পবিত্র হও। এই পবিত্র দুনিয়া গড ফাদারই স্থাপন করেন। এরপর রাবণ একে নরক বানিয়ে দেয়। এ তো প্রত্যক্ষ, তাই না। মানুষ রাবণকে জ্বালায়। মানুষ তো বলে থাকে, এ অনাদি যুগ ধরে চলে আসছে, কিন্তু কবে থেকে এ শুরু হলো, এও কেউ জানে না। অর্ধেক অর্ধেক তো বলতে পারে না। কেননা তারা লাথ বছর বলে দেয়। কলিযুগ তো আবার ওরা চল্লিশ হাজার বছরের বলে দেয়। তাহলে মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে, তাই না। এই অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া খুব মুশকিল, সহজে জাগেই না। এখন হলো সঙ্গম যুগ, যখন বাবা এসে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। তোমরা পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হয়েই যাবে। এই পতিত দুনিয়াও শেষ হয়ে যাবে। এখন এই দুনিয়া কতো বিশাল। সত্যযুগে এই দুনিয়া অনেক ছোটো হয়ে যাবে। এখন এই মায়াকে জয় করে অবশ্যই তোমাদের পবিত্র হতে হবে। বাবা বলেন যে, মায়া অনেক দুস্তর। এই পবিত্র হওয়াতেই মায়া অনেক বিঘ্ন এনে উপস্থিত করে। পবিত্র হওয়ার সাহস রাখলে মায়া এসে কি হাল বানিয়ে দেয়। একদম ঘুসি মেরে ফেলে দেয়। যা অর্জন করেছো তাও শেষ করে দেয়। এরপর অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কেউ তো মায়ার ঘুসিতে পড়ে গেলে তারপর আর মুখ দেখাতে পারে না। তখন এতো উঁচু পদও পেতে পারে না। পুরুষার্থ সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। ফেল হওয়া উচিত নয়। তাই কেউ কেউ আবার গন্ধর্ব্ব বিবাহও করে দেখায়। সন্ন্যাসীরা বলে, বিয়ে করেও পবিত্র থাকা, এ অসম্ভব। বাবা বলেন, এও সম্ভব কেননা এতে প্রাপ্তি অনেক। অন্তিম এই এক জন্ম তোমরা পবিত্র থাকবে তাহলে তোমরা স্বর্গের বাদশাহী পাবে। এতবার প্রাপ্তির জন্য তোমরা কি এক জন্ম পবিত্র থাকতে পারবে না? ওরা বলে, বাবা আমরা অবশ্যই থাকবো। শিখরাও পবিত্রতার কঙ্কন ধারণ করে। এখানে হাতে কোনো সূতো ইত্যাদি পরার কোনো দরকার নেই। এ তো হলো বুদ্ধিতে ধারণের বিষয়। বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। বাচ্চারা অনেককেই এই কথা শোনায়, কিন্তু বড় (অর্থবান) মানুষদের বুদ্ধিতে বসেই না। বাবা বলেন, প্রথমে ওদের খুব ভালোভাবে বোঝাও - এই সবই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। শিববাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। বাবা এখন বলছেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এমন তো কেউই বলতে পারে না। প্রথমে তো তাদের বুদ্ধিতে বসাতে হবে যে, ভারত নির্বিকারী ছিলো, এখন সেই ভারত হলো বিকারী দুনিয়া, আবার কিভাবে নির্বিকারী হবে? ভগবান উবাচঃ মামেকম্ স্মরণ করো। ব্যস্, এতটুকু বললেই, অহো সৌভাগ্য! কিন্তু এতটুকুও বলতে পারবে না। সব ভুলে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে - উদঘাটন তো বাবাই করে দিয়েছেন। বাকি তোমরা নিমিত্ত রূপে করছো। সার্ভিস স্টেশনের উদঘাটনের জন্য এখন ফাউন্ডেশন করে দেওয়া হয়েছে। এ তো গীতারই কথা, গীতাতেই আছে - হে বাচ্চারা, তোমরা যদি কামকে জয় করো, তাহলে ২১ জন্মের জন্য জগৎজিত হতে পারবে। নিজেও যদি না হতে পারো, তো অন্যদের বোঝাও। এমনও অনেক আছে যারা অন্যদের তুলে ধরে নিজেরাই পড়ে যায়। এই কাম হলো মহাশত্রু, একদম গর্তে ফেলে দেয়। যে বাচ্চারা কামকে জয় করতে পারে, তারাই জগৎজিত হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই অন্তিম জন্মে সর্ব প্রাপ্তিকে সামনে রেখে পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে। মায়ার বিঘ্নের কাছে হেরে যাবে না।

২) এইম অবজেক্টকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। ব্রহ্মা বাবা যেমন পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ হয়েছিলেন এমনই তাঁকে অনুসরণ করে সিংহাসনের উপযুক্ত হতে হবে। আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে পরিশ্রম করতে হবে।

বরদানঃ:- অধিকারী হয়ে সমস্যাগুলিকে খেলায় খেলায় পার করে হিরো পার্টধারী ভব যেরকমই পরিস্থিতি হোক, সমস্যা আসুক, কিন্তু সমস্যাগুলির অধীন নয়, অধিকারী হয়ে সমস্যাগুলিকে এমনভাবে পার করো যেন খেলতে-খেলতে অতিক্রম করছো। যদি কাল্লার পার্টও হয় কিন্তু অন্তরে এই জ্ঞান থাকবে যে এই সবই হলো খেলা - যাকে বলা হয় ড্রামা আর ড্রামাতে আমরা হলাম হিরো পার্টধারী। হিরো পার্টধারী অর্থাৎ অ্যাকুরেট ভূমিকা পালনকারী সেইজন্য কঠিন সমস্যাকেও খেলা মনে করে হাল্কা বানিয়ে দাও, কোনও বোঝা যেন না থাকে।

স্লোগানঃ:- সদা জ্ঞানের চিন্তনে থাকো, তাহলে সদা হাসিখুশী থাকবে, মায়ার আকর্ষণ থেকে বেঁচে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - কাজকর্ম করতে করতেও কেবল বাবার স্মরণে থাকো, চলতে-ফিরতে বাবাকে আর পরমধাম ঘরকে স্মরণ করো, এটাই হলো তোমাদের বাহাদুরি"

*প্রশ্নঃ - কখন এবং কিভাবে বাবার রিগার্ড আর ডিস্ রিগার্ড হয়?

*উত্তরঃ - যখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে খুব ভালো করে স্মরণ করো, তখন বাবাকে রিগার্ড দেওয়া হয়। কিন্তু যদি এইরকম বলো যে স্মরণ করার সময় নেই, তাহলে সেটা একপ্রকার বাবাকে ডিস্ রিগার্ড করা হয়। বাস্তবে এতে বাবার ডিস্ রিগার্ড হয় না, এতে তো নিজেকেই ডিস্ রিগার্ড করা হয়। তাই কেবল বক্তৃতা দেওয়ার জন্যই বিখ্যাত হয়ো না, স্মরণের যাত্রাতেও বিখ্যাত হও। স্মরণের যাত্রার চার্ট রাখো। এই স্মরণের দ্বারা-ই আত্মা সতোপ্রধান হবে।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মিক পিতা বলছেন - ৮৪ চক্রের যে জ্ঞান বোঝানো হয়, সেটা তো এক নলেজ। এই নলেজ আমরা বাচ্চারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে পড়েছি এবং ধারণ করেছি। এটা খুবই সহজ। এটা তো কোনো নতুন কথা নয়।

বাবা বোঝান যে - সত্যযুগ থেকে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত তোমরা কতো কতো বার পুনর্জন্ম নিয়েছো। এই জ্ঞান তো সহজ ভাবে বুদ্ধিতে রয়েছেই। এও এক প্রকারের পড়াশোনা। রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে বুঝতে হয়। সেটা বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। সেও বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারবে না। বাবা বলেন, এই জ্ঞানের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা, যাকে যোগ বলা হয়। যোগ শব্দটা সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু এ হলো আসলে স্মরণের যাত্রা। মানুষ যেমন কোথাও যাত্রা করতে যাওয়ার সময়ে বলে যে অমুক যাত্রায় যাচ্ছি। শ্রীনাথ কিংবা অমরনাথ যাওয়ার সময়ে ওইসব বিষয় স্মরণে আসে। এখন তোমরা জানো যে আত্মিক পিতা অনেক বড় লম্বা যাত্রা করা শেখাচ্ছেন যে - "আমাকে স্মরণ করো" । ওইসব যাত্রাতে গেলে তো আবার ফিরেও আসে। কিন্তু এই যাত্রাতে তো মুক্তিধামে গিয়ে নিবাস করতে হবে। যদিও আবার এসে পাট প্লে করতে হবে, কিন্তু এই পুরাতন দুনিয়ায় তো আর আসতে হবে না। এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি তোমাদের বৈরাগ্য আছে। এটা হলো ছিঃ ছিঃ রাবণ রাজ্য। সুতরাং মুখ্য বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা। কোনো কোনো বাচ্চা তো এটাও বোঝে না যে কিভাবে স্মরণ করতে হবে। কেউ স্মরণ করছে কি করছে না সেটা তো দেখতে পাওয়া যায় না। বাবা বলছেন - নিজেকে আত্মা অনুভব করে আমাকে অর্থাৎ নিজ-পিতাকে স্মরণ করো। এখানে কোনো দর্শন করার ব্যাপার নেই। কেউ কতক্ষণ স্মরণের যাত্রাতে থাকে সেটা জানতে পারা যায় না। সেটা তো কেবল সে নিজেই জানে। যুক্তি তো অনেককেই বোঝানো হয়েছে। কল্যাণকারী বাবা বুঝিয়েছেন - নিজেকে আত্মা অনুভব করে শিববাবাকে স্মরণ করো। নিজের সার্ভিস করলে সেটাও করতে থাকো। যেমন কোনো বাচ্চা হয়তো পাহাড়ে পাহারা দেওয়ার ডিউটি করছে। সে তো খুব সহজেই স্মরণ করতে পারবে। কেবল বাবা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই স্মরণে আসা উচিত নয়। বাবা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে এই স্মরণের যাত্রাতে থেকেই আসা-যাওয়া করো। যেমন পাদ্রীরা কত শান্তভাবে হাঁটা চলা করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও খুব ভালোবাসার সাথে বাবাকে এবং ঘরকে স্মরণ করতে হবে। এটা খুব উঁচু লক্ষ্য। ভক্তরাও এইরকম পুরুষার্থ করে। কিন্তু ওরা এটা জানে না যে এখন আমাদেরকে ফিরতে হবে। ওরা মনে করে, যখন কলিযুগের সমাপ্তি হবে, তখন ফেরৎ যাবো। ওদেরকে তো এই পদ্ধতিটা শেখানোর মতো কেউ নেই। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে এটা শেখানো হয়। পাহারা দেওয়ার সময়ে একান্তে বসে যতটা স্মরণ করবে ততই মঙ্গল। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ নাশ হবে। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথার ওপরে রয়েছে। যে আগে সতোপ্রধান হবে, সে-ই আগে রাম-রাজত্ব আসবে। সুতরাং তাকেই সবথেকে বেশি স্মরণের যাত্রাতে থাকতে হবে। প্রতি কল্পেই এইরকম হয়। সুতরাং এদের কাছে স্মরণের যাত্রায় থাকার খুব ভালো সুযোগ রয়েছে। এখানে তো কোনো লড়াই ঝগড়ার ব্যাপার নেই। আসা-যাওয়া করতে করতে, কিংবা কোথাও বসে থেকে দুটো কাজই একসাথে করতে পারো - পাহারাও দাও, আর বাবাকেও স্মরণ করো। কাজকর্ম করতে করতে বাবাকে স্মরণ করো। পাহারাদারদের সবথেকে বেশি সুবিধা। যদি স্মরণ করার অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে দিনে কিংবা রাতে যারা পাহারা দেয়, তাদের সবথেকে বেশি সুবিধা। বাবা তো এটা খুব ভালো সার্ভিস দিয়েছেন। পাহারা আর স্মরণের যাত্রা। এতে বাবার স্মরণে থাকার সুযোগ পাওয়া যায়। স্মরণের যাত্রাতে থাকার জন্য এইরকম বিভিন্ন যুক্তি শেখানো হয়। এখানে তোমরা যতটা স্মরণ করতে পারবে, বাহ্যিক দুনিয়ার কাজকর্মে থেকে অতটা করতে পারবে না। তাই মধুবনে

রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসে। একান্তে পাহাড়ের ওপর বসে স্মরণের যাত্রা করতে থাকে। একা আছ না কি সঙ্গে আরো দুই-তিন জন গেছে তাতে কিছু যায় আসে না। এখানে খুব ভালো সুযোগ রয়েছে। বাবাকে স্মরণ করাই হল মুখ্য বিষয়। ভারতের প্রাচীন যোগ খুবই সুপ্রসিদ্ধ। এখন তোমরা বুঝেছ যে এই স্মরণের যাত্রার দ্বারা পাপ নাশ হয়। আমরা সত্যোপ্রধান হয়ে যাব। তাই খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হবে। কাজকর্ম করতে করতেও বাবাকে স্মরণ করে দেখাও - এটাই বাহাদুরি। তোমরা তো প্রতিটি মার্গের পথিক। সুতরাং কর্ম তো করতেই হবে। ঘর-গৃহস্থ থেকেও, কাজকর্ম করতে করতেও বাবাকে স্মরণ করলে অনেক উপার্জন হয়। এখনো হয়তো কোনও বাচ্চার বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। বাবা চাট রাখতে বলেন। কেউ কেউ একটু আধটু লেখে। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। বাচ্চারা বাবার কাছে যেতে চায়। এখানে অনেক উপার্জন হয়। একান্তে থাকা খুবই উপকারী। বাবা সম্মুখে বসে থেকে বোঝাচ্ছেন যে আমাকে স্মরণ করলেই পাপ নাশ হবে। মাথার ওপরে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ রয়েছে। বিকারের জন্য কত ঝগড়া হয়, বিঘ্ন আসে। বাচ্চারা বলে - বাবা, আমাকে পবিত্র থাকতে দেওয়া হয় না। বাবা তখন বাচ্চাদেরকে বলেন - তুমি স্মরণের দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথা থেকে নামাও। ঘরে বসেই শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যেকোনো জায়গাতে বসেই স্মরণ করা সম্ভব। যেখানেই থাকো না কেন, এইরকম অভ্যাস করতে হবে। কেউ এলে তাকে প্রভু বার্তা দাও। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। এটাকেই যোগবল বলা হয়। বল মানে শক্তি। বাবাকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। কিন্তু বাবার কাছ থেকে সেই শক্তি পাওয়া যাবে কিভাবে? বাবা স্বয়ং উপদেশ দিচ্ছেন - আমাকে স্মরণ করো। তোমরা নীচে নামতে নামতে তমোপ্রধান হয়ে গেছ বলে সেই শক্তিও একেবারে শেষ হয়ে গেছে। এক কণাও অবশিষ্ট নেই। তোমাদের মধ্যেই কেউ কেউ আছে যারা ভালোভাবে বোঝে এবং বাবাকে স্মরণ করে।

সুতরাং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমার সারাদিনের চাট কেমন থাকে? বাবা তো সব বাচ্চাকেই বলছেন যে মুখ্য বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা। স্মরণের দ্বারা-ই তোমাদের পাপ নাশ হবে। যদি কেউ সাবধান করার নাও থাকে, তাহলেও তো স্মরণ করতে পারবে, তাই না? যদি বিদেশে একা থাকতে হয়, তাহলেও তো স্মরণ করতে পারবে। ধরো কেউ বিয়ে করেছে কিন্তু তার স্ত্রী অন্য কোথাও থাকে, তাকেও পত্র লেখো যে তুমি কেবল একটা কথা মনে রেখো - কেবল বাবাকে স্মরণ করলেই জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নাশ হয়ে যাবে। বিনাশ অতি নিকটে। বাবা তো খুব ভালো যুক্তি দিয়ে বোঝাচ্ছেন। এরপরে কেউ করল কি করল না, সেটা তো তার মর্জি। বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে বাবা খুব ভালো উপদেশ দেন। আমাদের কাজ হলো সকল আত্মীয় পরিজনকে প্রভুবর্তা দেওয়া। বন্ধু-বান্ধব, যে কেউ হোক, সার্ভিসের শখ থাকা উচিত। তোমাদের কাছে ছবিও আছে, ব্যাজও আছে। এটাও খুব ভালো জিনিস। এই ব্যাজের দ্বারা যেকোনো ব্যক্তিকে লক্ষ্মী-নারায়ণ বানানো সম্ভব। ত্রিমূর্তির ছবি নিয়ে খুব ভালো করে বোঝাতে হবে - এদের ওপরে শিববাবা রয়েছেন। দুনিয়ার মানুষও ত্রিমূর্তির ছবি বানায়। কিন্তু ওপরে শিববাবাকে দেখায় না। শিববাবাকে না জানার কারণে ভারতের তরী ডুবে গেছে। এখন শিববাবার দ্বারা-ই ভারতের তরী তীরে পৌঁছাবে। মানুষ আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসে আমাদের মতো পাপীদেরকে পবিত্র বানাও। আবার তাঁকেই সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। কত বিশ্রী ভুল করে ফেলেছে।* বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন - তোমাদেরকেও এইরকম বক্তৃতা দিতে হবে। বাবা এইরকম মিউজিয়াম খোলার, সেবা করার নির্দেশও দেন। এতে অনেকে আসবে। বড় বড় শহরে সার্কাস বসে। ওদের কাছে কত জিনিস থাকে। দূরের গ্রাম থেকেও মানুষ আসে দেখার জন্য। তাই তোমাদেরকেও বাবা ওইরকম খুব সুন্দর মিউজিয়াম বানানোর নির্দেশ দিচ্ছেন যেটা দেখে লোকে খুশি হয়ে যাবে এবং অন্যদেরকেও শোনাবে। এটাও বোঝানো হয় যে এখন যাকিছু সেবা হয়, সবই হুবুহু আগের কল্পের মতো। কিন্তু সত্যোপ্রধান হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছে থাকা উচিত। বাচ্চারা এই বিষয়টাতেই গাফিলতি করে। মায়াও এই স্মরণের যাত্রাতেই বিঘ্ন সৃষ্টি করে। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমার কি সত্যিই অতটা শখ রয়েছে, সত্যিই কি আমি অতটা পরিশ্রম করি? জ্ঞানের বিষয় তো খুবই সাধারণ। কিন্তু বাবা ব্যতীত অন্য কেউ এই ৮৪ জন্মের চক্রের কাহিনী বোঝাতে পারবে না। তবে মুখ্য হল স্মরণের যাত্রা। অস্তিত্বে যেন কেবল বাবা ব্যতীত অন্য কেউ স্মরণে না আসে। বাবা তো বিস্তারিত ভাবে নির্দেশ দিতেই থাকেন। মুখ্য বিষয় হলো স্মরণ করা। তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকেই বোঝাতে পারো। যেকোনো ব্যক্তিকেই তোমরা ব্যাচ নিয়ে বোঝাতে পারো। অন্য কারোর কাছেই এইরকম অর্থপূর্ণ মেডেল নেই। মিলিটারিতে যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে মেডেল দেওয়া হয়। রায় সাহেবের কাছে এইরকম মেডেল রয়েছে। সবাই দেখে যে সে ভাইসরয়ের কাছ থেকে মেডেল পেয়েছে। আগে তো ভাইসরয় ছিল। এখন এদের কোনো ক্ষমতা নেই। আজকাল অনেক ঝগড়া লেগেই থাকে। মানুষের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে। ওদের জন্য তো শহরে অনেক জায়গা প্রয়োজন। বাবা এখন স্বর্গ স্থাপন করছেন। এতসব মানুষের বিনাশ হয়ে যাবে। খুবই অল্প সংখ্যক থাকবে। অনেক জায়গা পাওয়া যাবে। ওখানে তো সবকিছুই নূতন হবে। ওই নূতন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। প্রত্যেক মানুষই উঁচু পজিশন পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে। কেউ পুরুষার্থ না করলে মনে করা হয় যে সে অনুত্তীর্ণ হয়ে

যাবে। সে নিজেও বুঝতে পারে যে আমি হয়তো ফেল করে যাব। তখন সে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে চাকরি করা শুরু করে। আজকাল তো চাকরির ক্ষেত্রেও অনেক নিয়ম বার করেছে। মানুষ খুবই দুঃখী হয়ে গেছে। বাবা এখন তোমাদেরকে এমন রাস্তা বলছেন যাতে ২১ জন্মের জন্য দুঃখের নামটাই থাকবে না। বাবা বলছেন, যতটা সম্ভব কেবল স্মরণের যাত্রাতেই থাকো। রাতের সময়টা খুবই ভালো। শুয়ে শুয়েও স্মরণ করতে পারো। তবে এইরকম ভাবে স্মরণ করলে অনেকের ঘুম চলে আসে। কিন্তু যদি বয়স্ক হয় কিংবা অনেকক্ষণ বসে থাকলে অসুবিধা হয়, তবে সে নিশ্চয়ই শুয়ে পড়বে। শুয়ে শুয়েই বাবাকে স্মরণ করবে। খুব আন্তরিক খুশি হবে। কারণ এতে অনেক উপার্জন হয়। হয়তো এখনো সময় আছে, কিন্তু মৃত্যুর তো কোনো ঠিক নেই। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে মূল বিষয় হল স্মরণের যাত্রা। বাইরে শহরে থাকলে তো সমস্যা হয়। এখানে আসলে খুব ভালো সুযোগ পাওয়া যায়, কোনো কিছুই চিন্তা করতে হয় না। তাই এখানে নিজের চার্টকে অনেকটা বাড়িয়ে নাও। এর দ্বারা তোমাদের চরিত্র শুধরে যাবে। কিন্তু মায়া খুবই শক্তিশালী। যারা ঘরে থাকে তারা অতটা গুরুত্ব দেয় না। কিন্তু যারা বাইরে থাকে তারা বেশি গুরুত্ব দেয়। তবে গোপদের (সেইসব ভাই যারা প্রভুপ্রেমে লীন থাকে) রেজাল্ট এখনো পর্যন্ত ভালো রয়েছে।

কোনো কোনো কন্যা পত্রতে লেখে - বিয়ের জন্য বাড়িতে খুব সমস্যা করছে, কি করবো? কিন্তু যে খুব মজবুত এবং বিচক্ষণ সন্তান হবে, সে কখনোই এইরকম লিখবে না। যদি কেউ এইরকম লেখে, তাহলে বাবাও বুঝতে পারেন যে এই সন্তান আসলে একটা ভেড়া। নিজের জীবনকে বাঁচানো তো নিজের হাতেই রয়েছে। এই দুনিয়ায় অনেক প্রকারের দুঃখ রয়েছে। বাবা খুবই সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন।

তোমরা বাচ্চারা তো মহান ভাগ্যশালী। এখানে এসে সাহেবের সন্তান (সাহেসজাদে) হয়েছে। বাবা কত শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও তোমরাই বাবাকে গালাগালি করো। সেটাও আবার কাঁচা গালাগালি। তোমরা এতটাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে যে বলার নয়। এর থেকে বেশি আর কি সহ্য করবো। লোকেরা বলে থাকে, বেশি জ্বালাতন করলে একেবারে মেরে দেবো। বাবা এখন বসে এখন বোঝাচ্ছেন। শাস্ত্রে তো কেবল গল্প কাহিনী লিখে দিয়েছে। বাবা তো খুব সহজ ভাবে যুক্তি দিয়ে বলেন। কাজকর্ম করতে করতেই বাবাকে স্মরণ করো। এতে অনেক লাভ রয়েছে। ভোরবেলা এসে স্মরণ করতে বসো। খুব মজা পাবে। কিন্তু অতটা শখ নেই। কোন্ স্টুডেন্ট ফেল করবে সেটা তো টিচার স্টুডেন্টের চাল-চলন দেখেই বুঝে যায়। বাবাও বুঝতে পেরে যান যে এই সন্তান ফেল করে যাবে। সেটাও আবার প্রত্যেক কল্পের জন্য। হয়তো খুব ভালো বক্তৃতা দেয়, খুব সুন্দর প্রদর্শনী বোঝায়, কিন্তু স্মরণ করে না। এতেই তো ফেল হয়ে যায়। এতে তো ডিস্ রিগার্ড করা হয়। নিজেকেই ডিস্ রিগার্ড করে। শিববারার তো ডিস্ রিগার্ড হয় না। কেউই এইরকম বলতে পারো না যে আমি তো স্মরণ করার সময়ই পাই না। বাবা এটা কখনোই মানবেন না। স্মান করার সময়ও তো স্মরণ করতে পারো। খাওয়ার সময়ে বাবাকে স্মরণ করলে অনেক লাভ হয়। কোনো কোনো বাচ্চা কেবল বক্তৃতা দেওয়ার জন্যই বিখ্যাত, কিন্তু যোগ নেই। সেই অহংকারের জন্যও অনেকের পতন হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সর্বশক্তিমান বাবার কাছ থেকে শক্তি নেওয়ার জন্য স্মরণের চার্টকে বৃদ্ধি করতে হবে। স্মরণ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি বের করতে হবে। একান্তে বসে বিশেষ ভাবে উপার্জন জমা করতে হবে।

২) সতোপ্রধান হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকতে হবে। গাফিলতি করা কিংবা অহংকারের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। সার্ভিসের শখ থাকতে হবে এবং তার সাথে স্মরণের যাত্রাতেও থাকতে হবে।

বরদানঃ- সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে কমল পুষ্পের মতো ডিট্যাচ এবং প্রিয় হয়ে থাকা ডবল লাইট ভব বাবার হওয়া অর্থাৎ সব বোঝা বাবাকে দিয়ে দেওয়া। ডবল লাইটের অর্থই হলো সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে দেওয়া। এই তনও আমার নয়। যখন শরীর-ই আমার নয় তখন বাকি আর কি রইল! তোমাদের সকলের প্রতিজ্ঞাই হলো - এই তন-ও তোমার, মন-ও তোমার, ধন-ও তোমার, যখন সবকিছুই তোমার - বলেছো, তখন বোঝা কোন্ বিষয়ের! সেইজন্য কমল পুষ্পের দৃষ্টান্ত স্মৃতিতে রেখে সদা ডিট্যাচ এবং প্রিয় থাকো, তাহলেই ডবল লাইট হয়ে যাবে।

স্লোগান:- আত্মিক গুণের (কুহানিয়ত) দ্বারা কর্তৃত্ব ফলানোর মনোভাবকে সমাপ্ত করে, নিজের শরীরের স্মৃতিকে গলিয়ে ফেলে যে, সে-ই সত্যিকারের পান্ডব।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে চৈতন্য লাইট হাউস, তোমাদের বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে, (পরমধাম) গৃহের রাস্তা বলতে হবে"

*প্রশ্নঃ - যত যাবে, তখন অনেক আত্মারা কোন্ ডায়রেকশন, কোন্ বিধিতে প্রাপ্ত করবে?

*উত্তরঃ - যত যাবে, অনেকের এই ডায়রেকশন প্রাপ্ত হবে যে, তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের কাছে গেলে তারা বৈকুণ্ঠের প্রিন্স হওয়ার জ্ঞান প্রদান করবে। এই ইশারা তারা ব্রহ্মার সাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রাপ্ত করবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ব্রহ্মা আর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। আদিত্তে যেমন সাক্ষাৎকারের পার্ট চলছিল, সেই রকমই অন্তিমে সেটাই চলবে।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন, সবাইকে তো আর জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। বাবা কন্যা নলিনীকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, এখানে কি করছো? কার স্মরণে বসেছো? বাবার। শুধুই বাবার স্মরণে বসেছো নাকি আর কিছু স্মরণে আসছে? বাবার স্মরণে তো বিকর্ম বিনাশ হবে, আর কি স্মরণ করছো? এটা তো বুদ্ধির কাজ। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিজ নিকেতনে যেতে হবে, তাই পরমধাম গৃহকেও স্মরণ করতে হবে। আত্মা, আর কি করতে হবে? পরমধাম গৃহে গিয়ে কি বসে যেতে হবে ! বিষ্ণুর যে স্বদর্শন চক্র দেখায়। এর অর্থও বাবা এখন বুঝিয়েছেন। স্ব অর্থাৎ আত্মার দর্শন হয়, ৮৪ জন্মের চক্রের। তাই সেই চক্রও আবর্তন করার দরকার হয়। তোমরা জানো যে আমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করে পরমধাম গৃহে যাব। আবার সেখান থেকে আসবে সত্যযুগে পার্ট প্লে করতে। আবার ৮৪র চক্র আবর্তিত হবে। (((বিষ্ণুর কোনো চক্র হয় না। সে তো সত্যযুগের দেবতা। বিষ্ণুপুরী বলা বা লক্ষ্মী-নারায়ণের পুরী বলা, স্বর্গ বলা। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। কেউ যদি রাধা-কৃষ্ণের বলে, তো এটা ভুল করে। রাধা-কৃষ্ণের রাজ্য তো হয় না। কারণ তারা দুজনে ভিন্ন-ভিন্ন রাজ্যের প্রিন্স-প্রিন্সেস ছিলো, রাজ্যের মালিক তো আবার স্বয়ংবরের পরে হবে। দেখো, এই যে বিষ্ণুর চক্র দেওয়া হয়েছে, সেই চক্র হলো তোমাদের। তাই এখানে যখন বসো, তো শুধুমাত্র শান্তিতে বসবে না, স্বর্গীয় উত্তরাধিকারকেও স্মরণ করতে হবে, এই চক্র হলো সেইজন্য। বাবা বলেন তোমরা লাইট হাউসও, বলে-চলে বেড়ানো লাইট হাউস। এক চোখে হলো শান্তিধাম, এক চোখে হলো সুখধাম। এই দুটিকে স্মরণ করতে হয়। স্মরণের দ্বারা পাপ খন্ডন হয়। পরমধাম গৃহকে স্মরণ করলে সেখানে চলে যাবে, আবার চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। এই সমগ্র চক্রের নলেজ তোমাদেরই আছে। ৮৪ জন্মের চক্র চলেছে। এখন এই অন্তিম জন্ম হলো মৃত্যুলোকে। নূতন দুনিয়াকে বলা হয় অমরলোক। অমর অর্থাৎ তোমরা সর্বদা জীবন্ত থাকো। তোমাদের কখনো মৃত্যু নেই। এখানে তো বসে বসে হঠাৎ করে মৃত্যু হয়ে যায়। রোগ হয়, ওখানে মরণের ভয় নেই। কারণ ওটা হলো অমরলোক। তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও, তবুও জ্ঞান থাকে আমরা গর্ভমহলে গিয়ে প্রবেশ করবো। এখন গর্ভজালে যাই। সেখানে তো গর্ভমহল হয়। সেখানে তো পাপ করে না যে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পাপ তো এখানে করে, যে কারণে শাস্তি ভোগ করে বাইরে বের হয় তো আবার পাপকর্ম শুরু করে দেয়। এটা হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। এখানে তো দুঃখই হয়। সেখানে দুঃখের নাম থাকে না। তাই এক চোখে শান্তিধাম, দ্বিতীয় চোখে সুখধাম রাখো। যদিও তোমরা জন্ম- জন্মান্তর জপ-তপ ইত্যাদি করে এসেছো কিন্তু সেটা তো আর জ্ঞান হলো না। সেটা হলো ভক্তি। ওর মধ্যে কোনো যুক্তিও পাওয়া যায় না যে তোমরা ওরকম ভাবে সতোপ্রধান হতে পারো। কেউই জানে না। ব্যাস, শুনেছে কৃষ্ণ--দেহ সহ ভগবানুবাচ....এটা হলো গীতার শব্দ, যা পড়ে শোনানো হয়। এইরকম বলে না যে, তোমরা এইরকম হও। শুধু পড়ে, ভগবান ঐরকম বলে গিয়েছিলেন, যখন পতিতকে পবিত্র করতে এসেছিলেন। গীতাতে শুধুমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার বদলে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন কৃষ্ণ তো হলো রথী। ওনার কি আর রথ চাই ? তিনি তো স্বয়ং দেহধারী। কৃষ্ণের নাম কে রেখেছিল? যেরকম ছোটবেলা সবারই কোনো নাম থাকে। বাবাকে তো কেবলই শিব বলা হয়। তোমরা আত্মারা জনম মরণে আসো আর শরীরের নাম পরিবর্তিত হতে থাকে। শিববাবা তো জন্ম মরণে আসেন না। উনি সার্বিক ভাবেই হলেন শিব। বিন্দু যখন দেওয়া হয় তখন বলা হয় শিব। বিন্দু আত্মা তো হলো একদম সূক্ষ্ম। যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয় তবুও কারোর বোধগম্য হয় না। দেবীকে দেখে খুশী হয়ে যায়। আত্মা, তারপর কি, প্রাপ্তি তো কিছু নেই, অর্থ নেই। শুধুমাত্র নৌধা ভক্তি করে, দর্শন করে, তো ওতেই খুশী হয়ে যায়। এছাড়া মুক্তি-জীবনমুক্তির তো ব্যাপারই নেই। সে সব হলো ভক্তি মার্গ (ভক্তির পথ)। এখানে এটা হলো জ্ঞান মার্গ (জ্ঞানের পথ)। এখানে বলতে গেলে সাক্ষাৎকার হয় ব্রহ্মার, তারপর শ্রীকৃষ্ণের হবে। বলবে, এই ব্রহ্মার কাছে যাও, তবে তোমরা কৃষ্ণ পুরী বা বৈকুণ্ঠে যাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও সাক্ষাৎকার হতে পারে। এমন নয় যে, সাক্ষাৎকার

হলো মানে সঙ্গতি হয়ে গেল। এক্ষেত্রে শুধু ইশারা পাওয়া যায়, এখানে যাও। উল্লতির দিকে এগিয়ে গেলে অনেকের সাক্ষাৎকার হবে, ডায়রেকশন পাওয়া যাবে। তোমাদের ত্রিমূর্তিও সংবাদপত্রে পড়ে, ব্রহ্মাকুমারীদের নামও পড়ে। তাই ব্রহ্মারই সাক্ষাৎকার হয় যে এনার কাছে এলে তোমাদের এই বৈকুণ্ঠের প্রিন্স হওয়ার জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। যেমন অর্জুনের বিষ্ণুর আর বিনাশের সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

বাবা তোমাদের বলেন কি করে কমল ফুল সম হবে। কিন্তু তোমরা তো স্থায়ী থাকো না সেইজন্য অলংকার বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছে। নয়তো দেবতাদের শঙ্খ ইত্যাদির দরকার কি আছে। মুখের দ্বারা শোনানোকে শঙ্খ ধ্বনি বলা হয়। কমলের রহস্যও বাবা বোঝান। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের এই সময় কমল ফুলের সমান হতে হবে। গদা হলো পাঁচ বিকার রূপী মায়াতে জয় করার। বাবা উপায় বলে দেন মামেকম্ অর্থাৎ এক আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। শ্রীমতে চলে পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো। একমাত্র বাবা ব্যাভীত পতিত-পাবন দ্বিতীয় আর কেউ নেই। বাবা বলেন আমাকে ডাকেই এই জন্য যে আমাদের সবাইকে এই শরীর থেকে মুক্ত করে পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলে। তাই বাবা-ই এসে সকল আত্মাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করেন, কারণ অপবিত্র আত্মারা তো পরমধাম গৃহে বা স্বর্গে যেতে পারবে না। বাবা বলেন পবিত্র হতে চাও তো আমাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডিত হতে থাকবে। এটা আমি গ্যারান্টি করছি। ডাকে- হে পতিত পাবন এসো। আমাদের পবিত্র করে তুলে নূতন দুনিয়ায় নিয়ে চলে। তো যাবে কি ভাবে? কতো সোজা কথা বলেন। বাবার সহজ নলেজ আর সহজ কথা। বলেন কাজ-কর্ম করতে-করতে আমাকে স্মরণ করো। যদি চাকরী ইত্যাদি করো, খাওয়ার তৈরী করো তাও স্মরণে থেকে, তখন ভোজনও শুদ্ধ হবে, সেই জন্য কথায়ও আছে যে ব্রহ্মা ভোজনের জন্য দেবতাদেরও বাসনা জাগে। এই কন্যারাও ভোগ নিয়ে যায় (বতনে)। ওখানে তো আনন্দসভা হয়। ব্রাহ্মণদের আর দেবতাদের মেলা বসে। তাঁরা ভোজন স্বীকার করতে আসেন। ব্রাহ্মণরা যখন ভোজন করে তখনও মন্ত্র জপে। ব্রহ্মা ভোজনের অনেক মহিমা আছে। সন্ন্যাসী তো ব্রহ্মকেই স্মরণ করে। ওদের ধর্মই হলো আলাদা। তারা হলো এই জগতের সন্ন্যাসী। বলে যে আমরা ঘর-বাড়ী পরিজন ইত্যাদি সবকিছু ছেড়েছি। এখন আবার ভিতরে ঢুকে পড়তে হয়। তোমাদের সন্ন্যাস হলো অসীম জগতের। তোমরা এই পুরানো দুনিয়াকেই ভুলে যাও। তোমাদের আবার যেতে হবে নূতন দুনিয়াতে। ঘর-গৃহস্থালীতে থেকেও বুদ্ধিতে এটা থাকে যে এখন আমাদের সুখধাম যেতে হবে শান্তি ধাম থেকে ঘুরে। শান্তিধামকেও স্মরণ করতে হয়। বাবাকে, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করে। এটা আমাদের অনেক জন্মের শেষের জন্ম। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়। সূর্যবংশীয় থেকে চন্দ্রবংশীয় আবার বৈশ্য, শূদ্র বংশীয় হও। সব লোকেরা বলে আত্মাই পরমাত্মা, আত্মার কোনো দাগ লাগে না কারণ আত্মাই হলো পরমাত্মা। বাবা বলেন- এটাও হলো ওদের উল্টো অর্থ। বাবা বসে আমিই সে এর অর্থ বোঝান। আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। সর্বপ্রথমে আমরা স্বর্গবাসী দেবতা ছিলাম তারপর চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় হয়েছি, ২৫০০ বছর সম্পূর্ণ হয়েছে, আবার বৈশ্য শূদ্র বংশীয় বিকারী হয়েছি। এখন আমরা ব্রাহ্মণ টিকিধারী হচ্ছি। এখানে বসে আছি, যেন ৮৪জন্মের ডিগবাজির খেলা খেলছি। এই ডিগবাজিরও জ্ঞান আছে। আগে তীর্থে গেলে তখনও ডিগবাজি (দন্ডীকাটা) করে চিহ্ন দিতে দিতে যেত। এখন তো তোমাদের সত্যিকারের তীর্থ হল শান্তিধাম আর সুখধাম। তোমরা হলে রুহানী পান্ডা। সবাইকে রায় দাও - বাবাকে স্মরণ করলে তবে শান্তিধামে চলে যাবে। সাধু সন্ত ইত্যাদি সবাই শান্তিধামে যাওয়ার জন্যই পরিশ্রম করছে। কিন্তু কেউ যেতে পারে না। গেলে আবার সব দলবেঁধে একসাথে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন সত্যযুগে তো খুব কম হয় আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেবতার নয়, তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী। কিন্তু এই সময় তোমাদের মায়ার সাথে যুদ্ধ চলছে। এই লড়াইতেও যাকে জোরদার মনে করে তো আবার তার কাছে গিয়ে শরণ নেয়। এখন তোমরা কার শরণ নাও? স্ত্রী-পুরুষ দুজনে বলে আমরা তোমার শরণে পড়ি। আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়, সব আত্মাদের পিতা তো একজনই। ঐ একের বাচ্চা হও। সাধু সন্ত তো এক হলো না। অনেক ভগবান হয়ে যায়। যে গৃহ থেকে মুখ ফেরায় সে ভগবান, এরপর বড়-বড় বিত্তশালী, কোটিপতি গিয়ে তার শিষ্য হয় আর ফুটি করে ঘৃণ্য খাদ্য-পানীয়ের। তমোপ্রধান মানুষ যে। হিন্দুদের আবার নিজের ধর্মেরই ঠিকানা নেই।

বাবা বোঝান তোমরা বাস্তুবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হও, কিন্তু পতিত হয়ে গেছো, সেইজন্য নিজেকে দেবতা বলতে পারো না। সেই ধর্মই প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ এখন কতো বিকারী ক্রিমিনাল আই সম্পন্ন। এক মিনিষ্টার বাবার কাছে এসেছিল, বলে - আমার তো ক্রিমিনাল আই হয়ে যায়। এখন বাবা বোঝান - বাচ্চারা, সিভিল আই হও। যতক্ষণ ক্রিমিনাল আই থাকে ততক্ষণ তোমরা হলে পতিত। নিজেদের ভাই-ভাই মনে করো ঐ ক্রিমিনাল দৃষ্টি উড়ে যাবে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। এক বাবার থেকে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আত্মার আসন হলো এই ব্রুকুটি। একে বলা হয় অকাল তখত অর্থাৎ অমর সিংহাসন। মৃত্যুঞ্জয় আত্মা এই সিংহাসনে বিরাজমান। এটা তো হলো মাটির

পুতুল। সমস্ত পাট আত্মাতেই ভরা থাকে। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি পাঁচ হাজার বছর পরে আসি, তোমাদের উত্তরাধিকার দিতে। তোমরা জানো আমি আসি হেল্‌থ, ওয়েল্‌থ, হ্যাপিনেসের (স্বাস্থ্য, সম্পদ,খুশীর) উত্তরাধিকার নিয়ে। সত্যযুগে অপরিমিত ধন পাওয়া যায়। তোমরা একুশ প্রজন্ম দেবতা হও। বৃদ্ধাবস্থা ব্যতীত কখনো কারোর মৃত্যু হয় না। এখানে তো বসে বসে হঠাৎ করে মৃত্যু হয়। গর্ভের ভিতরেও মারা যায়। সেখানে তো দুঃখের নামও নেই। ওকে বলা হয় সুখধাম, রাম রাজ্য। এটা হলো দুঃখধাম রাবণ রাজ্য। সত্যযুগে রাবণ হয়ই না।

তাই এই ৮৪ জন্মের চক্রও তোমাদের বুদ্ধির স্মরণে থাকে। অনেক খুশী থাকে। তোমরা জানো আমরা নূতন বিশ্বের অর্থাৎ সত্যযুগের মালিক হতে চলেছি। গীতাতেও ভগবানুবাচ আছে না- হে বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। নিজেকে আত্মা মনে করে মামেকম স্মরণ করো। তোমাদের সত্যিকারের খুদা দোস্ত তিনিই। আল্লাহ্‌ আলাউদ্দিনের নাটক, হাতমতাই এর নাটক - সব এই সময়ের। এখন মানুষ কতো মাথা ঠোকে- বাচ্চা কম জন্ম নিক। অসীম জগতের বাবা কতো কম করে দেন। সমগ্র বিশ্বে, সত্যযুগে নয় লক্ষ জন-সংখ্যা থাকে। তবে এতো কোটি কোটি মানুষ হয়ই না। সব মুক্তিধাম, শান্তিধামে চলে যাবে। এটা তো বিস্ময়ের ব্যাপার। এক দেবী- দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন করে বাকি সব বিনাশ করে দেয়। এই ৮৪ জন্মের চক্র ভালো ভাবে বুদ্ধিতে বসাতে হবে। এটা হলো স্বদর্শন চক্র। এছাড়া চক্র দ্বারা কারোর গলা ইত্যাদি কাটতে হয় না। আবার শাস্ত্রে কৃষ্ণকে নিয়ে হিংসক কথা বলে দিয়েছে। সবাইকে স্বদর্শন চক্র দ্বারা মেরেছে। এটাও গ্লানি হলো যে। কতো হিংসক করে দিয়েছে। তোমরা ডবল অহিংসক হচ্ছে। কাম কাটারি করা এটাও হিংসা হলো। দেবতাদের তো পবিত্র বলা হয়। যোগবলের দ্বারা যখন বিশ্বের মালিক হতে পারে তো যোগবলের দ্বারা বাচ্চা জন্ম কেন হতে পারে না? সাক্ষাৎকার হয় এখন বাচ্চা হবে। বাবা তো মনে করেন এখন এই পুরানো শরীর ছাড়ব আর গোল্ডেন স্প্রফ ইন মাউথ (মুখে সোনার চামচ)। তোমরাও মনে করো আমরা অমরলোকে জন্ম নেব তো গোল্ডেন স্প্রফ ইন মাউথ হবে। গরীব প্রজাও যে দরকার। দুঃখের কোনো কিছু সেখানে হয়ই না। প্রজার কাছে কি আর এতো ধন দৌলত ইত্যাদি থাকে ! তবে হ্যাঁ, সুখ থাকবে, লম্বা আয়ু হবে। রাজা, রাণী, বিত্তশালী প্রজা সব যে দরকার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে খুশীতে থাকার জন্য চুরাশি জন্মের চক্রেও স্মরণ করতে হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। ভগবানকে নিজের সত্যিকারের মিত্র করতে হবে।

২) ডবল অহিংসক হওয়ার জন্য ক্রিমিনাল আই (বিকারী দৃষ্টিকে) পরিবর্তন করে সিভিল আই (শিষ্টাচারী-দৃষ্টি) করতে হবে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এই অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বশক্তিমান বাবাকে কস্মাইন্ড রূপে সাথে রাখা সফলতা-মূর্তি ভব
যে বাচ্চাদের সাথে সর্বশক্তিমান বাবা কস্মাইন্ড থাকেন - তাদের সর্বশক্তিগুলির উপরে অধিকার থাকে। আর যেখানে সর্বশক্তিগুলি রয়েছে, সেখানে সফলতা আসবে না, এটা অসম্ভব। যদি সদা বাবার সাথে কস্মাইন্ড না থাকে তাহলে সফলতাও কম হয়ে যায়। সদা সাথে থাকা অবিনাশী সাথীকে কস্মাইন্ড রাখো তো সফলতা হল জন্মসিদ্ধ অধিকার কেননা সফলতা মাস্টার সর্বশক্তিমানের সামনে-পিছনে ঘুরতে থাকে।

স্নোগানঃ:- সত্যিকারের বৈষ্ণব হলো তারা যারা বিকার রূপী নোংরা জিনিসকে স্পর্শও করে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সম্পূর্ণ কল্পে অলরাউন্ড পার্ট প্লে করেছে, এখন পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, ঘরে ফিরতে হবে

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা নিজের ভাগ্যের মহিমা বর্ণনা কোন্ শব্দের দ্বারা করো?

*উত্তরঃ - আমরা হলাম ব্রাহ্মণ শিখা (টিকি)। আমাদের নিরাকার ভগবান বসে পড়ান। দুনিয়ায় মানুষ, মানুষকে পড়ায় কিন্তু আমাদের স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন, তাহলে আমরা কতখানি ভাগ্যবান।

ওম্ শান্তি। আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চাদের আত্মাদের পিতা (রুহানী পিতা) জিজ্ঞাসা করছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের ঘর শান্তিধাম স্মরণে আছে? ভুলে যাওনি তো? এখন ৮৪-র চক্র পূর্ণ হয়েছে, কিভাবে পুরো হয়েছে সে কথাও তোমরা বুঝেছো। সত্যযুগ থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত এমন করে আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না। মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় বাচ্চাদের বাবা জিজ্ঞাসা করেন, এবারে ঘরে ফিরবে তো তাইনা? ঘরে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে গিয়ে সুখধামে আসতে হবে। এটা তো সুখধাম নয়। এ হলো পুরানো দুনিয়া, দুঃখধাম। সেটা হলো শান্তিধাম, সুখধাম। এখন এই দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে যেতে হবে মুক্তিধাম। মুক্তিধাম বা শান্তিধাম যেন সামনে হাজির রয়েছে। সেটা হল আত্মাদের নিবাস স্থান। তারপরে তোমরা নতুন বিশ্বে আসবে, যেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি হবে। এই কথা তো বুঝেছ তাইনা - এই গানও কর। বাবাকেও আহ্বান করা হয় - হে পতিত-পাবন, এই পতিত দুনিয়া থেকে আমাদের নিয়ে চলো, এইখানে অনেক দুঃখ আছে। আমাদের সুখের স্থানে নিয়ে চলো। স্মরণে আসে। স্বর্গের কথা সবাই স্মরণ করে। শরীর ত্যাগ করলেই বলা হয়, স্বর্গে গমন করেছে। লেফ্ট ফর হেভেনলি অবোড। কে লেফ্ট করলো? আত্মা। শরীর তো যায় না। আত্মা-ই যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা-ই শান্তিধাম, সুখধামকে জানো, অন্য কেউ জানে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে নলেজ আছে - শান্তিধাম কি এবং সুখধাম কি। তোমরা সুখধামে ছিলে, এখন আবার দুঃখধামে এসেছ। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, বছর পার হয়েছে। এখন ৫ হাজার বছরে শেষ হতে কেবল কিছুদিনই বাকি আছে। বাবা বাচ্চাদের স্মরণ করতেই থাকেন। খুব সহজ কথা, এতে কনফিউস হওয়ার দরকার নেই। আত্মা ৮৪ জন্ম নেয় কিভাবে, এই কথাও কেউ জানে না। লক্ষ বছরের কথা তো কারো পক্ষে মনে রাখা কঠিন। এ হলো-ই পাঁচ হাজার বছরের কথা। ব্যবসায়ীরা স্বস্তিকের চিহ্ন ঐকে রাখে হিসেবের খাতায়, তাকে গনেশ বলা হয়। গণেশের ছবিতে হাতের শুঁড় দেখানো হয়। মানুষ টাকা খরচ করে চিত্র ইত্যাদি বানায়, একেই বলা হয় সময় নষ্ট। তোমাদের কত শক্তি ছিল। সেসব দিন দিন কমেছে। যেমন গাড়িতে পেট্রোল কমেতে থাকে। এখন তো তোমরা দুর্বল হয়েছ। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত কেমন ছিল, অপার সুখ ছিল। অফুরন্ত ধন ভান্ডার ছিল। এই রাজ্য তারা পেয়েছিলেন কিভাবে? রাজযোগের শিক্ষা নিয়েছিলেন। এতে যুদ্ধ ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। একেই বলা হয় জ্ঞানের অস্ত্র-শস্ত্র। আর কোনও স্থূল কথা নেই। এ হলো জ্ঞানের অস্ত্র শস্ত্র। এ হলো জ্ঞান - বিজ্ঞান, স্মরণ ও জ্ঞানের কত শক্তিশালী অস্ত্র শস্ত্র। সম্পূর্ণ বিশ্বে তোমরা রাজত্ব কর। দেবতাদের বলা হয় অহিংসক।

বাচ্চারা, এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার শিক্ষা প্রাপ্ত করছো। তোমরা জানো আমরা প্রতি ৫ হাজার বছরের পরে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে এই অসীমিত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এই হল আত্মার কথা। এতে স্থূল যুদ্ধের কোনও কথা নেই। আত্মা পতিত হয়েছে তাই সে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবার আহ্বান করে। এখন বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তো ঘরে ফিরতে হবে। এই হল জীব আত্মাদের দুনিয়া। ওই হল আত্মাদের দুনিয়া। পরমধামকে জীব আত্মাদের দুনিয়া বলা হবে না। এই কথাটি ক্ষণে ক্ষণে স্মরণে থাকা উচিত - আমরা হলাম দূর দেশের নিবাসী। আমরা আত্মা, আমাদের নিবাস হল ব্রহ্মান্ড। এই কথা যেন বুদ্ধিতে থাকে, এই আকাশ ত্বের ওপারে, যেখানে সূর্য-চাঁদও থাকে না। আমরা ওখানকার অধিবাসী এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছি। ৮৪-র পার্ট প্লে করি। সবাই তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করতে পারে না। আস্তে আস্তে উপর থেকে নীচে নেমে আসে। আমরা হলাম অলরাউন্ডার। সর্ব কর্ম সম্পন্নকারীকে অলরাউন্ডার বলা হয়। তোমরাও হলে অলরাউন্ডার। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমাদের পার্ট আছে। এখন হল এই চক্রের সমাপ্তি, তবুও আত্মারা উপর থেকে নীচে আসতেই থাকে। অনেক বাচ্চা আছে যারা উপর থেকে নীচে আসতে থাকে ফলে বৃদ্ধি হতেই থাকে।

বাবা তোমাদের 'আমিই সেই' (শো হম) এর অর্থ বুঝিয়েছেন। তারা তো বলে দেয় আমিই আত্মা আমিই পরমাত্মা। তারা তো ডামার আদি-মধ্য-অন্তের সময়কাল ইত্যাদি কথা জানে না। তোমাদের বাবা বুঝিয়েছেন এই শরীরে তোমরা হলে

এখন ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন, পড়াচ্ছেন, সেই কথা তো স্মরণে থাকা উচিত তাই না। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান। সব আত্মারাই এই ড্রামার সূত্রে বাঁধা। এখন তোমরা জানো আমরা শুরুতে দেবতা ছিলাম, তারপরে আমরাই ক্ষত্রিয় ধর্মে আসি অর্থাৎ সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশী হই, এত গুলি জন্ম হয়েছে - সেসব জানা উচিত। এই জ্ঞান প্রথমে তোমাদের একেবারেই ছিল না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন, এ হলো বর্ণের ডিগবাজি খেলা (বাজোলী)। এখন আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। বিরাট রূপ দেখানো হয় না! তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে - কিভাবে আমরা নীচে নেমে ব্রাহ্মণ কুলে এসেছি তারপরে আবার ডিটি ডিনায়েস্টিতে (দৈবী কুলে) যাই। এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে শিখা। শিখা সবচেয়ে উঁচুতে থাকে। তোমাদের মতন উঁচু কুলের কে হবে। ভগবান বাবা এসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা কতখানি ভাগ্যশালী। নিজের ভাগ্যের কিছু মহিমা বর্ণনা তো করো। বাইরে তো সব মানুষ, মানুষদের পড়ায়। ইনি তো হলেন নিরাকার পিতা। ইনি কল্প-কল্প একবার-ই এসে নলেজ দেন। পড়াশোনা তো প্রত্যেকেই করে। ব্যারিস্টারের নলেজ পড়ে ব্যারিস্টার হয়। তারা সবাই মানুষ, মানুষদের পড়ায়। এখন এ হলো ভগবানুবাচ। মানুষকে তো কখনও ভগবান বলা হয় না। তিনি তো হলেন নিরাকার। এখানে এসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পড়ান। এই পড়াশোনা না সূক্ষ্মবতনে হয়, না মূলবতনে হয়। পড়াশোনা হয় শুধুমাত্র এইখানে। এতে কনফিউস হওয়ার কোনও কথা নেই। স্কুলে কখনও কোনো স্টুডেন্ট বলে কি আমরা কনফিউস। আমাদের নিশ্চয় হয় না। বরং পড়াশোনা করে নিজের স্টেটাস প্রাপ্ত করে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের আদি-তে বিশ্বের মালিক হয়েছেন কিভাবে? নিশ্চয়ই বাবার দ্বারা। বাবা তো সত্য বলবেন। ভগবান কি কখনও রং (ভুল) বলবেন। খুব কঠিন পরীক্ষা। এই সময় হল প্রজার উপরে প্রজাদের রাজত্ব। রাজা-রানী নেই। সত্যযুগে ছিল, এখন কলিযুগের শেষে নেই। একেই বলা হয় পঞ্চায়েতি রাজ। গীতায় লিখে দেওয়া হয়েছে - কৌরব ও পাণ্ডব। আত্মিক পান্ডা তো হলে তোমরা। সবাইকে আধ্যাত্মিক (রুহানী) নিবাসের ঠিকানা বলে দাও। সেই গৃহ হলো তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রুহানী নিবাস। রুহ (আত্মা) জন্ম নিয়ে পাট প্লে করে। এইসব কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। ঋষি মুনি ইত্যাদি কেউ রচয়িতার পরিচয় জানে না, রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথাও জানে না। লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। কিন্তু সেসবের কোনও পুরো হিসেব নেই। অর্ধেকও হতে পারে না, পুরো অর্ধেক সুখধাম তারপরে পুরো অর্ধেক দুঃখধাম। এটা হলো পতিত দুনিয়া ভিশস (অপবিত্র) আর সেটা হলো ভাইসলেস (পবিত্র)।

বাবা হলেন কত উঁচু থেকে উঁচু, কিন্তু কতো সাধারণ থাকেন। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি বা অফিসারদের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তারা বাবাকে কতো রিগার্ড দিয়ে থাকে। পতিত দুনিয়ায় পতিত মানুষ পতিতদের দর্শন করে। পবিত্র হলেন গুপ্ত। বাইরে কিছুই দেখা যায় না। বাবাকে বলা হয় নলেজফুল, ব্লিসফুল। সকল বিষয়ে ফুল (full), তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। প্রতিটি মানুষের পজিশনের মহিমা হলো আলাদা আলাদা। মন্ত্রীকে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হয়। ইনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ - ভগবান। সবচেয়ে উঁচু পজিশন হলো নিরাকার বাবার, আমরা যাঁর সন্তান। সেখানে আমরা সবাই বাবার সঙ্গে পরমধামে বাস করি। ওটা হলো নিবাস স্থল। এখানে সবার নিজের নিজের পাট রয়েছে। কেউ এক জন্মের পাট প্লে করেও ফিরে যায়। বাবা বোঝান এ হল মনুষ্য সৃষ্টির ভ্যারাইটি বৃক্ষ। একের সাথে অপরটি মিলবে না। আত্মা তো সবই এক রকম। তবে একে অপরের সঙ্গে শরীরের মিল নেই। নাটকেও দেখানো হয়, যে এক রকমের দুটি চেহারা হলে কতখানি কনফিউশন হয়, দুজনের মধ্যে আমার স্বামী কে? আর এ তো হলো অসীম জাগতিক খেলা। একে অপরের সঙ্গে কোনও মিল নেই। প্রত্যেকের ফিচার্স আলাদা। আয়ু যদিও একরকমের হয় কিন্তু ফিচার্স একরকম হয় না। প্রত্যেক জন্মে ফিচার্স বদলে যায়। কত বিশাল এই অসীম জাগতিক নাটক। অতএব ড্রামার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত তাইনা। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। প্রত্যেকের ড্রামাতে যা পাট আছে, সেই পাট সে প্লে করবে। ড্রামায় কোনো রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে না। অসীম জাগতিক ড্রামা যে। জন্ম গ্রহণ করতেই থাকে। সবার ফিচার্স আলাদা। কত রকমের ভ্যারাইটি ফিচার্স। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য করতে হয়। কোনও বই ইত্যাদি নেই। গীতার ভগবান হাতে গীতা নিয়ে আসেন নাকি? তিনি তো হলেন জ্ঞানের সাগর, বই নিয়ে খোড়াই আসবেন। বই পত্র ইত্যাদি ভক্তি মার্গে তৈরি হয়। সুতরাং এই সব ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। এক সেকেন্ড মিলবে না অন্য সেকেন্ডের সঙ্গে। বাচ্চারা তোমাদের তো সব বোঝানো হয়েছে। চক্র পূর্ণ হয়ে আবার নতুন করে শুরু হবে। এখন তোমরা পড়ছ। বাবাকেও তোমরা জেনেছ। রচনার কথাও জেনেছ। মূল বতন থেকে এখানে আসো পাট প্লে করতে। কত বিশাল এই স্টেজ, এর কোনও মাপ হতে পারে না। কেউ পৌঁছাতে পারে না। সাগর ও আকাশের কোনও শেষ নেই, তাই অনন্ত বলা হয়েছে। আগে এত চেষ্টা ছিল না, এখন চেষ্টা করে। সাইন্স তো এখন কার, তারপরে আবার কবে শুরু হবে? যখন তাদের পাট হবে। অতএব এত সব কথা কি শাপ্তে আছে। যিনি শোনাচ্ছেন তাঁর নাম না দিয়ে যিনি শুনছেন, তার নাম লিখে দিয়েছে। এই আত্মাটি কালো, ওই আত্মাটি ফর্সা বা সুন্দর। অসুন্দর (কালো) আত্মাটি এনার দ্বারা শুনে সুন্দর হয়েছে। নলেজ দ্বারা

কত উঁচু পদের প্রাপ্তি হয়।

এ হলো গীতা পাঠশালা। ভগবান রাজযোগ শেখান অমরপুরীর জন্য, তাই একে অমরকথাও বলা হয়। নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগে শুনিয়ে ছিলেন। যারা কল্প পূর্বে পড়েছে তারাই আবার এসে পড়বে এবং নম্বর অনুসারে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। তোমরা এখানে কতবার এসেছো? অসংখ্য বার। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে এই নাটক কবে থেকে শুরু হয়েছে? তোমরা বলবে এই নাটক তো অনাদি ভাবে চলে আসছে। গণনা করার কথাই নেই, জিজ্ঞাসা করার ভাবনাও আসে না।

শান্ত্রে সবই হলো ভক্তি মার্গের গল্প কাহিনী, যা পাঠ করা হয়। এখানে তো অনেক ভাষা রয়েছে, সত্যযুগে বহু ভাষা ইত্যাদি হয় না। এক ধর্ম, এক ভাষা, এক রাজ্যের তোমরা স্থাপনা করছো। তারা তো শান্তি স্থাপনের পরামর্শদাতাদেরকে পুরস্কার দেয়। শিববাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার পরামর্শ দেন। তাঁকে তোমরা কি প্রাইজ দেবে? তিনি তো তোমাদেরকেই প্রাইজ দেন, কিছু নেন না। এইসব কথা বুঝতে হবে। গতকালের কথা যেন, যখন তাঁদের রাজত্ব ছিল। এখন তো থাকার জায়গা নেই। সেখানে তো দুই তিন তলা তৈরি করার প্রয়োজন নেই। কাঠ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। সেখানে তো ঘর বাড়ি সোনা রূপা দিয়ে তৈরি হয়। সায়েন্সের শক্তিতে চট করে বাড়ি তৈরি হয়। এখানে তো সাইন্স যেমন সুখের তেমনই দুঃখের। এর দ্বারা পুরো দুনিয়া ধ্বংস হবে, একেই বলে ফল অফ পম্পিয়া (পম্পিয়া নগরীর পতন যেমন ঘটেছিল)। মায়ার কতই না জাঁকজমক (পম্প)। ধনীদের জন্য এই দুনিয়াটাই হল স্বর্গ, তাই তারা তোমাদের কথা শোনে না। আগে তোমরাও জানতে না। এখানে বাবা এসে ডাইরেক্ট তোমাদের পড়াচ্ছেন। বাইরে তো যদিও বাচ্চারা পড়ায়। মিত্র আত্মীয় স্বজন সবার কথাই স্মরণে আসে। এখানে তো বাবা বসে বোঝান। দিন-দিন তোমরা স্মরণের যাত্রায় পাকা হতে থাকবে। তখন তোমাদের আর কিছুই স্মরণে আসবে না। শুধু ঘর (পরম ধাম) এবং রাজধানীর (সুখ ধাম) কথাই স্মরণে আসবে। তখন এই চাকরি ইত্যাদির কথা মনে থাকবে না। এমন ভাবে মরবে যেন বসে বসে হার্ট ফেল হবে। দুঃখের কথাই নেই। হাসপাতাল ইত্যাদি তো কিছুই থাকবে না। বাবাকে জেনে গেলেই স্বর্গের অধিকারী হয়ে যায়। তোমাদের তো অধিকার আছে, সবার নেই। কারণ স্বর্গে তো সবাই আসবে না, তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আধ্যাত্মিক পান্ডা হয়ে সবাইকে আত্মিক নিবাসের ঠিকানা বলে দিতে হবে। জ্ঞান এবং যোগের অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব করতে হবে। ডবল অহিংসক হতে হবে।

২) ৮৪ জন্মের অলরাউন্ডার ভূমিকা পালনকারী আত্মাদের বর্তমানেও অলরাউন্ডার হতে হবে। সব রকমের কাজ করতে হবে। অসীম জাগতিক ভ্যারাইটি ড্রামায় প্রত্যেক অভিনেতার পার্ট দেখে প্রফুল্লিত থাকতে হবে।

বরদান:- অবিনাশী উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা তুফানকে তোওফা (উপহার) বানানো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা ভব উৎসাহ-উদ্দীপনাই হলো ব্রাহ্মণদের উদ্ভূত কলার ডানা। এই ডানার উপর ভর করে উড়তে থাকে। এই উৎসাহ-উদ্দীপনাই হলো তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের জন্য সবথেকে বড় শক্তি। নীরস জীবন নয়। উৎসাহ-উদ্দীপনার রস সদাই থাকে। উৎসাহ উদ্দীপনা মুশকিল-কেও সহজ করে দেয়, তাদের হৃদয় কখনও বিদীর্ণ হয় না। উৎসাহ তুফানকে তোওফা বানিয়ে দেয়, উৎসাহ যেকোনও পরীক্ষা বা সমস্যাকে মনোরঞ্জন অনুভব করায়। এইরকম অবিনাশী উৎসাহ উদ্দীপনাতে যারা থাকে, তারাই হলো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

স্নোগান:- শান্তির সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে রাখো, তাহলে অশান্তির দুর্গন্ধ সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দুঃখহর্তা-সুখকর্তা বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের যাবতীয় দুঃখ দূর হয়ে যাবে। অস্তিম সময়কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে চলতে-ফিরতে স্মরণে থাকার ডায়রেকশন কেন দিয়েছেন?

*উত্তরঃ - (১) কেননা স্মরণের দ্বারাই জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা দূর হয়। (২) স্মরণের দ্বারাই আত্মা সতোপ্রধান হয়। (৩) এখন থেকে স্মরণে থাকার অভ্যাস হয়ে গেলে অস্তিম সময়ে কেবল একমাত্র বাবার স্মরণেই থাকবে। 'একথা প্রচলিত আছে যে - অস্তিম সময়ে যে নারীকে স্মরণ করে.... (৪) বাবাকে স্মরণ করলে ২১-জন্মের সুখ সামনে চলে আসবে। বাবার মতো মিষ্টি জিনিস পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সেইজন্য বাবার ডায়রেকশন হলো - বাচ্চারা, চলতে-ফিরতে আমাকেই স্মরণ করো"

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, এখানে তোমরা কার স্মরণে বসে আছো? এটা হল প্রিয়-র থেকেও প্রিয় সম্বন্ধ একের সাথে, যিনি সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। বাবা যখন বাচ্চাদেরকে দেখেন তখন বাচ্চাদের সব পাপ কেটে যেতে থাকে। আত্মা সতোপ্রধানের দিকে যাচ্ছে। দুঃখ তো অনেক আছে তাই না! গাইতেও থাকে - দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা। এখন বাবা তোমাদেরকে সত্যি-সত্যি সকল দুঃখ থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। স্বর্গে দুঃখের নাম-লক্ষণ থাকে না। এইরকম বাবাকে স্মরণ করা খুব জরুরী। বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা আছে, তাই না! এটা তো তোমরাই জানো বাবা কোন্ কোন্ বাচ্চাদেরকে ভালোবাসেন। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে নিজেকে আত্মা মনে করো, দেহ মনে করো না। যারা ভালো রত্ন তারা চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকে, এটা কেন বলছেন? কেননা তোমাদের পাপের ঘড়া জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভরপুর আছে। তো এই স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমরা পাপ আত্মা থেকে পূণ্যাত্মা হয়ে যাবে। এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এটা হল পুরানো শরীর। দুঃখ তো আত্মা-ই পায়। শরীরে চোট লাগলে আত্মারই দুঃখ ফীল (অনুভব) হয়। আত্মা বলে - আমি রুগী, দুঃখী। এটা হল দুঃখের দুনিয়া। যেখানেই যাও দুঃখই দুঃখ। সুখধামে তো দুঃখ হতে পারে না। দুঃখের নাম নিয়েছো তারমানে তোমরা দুঃখধামেই আছো। সুখধামে তো বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। সময়ও বেশী নেই, এখানে বাবাকে স্মরণ করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। যত-যত স্মরণ করতে থাকবে ততই সতোপ্রধান হতে থাকবে। পুরুষার্থ করে স্থিতি এমন বানাতে হবে যে অস্তিম সময়ে এক বাবা ছাড়া আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে। একটা গীতও আছে - অস্তিম সময়ে যে স্ত্রীকে স্মরণ করবে... এখনই হল সেই অস্তিম সময়, তাইনা! পুরানো দুনিয়া দুঃখধামের অন্ত হবে। এখন তোমরা সুখধামে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো। এটা তো স্মরণে রাখতে হবে তাই না। শূদ্ররা অনেক দুঃখী, আমরা দুঃখ থেকে বেরিয়ে পুনরায় এখন শীর্ষভাগে উঠছি তাই এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা হলেন মোস্ট বিলভড (most beloved, অত্যন্ত প্রিয়)। তাঁর মধ্যে কি এমন মিষ্টি জিনিস থাকে? আত্মা এই পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করতে থাকে তাই না। তিনি হলেন সকল আত্মাদের বাবা, তারথেকে মিষ্টি এই দুনিয়াতে আর কোনো জিনিস থাকতে পারে না। এত অসংখ্য বাচ্চা আছে, কতো তাড়াতাড়ি বাবাকে স্মরণ করতে পারো? এক সেকেণ্ডে। আচ্ছা, সমগ্র সৃষ্টির চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? সেটাও বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অর্থ সহ আছে। যেরকম কোনও ড্রামা দেখে এলে, কেউ জিজ্ঞেস করে - ড্রামা স্মরণে আছে? হ্যাঁ বলার সাথে সাথে সমগ্র ড্রামা বুদ্ধিতে এসে যায়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এখন সেটা বর্ণনা করে শোনাতে তো টাইম লাগবে। বাবা হলেন অসীম জগতের বাবা, তাঁকে স্মরণ করলেই ২১ জন্মের সুখ সামনে এসে যায়। বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়।

সেকেন্ডের ব্যবধানে বাবার উত্তরাধিকার বাচ্চাদের সামনে এসে যায়। বাচ্চার জন্ম হলে বাবা জেনে যায় যে ওয়ারিস্ (উত্তরাধিকার) জন্ম নিয়েছে। সমগ্র সম্পত্তি স্মরণে এসে যায়। তোমরাও হলে বাবার এক-একটি আলাদা-আলাদা বাচ্চা, আলাদা-আলাদা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাই না। আলাদা-আলাদা স্মরণ করো। আমি হলাম অসীম জগতের বাবার ওয়ারিস্ (উত্তরাধিকারী)। সত্যযুগে তো একটাই বাচ্চা হয়। সে-ই সমগ্র সম্পত্তির ওয়ারিস্ হয়। বাচ্চারা বাবাকে পায় আর বিশ্বের মালিক হয় এক সেকেণ্ডে। দেৱী লাগে না। বাবা বলেন যে তোমরা নিজেরকে আত্মা মনে করো। ফীমেল (মহিলা) ভেবো না। আত্মা তো হলো বাচ্চা তাই না। বাবা বলেন যে সব বাচ্চাই আমার স্মরণে আছে। আত্মারা সকলে হল ভাই-ভাই। যে সব ধর্মাত্মারা আসে, তারা বলে যে সকল ধর্মের আত্মারা হল ভাই-ভাই। কিন্তু বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা হলাম বাবার মোস্ট বিলভড (Most beloved, অতি প্রিয়) বাচ্চা। বাবার থেকে অসীম

জগতের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কিভাবে নেবে? সেটাও বাচ্চারা, সেকেন্ডে তোমাদের স্মরণে এসে যায়। আমরা সতাপ্রধান ছিলাম, পুনরায় তমোপ্রধান হয়েছি, এখন পুনরায় সতাপ্রধান হতে হবে। তোমরা জানো যে বাবার থেকে আমাদেরকে স্বর্গের সুখের উত্তরাধিকার নিতে হবে।

বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহ তো হল বিনাশী। আত্মাই শরীর ত্যাগ করে চলে যায়। পুনরায় গর্ভে এসে নতুন শরীর নেয়। শরীরের গঠন যখন পুতুল আকৃতির হয়, তখন আত্মা তার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু সে তো হল রাবণের বশ। বিকারের বশে গর্ভ-জেলে যায়। সেখানে তো (স্বর্গে) রাবণ থাকবেই না, দুঃখের কোনও কথাই নেই। যখন বৃদ্ধ হয়, তখন বুঝতে পারে যে - এখন এই শরীর ত্যাগ করে আমি অন্য শরীরে গিয়ে প্রবেশ করবো। সেখানে ভয়ের কোনও কথা নেই। এখানে তো কতো ভয় পায়। সেখানে নির্ভয় হয়ে থাকে। বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে অপার সুখে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যযুগে আছে অপার সুখ, কলিযুগে আছে অপার দুঃখ এইজন্য একে বলাই হয় দুঃখধাম। বাবা তো কোনও কষ্ট দেন না। যদিও গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, বাচ্চাকে দেখাশোনা করো, শুধু বাবাকে স্মরণ করো। গুরু গোসাই সবাইকে ছেড়ে দাও। আমি তো সকল গুরুর থেকে বড়, তাই না। তারা হল আমারই রচনা। আমাকে ছাড়া আর কাউকে পতিত-পাবন বলা হবে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে কি পতিত-পাবন বলবে? না। আমাকে ছাড়া অন্য কোনও দেবতাকেও বলতে পারবে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা গঙ্গাকে পতিত-পাবনী বলবে? এই জলের নদী তো সর্বদাই প্রবাহিত হচ্ছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদিও তো চলে আসছে। সেখানে গিয়ে স্নান করতেই থাকে। বর্ষার সময় বন্যা হয়। এটাও তো হল দুঃখ তাই না। অনেক দুঃখ হয়, বন্যার সময় দেখো কত মানুষ মারা যায়। সত্যযুগে তো দুঃখের কথাই নেই। পশু-পাখির দুঃখ হয় না, তাদেরও অকালে মৃত্যু হয় না। এই ড্রামাই এইরকম তৈরী হয়ে আছে। ভক্তিতে গাইতে থাকে - বাবা, তুমি যখন আসবে তখন আমি তোমারই হব। বাবা তো এসেছেন তাই না। দুঃখধামের অন্তে আর সুখধামের আদির মধ্যবর্তী সময়েই আসবেন, কিন্তু এটা কারোর জানা নেই। সৃষ্টির আয়ু কতো হয়, এটাও জানে না। বাবা কতো সহজ করে বলে দেন। আগে তোমরা জানতে কি, যে সৃষ্টির আয়ু হল ৫ হাজার বছর? তারা তো লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। এখন বাবা বুঝিয়েছেন যে ১২৫০ বছরের প্রত্যেক যুগ হয়। স্বস্তিকাতে সমান ভাবে চার ভাগ দেখায়। একটুও পার্থক্য হয় না। বিবেকও বলে যে অ্যাকুরেট হিসেব হওয়া উচিত। পুরীতেও ভাতের হাঁড়ি হয়, তো সেই ভাতও নিজে থেকেই সমান চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় - এইরকম যুক্তি বানানো হয়েছে। সেখানে ভাত অনেক খায়। জগন্নাথ বলো বা শ্রীনাথ বলো, বিষয় একই। দুজনকেই কালো দেখিয়েছে। শ্রীনাথের মন্দিরে ঘী-এর ভান্ডার থাকে। ঘী-এ ভাজা সব ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়। বাইরে দোকান বসে। কতো ভোগ থাকে। সকল যাত্রীরা গিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে নেয়। জগন্নাথের কাছে আবার ভাত আর ভাত হয়। তিনি জগন্নাথ, ইনি শ্রীনাথ। সুখধাম আর দুঃখধাম কে দেখায়। শ্রীনাথ সুখধামের ছিলেন, আর তিনি দুঃখধামের। কালো তো এইসময় হয়ে গেছে - কাম চিতায় চড়ে। জগন্নাথকে কেবল ভাতের ভোগ দেয়। জগন্নাথকে গরীব আর শ্রীনাথকে ধনী দেখিয়েছে। জ্ঞানের সাগর হলেন এক বাবা-ই। ভক্তিকে বলা হয় অঙ্গান, এর থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। সেখানে কেবল গুরু-দের আমদানী অনেক হয়, হাঁশিয়ার থাকে, তাঁর থেকে কেউ শিখলে তো সে বলবে - ইনি হলেন আমার গুরু। ইনি আমাকে এটা শিখিয়েছেন। সেসব হল শারীরিক, জন্ম গ্রহণকারী। এখন তোমাদের সাথে কে আছেন? বিচিত্র বাবা। তিনি বলেন যে এটা আমার শরীর নয়। এটা হল তোমাদের এই দাদার শরীর, যিনি পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, তোমাদেরকে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এনাকে গোমুখ-ও বলে দেয়। গোমুখ দেখার জন্য কতো দূর-দূর থেকে আসে। এখানেও গোমুখ আছে। পাহাড় থেকে জল তো অবশ্যই আসবে। কুয়ো-তেও প্রতিদিন জল পাহাড় থেকেই আসে, সেটা কখনও বন্ধ হয় না। জল আসতেই থাকে। যদি কোথা থেকে নালা বেরিয়ে আসে তো তাকেই গঙ্গা জল বলে দেয়। সেখানে গিয়ে স্নান করতে থাকে। গঙ্গা জল মনে করে, কিন্তু এই জলে স্নান করে পতিত থেকে পাবন খোড়াই হবে! বাবা বলেন যে - আমি হলম পতিত-পাবন, হে আত্মারা আমাকে স্মরণ করো। দেহের সাথে দেহের সকল সম্বন্ধকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভুল হয়ে যাবে। বাবা তোমাদেরকে জন্ম-জন্মান্তরের করা পাপ থেকে মুক্ত করছেন। এই সময় তো সমগ্র বিশ্বে সবাই পাপ করতে থাকে, কর্মভোগ আছে তাই না। পূর্ব জন্মে পাপ করেছে, ৬৩ জন্মের হিসেব-নিকেশ আছে। অল্প-অল্প করে কলা কম হতে থাকে। যেরকম চন্দ্রের কলা কম হতে থাকে। এখানে হল অসীম জগতের দিন-রাত। এখন সমগ্র দুনিয়ার উপর, তারমধ্যে মুখ্য ভারতের উপর রাহুর দশা বসে আছে। রাহুর গ্রহণ লেগেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা শ্যাম থেকে সুন্দর হচ্ছে এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকেও শ্যাম-সুন্দর বলে থাকে। সত্যিকারের কালো বানিয়ে দেয়। কাম চিতাতে বসেছে, তার নিদর্শন দেখিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে এসব কিছুই আসে না। একজনকে শ্যামলা, অন্যজনকে গোরা করে দেয়। এখন তোমরা গোরা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। সতাপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করবে তবে তো গোরা হবে, তাই না। এতে কষ্টের কোনও কথা নেই। এই জ্ঞান এখন তোমরা শুনছো,

পরে এই জ্ঞান পুনরায় প্রায় লোপ হয়ে যাবে। যদিও গীতা পড়ে শোনাবে কিন্তু এই জ্ঞান তো শোনাতে পারবে না। সেইসব হল ভক্তি মার্গের পুস্তক। ভক্তি মার্গের জন্য অনেক সামগ্রী আছে, অনেক শাস্ত্র আছে, কেউ কিছু পড়ে, কেউ কিছু করে। রামের মন্দিরেও যায়, রামকেও কালো করে দিয়েছে। বিচার (চিন্তন) করতে হবে যে কালো কেন বানায়? “কালী কলকাতেওয়ালী”- ও আছে, মা-মা বলে চিৎকার করতে থাকে, সবথেকে কালী হলো সে আর অত্যন্ত ভয়ংকর দেখায়। তাকে আবার মা বলে ডাকে। তোমাদের কাছে এই জ্ঞান বাণ, জ্ঞান কাটারী ইত্যাদি আছে। তাই তারা তাকে স্থূল হাতিয়ার দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে কালীর সামনে পূর্বে নর বলি দেওয়া হত। এখন গভর্নেন্ট সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। আগে সিন্ধুতে দেবীর মন্দির ছিল না। যখন বম্ব ফাটলো তখন এক ব্রাহ্মণ বললো যে কালী আমাদের আওয়াজ দিয়েছেন - আমার মন্দির নেই, তাড়াতারি বানাও, না হলে আরও বম্ব ফাটবে। ব্যাস্, অনেক পয়সা একত্রিত হয়ে গেলো, মন্দির হয়ে গেলো। এখন দেখো অনেক মন্দির আছে। উদ্ভাস্ত হয়ে মানুষ কতো জায়গায় যায়। বাবা তোমাদেরকে এই সবকিছুর থেকে মুক্ত করার জন্য বোঝাচ্ছেন, কারো নিন্দা করেন না। বাবা ডামার বিষয়ে বোঝাচ্ছেন। এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে তৈরী হয়ে আছে। যাকিছু তোমরা দেখেছো, সেসব পুনরায় হবে। যে জিনিস নেই সেটা তৈরী হয়। তোমরা বুঝে গেছো যে আমাদের রাজ্য ছিল, সেই রাজ্য আমরাই হারিয়ে ফেলেছি। এখন বাবা পুনরায় বলছেন - বাচ্চারা, নর থেকে নারায়ণ হতে হলে পুরুষার্থ করো। ভক্তি মার্গে তোমরা অনেক কাহিনী শুনে এসেছো। অমরকথা শুনেছো, শোনার পর কি কেউ অমর হয়েছে? কারো কি জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে? এসব কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এই চোখ দিয়ে কোনও ইভিল দেখবে না। সিভিল চোখ দিয়ে দেখো, ক্রিমিনাল চোখ দিয়ে দেখো না। এই পুরানো দুনিয়াকে দেখো না। এটা তো বিনাশ হয়ে যাবে। ববা বলছেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি। সেখানে আর কারো রাজ্য হবে না। দুঃখের নাম থাকবে না, তোমরা অত্যন্ত সুখী আর ধনবান হবে। এখানে তো মানুষ কতই না ক্ষুধায় কাতর হয়ে মারা যায়। সেখানে তো সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তোমরা রাজ্য করবে। একটুখানি জমি চাই। ছোটো বাগান তারপর বৃদ্ধি হতে হতে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত কত বড় হয়ে যায় আর ৫ বিকারের প্রবেশের কারণে তা কাঁটার জঙ্গলে পরিণত হয়ে যায়। বাবা বলছেন কাম হলো মহাশত্রু, এর কারণেই তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ ভোগ করো। জ্ঞান আর ভক্তিকেও এখন তোমরা বুঝে গেছো। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এইজন্য এখন তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করতে হবে। না হলে তো পাপ ভঞ্জন হবে না। বাবার স্মরণেই পাপ কাটবে। পতিত-পাবন হলেন এক বাবা-ই। কল্প পূর্বে যারা পুরুষার্থ করেছিল, তারা করেই দেখাবে। ঠান্ডা হয়ে যেও না। এক বাবা ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করো না। সবাই দুঃখ দেবে। যিনি সর্বদা সুখ প্রদান করেন, তাঁকে স্মরণে রাখো, এতে ভুল করো না। স্মরণ না করলে পাবন কিভাবে হবে? আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

১) এই চোখ দিয়ে ইভিল (খারাপ) দেখবে না। বাবা জ্ঞানের যে তৃতীয় নেত্র প্রদান করেছেন, সেই সিভিল নেত্র দিয়েই দেখতে হবে। সত্যপ্রধান হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে।

২) গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সবকিছু দেখাশোনা করেও প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্থিতি এমন তৈরী করতে হবে যে অন্তিম সময়ে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কিছুই যেন স্মরণে না আসে।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বিশ্বের বাতাবরণ পরিবর্তনকারী আধারমূর্তি ভব
তোমরা বাচ্চারা কেবল নিজের জীবনের জন্য আধারমূর্তি নও, বরং বিশ্বের সকল আত্মাদের আধারমূর্তি। তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বিশ্বের বাতাবরণ পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের পবিত্র দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বের আত্মারা আর প্রকৃতি দুটোই পবিত্র হচ্ছে। দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তন হচ্ছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরী হচ্ছে। যেহেতু এখন তোমরা এত বড় দায়িত্বের মুকুটধারী হয়েছো তাই ভবিষ্যতেও মুকুট এবং সিংহাসন প্রাপ্ত হবে।

স্নোগান:- সর্বশক্তিমান বাবাকে নিজের সাথী বানিয়ে নাও তাহলে কোনও বিঘ্ন তোমাদেরকে বিঘ্নিত করতে পারবে না।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা সঙ্গমে তোমাদের যে স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাকে স্মরণ করো তো সदा খুশীতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - সর্বদা হাঙ্কা অনুভব করার যুক্তি কি? কোন্ উপায়ে (সাধন) অবলম্বন করলে খুশীতে থাকতে পারবে?

*উত্তরঃ - সর্বদা হাঙ্কা থাকার জন্য এই জন্মে যা কিছু পাপ হয়েছে, সেসব অবিনাশী সার্জনের সামনে রাখো। বাকি জন্ম-জন্মান্তরের পাপ যা মাথায় রয়েছে, তার জন্য স্মরণের যাত্রায় থাকো। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ বিনষ্ট হবে, তখন খুশী থাকবে। বাবার স্মরণে আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চাদের আত্মাদের (রুহানী) বাবা বোঝাচ্ছেন - তোমাদের মনে পড়েছে যে আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, আমরা রাজত্ব করতাম, আমরা যথাখই বিশ্বের মালিক ছিলাম। সেই সময় দ্বিতীয় কোনও ধর্ম ছিল না। আমরাই সত্যযুগ থেকে জন্ম নিয়ে ৮৪-র চক্র পূর্ণ করেছি। সম্পূর্ণ বৃক্ষের স্মৃতি গুলো মনে এসেছে। আমরা দেবতা ছিলাম তারপরে রাবণের রাজ্যে এসে দেবী-দেবতা রূপে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা থাকল না, তাই ধর্মটি অন্য ভেবে নেওয়া হয়েছে। আর কারো ধর্ম তো বদলায় না। যেমন খ্রাইস্টের খ্রীস্টান ধর্ম, বুদ্ধের বৌদ্ধ ধর্ম একই রকম চলে আসছে। সবার বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে অমুক সময়ে বুদ্ধ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। হিন্দুদের নিজের ধর্মের জ্ঞান নেই যে, হিন্দু ধর্ম কবে থেকে শুরু হয়েছে, কে স্থাপন করেছে? লক্ষ বছর বলে দেয়। সম্পূর্ণ সৃষ্টির জ্ঞান বাচ্চারা শুধু তোমাদেরই আছে, একেই বলা হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান। তারা বিজ্ঞান ভবন নাম যদিও রেখেছে কিন্তু বাবা তার অর্থ বোঝান - জ্ঞান ও যোগ, রচয়িতা ও রচনার আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান, তোমরা এখনই বুঝেছ যে আমরাও জানতাম না, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলাম। সত্যযুগে এই জ্ঞান তো থাকবে না। এখন তোমাদের টিচার পড়িয়েছেন। পড়াশোনা করে তোমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। কারণ তোমাদের থাকার জন্য নতুন সৃষ্টি চাই। এই পুরানো সৃষ্টিতে পবিত্র দেবী-দেবতার চরণ রাখতে পারেন না। বাবা এসে তোমাদের জন্য পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। আমাদের জন্য বিনাশ হতে হবে। কল্প-কল্পান্তর আমরা এই পার্ট প্লে করেছি। বাবা জিজ্ঞাসা করেন এর আগে কবে দেখা হয়েছিল? তখন বলে - বাবা, প্রতি কল্পে তো দেখা হয়েছে, আপনার কাছে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করতে। কল্প পূর্বেও অসীম জগতের সুখের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিল। এই সব কথা স্মরণে এসেছে, এখন সেইসবই স্মরণে থাকা উচিত, যাকে বাবা স্বদর্শন চক্র বলে। আমরা প্রথমে সতোপ্রধান ছিলাম। এই কথাও তোমাদের স্মরণে এসেছে যে প্রত্যেকটি আত্মার নিজস্ব পার্ট আছে। আমরা আত্মারা ছোট, অবিনাশী, তাতে পার্টও অবিনাশী যা চলতেই থাকবে। এই সব পূর্ব নির্ধারিত পুনরায় নির্দিষ্ট হয়ে চলেছে.... এতে নতুন কথা কোনও অ্যাড বা কাট অর্থাৎ যোগ বা বিয়োগ হতে পারে না। কেউ মোক্ষ লাভ করতে পারে না। কেউ মুক্তি পেতে চায়, মুক্তি আলাদা, মোক্ষ আলাদা। এই কথাও স্মরণে রাখতে হবে। স্মরণে থাকলে অন্যদেরও স্মরণ করতে পারবে। তোমাদের তো এই কাজ। বাবা যা মনে করিয়ে দিয়েছেন, সেসব অন্যদেরও স্মরণ করাও তাহলেই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। উঁচু পদের অধিকারী হওয়ার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হবে। মুখ্য পরিশ্রম হল যোগের। এ হলো স্মরণের যাত্রা, যা বাবা ছাড়া কেউ শেখাতে পারে না। এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া করছ। তোমরা জানো আমরা আবার নতুন দুনিয়ায় যাব। তার নাম হলো অমরলোক। এটা হলো মৃত্যু লোক। এখানে তো বসে বসে হঠাৎ মৃত্যু হয়। সেখানে মৃত্যুর নাম-গন্ধ নেই, কারণ আত্মাকে তো বাস্তবে কাল গ্রাস করে না। কোনো মিষ্টি নাকি। ড্রামা অনুসারে আত্মা যখন সময় হয় তখন আত্মা চলে যায়। যখন যার যাওয়ার সময় হয়, সে চলে যায়। কাল-কে ধরে রাখতে পারা যায় না। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। কাল বলে কিছু নেই। এইসব তো বসে বসে কাহিনী লিখে দিয়েছে। ওটা হলো অমরলোক, যেখানে নিরোগী কায়া (শরীর স্বাস্থ্য রোগমুক্ত থাকে)। সত্যযুগে ভারতবাসীদের আয়ু বেশি ছিল, তারা যোগী ছিল। যোগী ও ভোগী এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ এখনই বোঝা যায়। তোমাদের আয়ু বেশি হচ্ছে। তোমরা যত যোগ যুক্ত থাকবে, ততই পাপ বিনষ্ট হবে এবং উঁচু পদও প্রাপ্ত করবে, আয়ুও বেশি থাকবে। যথা রাজা রানী আয়ু পূর্ণ করে শরীর ত্যাগ করবে, প্রজারাও তেমন করবে। কিন্তু পদ মর্যাদায় তফাৎ থাকবে।

এখন বাবা তোমাদের বলেন - স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চারা, এইসব অলঙ্কার হল তোমাদের। গৃহস্থ থেকে কমল পুষ্পের মতো তোমরা থাকো। তোমরা ব্যতীত আর কেউ থাকতে পারে না। এই কথাও তোমাদের স্মরণে আছে যে, এই জন্মে আমরা কত পাপ করেছি। তাই বাবা বলেন, সেসব অবিনাশী সার্জনের সামনে রেখে দিলে হাঙ্কা হয়ে যাবে। বাকি

জন্ম-জন্মান্তরের পাপ যা মাথায় আছে, তার জন্যে যোগে থাকতে হবে। যোগের দ্বারা-ই পাপ বিনষ্ট হবে এবং খুশীর অনুভূতি থাকবে। বাবার স্মরণে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। যখন জানা আছে আমরা স্মরণের দ্বারা এমন হবো তখন কে না স্মরণ করবে না। কিন্তু এ হলো যুদ্ধের ময়দান, এইখানে পরিশ্রম করতে হয় এত উঁচু পদ পাওয়ার জন্যে। এই কথাও বাচ্চাদের স্মরণে এসেছে যে অসীম জগতের পিতার কাছে আমরা উঁচু থেকে উঁচু উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি, কল্প-কল্প প্রাপ্ত করেছি। তোমাদের কাছে অনেকে আসবে, এসে মহামন্ত্র নেবে মন্মনাভবের। মন্মনাভবের অর্থ হলো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। এই হল মহান মন্ত্র, মহান আত্মা হওয়ার জন্য। সে কোনও মহাত্মা নয়। মহাত্মা তো বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ-কে বলা হয় কারণ তিনি হলেন পবিত্র। দেবতারা সদা পবিত্র থাকেন। দেবতাদের হল প্রবৃত্তি মার্গ, সন্ন্যাসীদের হল নিবৃত্তি মার্গ। নারীরা তো ভিড়ে ধাক্কা খেতে পারে না। এইসব হলো এই কলিযুগের অবগুণ। স্ত্রীদেরও সন্ন্যাসী বানিয়ে নিয়ে যায়। তবুও তাদেরই পবিত্রতার শক্তিতে ভারত দাঁড়িয়ে আছে। যেমন পুরানো বাড়ি রঙ করা হলে যেন নতুন হয়ে যায়। এই সন্ন্যাসীরাও পবিত্রতার শক্তি রঙের পোচ দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু বাবা বলেন সেই ধর্মটি আলাদা, তবুও তারা পবিত্র।

ভারত খন্ডেই এত দেবী-দেবতার মন্দির ভক্তি ইত্যাদি আছে। এও একরকমের খেলা, যার বৃত্তান্ত তোমরা দাও। ভক্তিমার্গের জন্য এই সবও চাই, তাইনা। এক শিবের-ই কত নাম রেখে দিয়েছে। নাম দিয়ে মন্দির তৈরি হতে থাকেছে। অসংখ্য মন্দির আছে। কতখানি খরচ হয়েছে। প্রাপ্তি যদিও অর্ধকল্পের সুখ। ব্যস, অনেক টাকা খরচ হয়, মূর্তি ইত্যাদি ভেঙে যায়। সেখানে তো মন্দির ইত্যাদির দরকার নেই। এই কথাও এখন স্মরণে এসেছে যে অর্ধকল্প ভক্তি চলে, অর্ধকল্প আবার ভক্তির নাম নেই। বাবা কত মনে করিয়ে দেন - এই ভ্যারাইটি বৃক্ষের কথা। শুধু কলিযুগের আয়ু ৪০ হাজার বছর যদি হয় তাহলে তো খ্রীষ্ট ধর্মের আয়ুও বেড়ে যাবে। বাবা বোঝান, খ্রীষ্টান ধর্মের এইটুকুই লিমিট। এই কথা জানা আছে, খ্রীস্টের এত সময় হয়েছে, অমুকের এত সময় হয়েছে ধর্ম স্থাপন করে, কিন্তু আবার চলে যাবে কবে? সে কথা জানা নেই। কল্পের আয়ু লম্বা করে দিয়েছে। এখন তোমরা জানো বিনাশের প্রস্তুতি চলছে। তাদের হল সায়েন্স, তোমাদের হলো সাইলেন্স। তোমরা যত সাইলেন্সে যাবে ততই তারা বিনাশের জন্য ভালো ভালো জিনিস তৈরি করতে থাকবে। দিন দিন মিহি বা সূক্ষ্ম জিনিস তৈরি করে চলেছে। তোমাদের অন্তরে খুশী থাকে - বাবা তো আমাদের জন্য নতুন দুনিয়া তৈরি করতে এসেছেন। সুতরাং আমরা কি আর পুরানো দুনিয়ায় থাকবো। সবই বাবার কামাল। স্বর্গ স্থাপনের কার্য বাবা আপনার চমৎকার। এখন তোমাদের সবকিছু মনে পড়েছে। তারা তো রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। তোমরা জানো। তোমরা জ্ঞানের আলোয় বাস করছ। মানুষ তো ঘন অন্ধকারে রয়েছে। তফাৎ আছে, তাই না। জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দেন, ফলে অজ্ঞান অন্ধকারের হয় বিনাশ হয়। ভক্তি মার্গের মানুষ জ্ঞানের কথা জানে না। এখন তোমরা ভক্তির কথাও জানো জ্ঞানের কথাও জানো। সম্পূর্ণ স্মরণে আছে - ভক্তি কখন শুরু হয়েছে, তারপরে কবে পূর্ণ হয়। বাবা কখন জ্ঞান দেন, কবে পুরো হবে, সব স্মরণে আছে। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। কারো বেশি কারো কম স্মরণে আছে। যাদের স্মরণে বেশি থাকে, তারা উঁচু পদের অধিকারী হবে। স্মরণে থাকলে অন্যদেরও বোঝাবে। ওয়াল্ডারফুল স্মৃতি, তাইনা। আগে তোমাদের বুদ্ধিতে কি ছিল। ভক্তি, জপ, তপ, তীর্থযাত্রা, মাথা নোয়ানো, সারা জীবনটাই শেষ হয়েছে। ভক্তির স্মৃতি ও জ্ঞানে অনেক তফাৎ আছে। তোমরা এখন ভক্তির কথা জানো কারণ শুরু থেকে ভক্তি করেছ। জানো যে আমরা সর্ব প্রথমে শিবের ভক্তি করেছি, তারপরে দেবতাদের। অন্য কারো এই কথা স্মরণে নেই, রচনার আদি-মধ্য-অন্ত, ভক্তি ইত্যাদি তোমাদের স্মরণে আছে। অর্ধকল্প ভক্তি করতে করতে পতন হয়েছে।

এখন তো দুঃখের পাহাড় নেমে আসবে। বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, সেই পাহাড় নামার আগে আমরা স্মরণের যাত্রা দ্বারা বিকর্ম বিনাশ করি। সবাইকে তোমরা এই কথাই বোঝাও, তোমাদের কাছে হাজার মানুষ আসে। তোমরা পরিশ্রম করো ভাই-বোনদের পথ বলে দিতে। জ্ঞান ও ভক্তির স্মৃতি আছে। অর্থাৎ তোমরা সম্পূর্ণ ড্রামা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জেনেছো। যে যতখানি ভালোভাবে জানে সে-ই বোঝাতে পারে। বোঝাতে তো বাচ্চাদেরই হবে। বলাও হয় সান শোজ ফাদার। বাবা বাচ্চাদের বোঝাবেন, বাচ্চারা তারপরে অন্য ভাইদের বোঝাবে। আত্মাদের বোঝানো হয়, তাইনা। ভক্তির তুলনায় এই জ্ঞান একেবারেই আলাদা। গায়নও আছে তাই না - এক ভগবান এসে সব ভক্তদের ফল প্রদান করেন। সবাই এক পিতার সন্তান। বাবা বলেন আমি সব বাচ্চাদের শান্তিধাম, সুখধাম নিয়ে যাই। কল্প-কল্পের এই জ্ঞানও তোমাদের এখনই আছে, সেখানে থাকবে না। তোমরা পতিত হও তো বাবা তোমাদের কে পবিত্র করার জন্যে কতখানি পরিশ্রম করেন। ভক্তিতে গীতও রয়েছে - আমি নিজেকে তব চরণে নিবেদন করিলাম...। কার কাছে (তারা জানে না কারা কাছে)? বাবার কাছে। তারপরে বাবা দৃষ্টান্ত দেন - ব্রহ্মা বাবা সমর্পণ করলেন কিভাবে। এই স্যাম্পলকে (ব্রহ্মাবাবাকে) ফলো করো। ইনিই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। যদি এত উঁচু পদের অধিকারী হতে চাও তো

এইরকম ভাবে সমর্পণ করতে হবে। ধনী মানুষ কখনোই সমর্পণ করতে পারবে না। এখানে তো সর্বস্ব স্বাধা করতে হয়। ধনীজনের অবশ্যই স্মৃতি আসবে। গায়নও আছে তাইনা - অন্তিম কালে যে নারীকে স্মরণ করে (পরের জন্মে সে দেহপসারিনী হয়ে জন্মায়).... এত সব ধন সম্পদ কি করবে। কেউ নেবে না। কারণ সবকিছুই তো শেষ হয়ে যাবে। আমিও নিয়ে কি করব। শরীর সহ সবকিছু তো শেষ হবে। তুমি মরলে, তোমার কাছে এই দুনিয়া ও মৃত। এই ধন ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। যদিও গরুড় পুরাণে ভয়ানক সব গল্পকথা লিখে দিয়েছে, ভয় দেখানোর জন্য।

বাবা বলেন এই শাস্ত্র ইত্যাদি হলো ভক্তি মার্গের। অর্ধকল্প ভক্তি মার্গ চলে। যখন রাবণের রাজ্য থাকে। কাউকে জিজ্ঞাসা করো রাবণ দহন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে ? বলবে প্রচলিত পরম্পরা অনুসারে । আরে পরম্পরা ধরে তো রাবণ থাকেই না। না জানার দরুন বলে দেয় প্রচলিত পরম্পরা । বাচ্চারা, তোমাদের এখন স্মরণে আছে - রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়। রচয়িতা, রচনার রহস্যও তোমরা বুঝেছ। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, মামেকম স্মরণ করো তাহলে পাপ বিনষ্ট হবে। একে অপরকে সতর্ক করতে থাকো। যখন এক সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করো, তখন নিজেদের মধ্যে এই কথাই বলো । তোমাদের পুরো দল এইরকম স্মরণের অবস্থায় পরিক্রমা করলে তোমাদের শান্তির প্রভাব পড়বে। পাড়িরা থাইস্টের স্মরণে সাইলেঞ্চে থাকে। কোনোদিকে তাকায় না। তোমরা তো এখানে স্মরণে থাকতে পারো, কোনো ঝামেলা নেই। এখানকার পরিবেশ তো খুব ভালো। বাইরে বায়ুমন্ডল খুবই নোংরা, তাই সন্ন্যাসীদের আশ্রম খুব দূরে থাকে। তোমাদের হল অসীমের সন্ন্যাস। পুরানো দুনিয়া এই শেষ হলো বলে। এ হলো কবরস্থান পরে পরিস্থান হবে। সেখানে হীরে-জহরতের মহল হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পরিস্থানের মালিক ছিলেন, তাইনা। এখন নেই। বাবা বলেন, আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। এই সম্পূর্ণ চক্র রিপিট হতেই থাকে। এই সময় তোমাদের সব কথা স্মরণে আছে, যখন বাবা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আগে বুদ্ধিতে কিছুই ছিলনা। এই স্মৃতির নেশায় যখন থাকবে তখন সেই খুশীর অনুভূতিতে অন্যদের বোঝাতেও পারবে। স্মৃতিতে থেকে তোমাদের ঘর সংসার দেখতে হবে। আচ্ছা !

সদা স্মৃতির নেশায় মগ্ন মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে ভালোভাবে বুঝে, স্মরণে রেখে অন্যদেরও স্মরণ করাতে হবে। জ্ঞান অঞ্জন দিয়ে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে হবে।

২) ব্রহ্মা বাবার সমান সমর্পিত হওয়ার পথটি পুরোপুরি ফলো করতে হবে। শরীর সহ সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, তাই তার আগেই জীবিত অবস্থায় মৃত হতে হবে। যাতে শেষ কালে অন্য কিছুই স্মরণে না আসে।

বরদানঃ:- বিশেষত্বের সংস্কারগুলিকে ন্যাচারাল নেচার বানিয়ে সাধারণত্বকে সমাপ্তকারী মরজীবা (জীবিত থেকেও মৃত) ভব

যেটা ন্যাচারাল নেচার হয় সেটা স্বাভাবিকভাবেই কাজ করতে থাকে, চিন্তা করতে হয় না, বানাতে হয় না বা করতে হয় না, স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। এইরকম মরজীবা জন্মধারী ব্রাহ্মণদের নেচারই হলো বিশেষ আত্মার বিশেষত্ব। এই বিশেষ সংস্কার ন্যাচারাল নেচার হয়ে যাবে আর প্রত্যেকের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসবে যে এটাই হলো আমার নেচার। সাধারণ থাকা হলো পাস্টের নেচার, এখনকার নয়, কেননা নতুন জন্ম নিয়ে নিয়েছি। নতুন জন্মের নেচার হলো বিশেষ, সাধারণ নয়।

স্নোগানঃ:- রয়্যাল হলো সে, যে সদা জ্ঞান রত্ন নিয়ে খেলা করে, পাথর নিয়ে নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সত্যবাদী হও এবং সময় অনুসারে হৃদয়বান হয়ে অসীম বৃত্তি, দৃষ্টি ও কৃতি বানানোর দূঢ় সংকল্পের দীপ জ্বালাও"

আজ ভালবাসার সাগর বাপদাদা নিজের অতি প্রিয় মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। তোমরা সবাইও মিলন উদযাপন করতে এসেছো তো, তাই না! ছুটতে ছুটতে এখানে এসে পৌঁছেছো। তাইতো বাপদাদাও বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য দৌড়ে দৌড়ে এসেছেন। তোমরা সবাই তো এই লোক থেকে এসেছো আর বাপদাদা পরলোক ও সূক্ষ্মলোক থেকে এসেছেন। তাহলে সবচাইতে দূর থেকে কে এসেছেন? কে দূরদেশী? ডবল ফরেনার্স দূরদেশী? না। সবথেকে দূর হতে দূর, দূরদেশী তো বাবাই। এইবার ডবল বিদেশি এবং ভারতবাসী বাচ্চাদের একটা ব্যাপারে বাপদাদা খুব গর্বিত। কোন ব্যাপারে গর্বিত? বলো। বিশেষভাবে ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সাহস দেখে বাপদাদার গর্ব হয়, পরিস্থিতি যেমনই হোক মিলনের জন্য তোমরা পৌঁছেই গেছো। ড্রামা খেলাও দেখিয়েছে, কিন্তু বাবা আর বাচ্চাদের মিলন ড্রামাও থামাতে পারেনি। তো এমন সাহস বজায় রাখা বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ বরদান বর্ষণ করছেন।

আজ এই মুহূর্তে যে বাচ্চা যে বরদানই চাইবে সেই বরদান পাবে। সহজে প্রাপ্ত হবে, কিন্তু এই বরদান প্রতিদিন অমৃতবেলায় কর্মযোগী স্থিতিতে বার বার হৃদয় থেকে স্মরণ ক'রো। নিরাশ হয়ো না। বরদান প্রাপ্ত হয়েছে, শুধু যেমন স্থূল নয়নের মাঝখানে নিরন্তর বিন্দু ঝলমল করে, ঠিক তেমনই সদা নয়নে বাবা বিন্দুও নিরন্তর সমাহিত করে রাখো, রাখতে পারো, নাকি মুশকিল হয়? (সহজ) তাহলে, যেসকল স্থূল বিন্দু নিরন্তর রয়েছে, সেসকল নয়নে বাবা বিন্দুও যেন নিরন্তর সমাহিত হয়ে থাকেন। সমাহিত করেছ? ফিট (মাপমতো) হয়েছে? বেরিয়ে যাবে না তো? যদি নয়নে বাবা বিন্দু নিরন্তর সমাহিত হয়ে থাকেন তবে আর কোনো দিকেও নয়ন আকৃষ্ট হবে না। পরিশ্রম থেকে রেহাই পাবে। অন্যদিকে নজর যাবেই না। একদম সেফ হয়ে যাবে। যা কিছু হয়ে যাক, কিন্তু নয়নে সদা বিন্দু বাবা যেন সমাহিত হয়ে থাকেন। সদা নয়নে যদি সমাহিত থাকেন তবে হৃদয়েও তিনি সমাহিত হয়ে থাকবেন। সুতরাং হৃদয়ে এবং নয়নে সমাহিত করার বিধি হলো - বাপদাদা, সাহেবকে (প্রভু) প্রসন্ন করা। তো প্রভু প্রসন্ন হয়েছেন? তোমরা মনে করো বাপদাদা সাহেব তোমাদের প্রতি প্রসন্ন? (কিছু বলেছে ৯৯, কিছু বলেছে ৭৫ পার্সেন্ট) ধন্য তোমরা। বাপদাদাকে সন্তুষ্ট করা সহজ। বাপদাদাকে সন্তুষ্ট করার সহজ সাধন হলো "সত্য হৃদয়"। সত্য হৃদয়ে প্রভু প্রসন্ন হন। সব কর্মে সত্যবাদী। সত্য মহান। যাদের সত্য হৃদয় রয়েছে, তাদের সংকল্প সদা বাণী আর কর্মতে, সম্বন্ধ-সম্পর্কে 'গুটার্থ উন্মোচনে পারদর্শী' (রাজযুক্ত) অর্থাৎ যারা গুটার্থ বোঝে, সেই অনুসারে চলে। আর আমরা কতটা গুটার্থ উদ্ধার করতে পেরেছি তা' পরখ করার লক্ষণ হলো - যদি গুটার্থ জানে তবে তারা কখনও নিজের স্ব-স্থিতি দ্বারা অসন্তুষ্ট হবে না অর্থাৎ নিরাশ হবে না এবং সংকল্পেও বৃত্তি দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা কাউকে অসন্তুষ্ট করবে না। কারণ সে সবার এবং নিজের সংস্কার স্বভাব জানা গুটার্থ উদ্ধারে পারদর্শী। সুতরাং বাবাকে সন্তুষ্ট করার বিধি হলো - গুটার্থ বুঝে চলা এবং গুটার্থ উদ্ধারে পারদর্শী অর্থাৎ না নিজের মধ্যে অসন্তুষ্টি আসবে, না অন্যদের অসন্তুষ্ট করবে।

সদা সময় অনুসারে নিজের মন, বুদ্ধিকে স্বপ্নের মধ্যে পর্যন্ত শুভ আর শুদ্ধ রাখো। অনেক বাচ্চা অধ্যাত্ম বার্তালাপ করার সময় ব'লে থাকে - বাপদাদা তো শক্তি দেন কিন্তু সময়মতো শক্তি ইউজ হয় না। বাপদাদা বিশেষভাবে সব বাচ্চার সাথী হওয়ার সম্বন্ধে এমন সময়ে বিশেষ করে এক্সট্রা সহায়তা দেন, কেন? বাবা দায়বদ্ধ, বাচ্চাদের সম্পন্ন বানিয়ে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাইতো বাবা নিজের দায়িত্ব এরকম সময়ে বিশেষভাবে পালন করেন, কিন্তু কখনো কখনো বাচ্চাদের মনের ক্যাচিং পাওয়ারের সুইচ অফ হয়ে থাকে, সুতরাং বাবা কী করবেন? তবুও তো বাবা সুইচ অন করার, খোলার চেষ্টা করেন কিন্তু টাইম লেগে যায়। সেইজন্য যখন আবার সুইচ অন হয়ে যায় তখন বলে - করা তো উচিত ছিল না, কিন্তু হয়ে গেছে। অতএব, সদা নিজের মনের ক্যাচিং পাওয়ার, যাকে তোমরা ব'লে থাকো টাচিং, সেই টাচিং এবং ক্যাচিং পাওয়ারের সুইচ অন রাখো। মায়া চেষ্টা করে অফ করার, সেকেন্ডে অফ করে চলে যায়, সুতরাং সময় যেসকল দুর্বল হয়ে উঠছে, এখন আরও সেসকল হওয়ার আছে। ভয় তো পাও না, তাই না? বাপদাদা আগেও বলেছেন যে তোমরা সবাই কেন বর্ষ উদযাপন করেছো? কোন বর্ষ উদযাপন করেছ? সংস্কার দ্বারা সংসার পরিবর্তনের। পাক্সা তো না! উদযাপন করেছো, করেছো না! নাকি ভুলে গেছো? (তোমরা উদযাপন করছ) তাইতো বাচ্চারা সংসার পরিবর্তনের দূঢ় সংকল্প নিলে প্রকৃতি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি পরিষ্কার করার, কিন্তু যারা পরিষ্কার করার নিমিত্ত তারা করতে করতে চিন্তায় পড়ে যায়, দ্বিধাশ্রিত হয় - করবো নাকি করবো না! তাড়াতাড়ি করবো নাকি ধীরে করবো! তাহলে, আমি কী

করবো? প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করে তো বাপদাদা প্রকৃতিকে কী জবাব দেবেন? ডবল বিদেশি বলো। (একটু যেন অপেক্ষা করে) এটা তো ঠিক জবাব নয়। যদি ডবল বিদেশি অপেক্ষা করবে তবে প্লেন পাবে না। এখন তো প্লেন পেয়ে গেছ তো না! প্লেনে ঘুমাতে ঘুমাতে এসেছ, তাই না! আরামে এসে গেছ, গেছ না! সমগ্র সভার মধ্যে থেকে কারও এখানে আসতে মুশকিল হয়েছে? হাত তোলো। (একজন বললো যে আমাদের প্লেন এক বার ফিরে গেছিল) টাইমে পৌঁছে তো গেছো! এটা মনোবলের ব্যাপার। যে সামান্য ভয় পাবে সে ব'সে গেল। তোমরা দুট সংকল্প করেছ, যেতেই হবে তো পৌঁছে গেছ। শুধু একটা প্লেন ফিরে গেছিল, তো ঠিক আছে না! সেটা কোনো ব্যাপারই না, পরে ভালো কিছু প্রাপ্ত হবে। এখন প্রথমে তো প্রকৃতিকে এবং যারা পরিষ্কার করবে তাদেরকে চিন্তায় ফেলো না, কেননা, যারা স্থাপন-নির্বাহ করছে তারা এখনও কখনো কখনো চিন্তায় পড়ে যায়। কী করবো, এভাবে করবো, করবো না! ঠিক হবে কি হবে না! একদম স্পষ্ট হতে হবে হ্যাঁ অথবা না। এটা পরিষ্কার ধারণা হওয়া উচিত কোনটা রাইট, কোনটা রং। তবে প্রকৃতি তোমাদের বর্ষ উদযাপনের কারণ প্রস্তুত করবে। এখনও করছে কিন্তু স্থাপনের নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের এখন কোনও বিষয়ে নিজের জন্য বা অন্যদের জন্য ভাবনাতে সময় ব্যয় করা উচিত নয়। সেকেন্ডে তোমাদের যেন ক্লিয়ার টাচিং হয়। বিন্দু লাগাতে কত টাইম লাগে? (সেকেন্ড) সুতরাং যখন প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বিন্দু লাগাও তখন সেকেন্ড লাগে? যে কোনো বিষয়ে বিন্দু লাগাতে কিংবা বিন্দু রূপ স্থিতিতে স্থিত হতে সেকেন্ড লাগে? মনে করো, কোনও পরিস্থিতি তোমাদের সামনে এসে গেছে, তা'তে বিন্দু লাগাতে সেকেন্ড লাগে? পান্ডবদের সেকেন্ড লাগে? (কখনো কখনো) পান্ডবদের বিন্দু লাগাতে টাইম লাগে! তারা (শক্তির)তো বলছে সেকেন্ড লাগে। শক্তির সেই শক্তি আছে? (পান্ডব সত্য বলে) না, উভয়েই সত্য, কারণ, হতে পারে তাদের এখন বিন্দু লাগবে, তোমাদের এখন হয়তো লাগবে না। সেইজন্য তফাৎ হয়ে যায়। তা' নয়তো সবাই সত্য। তোমরা সবাই সত্য হৃদয়ের। আচ্ছা।

হল তো পরিপূর্ণ। (নিচে পান্ডব ভবনেও বসে আছে) বসে আছে তো নিচে কিন্তু তারা বাপদাদার সামনে আছে। যারা দেশ বিদেশে এই স্মরণে বসে আছে - বাপদাদা মধুবনে এসে গেছেন, তারা নিজের নিজের দূরদৃষ্টির দূরবীন দ্বারা সবকিছু দেখছে। তো তারাও এখন বাবার সামনে আসছে; কীভাবে দূরে বসেও তারা মন দ্বারা মধুবনে রয়েছে। তোমাদের এই সাকার বতনের সাধন তো নিচে উপর হতে পারে কিন্তু এই আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টি, দূরদর্শিতার দৃষ্টি কখনো খারাপ হতে পারে না। তো বাপদাদার সামনে চতুর্দিকের সেবাকেন্দ্রের সব বাচ্চা দৃশ্যমান। আচ্ছা।

দীপাবলি উদযাপন করেছে? সঙ্গম যুগ হলোই উদযাপন করার যুগ। হয় অন্তর্মুখী হয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের আনন্দানুভব উদযাপন করো। অথবা সেবাতে মহাদানী হয়ে আত্মাদের প্রতি মহাদান দিতে দিতে উদযাপন করো, কিংবা নিজেদের মধ্যে অধ্যাত্ম আলাপচারিতা করো, ড্যান্স করো, সম্বন্ধ সম্পর্ক দ্বারা পরস্পরের বিশেষত্ব দেখো, বিশেষত্বের সুগন্ধ নাও, সদা পালন করাই উদযাপন। নষ্ট করার সময় সমাপ্ত হয়ে গেছে। এটা নষ্ট করার যুগ তো নয়, তাই না? এখন উদযাপনের এবং উপার্জনের যুগ, জমা করার যুগ। তো বাপদাদা সদা সব বাচ্চাকে দেখেন তারা উদযাপন করছে। যে কোনও রূপে উদযাপন করতেই হবে, কারণ সঙ্গমেই হারানো এবং পালন, দুইয়ের নলেজ আছে। সেইজন্য হারানোর পর আবার উদযাপন করা, তার মহত্ব আছে। এখন হারানোতে বিন্দু লাগাও। স্টপ। হারানো উচিত নয়। একটা সংকল্পও নষ্ট হতে দিও না। উপার্জনের সময়ে নষ্ট করবে তো উপার্জন করবে কখন? আবার তো আর সময় থাকবে না। চেক করো যে সমুদয় ভান্ডার আছে, সবচাইতে বড় ভান্ডার কোনটা? সংকল্প, সময়, জ্ঞানের ভান্ডার তোমাদের প্রত্যক্ষ জীবনে আসতে দাও। জ্ঞান শোনা এবং শোনানো এটা ফার্স্ট স্টেজ, কিন্তু জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ। নলেজকে কী বলো তোমরা? নলেজ লাইট, নলেজ মাইট, বলো তো না! সুতরাং জ্ঞান বা নলেজের অর্থ হলো, সংকল্পে, বোলে, কর্মে লাইট আর মাইট থাকবে, তবে বলা হবে নলেজফুল।

কুমারীরা নলেজফুল হতে চলেছো, তাই না? শুধু কোর্স করানোর মতন হয়ো না। কেবল ভাষণ দেবে তেমন হয়ো না। সেইসঙ্গে নলেজের লাইট- মাইট যেন সংকল্প, বোল আর কর্মে থাকে। কুমারীদের প্রতি তো বাপদাদার বিশেষ ভালোবাসা রয়েছে। কেন? কুমারীরা নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছ নাকি নেবে? ভালো করে ভেবে নিয়েছ, নাকি ওখানে ফিরে গিয়ে ভাববে? পাক্কা ভেবে নিয়েছো তো অভিনন্দন তোমাদের। দেখো, এত তৈরি হ্যান্ডস পাবে তোমরা! যে কুমারীরা ট্রেনিং নিচ্ছে তারা হাত উঠাও। সংখ্যায় কত? (৮০) যারা এখনো সেবাতে নিয়োজিত হওনি, সেন্টার সামলায় না তারা হাত তোলো। গুনতি করো। অর্ধেক রয়েছে। আচ্ছা এত হ্যান্ড তোমরা পাবে তো না! রাইট হ্যান্ড নাকি লেফ্ট হ্যান্ড? তোমরা রাইট হ্যান্ড হবে, তাই না! সেটা ভালো। কুমারী তো না, তাইতো বাপদাদা কুমারীদের সেন্টারের ঘরও দেন আর বর তো প্রাপ্ত হয়েই গেছে। সদা ঘর আর বর দুইই চাই। কুমারীদের বর তো প্রাপ্ত হয়েই গেছে,

এখন ঘরও পাবে, সেন্টারও পাবে। কুমারদেরও প্রাপ্ত হয়। কুমাররা ভাবে আমরা পিছনে কেন? পিছনে না তোমরা সামনে আছ। কুমার ব্যতীত সেবাই বা কোথায় চলে! যে কোনও সেন্টারে দেখ, যদি হার্ড ওয়ার্কার কুমার না থাকে তবে বোনেরা কিছু করতে পারে না। উভয়কেই প্রয়োজন। সেইজন্য পান্ডবের নাম আছে তো শক্তিরও নাম আছে। উভয়ের নাম আছে। আচ্ছা।

এই সময় তোমরা প্রত্যেক আত্মার প্রতি হৃদয়বান এবং দাতা হয়ে তাদেরকে কিছু না কিছু দিতেই হবে, তা' সেটা মন্সা সেবা দ্বারা দাও, অথবা শুভ ভাবনা দ্বারা দাও, শ্রেষ্ঠ সকাশ দেওয়ার বৃত্তি দ্বারা দাও, কিংবা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন বোল দ্বারা দাও, বা নিজের স্নেহসম্পন্ন সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা দাও, কিন্তু কোনও আত্মা যেন বঞ্চিত না থাকে। দাতা হও, সহৃদয় হও। কাতর চিৎকার করছে। বাবার সামনে নিজের নিজের ভাষাতে আর্তনাদ করছে - শান্তি দাও, স্নেহ দাও, হৃদয়ের ভালবাসা দাও, সুখের কিরণ দেখাও। তো বাবা কীভাবে দেবেন? তোমরা সব বাচ্চার দ্বারাই দেবেন তো না! সবাই তোমরা বাবার রাইট হ্যান্ড, তাই না! পান্ডব তোমরা রাইট হ্যান্ড? তোমরা রাইট হ্যান্ডের স্মারক রূপ। জানো তোমরা কোন স্মারক? বিরাট রূপের চিত্র দেখেছ তোমরা, তো তা'তে কত হাত দেখায়! তাহলে তোমরা রাইট হ্যান্ডের চিত্র তো না! কুমারী, তার মধ্যে তোমাদের ছবি আছে, আছে না? তো এখন বাবা রাইট হ্যান্ডস্ দ্বারা আত্মাদের আঁজলাভরা সুখ শান্তি দেওয়াবেন, তাই না! অসহায়দের আঁজলাভেরও যদি না দেবে তো মর্মপীড়ায় কত ছটফট করবে! এখন সবাই সীমাবদ্ধ বিষয়ের উর্ধ্বে উঠে যাও। অল্প পরিসরের বিষয়ে, অল্প পরিসরের সংস্কারের মধ্যে সময় নষ্ট ক'রো না। হতে পারে বাচ্চারা এখানে বসে আছে, নতুবা সেন্টার্সে বসে আছে, দেশে আছে অথবা বিদেশে আছে, কিন্তু বাপদাদা আজও সব বাচ্চাকে সহৃদয় ভাবনা দ্বারা ইঙ্গিত দিচ্ছেন - বাপদাদা সব বাচ্চার সীমিত পরিসরের সমস্ত বিষয়, সীমিত পরিসরের স্বভাব-সংস্কার, হট্টগোল করা বা চাতুর্যপূর্ণ সংস্কার, গড়িমসি করার সংস্কার বহু সময় ধরে দেখছেন, কিছু বাচ্চা মনে করে সবকিছু ঠিক চলছে, কে দেখছে! কে জানে! কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাবা করুণাময়, সেইজন্য সবকিছু দেখেও, শুনেও করুণা করছেন। কিন্তু বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন শেষ পর্যন্ত কতদিন বাপদাদা করুণাময় থাকবেন? কতদিনের জন্য? আরও টাইম চাই কি? বাবার কাছে সময়ও জিজ্ঞাসা করে শেষমেষ কত সময় পর্যন্ত? প্রকৃতিও জিজ্ঞাসা করে। জবাব দাও তোমরা। জবাব দাও। এখন তো শুধু বাবার রূপ চলছে, শিক্ষক আর সঙ্গী তো আছেনই। যতই হোক, বাবার রূপ চলছে, ক্ষমার সাগরের পাট চলছে। কিন্তু যদি ধর্মরাজের পাট চলে তবে? কী করবে? বাপদাদা এটাই চান যে ধর্মরাজের পাটেও বাহ! বাচ্চারা বাহ!- এর আওয়াজ কানে গুঞ্জিত হোক। পরে আবার বাবাকে অভিযোগ ক'রো না। বাবা, আপনি বলেননি, আমরা তৈরি হয়ে যেতাম তো না! সেইজন্য এখন সীমিত পরিসরের তুচ্ছ বিষয়ে, স্বভাবে, সংস্কারে সময় নষ্ট ক'রো না। সবকিছু ঠিক চলছে, ঠিক আছে, না, এটা জমা হতে থাকে, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, শতগুণে জমা হতে থাকে। যেমন এটা হতে হবে তেমন চলছে না। সেইজন্য এই দূত সংকল্পের হৃদয়ে দীপ জ্বালাও। তোমাদের বৃত্তি, দৃষ্টি, কৃতি সসীম থেকে অসীম বানাতেই হবে। সেইজন্য বাপদাদা বলেন, তোমাদের এরকমই বানাতে হবে। আজ বাবা বলছেন এটা বানাতে হবে, এর পরে কী বলবেন? টু লেট। সময়কে দেখো, সেবা দেখো, সেবা বাড়ছে, সময় সামনে ছুটছে। কিন্তু তোমরা নিজেরা সীমিত পরিসরে রয়েছো, নাকি অসীম জগতে? সীমিত পরিসরের বিষয়ের পিছনে ছুটো না।

এই বছরে এই সময় পর্যন্ত তোমরা যা করেছো, তার জন্য বাপদাদা সন্তুষ্ট, তোমাদের সাধুবাদও দেন। কিন্তু এখন সেবাতে অনুভূতি করানো, বহিঃস্থার উপরে পতঙ্গ বানানো, তাদের সহযোগী বানাও কিংবা সাথী বানাও, তাদের কিছু হতে দাও। অনুভূতির খনি খোলো। এটা ভালো - এই পর্যন্ত ঠিক আছে। যতই হোক, তারা যেন এমন না হয় যে বহিঃস্থার চারপাশে শুধু চক্রবৎ ঘুরবে। তারা শক্তিশালী পতঙ্গ হবে - অনুভূতির কোর্স করানোর দ্বারা। তাদের এতটা অনুভূতি হয় - খুব ভালো, স্বর্গের মতো। এটাই যথার্থ জ্ঞান, এটাই নলেজ, এতদূর পর্যন্ত সেবার রেজাল্ট ভালো। এখন অনুভূতি স্বরূপ হয়ে অনুভূতি করাও। অনুভবকারী অর্থাৎ যারা বাবার সাথে ডাইরেক্ট সম্বন্ধ রাখে। এমন অনুভাবী পতঙ্গ তৈরি করো। সহযোগী বানিয়েছো, তার জন্য অভিনন্দন, আরও তৈরি করো। এটাই সেই স্থান যেখান থেকে প্রাপ্তি হতে পারে - এতটা তারা বিশ্বাস করে কিন্তু বাবার সাথে ন্যূনতম কানেকশন তো জুড়ে দাও, যাতে বহিঃস্থার পিছনেই দৌড়াতে থাকে। তো এই বছরে বাপদাদা বিশেষভাবে চান সেবাতে কোর্স করাতে। এর থেকেই সাক্ষাৎকারও হবে আর স্বয়ং বাবা প্রত্যক্ষ হবেন। শুনেছো, কী করতে হবে? প্ল্যান পেয়েছো? এখন, আমরা এই বছরের রেজাল্ট দেখবো। আচ্ছা।

বরদান:-

উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্ব পালন করে আলস্য এবং গড়িমসি ভাব থেকে মুক্ত ভবনতুন হোক বা পুরানো হোক, ব্রাহ্মণ মানে বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্ব নেওয়া। যখন কোনও দায়িত্ব থাকে তখন তোমরা তীব্রগতিতে দায়িত্ব পালন করো, দায়িত্ব না থাকলে গড়িমসি ভাব থাকে। দায়িত্ব গড়িমসি আর আলস্য সমাপ্ত করে দেয়। যাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে তারা ক্লাস্তিহীন হয়। তারা নিজেদের চেহারা আর

আচরণের দ্বারা অন্যদেরও উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়াতে থাকে।

স্লোগান:- সময় অনুসারে শক্তিসমূহ ইউজ করা মানে জ্ঞানী তু আত্মা হওয়া।

নোট:- আজ আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় দাদি প্রকাশমনিজীর পুণ্য স্মৃতি দিবস। দাদিজী যেমন সব কাজে সত্যবাদী হয়ে, নির্মল হৃদয়ে সত্য প্রভুকে সন্তুষ্ট করেছেন, তেমন আমাদেরও দাদিজীর সমান হতে হবে, এটাই হলো তাঁর প্রতি স্নেহভরা শ্রদ্ধাঞ্জলি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা তোমাদের, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বেশি পরিশ্রম করান না, তিনি বলেন শুধুমাত্র দুটো শব্দ স্মরণ করো অল্ফ আর বে (আল্লাহ আর বাদশাহী)"

*প্রশ্নঃ - আত্মাদের পিতার মুখ্য কর্তব্য কোনটি, যার মধ্যে বাবা মজা (কৌতুক) অনুভব করেন?

*উত্তরঃ - আত্মাদের পিতার প্রধান কর্তব্য হলো পতিতকে পবিত্র বানানো। বাবা পবিত্র করে তোলার মধ্যেই মজা অনুভব করেন। বাবা আসেন বাচ্চাদের সঙ্গতি প্রদান করতে, সবাইকে সতাপ্রধান করে তুলতে, কেননা ঘরে ফিরতে হবে। শুধুমাত্র একটা বিষয়েই নিশ্চিত হও যে - আমরা দেহ নই, আত্মা। এই পার্ঠের দ্বারাই বাবার স্মরণ থাকবে আর পবিত্র হতে পারবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের (কহানী) বাবা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবাও মজা অনুভব করেন বাচ্চারা তোমাদের পবিত্র করে তুলতে, সেইজন্যই বলে থাকেন পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো। সবার সঙ্গতি দাতা একমাত্র বাবা, আর কেউ নয়। এটাও তোমরা বুঝেছো এখন অবশ্যই ঘরে ফিরে যেতে হবে। পুরুষার্থ বেশি করার জন্যই বাবা বলেন স্মরণের যাত্রা অবশ্যই প্রয়োজন। স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হবে তারপর ঈশ্বরীয় পড়াশোনাও করতে হবে। সর্বপ্রথম অলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো, তারপর এই বাদশাহী যার জন্য তোমাদের ডায়রেকশন দেওয়া হয়। তোমরা জানো কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাকো, সতাপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে পড়ো, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে থাকো। এখন আবার সতাপ্রধান হতে হবে। সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া, ওখানে একজনও পতিত থাকে না। সত্য যুগে এসবের কোনো অস্তিত্বই নেই। প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়া। এখন তো পবিত্র হও তবেই তো নতুন দুনিয়াতে যেতে পারবে আর রাজত্ব করার উপযুক্ত হতে পারবে। সবাইকেই পবিত্র হতে হবে। ওখানে পতিত থাকেই না। যারা এখন সতাপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে, তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। প্রধান বিষয়ই হলো, বাবাকে স্মরণ করলেই সতাপ্রধান হতে পারবে। বাবা কোনও পরিশ্রম করান না, শুধু বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো। বারংবার বলেন সর্বপ্রথম এটাই নিশ্চয় করো যে - আমরা দেহ নই, আমরা আত্মা। প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বেশি পড়ে না, দুটো শব্দেই সার বুঝিয়ে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দিয়ে পরিশ্রম করানো যায় না। তোমরা জান সতাপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতে কত জন্ম লেগেছে? ৬৩ জন্ম বলতে পারো না। ৮৪ জন্ম লেগেছে। এটা তো নিশ্চয় হয়েছে তাই না যে আমরা সতাপ্রধান ছিলাম, স্বর্গবাসী অর্থাৎ সুখধামের মালিক ছিলাম। সুখধাম যাদের ছিল তাদেরই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের বলা হয়। তারাও মানুষ ছিল কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন ছিল। এই সময় আসুরি গুণ সম্পন্ন মানুষ। শাস্ত্রে তো লেখা হয়েছে অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল তারপরেই দেবতাদের রাজ্য স্থাপন হয়েছিল। এসব কথা বাবাই বসে বোঝান - তোমরা প্রথমে অসুর ছিলে। বাবা এসে ব্রাহ্মণ তৈরি করেছেন তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হওয়ার যুক্তি বলে দিয়েছেন। অসুর আর দেবতাদের মধ্যে লড়াইয়ের কোনও প্রশ্নই নেই। দেবতাদের জন্যই বলা হয় অহিংসা পরম ধর্ম। দেবতারা কখনও লড়াই করে না। হিংসার কোনও প্রশ্নই নেই। সত্যযুগে দৈবী রাজ্য সেখানে লড়াই কি করে হবে। সত্যযুগের দেবতারা এখানে এসে অসুরের সাথে লড়াই করবে, নাকি অসুর দেবতাদের কাছে গিয়ে লড়াই করবে? এটা তো হতেই পারে না। এ হলো পুরানো দুনিয়া আর ওটা হলো নতুন দুনিয়া, তবে লড়াই কি করে হবে। ভক্তি মার্গে মানুষ যা শোনে তাই সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। কারো বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। সম্পূর্ণ রূপে পাথর বুদ্ধি। কলিযুগে পাথর বুদ্ধি, সত্যযুগে স্পর্শবুদ্ধি সম্পন্ন (পারশ বুদ্ধি)। রাজ্যই হলো পারসনাথের। এখানে তো রাজ্যই নেই। দ্বাপরের রাজারাও অপবিত্র ছিল, তাদের রত্ন জড়িত মুকুট ছিল, লাইটের ছিল না অর্থাৎ পবিত্রতা ছিল না। ওখানে সব পবিত্র ছিল। এর অর্থ এই নয় যে উপরে কোনও লাইট থাকে। তা নয়। চিত্র গুলিতে পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে লাইট দেখানো হয়েছে। এই সময় তোমরাও পবিত্র হয়ে উঠছো। তোমাদের লাইট কোথায়? এটা তোমরা জানো বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে উঠছো। ওখানে বিকারের নামগন্ধও নেই। বিকারী রাবণ রাজ্যই শেষ হয়ে যায়। এখানে রাবণকে দেখানো হয়, এতে এটাই প্রমাণিত এখন রাবণ রাজ্য চলছে। রাবণকে প্রতি বছর জ্বালানো হয়, কিন্তু জ্বলেই না। তোমরা তার উপরই বিজয় প্রাপ্ত করো, এরপর এই রাবণ আর থাকবে না।

তোমরা হলে অহিংসক। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করো। স্মরণের যাত্রা দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সব বিকর্ম বিনাশ হবে। জন্ম-জন্মান্তর অর্থাৎ কবে থেকে? কবে থেকে বিকর্ম শুরু হয়? সর্বপ্রথম তো তোমরা আদি

সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মীয়রাই এসেছিল। প্রথমে সূর্যবংশী তারপর চন্দ্রবংশীতে দুই কলা কম হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে। এখন প্রধান বিষয়ই হলো বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হতে হবে। যারা পূর্ব কল্প সতোপ্রধান হয়েছিল, তারাই হবে। তারা ক্রমাগত আসতে থাকবে। নম্বর ক্রমানুসারে তারা আসবে। ড্রামানুসারে প্রত্যেকে আসবে এবং নম্বর ক্রমানুসারে জন্ম গ্রহণ করবে। কত বিচিত্র এই ড্রামা, একে বোঝার জন্য বিচক্ষণতার প্রয়োজন। যেভাবে তোমরা নীচে নেমে এসেছো এখন আবার সেভাবেই উঠতে হবে। নম্বর ক্রমানুসারেই পাশ করবে তারপর নম্বর ক্রমানুসারেই নীচে নামবে। তোমাদের লক্ষ্য হলো সতোপ্রধান হওয়া। সবাই তো ফুল পাশ (পূর্ণ সফলতা) করবে না। ১০০ নম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে কম মার্কস হতে থাকে। সেইজন্যই তীর পুরুষার্থ করার প্রয়োজন। এই পুরুষার্থও অসফল হয়ে যায়। সার্ভিস করা তো সহজ। মিউজিয়ামে তোমরা কিভাবে বোঝাচ্ছো, তার উপরেই প্রত্যেকের ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন সম্পর্কে ধারণা হয়ে যায়। প্রধান শিক্ষক যখন দেখবে এই আত্মা সঠিকভাবে বোঝাতে ব্যর্থ হচ্ছে তখন নিজেই গিয়ে বোঝাবে, এসে সহযোগ প্রদান করবে। দুয়েকজন গার্ডও (পর্যবেক্ষক) রাখা হয়, যারা দেখে ভালোভাবে বোঝাতে পারছে তো? কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে মুখড়ে পড়ছে না তো? এটাও বুঝেছে, সেন্টারের সার্ভিস থেকে প্রদর্শনীর সার্ভিস ভালো হয়। আবার প্রদর্শনী থেকে মিউজিয়ামে ভালো সার্ভিস হয়। মিউজিয়ামে সুন্দর চিত্র প্রদর্শন দ্বারা বোঝান হয়, তারপর যারা দেখে যায় তারাও আবার অন্যদের শোনায়। এইভাবেই শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে।

এই গড ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি শব্দটি সুন্দর। এর মধ্যে তো কোনও মানুষের নাম নেই। এর উদ্ঘাটন কে করেছে? বাবা বলেন তোমরা প্রখ্যাত মানুষদের দিয়ে উদ্ঘাটন করিয়ে থাকো, সুতরাং প্রখ্যাত মানুষ দিয়ে উদ্ঘাটন করলে অনেক মানুষ আসে। একজনকে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত অনেক আসবে সেইজন্যই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) দিল্লিতে লিখেছিলেন প্রখ্যাত মানুষরা যে মতামত দিয়েছেন তা ছাপাও, লোকেরা সেগুলো দেখে বলবে এদের কাছে এতো বড় বড় মানুষরা সব আসে। ইনি তো খুব ভালো মতামত দিয়েছেন। সুতরাং প্রখ্যাত মানুষদের মতামত ছাপানো ভালো। এর মধ্যে কোনো জাদু ইত্যাদির প্রশ্নই নেই, সেইজন্য বাবা লিখে বলেন প্রখ্যাত মানুষদের মতামত পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। সেই পুস্তক বিলি করা উচিত। গাওয়া হয় "মিথ্যা কায়, মিথ্যা মায়... এর মধ্যেই সব এসে যায়। অনেকেই বলে থাকে এটা রাবণ রাজ্য, রাক্ষস রাজ্য। সর্বপ্রথমে তো যাদের রাজ্য ছিল, তাদের নজরে আসা উচিত। বলে আমরা পতিত, আমাদের পবিত্র করে তোলো। সুতরাং সব বিকর্মও তার মধ্যে পড়ে। সবাই বলে থাকে হে পতিত-পাবন, সুতরাং তারা অবশ্যই পতিত, তাইনা।

তোমরা চিত্র রাইট বানিয়েছো যে, পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা? নাকি সমস্ত নদী নর্দমা? অমৃতসরেও পুষ্করিণী রয়েছে, তার সমস্ত জল দূষিত হয়ে গেছে। তাকেও মানুষ অমৃতের পুকুর বলে মনে করে। বড়ো বড়ো রাজারা পুষ্করিণী পরিষ্কার করে থাকে, তার জলকে অমৃত মনে করে সেইজন্যই নাম রাখা হয়েছে অমৃতসর। অমৃত তো গঙ্গা জলকেও বলে থাকে, কিন্তু এর জল এতোই ময়লা যে কিছুই বলার নেই। বাবা (ব্রহ্মা বাবা) এই এই নদী ইত্যাদিতে স্নান করেছেন। ভীষণ দূষিত ময়লা এর জল। মানুষ নদী তীরের মাটিও শরীরে মেখে স্নান করে। বাবা তো অনুভাবী, তাইনা। বাবাও অনুভাবী, পুরানো শরীরকে বেছে নেন। ব্রহ্মা বাবার মতো অনুভাবী কেউ হতে পারবে না। বিখ্যাত সব ভাইসরয়, রাজা রাজারাদের সাথেও সাক্ষাৎকারের অনুভব তার ছিল। বাবা জোয়ার বাজরাও বিক্রি করতেন। ৪-৬ আনা উপার্জন করতে পারলেও শৈশবে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। এখন দেখো, তিনি কোথায় পৌঁছে গেছেন। গ্রামের একজন সাধারণ ছেলে কি হতে পারে! বাবাও বলে থাকেন, আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। এ তো নিজের জন্মকেও জানে না। কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে শেষে গিয়ে একজন সাধারণ ছেলে হয়ে উঠল, এসবই বাবা বসে বোঝান। না কৃষ্ণের কোনও চরিত্র (কর্তব্য) আছে না কংসের রয়েছে। কলসি ভেঙে ফেলা ইত্যাদি যা কিছু কৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে সমস্তটাই ভুল। বাবা দেখো কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলেছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, উঠতে বসতে তোমরা শুধু "মামেকম স্মরণ করো"। আমি উচ্চ থেকে উচ্চতম, সব আত্মাদের পিতা। তোমরা জান আমরা সব আত্মারা ভাই-ভাই আর উনি আমাদের পিতা। আমরা সব ভাইরা এক বাবাকেই স্মরণ করি। উনি হলেন ভগবান, সবাই বলে হে ঈশ্বর কিন্তু কিছুই জানে না। বাবা এসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এই সময়কে গীতার যুগ বলা হয়ে থাকে। কেননা বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন, যার দ্বারা তোমরা উত্তোরণের পথে উঠে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো। আত্মা শরীর ধারণ করে কথা বলে। বাবাকেও দিব্য অলৌকিক কর্তব্য করতে আসতে হয় সুতরাং শরীরের আধার নিতে হয়। অর্ধকল্প ধরে মানুষ দুঃখী হওয়ার কারণে তাঁকে আহ্বান করে। বাবা কল্পে একবারই আসেন। তোমরা তো বারংবার তোমাদের ভূমিকা পালন করে আসছ। আদি সনাতন হলো দেবী-দেবতা ধর্ম, সেই ফাউন্ডেশন এখন আর নেই, তাদের শুধুমাত্র জড় চিত্র রয়ে গেছে। বাবা বলেন তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। এইম অবজেক্ট সামনেই। এ হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। হিন্দু ধর্ম বলে

কোনও ধর্ম নেই। হিন্দু তো হিন্দুস্তানের নাম। যেমন সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম অর্থাৎ নিবাস স্থানকে ভগবান বলে দেয়, তেমনই ওরাও থাকার জায়গাকে নিজেদের ধর্ম বলে দেয়, আদি সনাতন কোনও হিন্দু ধর্ম ছিল না। হিন্দুরা তো দেবতাদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে, মহিমা করে যারা দেবতা ছিল, তারাই হিন্দু হয়ে গেছে। ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অবশিষ্ট সব ধর্ম আছে, শুধু এই দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। নিজেরাই পূজ্য ছিল তারপর পূজারী হয়ে দেবতাদের পূজা করতে লাগলো। কতো বোঝাতে হয়। কৃষ্ণের জন্যও কত বুদ্ধি বলেই ইনি-ই স্বর্গের প্রথম প্রিন্স, সুতরাং ৮৪ জন্ম তাকে দিয়েই শুরু হবে। বাবা বলেন অনেক জন্মের একদম অন্তিম জন্মের শেষে এসে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করি। সুতরাং তার হিসেবও তো বলবেন, তাই না। এই লক্ষী-নারায়ণও প্রথম নম্বরে এসেছিল। যারা প্রথমে এসেছিল, তারাই শেষে চলে যাবে। শুধু এক কৃষ্ণই তো ছিল না, আরও বিষ্ণু বংশাবলীরাও ছিল। এ সবই তোমরা ভালোভাবে জেনেছ। এরপর আর ভুলে যেও না। এখন তো অনেক মিউজিয়াম খোলা হচ্ছে, আরও অনেক খোলা হবে। অনেক মানুষ আসবে। যেমন মন্দিরে গিয়ে মানুষ মাথা ঠেকায়, তোমরাও দেখবে তোমাদের কাছে যখন লক্ষী-নারায়ণের চিত্র দেখবে তখন চিত্রের সামনে টাকা পয়সা রাখবে। তোমরা বলে থাকো এ তো বোঝার বিষয়, টাকা পয়সা রাখার কোনও ব্যাপার নেই। এখন তোমরা শিব মন্দিরে গেলে কি পয়সা দেবে? তোমরা তোমাদের লক্ষ্য নিয়ে বোঝাতে যাবে, কেননা তোমরা সবার বায়োগ্রাফি সম্পর্কে জানো। মন্দির তো অসংখ্য আছে। প্রধান হলো শিব মন্দির। ওখানে অন্যদের মূর্তি কেন রাখে? সবার সামনে পয়সা রাখলে আমদানি হবে। ওরা শিবের মন্দির বলবে বা শিব পরিবারের মন্দির বলবে। শিববাবা এই পরিবার স্থাপন করেছেন। প্রকৃত সত্য পরিবার তো তোমরা ব্রাহ্মণদের। শিববাবার পরিবার তো শালগ্রাম। তারপর ভাই-বোনের পরিবার হয়ে যায়। প্রথমে ভাই-ভাই ছিলে, তারপর বাবা আসেন যখন তখন ভাই বোন হয়ে যাও। তারপর তোমরা সত্য যুগে চলে আসো। সুতরাং ওখানে পরিবারও বৃদ্ধি পায়। ওখানেও বিবাহ হয়, তার ফলে পরিবার আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘর অর্থাৎ শান্তিধামে যখন আমরা আত্মারা থাকি তখন আমরা সবাই ভাই, আর এক পিতা। তারপর এখানে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ভাই-বোন আর কোনও সম্পর্ক নেই, তারপর রাবণ রাজ্য শুরু হলে অনেক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাবা সমস্ত রহস্য বুদ্ধি দিয়ে থাকেন, তারপরও বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা নেমে যাবে। শুধু ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করলেই পাপ মিটেবে না। প্রধান বিষয়ই হলো বাবাকে স্মরণ করা। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ফুল মার্কস নিয়ে পাশ করার জন্য নিজের বুদ্ধিকে সতোপ্রধান স্পর্শবুদ্ধি করে তুলতে হবে। মোটা (ভোঁতা) বুদ্ধি থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ড্রামার বিচিত্র রহস্যকে বুঝতে হবে।

২) এখন বাবার সমান হয়ে দিব্য আর অলৌকিক কর্ম করতে হবে। ডবল অহিংসক হয়ে যোগবলের দ্বারা নিজের বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

বরদানঃ:- কর্ম আর যোগের ব্যালেন্সের দ্বারা ব্লেসিং-এর অনুভবকারী কর্মযোগী ভব কর্মযোগী অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম যোগযুক্ত হবে। কর্মযোগী আত্মা সদাই কর্ম আর যোগের সাথে অর্থাৎ ব্যালেন্স বজায় রাখবে। কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স থাকলে প্রত্যেক কর্মে বাবার দ্বারা তো ব্লেসিং প্রাপ্ত হয়ই অপিতু যাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে আসবে তাদেরও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। কেউ ভালো কাজ করলে তো হৃদয় থেকে তার জন্য আশীর্বাদ বেরিয়ে আসে যে খুব ভালো করেছে। খুব ভালো বলাই হলো আশীর্বাদ।

স্লোগানঃ:- সেকেন্ডে সংকল্পগুলিকে স্টপ করার অভ্যাসই কর্মাতীত অবস্থাকে সমীপে নিয়ে আসবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - চৈতন্য অবস্থাতে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, শূন্য (উদ্দেশ্যহীন) অবস্থায় চলে যাওয়া বা নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া - এ কোনো যোগ নয়"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের চোখ বন্ধ করে (যোগে) বসতে কেন বারণ করা হয়?

*উত্তরঃ - যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে বসো, তাহলে দোকানের সমস্ত জিনিসই চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে। মায়া-রূপী চোর বুদ্ধিতে কিছুই ধারণ করতে দেবে না। চোখ বন্ধ করে যোগ করতে বসলে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, বুঝতেই পারবে না। তাই চোখ খুলে বসতে হবে। কাজ-কর্ম করতে-করতেই বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এরমধ্যে হঠযোগের কোনো ব্যাপার নেই।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের (রুহানী) পিতা বাচ্চাদের বলেন, এও তো বাচ্চা, তাই না। দেহধারী সকলেই (বাবার) বাচ্চা। তাই আত্মাদের পিতা আত্মাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আত্মাই মুখ্য। এ তো ভালভাবে বোঝা। এখানে যখন সম্মুখে বসো তখন এমন নয় যে শরীরের থেকে ডিট্যাচ হয়ে হারিয়ে যেতে হয়। শরীর থেকে পৃথক হয়ে হারিয়ে (অদৃশ্য) যাওয়া, এ কোনো স্মরণের যাত্রায় থাকার স্থিতি নয়। এখানে সচেতন (সজাগ) হয়ে বসতে হবে। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা এমন বলেন না যে, এখানে বসে অচেতন (বেহঁশ) হয়ে যাও। এমন অনেকেই রয়েছে যারা বসে-বসে অচেতন হয়ে যায়। তোমাদের সচেতন হয়ে বসতে হবে আর পবিত্র হতে হবে। পবিত্রতা ব্যতীত ধারণা করতে সমর্থ হবে না, কারো কল্যাণ করতে পারবে না, কাউকে বলতেও পারবে না। (যারা) স্বয়ং পবিত্র থাকে না আর অন্যদের বলে, তারা তো পবিত্র। অতি চালাক (মিয়া-মিটু) হওয়া উচিত নয়, তখন আবার হৃদয়ের দংশন হবে। এমন মনে করো না যে, শূন্যাবস্থায় চলে যাই, তাই চোখ বন্ধ হয়ে যায়। এ কোনো স্মরণের স্থিতি বা অবস্থা নয়, এখানে চৈতন্য অবস্থাতে থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিদ্রাচ্ছন্নতা কোনো স্মরণ নয়। বাচ্চাদের অনেক পয়েন্টস বোঝানো হয়। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে - সপ্ত-তলে চলে যায়, আর এই দুনিয়ার বোধ থাকে না। তোমরা তো দুনিয়াকে জানো, তাই না। এ হলো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, বাবাকে কেউ জানে না। যদি বাবাকে জানতো তাহলে সৃষ্টি-চক্রকেও জেনে যেতো। বাবাই বলেন যে, এই চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, মানুষ কিভাবে পুনর্জন্ম নেয়। সত্যযুগে আয়ু দীর্ঘ হয়ে গেলেও কেউ কুংসিত (যেমন বৃদ্ধাবস্থায় বলিরেখা পড়ে) হবে না। বাকি সন্ন্যাসীদের হলো হঠযোগ। চোখ বন্ধ করে, গুহায় বসে-বসে কু-রূপ হয়ে যায়। বাবা তোমাদেরই বলেন যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও সচেতন থাকতে হবে। শূন্যতায় চলে যাওয়া, এ কোনো অবস্থা নয়। কাজ-কর্মাদিও করতে হবে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পরিবারকে পালনও করতে হবে। শূন্যতায় যাওয়া উচিত নয়। কাজ-কর্ম করতে-করতে বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই যখন কাজ করবে, তখন চোখ খুলে করবে, তাই না। কাজ-কর্মাদি সবকিছুই করতে থাকো। বুদ্ধিযোগ যেন বাবার সঙ্গে জুড়ে থাকে। এতে গাফিলতি করা উচিত নয়। দোকানে বসে যদি চোখ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কেউ এসে জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাবে আর জানতেও পারবে না। এ কোনো (সঠিক) অবস্থা নয়। আমরা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাই, এসব হঠযোগীদের কথা। রিদ্ধি-সিদ্ধি যারা করে, তারা এমন করে। বাবা বসে ভালো ভাবে বোঝান, এতে চোখ বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। বাবা বলেন, বসে-বসে আত্মীয় পরিজনকে যে স্মরণ করো, সেসব ভুলে যাও। এক পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত পাপমোচন হবে না। ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে সূক্ষ্ম লোকে (বতনে) হারিয়ে যায়। এতে কি হয়? যতসময় ওখানে থাকে তাতে বিকর্ম বিনাশ তো হয় না। শিববাবাকেও স্মরণ করতে পারে না। আর না বাবার বাণী (মুরলী) শুনতে পারে। তাই ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু এও ড্রামায় নির্ধারিত তাই যায়। পরে এসে মুরলী শোনে। তাই বাবা বলেন, যাও আর তৎক্ষণাৎ চলে এসো, বসে থেকো না। সূক্ষ্ম লোকে গিয়ে খেলাধুলা করা বাবা বন্ধ করে দিয়েছেন। এও একধরনের উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করা, তাই না। ভক্তিমার্গে উদ্দেশ্যহীন বিচরণ, রোদন - বিলাপ অনেক হয়, কারণ মার্গ তো অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই না। মীরা ধ্যানে বৈকুণ্ঠে চলে যেতো। তা কি যোগ বা পড়াশোনা(জ্ঞান) ছিল? না, তা ছিল না। সে কি সন্নতি পেয়েছিল? স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হয়েছিল? তার জন্ম-জন্মান্তরের পাপমোচন হয়েছিল কি? একদমই নয়। জন্ম-জন্মান্তরের পাপমোচন তো একমাত্র বাবার স্মরণের মাধ্যমেই হতে পারে। বাকি সাক্ষাৎকারাদি করে কোনো লাভ নেই। এ হলো শুধু ভক্তি। না রয়েছে স্মরণ, আর না রয়েছে জ্ঞান। ভক্তিমার্গে এসব শেখানোর মতন কেউ থাকে না, তাই সন্নতিও হয় না। যদিও অনেক সাক্ষাৎকার হয়, শুরুতে বাচ্চারা নিজেরাই চলে যেতো। মাঝা-বাবাও কি যেতেন, না যেতেন না। শুরুতে ব্রহ্মা বাবার শুধু স্থাপনা আর বিনাশের সাক্ষাৎকার হয়েছিল। পরে তো আর কিছু হয় নি। আমি কাউকে পাঠাই না। হ্যাঁ, বসে

বলে দিই, বাবা এদের রশি টানো। সেও যদি ড্রামায় থাকে তবেই রশি টানবে, আর তা নাহলে নয়। সাক্ষাৎকার তো অনেক হয়। যেমন প্রারম্ভে অনেক সাক্ষাৎকার হতো, অল্পিমেও অনেক সাক্ষাৎকার করবে। "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ" (শিকারের মৃত্যু শিকারীর জয় = মিরুয়া মউত মলুকা শিকার)। এত অগণিত মানুষ, এরা সকলেই শরীর ত্যাগ করবে। সশরীরে তো আর কেউ সত্যযুগে বা শান্তিধামে যাবে না। কত অগণিত-সংখ্যক মানুষ, সকলেরই বিনাশ হয়ে যাবে। এখন শুধু ব্রহ্মার দ্বারা এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। কন্যারা, তোমরা গ্রামে-গ্রামে গিয়ে কত সার্ভিস কর। এটাই বল যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ কর। সন্ন্যাসীরা রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবা ব্যতীত রাজযোগ আর কে শেখাবে? বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তারপর রাজত্ব পেয়ে যাবে। (ওখানে) তোমরা অসীম সুখে থাকো। ওখানে তো আর স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। ওখানে সামান্যতম দুঃখও থাকে না। আয়ুও দীর্ঘ, শরীরও রোগমুক্ত হয়। এখানে কত দুঃখ। এমনও তো নয় যে, বাবা দুঃখের জন্যই এই খেলা রচনা করেছেন। এই সুখ-দুঃখের, জয়-পরাজয়ের খেলা তো আদি-অনাদি। এসমস্ত কথা সন্ন্যাসীরা জানেই না তাহলে বোঝাবে কেমন করে। তারা তো ভক্তিমার্গের শাস্ত্রাদি পড়ে। তোমাদের বলা হয় - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। সন্ন্যাসীরা আবার আত্মা মনে করে ব্রহ্মকে স্মরণ করে। ব্রহ্মকে পরমাত্মা মনে করে, তারা হল ব্রহ্মগুণী। বাস্তবে ব্রহ্ম হলো নিবাসস্থল। যেখানে তোমরা আত্মারা থাকো, তারা বলে যে, ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যাবে। তাদের জ্ঞানই সম্পূর্ণ উল্টো। বাচ্চারা, এখানে অসীম জগতের পিতা তোমাদের পড়ায়। তারা বলে, ভগবান ৪০ হাজার বছর পর আসবে, একেই বলে অষ্টানতার অন্ধকার। বাবা বলেন, আমিই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশকারী। আমি স্থাপনা করছি, আবার বিনাশও সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তাড়াতাড়ি কর। পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারবে। এ হলো পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়া। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কি আছে, না নেই। ঐনাদের রাজ্য নতুন দুনিয়ায় ছিল, এখন নেই। ঐনারাও পুনর্জন্ম নিয়েছেন। শাস্ত্রতে তো কি-কি সব লিখে রেখেছে। কৃষ্ণকে দেখানো হয়েছে অর্জুনের অশ্বচালিত রথে বসে রয়েছে। এমন তো নয় যে, অর্জুনের ভিতরে কৃষ্ণ বসে রয়েছে। কৃষ্ণ তো দেহধারী, তাই না, আর না লড়াই ইত্যাদির কোন কথা আছে। ওরা তো পান্ডব আর কৌরবদের সৈন্যদের বিভাজিত করে দিয়েছে। এখানে তো ওইসমস্ত কোন কথা নেই। ভক্তিমার্গে তো অসংখ্য শাস্ত্রাদি রয়েছে। সত্যযুগে এসব থাকে না। ওখানে তো জ্ঞানের প্রালঙ্ঘ (প্রাপ্তি) অর্থাৎ রাজধানী রয়েছে। ওখানে সুখই-সুখ রয়েছে। বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন, তাই নতুন দুনিয়া অবশ্যই সুখময় হবে, তাই না। বাবা কখনও পুরানো বাড়ী বানায় কি! বাবা তো নতুন বাড়ী বানান, সেই দুনিয়াকেই সতোপ্রধান দুনিয়া বলা হয়। এখন তো সবই তমোপ্রধান, অপবিত্র, রাবণের পর-রাজ্যে বসে রয়েছে। রাম বলা হয় শিববাবাকে, রাম-রাম বলে রামের নামে দান দিতে থাকে। এখন কোথায় রাম আর কোথায় শিববাবা। বাচ্চারা, এখন শিববাবা তোমাদের বলেন, মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। যেখান থেকে এসেছো সেখানেই আবার ফিরে যেতে হবে, যতদিন না বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হবে ততদিন পর্যন্ত ফিরে যেতে পারবে না। তোমাদের মধ্যেও বিরলই কেউ-কেউ আছে যারা সঠিক রীতিতে বাবাকে স্মরণ করে। এ মুখে বলার মতন কথা নয়। ভক্তিতে মুখে রাম-রাম বলে। কেউ যদি তা না বলে তাহলে মনে করে এ নাস্তিক। কত চিংকার(আওয়াজ) করে গান-বাজনা করে। বৃষ্ণ যত বড় হয়, ভক্তির সামগ্রীও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বীজ কত ক্ষুদ্র। তোমাদের তো কোনো সামগ্রী নেই, কোনো আওয়াজ নেই। শুধু বলেন - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। মুখে কিছু বলতেও হবে না। লৌকিক পিতাকেও সন্তান বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করে। বসে 'বাবা-বাবা' বলে কি? না বলে না। তোমরা এখন জানো যে, আত্মাদের পিতা কে। আত্মারা সকলেই ভাই-ভাই। আত্মার আর কোন নাম নেই। কিন্তু শরীরের নাম পরিবর্তিত হয়ে যায়। আত্মা হলো আত্মাই। আর উনি হলেন পরম আত্মা। ঐনার নাম হলো শিব। ঐনার নিজের শরীর নেই। বাবা বলেন, আমারও যদি শরীর থাকত তাহলে পুনর্জন্মেও আসতে হতো। তাহলে তোমাদের সঙ্গতি কে করতো? ভক্তিমার্গে আমাকে স্মরণ করে। সেখানে অনেক চিত্র রয়েছে। এখন তোমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হও, তাই না। জন্ম তো নরকেই হয়েছে, মৃত্যু হবে স্বর্গে যাওয়ার জন্য। এখানে তোমরা এসেছোই স্বর্গে যাওয়ার জন্য। যেমন কেউ ব্রিজ ইত্যাদি যখন তৈরী করে, তখন প্রথমে ফাউন্ডেশন সেরিমনি করে, তারপরে ব্রিজ তৈরী হয়ে থাকে। স্বর্গ স্থাপনের শিলান্যাস বাবা করে দিয়েছেন, এখন তৈরী হচ্ছে। বাড়ী তৈরী করতে সময় লাগে কি? গভর্নমেন্ট যদি বানায় তবে এক মাসের মধ্যেই বাড়ী দাঁড় করিয়ে দেয়। বিদেশে বাড়ী রেডিমেড অবস্থায় পাওয়া যায়। স্বর্গে তোমাদের বুদ্ধি হবে সুগভীর, সূক্ষ্ম আর সতোপ্রধান। সায়েন্টিস্টদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। তারা শীঘ্রই সব বানাতে থাকবে, ওখানে প্রাচীরও রক্ত জড়িত হবে। আজকাল অতি শীঘ্র নকল জুয়েলারী তৈরী করে ফেলে এবং তা আসলের থেকেও অধিক উজ্জ্বল হয়। আজকাল মেশিনের দ্বারা অতি শীঘ্র বানিয়ে ফেলে। ওখানে বাড়ী তৈরী করতে দেরী হয় না, পরিষ্কার ইত্যাদি করতেই সময় লাগে। এমন নয় যে, সোনার দ্বারকা সমুদ্রতল থেকে উঠে আসবে। তাই বাবা বলেন, খাও-দাও আর শুধু বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এইযে গঙ্গাস্নানাদি করে এসেছো কিন্তু কেউই তো মুক্তি-জীবনমুক্তি লাভ করেনি। এখানে

বাবা পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলেন। বাবা বলেন, আমিই পতিত-পাবন। তোমরা ডেকেছো, হে পতিত-পাবন বাবা এসো, এসে আমাদের পবিত্র করো। ড্রামা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন সব অ্যাক্টরদের স্টেজে থাকা উচিত। ক্রিয়েটর থাকা উচিত। সকলেই দাঁড়িয়ে পড়ে, তাই না। এও ঠিক তেমনই। সব আত্মারাই এসে যাবে তারপরে ফিরে যেতে হবে। এখনও তোমরা তৈরী হওনি। কর্মাতীত অবস্থাই হয়নি তাহলে বিনাশ কি করে হবে। বাবা তো আসেনই তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াতে, ওখানে কাল হয়ই না। তোমরা কালের উপরে বিজয়লাভ কর। বিজয় প্রাপ্ত কে করায়? কালেরও কাল অর্থাৎ মহাকাল। তিনি কতজনকে সঙ্গে করে নিয়ে যান! তোমরা খুশি-খুশিতে যাও। বাবা এখন এসেছেন তোমাদের দুঃখ দূর করতে তাই তাঁর মহিমা কীর্তন করে - গডফাদার দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করো। শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে চলো। কিন্তু এ তো মনুষ্যরা জানে না যে, এখন বাবা স্বর্গ রচনা করছেন। তোমরা স্বর্গে যাবে, সেখানে (সৃষ্টি-রূপী) বৃক্ষ অতি ক্ষুদ্র হবে যা পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। এখন আর সব ধর্ম রয়েছে, সেই এক ধর্মই নেই। নাম, রূপ, রাজ্য ইত্যাদি সবকিছু বদলে যায়। প্রথমে দ্বিমুকুটধারী, পরে এক মুকুটধারী হয়। সোমনাথ মন্দির তৈরী করা হয়েছিল, কত ধন-ঐশ্বর্য ছিল। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির একটিই ছিল যা লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা বলেন, তোমরা পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হয়ে যাও। প্রতি পদে-পদে তোমরা বাবাকে স্মরণ কর তবেই পদমণ্ডল একত্রিত হবে। এত উপার্জন একমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে তবেই হবে। তাহলে এমন পিতাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও কেন? যত বাবাকে স্মরণ করবে, সার্ভিস করবে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। মহারথী বাচ্চারা চলতে-চলতে পড়ে যায় (অধঃপতন হয়)। মুখে কালিমা লেপন করে ফেললে উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বড় রকমের লটারী তোমরা হারিয়ে ফেলো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) গৃহস্থ ব্যবহারে পরিবারকে লালন পালন করেও বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। গাফিলতি করা উচিত নয়। পবিত্রতার ধারণার দ্বারা নিজের এবং সকলের কল্যাণ করতে হবে।

২) স্মরণের যাত্রা এবং পঠন-পাঠনের দ্বারাই উপার্জন হয়, ধ্যানে (ট্রান্সে) মগ্ন হয়ে ঘোরাফেরা করা, এতে কোনো লাভ হয় না। যতটা সম্ভব সচেতন থাকো, বাবাকে স্মরণ করে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ স্মৃতির দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থিতি আর শ্রেষ্ঠ বায়ুমন্ডল নির্মাণকারী সকলের সহযোগী ভব যোগের অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতে থাকা। আমি হলাম শ্রেষ্ঠ আত্মা, শ্রেষ্ঠ বাবার সন্তান, যখন এইরকম স্মৃতি থাকে তখন স্থিতিও শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ স্থিতির দ্বারা শ্রেষ্ঠ বায়ুমন্ডল স্বভাবতঃই তৈরী হয়ে যায়, যা অনেক আত্মাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। যখনই তোমরা আত্মারা যোগে থেকে কর্ম করো তখন সেখানকার বাতাবরণ, বায়ুমন্ডল অন্যদেরকেও সহযোগ দেয়। এইরকম সহযোগী আত্মারা বাবার আর বিশ্বের প্রিয় হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- অচল স্থিতির আসনে অধিষ্ঠিত হলেই রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই আত্মাতে লাইট আসবে, জ্ঞানবান আত্মা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে"

*প্রশ্নঃ - মায়া কোন্ বাচ্চাদেরকে এতটুকুও বিরক্ত করতে পারে না?"

*উত্তরঃ - যারা সুপরিপক্ক যোগী হয়, যারা যোগবলের দ্বারা নিজের সব কর্মেন্দ্রিয়কে শীতল করেছে, যারা যোগে থাকারই পরিশ্রম করে, মায়া তাদের এতটুকুও বিরক্ত করতে পারে না। যখন তোমরা বলিষ্ঠ যোগী (পরিপক্ক) হয়ে যাবে তখন সুযোগ্য হবে। সুযোগ্য হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে পিওরিটির দরকার।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। অজ্ঞানতার বশে তোমাদের আত্মা ডাল (নিষ্প্রভ) হয়ে গেছে। হীরেতে যে ঔজ্জ্বল্য থাকে, পাথরের তা থাকে না। সেইজন্য বলা হয় পাথরের মতো ডাল হয়ে গেছে। আবার জাগ্রত হলে বলা হয় এ হলো যেন পরশমণি। এখন অজ্ঞানতার কারণে আত্মার জ্যোতি ডিম (নিষ্প্রভ) হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ কালো হয় না, ডিম হয়ে যায় । বলা হয়ে থাকে কালো হয়ে গেছে । সবার আত্মা একরকম হয়। শরীরের গঠন অনেক প্রকারের হয়। আত্মা তো একই হয়। এখন তোমরা বোঝো আমি হলাম আত্মা, বাবার বাচ্চা। এই সমগ্র জ্ঞান ছিলো, সেটা আবার ধীরে-ধীরে চলে গেছে। যেতে যেতে শেষে কিছু না থাকলে বলা হবে অজ্ঞান। তোমরাও অজ্ঞানী ছিলে। এখন জ্ঞানের সাগরের থেকে জ্ঞানী হচ্ছে, আত্মা তো হলো খুব সূক্ষ্ম। এই চোখের দ্বারা দেখাও যায় না। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চাদের নলেজফুল করে তুলছেন, তবেই তোমরা জাগ্রত হও। সেখানে ঘরে ঘরে আলো । এখন ঘরে-ঘরে হলো অন্ধকার অর্থাৎ আত্মা ডিম হয়ে গেছে। এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে লাইট এসে যাবে, আবার তোমরা জ্ঞানবান হয়ে যাবে। বাবা কারোর গ্লানি করেন না। তিনি তো ড্রামার রহস্য বোঝান। বাচ্চাদের বলেছেন এরা সব মতিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কে বলে? বাবা। বাচ্চারা, শ্রীমতের আধারে তোমাদের কতো সুন্দর বুদ্ধি হয়েছিল। এখন তোমরা ফিল করছো। তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। জ্ঞানকে পড়াশোনা বলা হয়। বাবার এই ঈশ্বরীয় পার্থের দ্বারা আমাদের জ্যোতি জাগ্রত হয়ে উঠেছে, একেই সত্যিকারের দীপাবলী বলা যায়। ছোটবেলায় মাটির প্রদীপে তেল ঢেলে দীপ প্রজ্জ্বলিত করতাম। প্রথা অনুসারে সেটাই চলে আসছে । এতে কোনো দীপাবলী হয় না। এই আত্মা যা ভিতরে আছে তা ডিম হয়ে গেছে। বাবা এসে এর জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করেন। বাচ্চাদের কাছে এসে নলেজ দেন, পঠন-পাঠন করান। স্কুলে যেমন টিচার পড়ায়। সেটা হলো স্থূল জাগতিক নলেজ, এটা হলো অসীম জগতের নলেজ। কোনো সাধু-সন্তও কি পড়ায়! রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য আর অন্তের নলেজ কখন শোনো? কখনো কি কেউ এসে পড়িয়েছে? শুধুমাত্র এক বাবা পড়ান, তাই ওঁনার কাছে পড়াশুনা করা উচিত। বাবা অনায়াসেই আসেন। আমি আসছি বলে কি আর ঢ্যাঁড়া পেটান ! অনায়াসেই এসে প্রবেশ করেন। তিনি আওয়াজই তো করতে পারেন না যতক্ষণ না তাঁর অরগ্যান্স প্রাপ্তি হয়। আত্মাও অরগ্যান্স ব্যতীত আওয়াজ করতে পারে না, যখন শরীরে আসে তখন আওয়াজ করে। তোমরা লোককে বোঝালে কেউ মানবে না। বাচ্চাদের যখন এই নলেজ দেওয়া হয় তখন বুঝতে পারে। এই নলেজ এক বাবা ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। বিনাশের সাক্ষাৎকারও কি চায় আর ! এটাও বাবা এসেই করান। ড্রামা অনুসারে পুরানো দুনিয়া এখন বিনষ্ট হবে। নূতন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। যাদের বাবার থেকে নলেজ নেওয়ার আছে তারা আসতে থাকে। কতো জনকে জ্ঞান দিয়ে থাকবে? অগণিত, একেকটা গ্রাম থেকে কত শত আসছে। আত্মা আর পরমাত্মার মেলা এই একবারই ঘটে। সঙ্গমযুগেই আসে। বাবা এসে নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন। যাদের জ্যোতি জাগরিত করেন, তারা গিয়ে আবার অন্যদের জ্যোতি জাগরণ করে। তোমাদের সবাইকে এখন গৃহে ফিরে যেতে হবে। এর জন্য বুদ্ধি দ্বারা কাজ করতে হবে। ভক্তি মার্গে তো হলো অন্ধকার। জ্ঞান দেওয়ার জন্য তো এক বাবাকেই চাই। তিনি আসেনই সঙ্গমে। পুরানো দুনিয়ায় জ্ঞান মেলে না। মানুষের মনের মধ্যে আছে এথনো চল্লিশ হাজার বছর পড়ে আছে। সম্পূর্ণ ভাবে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আছে। মনে করে চল্লিশ হাজার বছর পরে ভগবান আসবেন। অবশ্যই এসে জ্ঞান প্রদান করে সঙ্গতি করবেন। ঘোর অজ্ঞানতা বলবে না কী ! একে অজ্ঞান অন্ধকার বলা হয়। অজ্ঞানীদের জ্ঞান চাই। ভক্তিকে জ্ঞান বলা যায় না। আত্মাতে জ্ঞান নেই, ডাল বুদ্ধি হওয়ার জন্য মনে করে ভক্তিই হলো জ্ঞান। একদিকে মনে করে জ্ঞান সূর্য আসার ফলে আলোকিত হবে, কিন্তু কিছু বোঝে না। কীর্তন করে - জ্ঞান সূর্য প্রকাশিত হলো...কিসের জন্য বলে জ্ঞান সূর্য? কখন আসে, এটা কেউ জানে না। পন্ডিতরা বলবে, কলিযুগ সম্পূর্ণ হলে তখন আলোকিত হবে। এসব কথা বাবা এসে বোঝান। বাচ্চারা নশ্বর অনুযায়ী বোঝে। টিচার বাচ্চাদের পড়ায়, এক ভাবে তো বাচ্চারা পড়ে না। পড়াতে একরকম মার্কস তো কখনো হয় না।

তোমরা জানো যে, অসীম জগতের বাবা এসেছেন। এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশও সামনে উপস্থিত। এখনই বাবার থেকে জ্ঞান নিতে হবে আর যোগও শিখতে হবে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বলেন, এই সঙ্গমেই এসে এই শরীরকে লোন নিই অর্থাৎ প্রকৃতির আধার নিই। আর গীতাতেও এই শব্দ আছে আর কোনো শাস্ত্রের নাম করেন না বাবা। এক গীতাই আছে। এটা হলোই রাজযোগের পড়াশুনা। নাম রেখে দিয়েছে গীতা। এতে প্রথমদিকে লেখা আছে ভগবানুবাচ। এখন ভগবান কাকে বলা যায়? ভগবান তো হলেন নিরাকার, ওঁনার নিজের তো শরীরই নেই। সেটা হলো নিরাকারী দুনিয়া, যেখানে আত্মারা থাকে। সূক্ষ্মবতনকে দুনিয়া বলা যায় না। এটা হলো স্থূল সাকার দুনিয়া, ওটা হলো আত্মাদের দুনিয়া। সমস্ত খেলা এখানে চলতে থাকে। নিরাকারী দুনিয়াতে আত্মারা কতো ছোটো-ছোটো। আবার পার্ট করতে আসে। বাচ্চারা, এই খেলায় তোমাদের বুদ্ধিতেই বসানো হয়। একেই জ্ঞান বলা হয়। বেদ-শাস্ত্রকে বলা হয় ভক্তি, জ্ঞান নয়। তোমাদের সাধু সন্ন্যাসীদের সাথে এতো যোগাযোগ হয়নি, বাবার (ব্রহ্মা) তো অনেক সঙ্গ করা আছে। অনেক গুরু করেছিলেন। সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি সন্ন্যাস নিয়েছেন কেন? বাড়ী-ঘর কেন ত্যাগ করেছেন? বলে বিকারের জন্য বুদ্ধি ব্রষ্ট হয়ে যায়, সেই জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়েছি। আচ্ছা, জঙ্গলে গিয়ে যে থাকো, সেখানে ঘর-বাড়ীর কথা মনে পড়ে? বলে হ্যাঁ। বাবা তো দেখেছিলেন এক সন্ন্যাসী আবার বাড়ীতে ফিরেও গিয়েছিল। এটাও শাস্ত্রে আছে। মানুষ বাণপ্রস্থ অবস্থায় তখন যায় যখন বয়স বেড়ে যায়, ছোটো বয়সে তো বাণপ্রস্থ নিতে পারে না। কুস্ত্র মেলাতে অনেক ছোট ছোট উলঙ্গ লোক আসে। ওষুধ খাওয়ায়, যাতে কর্মেন্দ্রীয় ঠান্ডা হয়ে যায়। তোমাদের তো হলো যোগবলের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়কে বশে রাখা। যোগবলের দ্বারা ক্রমশঃ বশ হয়ে শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়েই যায়। কেউ বলে বাবা মায়া খুবই বিরক্ত করে। ওখানে তো এরকম ব্যাপার হয় না। কর্মেন্দ্রীয় বশ তখনই হবে যখন তোমরা যোগে পরিপক্ব হবে। কর্মেন্দ্রীয় শান্ত হয়ে যাবে। এতে অনেক পরিশ্রম রয়েছে। সেখানে এইরকম ঘৃণ্য কাজ হয় না। বাবা এসেছেন এইরকম ভাবে স্বর্গ ধামে নিয়ে যেতে। তোমাদের সুযোগ্য করে তুলছেন। মায়া তোমাদের অ-যোগ্য (না-লায়েক) করে তোলে অর্থাৎ স্বর্গ বা জীবনমুক্তি ধামে চলার যোগ্য নয়। বাবা বসে সুযোগ্য করেন। এর জন্য পিওরিটি হলো ফার্স্ট। গানও কীর্তন করে থাকে যে - বাবা, আমরা পতিত হয়ে পড়েছি, এসে আমাদেরকে পবান করো। পাবন মানে পবিত্র, গায়নও আছে অমৃত ছেড়ে বিষ কিসের জন্য থাকে। তার নাম বিষও, যে আদি মধ্য অন্ত দুঃখ দেয়। এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত। বাবা কতো বার এসেছেন, তোমাদের কাছে এসে কতো বার মিলিত হয়েছেন। তোমাদের কনিষ্ঠ থেকে উত্তমপুরুষ করছেন। আত্মা পবিত্র হলে আয়ুও বড় হয়ে যায়। হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস সব প্রাপ্ত হয়ে যায়। এটাও তোমরা বোর্ডের উপর লিখতে পারো। হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস ফর ২১ জেনারেশন (প্রজন্ম) ইন ওয়ান সেকেন্ড। বাবার থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় একুশ জন্মের জন্য। কোনো বাচ্চা বোর্ড লাগাতেও ভয় পায়। বোর্ড তো সবার ঘরে থাকেই। তোমরা যে হলে সার্জেনের বাচ্চা। তোমাদের হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপিনেস সব কিছুই প্রাপ্তি হয়। তবে তোমরা অন্যদেরও দাও। দিতে পারবে তো বোর্ডের উপর লিখে দাও না কেন ! তাহলে মানুষ এসে বুঝবে ভারতে আজ থেকে পাঁচ হাজার পূর্বে হেল্থ-ওয়েল্থ ছিলো, পবিত্রতাও ছিলো। অসীম জগতের পিতার উত্তরাধিকার এক সেকেন্ডে। তোমাদের কাছে অনেকে আসবে। তোমরা বসে বোঝাও এই ভারতই ছিল সোনার চড়ুই পাখী, এদের রাজ্য ছিলো। এসব আবার কোথায় গেল ? এরাই প্রথমে ৮৪ জন্ম নেবে। ইনি হলেন নম্বর ওয়ান, ইনিই আবার লাস্টে আসবেন। বাবা বলেন, এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আবার শুরু হবে। অসীম জগতের পিতা এসেই এই পদ প্রাপ্ত করান। শুধু বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। ৮৪ জন্মকে জেনে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তার জন্য পড়াশুনার তো দরকার আছে। তোমাদের বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। নূতন কেউ তো বুঝতে পারবে না। তোমরা জানো যে স্ব আত্মাকে বলা হয়। আমি আত্মা যে পবিত্র ছিলাম, শুরুর থেকে ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত করেছি। সেও বাবা বোঝান, তোমরা প্রথম দিকে শিবের ভক্তি শুরু করেছিলে। তোমরা তো অব্যাভিচারী ভক্ত ছিলে। বাবা ব্যাভীত কিছু বোঝাতে পারবে না। বাবা বলেন, মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা সর্বপ্রথম এই জন্ম নিয়েছিলে। কেউ বিতশালী হলে বলবে, আগের জন্মে সে ওরকম কর্ম করেছিলো। কেউ রোগী হলে বলবে পুরানো কর্মের হিসাবপত্র রয়েছে। আচ্ছা, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ কি কর্ম করেছিল? এটা বাবা বসে বোঝান। এনার ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হলে আবার ফার্স্ট নম্বরে আসতে হবে। ভগবান সঙ্গমযুগে এসেই রাজযোগ শেখান। এখন তোমরা মনে করছো যে বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আবারও তোমরা ভুলে যাবে। কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গুহ্য গতিও বাবা বুঝিয়েছেন, রাবণ রাজ্যে তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। সেখানে (সত্যযুগে) কর্ম অকর্ম হয়। সেখানে রাবণ রাজ্যই নেই। বিকার হয় না। সেখানে হলোই যোগবল। যখন যোগবলের দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হবো তো অবশ্যই পবিত্র দুনিয়াও চাই। পুরানো দুনিয়াকে অপবিত্র, নূতন দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। ওটা হলো ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, এটা হলো ভিসিয়াস ওয়ার্ল্ড বা দুঃশ্চরিত্র দুনিয়া। বাবা এসেই বেশ্যালয়কে শিবালয়ে পরিণত করেন। সত্যযুগ হলো শিবালয়। শিববাবা এসে তোমাদের সত্যযুগের জন্য সুযোগ্য করে তুলেছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো - তোমাদের জানা আছে এনারা এই পদ কি ভাবে প্রাপ্ত করেছেন? বিশ্বের মালিক কি ভাবে

হয়েছেন? বাবা বলেন তোমরা জানো না, আমি জানি। তোমরা বাবার বাচ্চারা ই বলতে পারো যে, আমরা আপনাদের বলতে পারি - এনারা এই পদ কি ভাবে প্রাপ্ত করেছেন। এরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়ে তারপর পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আসলে বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন আর রাজস্ব দিয়েছেন। এর আগে নম্বর ওয়ান পতিত ছিলো, আবার নম্বর ওয়ান পবিত্র হয়েছে। সম্পূর্ণ রাজধানী বা রাজস্ব ছিল। তোমাদের চিত্রে সব ক্রীয়ার আছে- এদের রাজযোগ কে শিখিয়েছেন। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেনই পরমাত্মা। দেবতারা তো শেখাতে পারেন না, ভগবানই শেখান, যাকে নলেজফুল বলা হয়ে থাকে। বাবা, টিচার, সঙ্করও বলা যায়।

এই সব কথা তারাই বুঝতে পারে যারা শুরু থেকে শিবের ভক্তি করেছে। মন্দির বানিয়েছে যে, তাকে জিজ্ঞাসা করো- আপনি এই মন্দির তৈরী করেছেন, এরা এই পদ কীভাবে প্রাপ্ত করেছে? কবে এদের রাজ্য ছিলো? সেটা আবার কোথায় গেল? এখন এটা কোথায় আছে? তোমরা ৮৪ জন্মের কাহিনী বলো, তো খুব খুশী হবে। তোমাদের পকেটে একটা চিত্র রেখে দেবে। তোমরা যে কাউকেই বোঝাতে পারো। শুরু থেকে যারা শিবের ভক্তি করেছিল, তারা শুনবে, খুশী হতে থাকবে। তোমরা বুঝে যাবে ইনি আমাদের কুলের। প্রতিদিন বাবা খুব সহজ যুক্তি সমূহ বলে দেন। তোমাদের এখন বোধগম্য হয়েছে যে পরমপিতা পরমাত্মাই সকলের সঙ্গতি দাতা। ২১ জন্মের জন্য সত্যযুগী বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যায়। ২১জন্মের উত্তরাধিকার এই পঠন-পাঠনের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। টপিকও (বিষয়) অনেক আছে, বেশ্যালয় আর শিবালয় কাকে বলা হয় - এই টপিকের উপরে তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার জীবন কাহিনী বলতে পার। লক্ষ্মী-নারায়ণের ৮৪ জন্মের কাহিনী-এটাও একটা টপিক। বিশ্বে শান্তি কীভাবে ছিলো, আবার কীভাবে অশান্তি শুরু হলো, এখন আবার কীভাবে শান্তি স্থাপন হতে চলেছে- এটাও টপিক। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এখন উত্তম পুরুষ হওয়ার জন্য স্মরণের শক্তির দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্মই করতে নেই।

২) জ্ঞানবান হয়ে আত্মাদের জাগরিত করার সেবা করতে হবে। আত্মারূপী জ্যোতিতে জ্ঞান-যোগের ঘৃত ঢালতে হবে। শ্রীমতের আধারে বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করতে হবে।

বরদানঃ:- পয়েন্ট স্বরূপে স্থিত হয়ে মন-বুদ্ধিকে নেগেটিভের প্রভাব থেকে সেফ রাখা বিশেষ আত্মা ভব যেমন যখন কোনও সীজন্ আসে, তো সেই সীজন্ থেকে বাঁচার জন্য সেই অনুসারে অ্যাটেনশন রাখা হয়। বর্ষা এলে ছাতা, রেনকোট ইত্যাদির জন্য অ্যাটেনশন রাখে। শীত কাল এলে উষ্ণ পোশাক রাখে.... সেইরকম বর্তমান সময়ে মন-বুদ্ধিতে নেগেটিভ ভাব আর ভাবনা জন্ম দেওয়ার বিশেষ কাজ মায়া করছে। সেইজন্য বিশেষ সেফটির সাধন ধারণ করো। এর সহজ সাধন হলো - এক পয়েন্ট স্বরূপে স্থিত হওয়া। আশ্চর্য আর কোশ্চেন মার্কের পরিবর্তে বিন্দু লাগানো অর্থাৎ বিশেষ আত্মা হওয়া।

স্লোগানঃ:- অজ্ঞাকারী হলো সে, যে প্রতিটি সংকল্প, বাণী আর কর্মে জী হজুর করে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে পড়াশোনা করতে এসেছো, তোমাদের চোখ বন্ধ করার প্রয়োজন নেই, পড়াশোনা চোখ খুলেই করতে হয়"

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, ভক্তিমাৰ্গে এমন কোন অভ্যাস ভক্তদের মধ্যে থাকে, যা এখন তোমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়?
- *উত্তরঃ - ভক্তিতে যেকোনো দেবতার মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কিছু না কিছু চাইতে থাকে। তাদের মধ্যে ভিক্ষা করার অভ্যাসই হয়ে যায়। লক্ষ্মীর সামনে দাঁড়িয়ে ধন ভিক্ষা করবে। কিন্তু তাতে প্রাপ্তি কিছুই নেই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এই অভ্যাস নেই, আমরা তো বাবার অবিনাশী উত্তরাধীকারের অধিকারী। তোমরা সত্যিকারের বিচিত্র (নিরাকার) পিতাকে দেখতে থাকো, সেটাই তোমাদের সত্যিকারের উপার্জন।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে আত্মাদের বোঝান - এ হলো পাঠশালা, এখানে কোনো চিত্র অর্থাৎ দেহধারীকে দেখবে না। এখানে কাউকে দেখলেও বুদ্ধি যেন ওইদিকেই থাকে, যার কোনো চিত্র নেই। স্কুলে বাচ্চাদের অ্যাটেনশন সর্বদা টিচারের দিকেই থাকে। কারণ তিনি পড়ান, তাই তার কথা অবশ্যই শুনতে হবে, আর তারপর রেসপন্সও করতে হবে। যখন টিচার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে তখন স্টুডেন্ট ঈশারা করবে, তাই না - আমি উত্তর বলছি। এখানে এ হলো বিচিত্র স্কুল, কারণ এখানকার পঠন-পাঠনও বিচিত্র (অদ্ভুত)। যিনি পড়ান তাঁর কোনো চিত্র নেই। তাই চোখ খুলেই পড়তে বসা উচিত, তাই না। স্কুলে টিচারের সামনে কি কেউ চোখ বন্ধ করে বসে? ভক্তিমাৰ্গে চোখ বন্ধ করে মালা-জপ ইত্যাদি করে... সন্ন্যাসীরাও চোখ বন্ধ করে বসে। তারা নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতও করে না যাতে মন সেই দিকে (কুপথে) চলে না যায়। কিন্তু আজকাল দুনিয়াও তমোপ্রধান। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরই বোঝান - এখানে তোমরা যদিও শরীরকে দেখো কিন্তু বুদ্ধি সেই বিচিত্রের স্মরণেই থাকে। এমন কোনো সাধু-সন্ত নেই যারা শরীরকে দেখলেও স্মরণ সেই বিচিত্র-কেই করে। তোমরা জানো যে, এই রথ(ব্রহ্মা) এসে সেই (বিচিত্র) বাবা আমাদের পড়ান। তিনি বলেন, আত্মাই সবকিছু করে, শরীর কিছু করে না। আত্মা শোনে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা লৌকিক জ্ঞান আত্মাই শোনে এবং শোনায়। লৌকিক টিচারও আত্মাই হয়। শরীরের দ্বারা লৌকিক পড়া পড়ে, সেও আত্মাই পড়ে। আত্মাই ভাল বা খারাপ সংস্কার ধারণ করে। শরীর তো ভস্ম হয়ে যায়। একথা কোন মানুষ জানে না। তাদের তো দেহ-অভিমান থাকে - আমি অমুক, আমি প্রাইম মিনিস্টার। কখনো এভাবে বলবে না যে, আমি আত্মা, এই প্রাইম মিনিস্টারের শরীর ধারণ করেছি। এও শুধু তোমরাই বুঝতে পেরেছ। সবকিছু আত্মাই করে। আত্মা অবিনাশী, এখানে শরীর ধারণ করেছ স্ব-ভূমিকা পালন করার জন্য। তাই আত্মা যদি না থাকে তাহলে শরীর কিছুই করতে পারবে না। আত্মা যখন শরীর পরিত্যাগ করে, তখন শরীর একটি লাশ হয়ে যায়। আত্মাকে এই চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। এ তো সূক্ষ্ম, তাই না। তাই বাবা বলেন, বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ কর। তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে যে, আমাদের শিববাবা পড়ান এঁনার(ব্রহ্মা) মাধ্যমে। এও অতি সূক্ষ্ম বুঝবার মতন বিষয়। কেউ সঠিকভাবে বোঝে, কেউ আবার এতটুকুও বোঝে না, এখানে বোঝার মতো অনেক কিছুই আছে। অল্ফ অর্থাৎ ভগবান, বাবা। শুধু ভগবান বা ঈশ্বর বললে সেই বাবার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। এইসময় সকলেই প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন, কারণ রচয়িতা বাবা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। এই দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী রিপীট (পুনরাবৃত্তি) হতে থাকে। এখন সঙ্গমযুগ, একথা কেউ জানে না। তোমরাই জানো, পূর্বে আমরাও জানতাম না। এখন বাবা এখানে তোমাদের জ্ঞানের দ্বারা শৃঙ্গার (সুসজ্জিত) করেন, পুনরায় এখান থেকে বাইরে যখন যায় তখন মায়া-রূপী ধূলায় লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান-শৃঙ্গার নষ্ট করে দেয়। বাবা তো শৃঙ্গার করেন, কিন্তু নিজের পুরুষার্থও তো করা উচিত। অনেক বাচ্চারা মুখে এমন (কথা) বলে, যেন জংলী, মনে হয় যেন শৃঙ্গার করা হয়ইনি, সব ভুলে যায়। লাস্ট নম্বরে অর্থাৎ পিছনে যে স্টুডেন্ট বসে থাকে, পড়াশোনায় তার বেশী মন থাকে না। হ্যাঁ, কারখানা ইত্যাদিতে কাজ করে ধনবান তো হয়ে যায়। কিন্তু তারা কিছুই অধ্যয়ন করেনি। আর এ তো অতি উচ্চ পড়া। পঠন-পাঠন ব্যতীত ভবিষ্য-পদ লাভ করতে পারে না। এখানে তোমাদের কারখানা ইত্যাদিতে বসে কোনো কার্য করতে হবে না, যার দ্বারা ধনবান হবে। এই সবকিছুই তো বিনাশপ্রাপ্ত হবে। সঙ্গে যাবে শুধু অবিনাশী উপার্জন। তোমরা জানো যে, মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন সে শূণ্য হস্তে চলে যায়। সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যায় না। কিন্তু তোমরা হাত ভরে নিয়ে যাবে, একেই বলা হয় সত্যিকারের উপার্জন। তোমাদের এই সত্যিকারের উপার্জন হয় ২১ জন্মের জন্য। অসীম জগতের পিতাই তোমাদের সত্যিকারের উপার্জন করান।

বাচ্চারা, এই(ব্রহ্মা) চিত্রকে দেখো, কিন্তু স্মরণ করো বিচিত্র বাবাকে। কারণ তোমরাও আত্মা, তাই আত্মা তার নিজের

পিতাকেই দেখে। ঔঁনার কাছেই পড়ে। আত্মা আর পরমাত্মাকে তোমরা দেখো না, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা জেনে যাও। আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম অবিনাশী। এই শরীর বিনাশী। বাচ্চারা, এই বাবা যদিও সম্মুখে তোমাদের দেখে কিন্তু বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আমি আত্মাদের বোঝাই। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদেরকে যা শেখান তা সর্বৈব সত্য, এর মধ্যে এক রতিও মিথ্যা নেই। তোমরা সত্যখন্ডের মালিক হয়ে যাও। এ হলো মিথ্যাখন্ড। মিথ্যাখন্ড হলো কলিযুগ, সত্যখন্ড হলো সত্যযুগ -- রাত-দিনের পার্থক্য। সত্যযুগে দুঃখের কোন কথাই নেই। নামই হলো সুখধাম। ওই সুখধামের মালিক তো অসীম জগতের বাবা-ই বানাবেন। ঔঁনার কোনো চিত্র (শরীর) নেই, আর সকলেরই চিত্র রয়েছে। তাতে কি ঔঁনার আত্মার নামের কোনো পরিবর্তন হয়েছে? ঔঁনারই নাম হলো শিব। আর সব আত্মাকে আত্মাই বলা হয়। বাকি নাম শরীরের হয়। শিবলিঙ্গ নিরাকারেরই প্রতীক। জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর..... এ হলো শিবের মহিমা। তিনি হলেন পিতা। তাহলে পিতার কাছ থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এক রচনা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না আরেক রচনার কাছ থেকে। রচয়িতা তাঁর নিজের সন্তানদের উত্তরাধিকারের অর্পণ করবেন। নিজের সন্তান থাকতে কি ভাই-এর সন্তানকে উত্তরাধিকার দেবে! এখানেও অসীম জগতের পিতা তাঁর অসীম জগতের সন্তানদের উত্তরাধিকার দেন, এ হলো পড়াশোনা, তাই না। যেমন লৌকিক পড়াশোনার দ্বারা মানুষ ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। যিনি পড়ান তার সঙ্গে আর পড়াশোনার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। এখানে তো যিনি পড়ান তিনি বিচিত্র। তোমরা আত্মারাও বিচিত্র। বাবা বলেন, আমি আত্মাদের পড়াই। তোমরাও জানো, বাবা আমাদের পড়ান। বাবা একবার-ই এসে পড়ান। আত্মাই তো পড়ে, তাই না। দুঃখ-সুখ আত্মাই ভোগ করে, কিন্তু শরীরের দ্বারা। আত্মা বেরিয়ে গেলে তখন শরীরকে যতই মারো, যেন মনে হয় মাটিকে মারছে। তাই বাবা বারংবার বোঝান, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা একথা জানেন যে, নশ্বরের ক্রমানুসারেই সকলে ধারণ করে। কেউ তো এমন যেন একদম বুদ্ধ, কিছুই বোঝে না। জ্ঞান তো অতি সহজ। অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পঙ্গুও এই জ্ঞান বুঝতে পারে, কারণ এ তো আত্মাকে বোঝানো হয়, তাই না। আত্মা বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু হয় না। শরীর এমন হয়। বাবা বসে কত ভালোভাবে বোঝান, কিন্তু ভক্তিমার্গের চোখ বন্ধ করে বসার অভ্যাস রয়েই গেছে, তাই এখানেও চোখ বন্ধ করে বসে। যেন নেশাচ্ছন্ন। বাবা বলেন, চোখ বন্ধ করো না। সম্মুখে চিত্র দেখলেও বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ কর, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। কত সহজ, যদিও বলে বাবা আমরা স্মরণ করতে পারি না। আরে, লৌকিক পিতা যার কাছ থেকে পার্থিব জগতের (হদের) উত্তরাধিকার পাও, তাকে তো মৃত্যু পর্যন্ত স্মরণ করো, আর ইনি তো সকল আত্মাদের অসীম জগতের পিতা, ঔঁনাকে স্মরণ করতে পারো না। যাঁকে আহ্বানও কর - ও গড ফাদার ! গাইড মি (পথ দেখাও)। বাস্তবে একথা বলাও ভুল। বাবা তো একজনের গাইড নন। তিনি তো অসীম জগতের গাইড। একজনকে কি লিবারেট(মুক্ত) করবেন? না, তা করবেন না। বাবা বলেন, আমি এসে সকলের সঙ্গতি করি। আমি আসিই সকলকে শান্তিধামে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। এখন চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তো অসীম জগতের বাবা, তাই না। ওরা তো পার্থিব জগতে এসে আমি-আমি করতে থাকে। হে পরমাত্মা, আমাকে সুখ দাও, দুঃখ দূর কর। আমরা পাপী, নীচ, তুমি দয়া করো। বাবা বলেন, আমি অসীম জগতের পুরানো সৃষ্টিকে নতুন বানাতে এসেছি। নতুন সৃষ্টিতে দেবতারা থাকে, আমি ৫ হাজার বছর পরে আসি। যখন তোমরা সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যাও। এ হলো আসুরী সম্প্রদায়। সদ্ধুর হলেন একজনই, যিনি সত্য বলেন। তিনি বাবাও, টিচারও, সদ্ধুরও। বাবা বলেন -

- এই মাতা-রাই স্বর্গের দ্বার খুলবে। লেখাও আছে - গেট ওয়ে টু হেভেন (স্বর্গের দ্বার)। কিন্তু একথা মানুষ বুঝতে পারে কি? না, পারে না। তারা নরকে পড়ে রয়েছে, তাই না, তবেই তো ডাকে। এখন বাবা তোমাদের স্বর্গে যাওয়ার পথ বলে দিচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি আসিই পতিতদের পবিত্র বানাতে আর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের পাপমোচন হবে। সকলকে একই কথা শোনাও যে - বাবা বলেন, মায়াজীত, জগৎজীত হও। আমি তোমাদের সকলকে জগতের মালিক হওয়ার রাস্তা বলে দিই, পুনরায় দীপাবলীতে (দীপমালা) লক্ষ্মীর পূজা করে, তাঁর থেকে ধন ভিক্ষা করে। এমন বলে না যে, স্বাস্থ্য ভালো করো, আয়ু দীর্ঘ করো। তোমরা তো বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও। আয়ু কত দীর্ঘ হয়ে যায়। এখন হেল্থ, ওয়েল্থ, হ্যাপীনেস সবই দিয়ে দেন। ওরা তো লক্ষ্মীর থেকে শুধু ধন ভিক্ষা করে, তা পাওয়া যায় কি, না পাওয়া যায় না। এ এক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দেবতাদের সম্মুখে যাবে ভিক্ষা করতে। এখানে তো তোমাদের বাবার থেকে কিছুই চাইতে হয় না। বাবা তোমাদের বলেন, মামেকম্ স্মরণ করলে মালিক হয়ে যাবে আর সৃষ্টি-চক্রকে জানলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে, এতে মুখে কিছু বলার দরকার হয় না। বাবার থেকে যখন স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তখন তোমরা ঐদের পূজা এখন করবে কি ! তোমরা জানো, আমরাই স্বয়ং এমন হবো, তাহলে এই ৫ তন্ত্রের পূজা কেন করবো। এখন তোমরা মন্দির ইত্যাদিতে আর যাবে না। বাবা বলেন, এইসব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। জ্ঞানে তো একটাই কথা - "মামেকম্ স্মরণ করো"। ব্যস্, স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপমোচন হবে, তোমরা সতোগ্রহণ হয়ে যাবে। তোমরাই সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে,

পুনরায় এমন হতে হবে। এও বোঝে না। প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্নদের জন্য বাবাকে কত মাথা চাপড়াতে হয়। এ তো নিশ্চই হওয়া উচিত, একথা কোনো সাধু-সন্ত ইত্যাদিরা বলতে পারে না, একমাত্র বাবা ছাড়া। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) কি ঈশ্বর, না তা নন। ইনি তো অনেক জন্মের অন্তিম লগ্নে এসে উপনীত হয়েছেন। আমি ঔনার মধ্যেই প্রবেশ করি, যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। গ্রাম্য-বালক ছিল পুনরায় শ্যাম থেকে সুন্দর হন। ইনি(ব্রহ্মা) তো সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্য-বালকই ছিলেন। যখন একটু সাধারণ হয়ে গেছেন, তখনই বাবা প্রবেশ করেন। কারণ এত বড় ভাড়া তৈরী করতে হয়েছিল। এদের থাওয়াবে কে? তাই অবশ্যই কোনো সাধারণও তো চাই, তাই না। এসব বোঝার মতো বিষয়। স্বয়ং বাবা বলেন, আমি ঔনার অনেক জন্মের অন্তিম লগ্নে প্রবেশ করি, যিনি কিনা সর্বাপেক্ষা অধিক পতিত হয়ে গেছেন, পুনরায় পবিত্রও তিনি হবেন। ৮৪ জন্ম ইনি নিয়েছেন, ততস্বম্ (তোমরাও তাই) । একজন তো নয়, অনেক রয়েছে, তাই না। সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় যারা হবে, তারাই আসবে পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। বাকিরা থাকতে পারবে না। দেরী করে যারা আসবে, তারা জ্ঞানও কম শুনবে। পুনরায় দেরীতেই আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা যেভাবে জ্ঞান শৃঙ্গার করেন, তা স্থায়ী-রূপে বজায় রাখার পুরুষার্থ করতে হবে। মায়া-রূপী ধূলায় জ্ঞান শৃঙ্গার যেন নষ্ট না হয়ে যায়। ভালোভাবে পড়ে অবিনাশী উপার্জন করতে হবে।

২) এই চিত্র অর্থাৎ দেহধারীকে সম্মুখে দেখেও বুদ্ধির দ্বারা বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। চোখ বন্ধ করে বসার অভ্যাস করা উচিত নয়। অসীম জগতের পিতার কাছে কিছুই চাওয়া উচিত নয়।

বরদান:- সময়ের মহত্বকে জেনে ফাস্ট সো ফাস্ট-এ আসার জন্য তীব্র গতির পুরুষার্থী ভব অব্যক্ত পাটে আগত আত্মাদেরকে লাস্ট সো ফাস্ট, ফাস্ট সো ফাস্ট আসার বরদান প্রাপ্ত হয়েছে। তাই সময়ের মহত্বকে জেনে প্রাপ্ত হওয়া বরদানগুলিকে স্বরূপে নিয়ে এসো। এই অব্যক্ত পালনা সহজেই শক্তিশালী বানিয়ে দেয় এইজন্য যত এগিয়ে যেতে চাও, এগিয়ে যেতে পারো। বাপদাদা আর নিমিত্ত আত্মাদের, সকলের প্রতি সদা সামনের দিকে উড়ে যাওয়ার আশীর্বাদ থাকার কারণে তীব্র গতির পুরুষার্থের ভাগ্য সহজ প্রাপ্ত হয়েছে।

স্লোগান:- “নিরাকার তথা সাকার” - এর মহামন্ত্রের স্মৃতিতে থেকে নিরন্তর যোগী ভব

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের খুশি হওয়া উচিত যে দুঃখহরণকারী, বাবা আমাদের সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছেন, আমরা স্বর্গের রাজপুত্র/রাজকন্যা (পরীজাদে) হতে যাচ্ছি"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের কোন্ স্থিতি দেখে বাবা চিন্তান্বিত হন না- কেন?

*উত্তরঃ - কোনো কোনো বাচ্চা ফার্স্টক্লাস সুগন্ধি ফুল, কারো মধ্যে আবার বিন্দুমাত্র সুগন্ধ নেই, কারও অবস্থা খুব ভালো থাকে (আত্মিক স্থিতি), কেউ বা মায়ার তুফানে পরাজিত হয়, এইসব দেখেও বাবা চিন্তান্বিত হন না। কারণ বাবা জানেন সত্যযুগের রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। তবুও বাবা শিক্ষা প্রদান করে বলেন - বাচ্চারা, যতটা সম্ভব স্মরণে থাকো, মায়ার তুফানে ভীত হয়ো না।

ওম্ শান্তি। অতীব মিষ্টি অসীম জগতের পিতা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বসে বোঝান। এটা তো বুঝেছো তাইনা - অতি মিষ্টি থেকে মিষ্টি বাবা, ওঁনার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে তো বেশ্যালয়ে বসে আছো। কত মিষ্টি বাবা, অন্তরে সেই অপার খুশি থাকা উচিত। বাবা আমাদের অর্ধকল্পের জন্য সুখধামে নিয়ে যান, দুঃখ হরণ করেন। একদিকে তিনি যেমন পিতা, অন্যদিকে শিক্ষকও। আমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলেন, যা আর কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই চক্র কিভাবে, ৮৪ জন্ম কিভাবে অতিক্রান্ত হয় - এই সমস্ত কিছুই তিনি খুব সহজভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। এখানে তো থাকা যাবে না। সমস্ত আত্মাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন। সময় খুব অল্প। বলাও হয় - অনেক সময় চলে গেছে, অল্প কিছু অবশিষ্ট আছে... সময় খুব কম, সেইজন্য বারংবার আমাকে স্মরণ কর, তবেই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপের যে বোঝা সঞ্চিত হয়ে আছে, তা সমাপ্ত হবে। যদিও মায়ার যুদ্ধ চলবে। তোমরা আমাকে স্মরণ করতে বসবে, আর মায়া স্মরণ থেকে সরিয়ে দেবে, এও বাবা বলে দিচ্ছেন। সেইজন্য কখনও সে সব নিয়ে ভাববে না। যতই সংকল্প, বিকল্প, তুফান আসুক না কেন, সারারাত সংকল্পের জন্য ঘুম না হলেও ভীত হবে না। বাহাদুর (সাহসী) হতে হবে। বাবা বলেন, এসব অবশ্যই আসবে, স্বপ্নও দেখবে, কিন্তু এইসব বিষয়ে ভীত হবে না। যুদ্ধের ময়দান এটা, তাইনা। সবই বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা যুদ্ধ করছো মায়াকে জয় করার জন্য, এর মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করার ব্যাপার নেই। আত্মা যখন শরীরে থাকে তখন শ্বাস-প্রশ্বাস চলে। এর জন্য শ্বাস -প্রশ্বাস বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। হঠাৎযোগ ইত্যাদিতে কত পরিশ্রম করতে হয়, বাবার অনুভব আছে (ব্রহ্মা বাবার)। অল্প-স্বপ্ন হঠাৎযোগ শিখেছিলেন। কিন্তু সময়ও তো দরকার, তাইনা। যেমন আজকাল তোমরা বাচ্চাদের জন্য বলা হয় জ্ঞান তো অনেক আছে কিন্তু সময় কোথায়। এতো কারখানা আছে, এটা ওটা আছে.....। বাবা তোমাদের বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, একমাত্র বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ কর, তাহলেই হবে। এটা কি খুব কঠিন?

সত্যযুগে - ত্রেতাতে সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিল। তারপর ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওরা তখন নিজেদের ধর্মকে ভুলে যায়, নিজেদের দেবী-দেবতা বলতে পারে না। কেননা অপবিত্র হয়ে পড়ে। দেবতারাতো পবিত্র ছিল। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে ওরা তারপর নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। বাস্তবে হিন্দু বলে কোনও ধর্ম নেই। হিন্দুস্তান নাম তো পরে এসেছে। প্রকৃত নাম হলো ভারত। বলাও হয়ে থাকে ভারত মাতাদের জয়, হিন্দুস্তান মাতাদের জয় তো বলা হয় না। ভারতেই এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। ভারতেরই মহিমা করা হয়। সুতরাং বাবা বাচ্চাদের বসে শেখান, বাবাকে কিভাবে স্মরণ করতে হয়। বাবা তো এসেছেনই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কাদের নিয়ে যেতে এসেছেন? আত্মাদের। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ কর ততই পবিত্র হয়ে ওঠো। পবিত্র হলে সাজাও পেতে হবে না। যদি সাজা থাকে, তবে পদও কম হয়ে যাবে। সেইজন্য যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে। অনেক বাচ্চা আছে যারা স্মরণ করতে ব্যর্থ হয়, বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেয়, এমনও আছে যুদ্ধ করে না (মায়ার সাথে)। বোঝে যে রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। অনেকেই অসফল হবে। গরীব প্রজাও তো চাই, তাইনা। যদিও ওখানে কোনও দুঃখ নেই, কিন্তু গরীব আর বিত্তবান প্রতিটি স্তরেই থাকবে। এ হলো কলিযুগ, এখানে গরীব হোক বা বড়লোকই হোক, উভয়েই দুঃখ ভোগ করে থাকে। ওখানে গরীব - বড়লোক উভয়েই সুখে থাকে। ধনী বা দরিদ্র হওয়ার অনুভব থাকলেও দুঃখ লেশমাত্র থাকে না। অবশিষ্ট নম্বরানুসারে হবে তাই না! কোনও রোগ থাকবে না, আয়ু বৃদ্ধি হবে। এই দুঃখের ধামকে ভুলে যায়। সত্যযুগে তোমাদের দুঃখের কথা স্মরণেও আসবে না। দুঃখধাম আর সুখধামের কথা বাবা-ই এসে স্মরণ করিয়ে দেন। মানুষ বলে স্বর্গ ছিল, কিন্তু কবে ছিল, কেমন ছিল? কিছুই জানে না। লক্ষ বছর বলার কারণে কারো স্মরণেই আসে না। বাবা বলেন,

কাল তোমাদের সুখ ছিল, কাল আবার সুখ হবে। সুতরাং বাবা এখানে বসে তাঁর ফুলদের দেখেন। এই আত্মা সুন্দর ফুল, এ এইভাবে পুরুষার্থ করে। এই আত্মা স্পর্শবুদ্ধি সম্পন্ন নয়, পাথর বুদ্ধি। বাবার কোনও বিষয়ে চিন্তা থাকে না, তবে হ্যাঁ, তিনি ভাবেন যে, বাচ্চারা শীঘ্রই পঠন-পাঠন করে বিত্তশালী হয়ে উঠুক, অন্যদেরও পড়াশোনা করাতে হবে। ঈশ্বরীয় সম্মান তো হয়েছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে বিচক্ষণ হয়ে উঠুক, কতদূর নিজেরা পড়াশোনা করে অন্যদেরও করাচ্ছে, কতখানি সুগন্ধি ফুল হয়ে উঠেছে - এসবই বাবা বসে প্রত্যক্ষ করছেন। কেননা এ হলো চৈতন্য ফুলদের বাগান। সুগন্ধি ফুলদের দেখলেই কত খুশির অনুভব হয়। বাচ্চারা নিজেরাও বুঝেছে, বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে পাপ কাটিতে থাকবে। নয়তো সাজা খেয়ে তারপর পদ প্রাপ্ত হবে। একে বলা হয় শাস্তি ভোগের পর ভোজন লাভ। বাবাকে এমনভাবে স্মরণ করো যাতে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যায়। তার সাথে চক্রকেও জানতে হবে। সৃষ্টি চক্র ঘুরতেই থাকে, এ কখনোই বন্ধ হয় না। উঁকুনের মতো চলতে থাকে, উঁকুন সবচেয়ে ধীরে চলে। এই অনন্ত ড্রামাও অতি ধীরে ধীরে চলে। ঘড়ির কাঁটার মতোই টিক টিক করে চলে। ৫ হাজার বছরে প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট কত সময়ের জন্য হয়, তাও বাচ্চারা বের করে পাঠিয়েছে। লক্ষ বছরের বিষয় হলে কেউ-ই এর হিসেব বের করতে পারত না। এখানে বাবা আর বাচ্চারা বসে আছে। বাবা প্রত্যেককে বসে বসে দেখছেন - এই বাচ্চারা কতটা বাবাকে স্মরণ করে, কতটা জ্ঞান ধারণ করেছে, অন্যদেরও কতটা কতটা বোঝাতে পারছে। খুব সহজ বিষয়, শুধু বাবার পরিচয় দিতে হবে। ব্যাজ তো বাচ্চাদের কাছে আছেই। সবাইকে বলা, ইনি হলেন শিববাবা। যখন মানুষ কাশী যায়, তখনও শিববাবাকে স্মরণ করে। 'বাবা বাবা' বলে মাথা ঠুকতে থাকে। তোমরা হলে শালিগ্রাম। আত্মা ছোট তারার মত, তার মধ্যে কত পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। আত্মা ছোট, বড় হয় না, বিনাশও হয় না। আত্মা অবিনাশী, তার মধ্যে ড্রামার পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। হীরা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পাথর (রত্ন)। এর মতো শক্ত পাথর অন্য কিছু হয় না। জহরির সেটা জানে। আত্মার বিচার কর, কত ক্ষুদ্র অথচ তার মধ্যে অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে। আত্মা কখনোই অবিনাশী ড্রামা থেকে বেড়িয়ে পড়ে না। দ্বিতীয় কোনও আত্মা হয় না। এই দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই যাকে আমরা একাধারে বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু বলতে পারি। ইনিই একমাত্র অসীম জগতের পিতা, এবং শিক্ষক যিনি সবাইকে শিক্ষা প্রদান করে বলেন, মনমনাভব। তোমাদেরও বলে থাকেন যদি অন্য কোনো ধর্মের কাউকে পাও তাকেও জিজ্ঞাসা কর আল্লাহকে স্মরণ কর তো! আত্মারা সবাই ভাই-ভাই। এখন বাবা শিক্ষা প্রদান করে বলছেন মামেকম স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা হলেন পতিত-পাবন। এ কথা কে বলে? আত্মা বলে। যদিও মানুষ গীত গায় কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না।

বাবা বলেন - তোমরা সবাই সীতা। আমি রাম। সমস্ত ভক্তদের সঙ্গতি দাতা আমি। সবাইকে সঙ্গতি প্রদান করি। অবশিষ্ট আত্মারা মুক্তিধামে চলে যায়। সত্যযুগে দ্বিতীয় কোনও ধর্ম হয় না, শুধুমাত্র আমরাই থাকি কেননা আমরাই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করে থাকি। এখানে দেখো কত অসংখ্য মন্দির। এত বড় দুনিয়াতে কত অসংখ্য জিনিস রয়েছে। ওখানে এসব কিছুই থাকবে না। শুধুমাত্র ভারত থাকবে। এই রেল ইত্যাদি যানবাহনও থাকবে না। এই সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। ওখানে রেলের প্রয়োজনই নেই। ছোট শহর হবে। রেল তো প্রয়োজন দূর-দূরান্তের গ্রামে যাওয়ার জন্য। বাবা বাচ্চাদের রিফ্রেশ করছেন, ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টস বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। এখানে বসে আছে, বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। যেমন পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান পরিপূর্ণ, যা তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে থাকেন। উচ্চ থেকে উচ্চতর শান্তিধামের নিবাসী শান্তির সাগর বাবা। আমরা আত্মারা সবাই ঐ সুইট হোমের নিবাসী। শান্তির জন্য মানুষ কত মাথা ঠেকে। সাধুরাও বলে মনে কিভাবে শান্তি পাওয়া যায়। কতরকম যুক্তি রচনা করে থাকে। বলাও হয়ে থাকে - আত্মা তো মন বুদ্ধি সহ থাকে, তার স্বধর্মই হলো শান্ত। মুখ তো নেই, কর্মেন্দ্রিয়ও নেই সুতরাং শান্তই হবে। আমরা আত্মাদের নিবাস স্থান হলো সুইট হোম, যেখানে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। ওখান থেকে প্রথমে আমরা আসি সুখধামে। এখন এই দুঃখ ধাম থেকে ট্রান্সফার হতে চলেছি সুখধামে। বাবা পবিত্র করে তুলছেন। কত বড় এই দুনিয়া। এত জঙ্গল ইত্যাদি কিছুই ওখানে থাকবে না, এতো পাহাড়ও থাকবে না। আমাদের রাজধানী থাকবে। যেমন স্বর্গের ছোট মডেল তৈরি করে তেমনই ছোট স্বর্গ হবে। শুধু অবাক হয়ে দেখ, কি হতে চলেছে। কত বড় সৃষ্টি, এখানে সবাই নিজের মধ্যে লড়াই করে চলেছে। তারপর এই সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, এসব কোথায় যাবে। সমুদ্র আর ধরিত্রীর বুকে চলে যাবে। এদের চিহ্নমাত্রও থাকবে না। সমুদ্রে যা চলে যায় তা সমুদ্র গর্ভে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। সাগর গ্রাস করে নেয়। তব্ব তব্বতে, মাটি মাটিতে মিশে যায়। তারপর এই দুনিয়া সতোপ্রধান হয়ে ওঠে, ঐ সময়কে বলা হয় নতুন সতোপ্রধান প্রকৃতি। ওখানে তোমাদের ন্যাচারাল (প্রাকৃতিক) সৌন্দর্য হবে। লিপস্টিক ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না। সুতরাং তোমরা বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত। তোমরা স্বর্গের পরী হয়ে ওঠো।

জ্ঞান স্নান না করলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে না । অন্য কোনো উপায় নেই । বাবা তো চির সুন্দর, তোমরা আত্মারা কালো হয়ে গেছ । প্রেমিক অতীব সুন্দর, মুসাফির যিনি এসে তোমাদের সুন্দর করে তোলেন । বাবা বলেন আমি এর মধ্যে (ব্রহ্মা বাবা) প্রবেশ করেছি, আমি কখনোই শ্যাম (অসুন্দর)হই না । তোমরা শ্যাম থেকে সুন্দর হয়ে ওঠো । চির সুন্দর তো একজন, মুসাফির বাবা । এই বাবাও শ্যাম থেকে সুন্দর হয়ে ওঠেন (ব্রহ্মা বাবা)। বাবা তোমাদের সবাইকে সুন্দর করে সঙ্গে করে নিয়ে যান । তোমরা বাচ্চাদেরও সুন্দর হয়ে অন্যদেরও সুন্দর করে তুলতে হবে । বাবা তো শ্যাম-সুন্দর হন না। গীতায় ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম লেখা হয়েছে, একেই বলে মস্ত ভুল । সম্পূর্ণ বিশ্বকে সুন্দর করে তোলেন যে শিববাবা উনি সর্বপ্রথম তাকেই পরিবর্তন করেন যিনি স্বর্গের প্রথম সুন্দর, তারই নাম গীতায় লিখিত হয়েছে । এই বিষয়ে কেউ-ই কিছু জানে না । ভারত আবার সুন্দর হবে । ওরা তো ভাবে ৪০ হাজার বছর পরে আবার স্বর্গ হবে আর তোমরা বলতে পারছ সম্পূর্ণ কল্প ৫ হাজার বছরের । সুতরাং বাবা এসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন । উনি বলেন, আমি অর্ধকল্পের জন্য প্রেমিক হয়ে আসি । তোমরা আমাকে আহ্বান করে বলেছ - হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমরা আত্মাদের, প্রেমিকাদের পবিত্র করে তোল । সুতরাং ওঁনার শ্রীমতে চলা উচিত । মেহনত (পুরুষার্থ) করা উচিত । বাবা এমন বলেন না যে, তোমরা কাজকর্ম করো না । কখনওই বলেন না । সবকিছুই করতে হবে । গৃহস্থ পরিবারে থেকে, সন্তান এবং পরিবারের সবার প্রতি দায়িত্ব পালন করে নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। কেননা আমি পতিত-পাবন । সন্তানের দায়িত্ব পালন কর কিন্তু আরও সন্তানের জন্ম দিও না । নয়তো সে সবই স্মরণে আসবে । পরিবারের সবাই থাকতেও তাদের ভুলে যেতে হবে। যা কিছু তোমরা দেখছো সবই শেষ হয়ে যাবে । শরীরও শেষ হয়ে যাবে । বাবার স্মরণে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে আবার নতুন শরীর প্রাপ্ত করবে । এ হলো অসীম জাগতিক সন্ধ্যাস । বাবা নতুন ঘর নির্মাণ করছেন, সুতরাং এই পুরানো ঘর থেকে মন সরে যায় । স্বর্গে কি নেই, অপার সুখ সেখানে । স্বর্গ তো এখানেই হবে । দিলওয়ারা মন্দির হল সেই স্মারক চিহ্ন । যার নীচে বসে তোমরা তপস্যা করছ, স্বর্গ কোথায় দেখাবে? ওরা ছাদের সিলিং (ছাদের) এর উপরে স্বর্গ দেখিয়েছে । নীচে তোমরা বসে রাজযোগ তপস্যা করছ, উপরে তোমরা রাজত্ব করছ। কত সুন্দর ঐ মন্দির। উপরে অচলঘর, সেখানে সোনার মূর্তি এবং সর্বোচ্চ স্থানে গুরু শিখরকে দেখানো হয়েছে । গুরু সর্বোচ্চ শিখরে বসে আছেন। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন সন্মুখ। মাঝখানে ওরা স্বর্গকে দেখিয়েছে। সুতরাং এই দিলওয়ারা মন্দির সম্পূর্ণ স্মৃতি বহন করে চলেছে, তোমরা রাজযোগ শিখছ তারপর স্বর্গ ওখানে নির্মাণ হবে । ওখানে দেবতারা ছিল, তাইনা । তাদের জন্যই এখন পবিত্র দুনিয়া নির্মাণ হচ্ছে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই চোখ দিয়ে সব কিছু দেখেও সব ভুলে যাওয়া অভ্যাস করতে হবে । পুরানো গৃহ থেকে, দুনিয়া থেকে মনকে সরিয়ে নিতে হবে । নতুন গৃহকে স্মরণ করতে হবে ।

২) জ্ঞান স্নান করে সুন্দর রাজপুত্র/রাজকন্যা (পরীজাদা) হয়ে উঠতে হবে । যেমন বাবা সুন্দর গৌরকান্তি পথিক (মুসাফির) তেমনই তাঁর স্মরণে আত্মাকে শ্যাম থেকে সুন্দর হতে হবে । মায়ার যুদ্ধে ভীত হওয়া উচিত নয়, বিজয়ী হয়ে দেখাতে হবে ।

বরদানঃ:- মহাদানী হয়ে উদার হৃদয়ে খুশীর খাজানা বিতরণকারী মাস্টার করুণাময় ভব সাধারণ মানুষ অল্প সময়ের খুশী প্রাপ্ত করার জন্য কত সময় বা ধন খরচ করে, তবুও সত্যিকারের খুশী প্রাপ্ত হয় না, এইরকম সময়ে তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে মহাদানী হয়ে বড় হৃদয়ের সাথে খুশীর দান দিতে হবে। এরজন্য করুণাময়ের গুণ ইমার্জ করো। তোমাদের জড় চিত্র বরদান দিচ্ছে তো তোমরাও চৈতন্য অবস্থায় করুণাময় হয়ে বিতরণ করতে থাকো। কেননা সকল আত্মাই এখন পরবশে রয়েছে । কখনও এটা ভাববে না যে এ তো শোনারই পাত্র নয়, তোমরা করুণাময় হয়ে দিতে থাকো। তোমাদের শুভ ভাবনা তাদেরকে অবশ্যই ফল প্রদান করবে।

স্নোগানঃ:- যোগের শক্তির দ্বারা প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয়কে অর্ডার অনুসারে যে চালাতে পারে সে-ই হলো স্বরাজ্য অধিকারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের সাথে সাথে পড়ার প্রতিও সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, স্মরণের দ্বারা পাবন হবে, আর পড়ার দ্বারা এই বিশ্বের মালিক হবে"

*প্রশ্নঃ - স্কলারশিপ নেওয়ার জন্য কোন্ পুরুষার্থ জরুরী?

*উত্তরঃ - স্কলারশিপ নিতে হলে সব জিনিসের থেকে মমত্ব দূর করো। ধন, বাচ্চা, ঘর ইত্যাদি কোনকিছুই যেন স্মরণে না আসে। শিব বাবাই যেন স্মরণে থাকে, সম্পূর্ণ স্বাধা, তখনই উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে। বুদ্ধিতে এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা কতো বড় পরীক্ষা পাশ করি। আমাদের পড়া কতো উচ্চ, আর যিনি পড়ান, তিনি স্বয়ং দুঃখহর্তা, সুখকর্তা বাবা, ওই মোস্ট বিলাভেড আমাদের পড়াচ্ছেন।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান, পড়ান, তাই বাচ্চাদের কতো নেশা থাকা উচিত। আত্মাই তো পার্থ গ্রহণ করে, তাই না। আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়, শরীর তো শেষ হয়ে যায়। তাই বাবা বসে বাচ্চাদের পড়ান। আত্মারা বুঝতে পারে যে, আমরা পড়ছি, যোগ শিখছি। বাবা বলেন যে, স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের পাপ দূর হবে। পতিত পাবন তো এক বাবা-ই। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে তো আর পতিত পাবন বলাই হবে না। লক্ষ্মী - নারায়ণকে কি বলা হবে? না। পতিত পাবন তো হলেন একজনই। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পাবন বানান একমাত্র একজনই। তিনিই তোমাদের বাবা। বাচ্চারা জানে যে, মোস্ট বিলাভেড অসীম জগতের বাবা, যাঁকে ভক্তিমাগে মানুষ স্মরণ করে এসেছে, বাবা এসো, এসে আমাদের দুঃখ হরণ করো, সুখদান করো। সৃষ্টি তো ওই একই। এই চক্রে তো সবাইকে আসতেই হবে। ৮৪ র চক্রও বাবা-ই বুঝিয়েছেন। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায়। আত্মা জানে যে, এই মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে অথবা নরক থেকে স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমরা এই পড়াশোনা করছি। বাচ্চারা, বাবা আসেন তোমাদের আবারও এই বিশ্বের মালিক বানাতে। তোমরা কতো বড় পরীক্ষা পাশ করছো। বড়-র থেকেও বড় বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। যেই সময় বাবা বসে তোমাদের পড়ায় তখন তোমাদের নেশা চড়ে যায়। বাবা অনেক এবং তীর গতিতে তোমাদের নেশা চড়িয়ে দেন। বাবা আসেনই তোমাদের অমরলোকের জন্য উপযুক্ত করতে। এখানে তো কেউই উপযুক্ত নয়। তোমরাও জানো যে, আমরা উপযুক্ত দেবতাদের সামনে মাথা ঠেকাতে এসেছি। এখন বাবা আবার আমাদের এই সমগ্র বিশ্বের মালিক বানান। তাই সেই নেশা চড়ে থাকা উচিত। এমন নয় যে, এখানে নেশা চড়ে গেলো, আবার বাইরে গেলেই নেশা কম হয়ে গেলো। বাচ্চারা বলে যে - বাবা, আমরা তোমাকে ভুলে যাই। তুমি এই পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে এসে আমাদের পড়াও, বিশ্বের মালিক বানাও। বাচ্চারা, তোমরা এই বিশ্বের বাদশাহীর অনেক বড় লটারী পাও, কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত। তাই এই এমন উচ্চ পড়ার প্রতি খুব ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কেবল স্মরণের যাত্রায় কাজ হবে না, ঈশ্বরীয় পড়াও আবশ্যিক। ৮৪ র এই চক্র কিভাবে আবর্তন করে, এও বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকা উচিত।

তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা খুব তীরগতিতে নেশা চড়ান। তোমাদের মতো বড় মানুষ কেউই হতে পারবে না, তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যাও। তোমরা ছাড়া আর কেউ এই বিশ্বের মালিক হয়েছে কি? বানানোর জন্য বাবাকেই তো চাই, আর কারোরই শক্তি নেই। বাচ্চারা, তোমাদের খুব শুভ বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন। বাবা জ্ঞান অমৃতের ডোজ চড়াতে থাকেন। কেবল এর উপর টিকে থাকলেই চলবে না যে, আমরা বাবাকে খুব স্মরণ করি। এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা পাবন হয়ে যাবে, কিন্তু পদও প্রাপ্ত করতে হবে। পাবন তো মোচড় খেয়েও সবাইকে হতেই হবে, কিন্তু বাবা এসেছেন বিশ্বের মালিক বানাতে, সবাই তো শান্তিধামেই যাবে। গিয়ে সবাই কি ওখানে বসে থাকবে নাকি? সে তো কোনো কাজের কথা হবে না। কাজের তো তারাই, যারা এসে স্বর্গে রাজত্ব করে। তোমরা এখানে এসেছোই স্বর্গের বাদশাহী নিতে। তোমাদের বাদশাহী ছিলো, তারপর মায়া তা ছিনিয়ে নিয়েছিলো। এখন আবারও তোমাদের মায়া রাবণকে জয় করতে হবে, তোমাদেরই এই বিশ্বের মালিক হতে হবে। তোমাদের এখন রাবণকে জয় করতে হবে, কেননা তোমরা রাবণ রাজ্যে বিকারী হয়ে গেছো, তাই মানুষের তুলনা বানরের সঙ্গে করা হয়। বানর খুব বেশী বিকারী হয়। দেবতারা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এই দেবতারাই ৮৪ জন্মের অন্তিমে পতিত হয়ে গেছে। বাবা বলেন যে, তোমাদের হাতে যে ধন, বাচ্চা, শরীর ইত্যাদি আছে, সবকিছু থেকেই মমত্ব দূর করতে হবে। বিত্তবানরা তো অর্থের পিছনে ছুটে মরে। এক মুঠো পয়সাও তারা ছাড়ে না। রাবণের জেলে পড়ে থাকবে। কোটির মধ্যে কয়েকজন বের হবে যারা সব জিনিস থেকে মমত্ব দূর করে বানর থেকে দেবতা হয়ে যাবে। বিত্তবান যারা, বড় বড় লাখপতি আছে, তারা মুঠিতে অর্থ ধরে থাকে, তাদের জীবনও

তেমনই। সারাদিন মহল, বাচ্চা ইত্যাদিই স্মরণে আসতে থাকবে। তাদের স্মরণেই মৃত্যু হবে। বাবা বলেন যে, শেষের দিকে অন্য কোনো জিনিস যেন স্মরণে না আসে। কেল মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে জন্ম - জন্মান্তরের পাপ নাশ হয়ে যাবে। বিত্তবানদের অর্থ তো সব মাটিতেই মিশে যাবে কেননা পাপের অর্থ তো, তাই না। কাজে আসে না। বাবা বলেন যে, আমি গরীবের ভগবান, গরীবকে বিত্তবান আর বিত্তবানকে গরীব বানিয়ে দেবো। এই দুনিয়া তো পরিবর্তন হয়, তাই না। এখানে অর্থের কতো নেশা থাকে - আমার এতো ধন-সম্পত্তি আছে, মোটর আছে, মহল আছে ...। তখন যতই মাথা ঠুকতে থাকো না কেন যে, বাবাকে স্মরণ করবো কিন্তু স্মরণ টিকতে পারে না। 'ল' (নিয়ম) এমন নয়, কোটিতে অল্পকিছুই মাত্র বের হবে। বাকি তো মানুষ অর্থকেই স্মরণ করতে থাকবে। বাবা বলেন যে, দেহ সহ তোমরা যা কিছুই দেখো, সেই সবকিছুকেই ভুলে যাও, এতে আটকে পড়লেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা তো পুরুষার্থ করাবেন, তাই না। তোমরা এখানে নর থেকে নারায়ণ হতে এসেছো, তাই এতে যোগও সম্পূর্ণ চাই। যে কোনো জিনিস, সে ধনই হোক বা বাচ্চা ইত্যাদিই হোক, এক শিব বাবা ছাড়া কিছুই যেন স্মরণে না আসে, তখনই তোমরা উচ্চের থেকেও উচ্চ স্ফলারশিপ নিতে পারো, উচ্চ প্রাইজ প্রাপ্ত করতে পারো। ওরা বিশ্বে শান্তির জন্য রায় দান করে তখন পাই পয়সার মেডেলও পেয়ে যায়। এতেই তারা খুশী হয়ে যায়। তোমরা এখন কি প্রাইজ পাও? তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও। এমন নয় যে, আমরা পাঁচ - ছয় ঘণ্টা স্মরণে থাকি, ব্যস তাহলেই এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়ে যাবো। এমন নয়, এতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এক শিব বাবারই যেন স্মরণ থাকে আর পরের দিকে এক শিব বাবা ছাড়া কিছুই যেন স্মরণে না আসে। তোমরা অনেক বড় দেবতা তৈরী হচ্ছে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরাই পূজ্য ছিলে, তারপর মায়া তোমাদের পূজারী পতিত বানিয়ে দিয়েছে। মানুষ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি ব্রহ্মাকে দেবতা মানো, নাকি ভগবান বলে মানো? বলা, আমরা তো বলি না যে, ব্রহ্মা ভগবান। তোমরা এসে বোঝো। তোমাদের কাছে খুব ভালো ভালো চিত্র আছে। ত্রিমূর্তি, গোলা আর কল্পবৃক্ষের (ঝাড়ের) চিত্র এক নম্বর। শুরুর দিকের এই দুই চিত্র হলো প্রধান, এই দুই চিত্রই তোমাদের অনেক কাজে আসবে। লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র তোমরা বিলেতে নিয়ে যাও, এর থেকে তো ওরা জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। সবথেকে মুখ্য চিত্র হলো - ত্রিমূর্তি, গোলক আর কল্পবৃক্ষ। এতে দেখানো হয়েছে - কে কে কবে আসে, আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম কবে শেষ হয়, এরপর এক ধর্মের স্থাপনা কে করেন? অন্য সব ধর্মই শেষ হয়ে যায়। সবথেকে উপরে থাকেন শিববাবা, তারপর 'ব্রহ্মা সো বিষ্ণু, বিষ্ণু সো ব্রহ্মা'। একথা তো বোঝাতে হবে, তাই না। এরজন্যই চিত্র বানানো হয়েছে, বাকি সূক্ষ্মবতন তো কেবল সাক্ষাৎকারের জন্য মানা হয়। বাবা হলেন রচয়িতা, প্রথমে সূক্ষ্ম বতনের, তারপর স্থূল বতনের। ব্রহ্মা তো দেবতা নন, বিষ্ণু হলেন দেবতা। তোমাদের বোঝানোর জন্য সাক্ষাৎকার করানো হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানেই আছেন, তাই না। ব্রহ্মার সাথে আছেন ব্রাহ্মণ, তারাই আবার দেবতা হবেন। দেবতার তো সজ্জিত থাকেন, এদের ফরিস্তা বলা হয়। ফরিস্তা হয়ে তারপর আবার এসে দেবতা পদ পাবেন। গর্ভ মহলে জন্ম নেবেন। এই দুনিয়া পরিবর্তন হতে থাকে। ভবিষ্যতে তোমরা সব দেখতে থাকবে। তোমরা আরো সুন্দর এবং মজবুত হয়ে যাবে। আর অল্প সময়ই বাকি আছে। তোমরা এখানে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। কেউ যদি ফেল করে যায়, সে তখন প্রজা হয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা এইসব কথা বোঝাতে পারেন না। মানুষ গেয়ে থাকে - রাম রাজা, রাম প্রজা...। তাহলে সেখানে কিভাবে অধর্মের কথা হতে পারে! এই সবই ভক্তিমার্গের কথা, তাই এমন গায়ন আছে যে - মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া....মায়া ধন-কে নয়, পাঁচ বিকারকে বলা হয়। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়। মানুষ একথাও জানে না যে, মায়া কাকে বলা হয়। একথা বাবা-ই মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন।

বাবা বলেন যে, আমি পরম আত্মা তোমাদের নিজের থেকেও উঁচু, বিশ্বের মালিক বানাই। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করছো। এ কতো উচ্চ পাঠ। মানুষ থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না। দেবতার তো সত্যযুগে, মানুষ থাকে কলিযুগে। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে বসে মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছে। বাবা কতো সহজ করে বলেন। তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, প্রজাও অনেক তৈরী করতে হবে। কল্প - কল্প তোমরা এতো প্রজা তৈরী করো, যা সত্যযুগে থাকে। সত্যযুগ ছিলো, এখন আর নেই, আবারও হবে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ বিশ্বের মালিক হবেন। চিত্র তো আছেই, তাই না। বাবা বলেন যে - এই জ্ঞান আমি তোমাদের এখন দান করি, এরপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়, এরপর দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু হয়, রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায়। তোমরা বিলেতে গিয়েও এইকথা বোঝাতে পারো যে, সৃষ্টির এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্রের সঙ্গে অন্য ধর্মের মানুষের তো কোনো কানেকশন নেই, তাই বাবা বলেন, এই ত্রিমূর্তি আর ঝাড় হলো মুখ্য চিত্র। এ হলো এক নম্বর। কল্পবৃক্ষ আর গোলক এর চিত্র দেখে বুঝতে পারবে যে, এই - এই ধর্ম কবে আসবে, ক্রাইস্ট কবে আসবে। অর্ধেক সময়কালে হলো ওইসব ধর্ম, আর বাকি অর্ধেক সময়কালে

থাকবে তোমরা সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশীরা । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের খেলা । জ্ঞান - ভক্তি আর বৈরাগ্য । জ্ঞান হলো দিন আর ভক্তি হলো রাত । এরপর অসীম জগতের বৈরাগ্য হয় । তোমরা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । তাই একে ভুলে যেতে হবে । পতিত পাবন কে, এও সিদ্ধ করতে হবে । দিন - রাত মানুষ গাইতে থাকে - পতিত পাবন সীতা - রাম । গান্ধীও গীতা পড়তেন, তিনিও এমন গাইতেন - হে পতিত পাবন, সীতাদের রাম, কেননা তোমরা সব সীতারাত্তো ব্রাইডস্, তাই না । বাবা হলেন ব্রাইডগ্রুম । এরপর মানুষ বলে - রঘুপতি রাঘব রাজা রাম । এখন এই রাম তো ত্রেতার রাজা । এইসমস্ত কথাই দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে । সবাই হাতে তালি দিয়ে গাইতে থাকে । আমিও গাইতাম, এক বছর খাদির কাপড় পরতাম । বাবা বসে বোঝান যে, ইনিও গান্ধীর ফলোয়ার হয়েছিলেন, ইনি তো সবকিছুই অনুভব করেছিলেন । ফার্স্ট থেকে লাস্ট হয়ে গিয়েছিলেন । এখন আবার ফার্স্ট হবেন । মানুষ তোমাদের বলে - যেখানে সেখানে ব্রহ্মাকে বসিয়ে দিয়েছে । তাদের এও বোঝানো দরকার যে - আরে, কল্পবৃক্ষের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন । এ কতো ক্লিয়ার, এ তো পতিত দুনিয়ার অন্তিমে দাঁড়িয়ে আছো । শ্রীকৃষ্ণকেও উপরে দেখানো হয়েছে । দুই বিড়াল লড়াই করে আর মাঝখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ মাখন খেয়ে নেয় । মাতাদের সাক্ষাৎকার হয়, তারা মনে করে যে, ওনার মুখে মাখন আছে বা চান্দ্রমা আছে । বাস্তবে এ হলো মুখে বিশ্বের বাদশাহী । দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর তোমরা দেবতার মাখন পেয়ে যাও । এ হলো বিশ্বের বাদশাহী রূপী মাখন । মানুষ বস্তু ইত্যাদি তৈরীরও অনেক ইমপ্রভমেন্ট করছে, এমন জিনিস দিয়ে বস্তু তৈরী করে, যাতে মানুষ ফট করে মরে যায় । এমন যেন না হয় যে, মানুষ চিংকার করতে থাকে । হিরোশিমাতে যেমন, এখনো অসুস্থ মানুষ পড়ে রয়েছে । বাবা তাই বোঝান - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, অর্ধেক কল্প পর্যন্ত তোমরা খুশীতে থাকো । সেখানে কোনোপ্রকার লড়াই ইত্যাদির নাম থাকে না । এই সবই পরের দিকে শুরু হয়েছে । এইসব ছিলোও না আর থাকবেও না । চক্র তো রিপিট হয়, তাই না । বাবা সবকিছুই খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন যে, এই সবকিছুই বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে আর ঈশ্বরীয় সেবাতে লেগে যেতে হবে । এ তো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া, একে বিষয় বৈতরণী নদী বলা হয় । তাই বাচ্চাদের বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন - তোমরা নিজেদের ততটা উঁচু মনে করো না, যতটা বাবা তোমাদের উঁচু মনে করেন । বাচ্চারা, তোমাদের খুব নেশা থাকার প্রয়োজন, কেননা তোমরা অনেক উচ্চ কুলের । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের বুদ্ধিকে সুন্দর করার জন্য রোজ জ্ঞান অমৃতের ডোজ দিতে হবে । স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে পড়ার প্রতিও অবশ্যই সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে, কেননা এই ঈশ্বরীয় পার্ঠের দ্বারাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয় ।

২) আমরা হলাম উচ্চ থেকেও উচ্চ কুলের, স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়ান, এই নেশাতেই থাকতে হবে । জ্ঞান ধারণ করে ঈশ্বরীয় সেবাতে লেগে যেতে হবে ।

বরদানঃ:- সন্তুষ্টতার বিশেষত্বের দ্বারা প্রতিটি কড়া পেপারে সফল হয়ে দূততা সম্পন্ন ভব সন্তুষ্টতা হলো ব্রাহ্মণদের বিশেষ লক্ষণ । যে পার্টই পেয়েছো, তাতে সন্তুষ্ট থাকাই হলো সামনে এগিয়ে যাওয়া । কিছু যদি নীচে - উপরে হয়ে যায়, কেউ যদি ইম্পাল্টও করে দেয়, তবুও দাতার বাচ্চা কখনোই কোনো বিষয়ে অসন্তুষ্ট হতে পারে না । সে স্বয়ংও সন্তুষ্ট আর অন্যের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকবে । এরজন্য দূততা সম্পন্ন সঞ্চল করো যে, যতই কড়া পেপার এসে যাক না কেন, আমাকে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে, তাহলেই সফল হতে থাকবো ।

স্নোগানঃ:- হাসিখুশী সে-ই হয়, যার হৃদয়ে সদা খুশীর সূর্য উদ্ভিত থাকে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;